

শ্রীশ্রীহরিঃ । —

শরৎ ৭১ । —

শ্রীমদ্ভাগবতামৃত

সাহায্যে

শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামি ভাগবত লক্ষণ চতুর্দশ
বর্ষ অষ্টাবরণ মুক্তিধার অখিল বৈষ্ণব গোলাক

বন্দাবন অক্তি ভক্তি সাধন সাধ্যাদী
বহুতর সংস্কৃত শ্লোকে বিস্তার করিয়াছেন

ইদানীং

শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ রাঘ চৌধুরি
কর্তৃত্বানু বাদিত হইল।

কলিকাতা

নিমতলা যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল

সন ১২৬১ শাল —

[অধ্যায় ৮]

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বপ্ননা ও প্রার্থনা	১
ভক্তি সঙ্গ	২
গোপী মহিমা ক্রমে ত্রিবিধ চৈতন্যাবতারের কারণ	৩
গোবিন্দনের মহিমা ও নামের মহিমা ও ভক্তির প্রভেদ	৮
গ্রহ বিবরণ ও ভক্তিতত্ত্ব সিদ্ধান্ত	১২
প্রমাণ তীর্থরাজের মন্দির সমাদ	১৪
বিপ্রবরের বিষ্ণুভক্তি	১৬
মকিং দেশীয় রানার বিষ্ণুভক্তি ও ভক্তদর্শক	
দেবগণের মহিমা	১৮
ইন্দ্র সভাবর্ণন ও তাহার বিষ্ণুভক্তি	২০
বৃক্ষলোক বর্ণন ও তাহার বিষ্ণুভক্তি	২৬
ঈশ্বরাধিপতির মহিমা ও বিষ্ণুভক্তি	৩৩
ইন্দ্রের নামের মহিমা	৪১
প্রহ্লাদের মহিমা ও তাহার বিষ্ণুভক্তি	৪৩
হনুমানের মহিমা ও তাহার ভক্তি	৫৪
শ্যামবীর মহিমা ও তাহারিণের ভক্তি	৫৮
শ্যামবীর প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বর্ণন	৬৫
শ্যামকী মহিমা বর্ণন	৭২
শ্যামবীর মহিমা	৮০

প্রথম খণ্ড

নির্ঘণ্ট

গদ্য

গোপীগণের মহিমা

বিশেষ গোপী মহিমা

বৃজবিচ্ছেদ জন্য শ্রীকৃষ্ণর বিলাপ

মায়া বৃন্দাবন সৃজন

শ্রীকৃষ্ণর মায়া বৃন্দাবন দর্শন

শ্রীকৃষ্ণর বৃজবেশ দৃষ্টে দ্বারকা বাণীর অর্থ্যতা

মায়া বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণর পুন দ্বারকা গমন

নন্দ যশোদার ভক্তির কারণ

গোপী প্রেম বর্ণন

প্রেম ক্রন্দন দৃষ্ণের হেতু নহে

গোপীর প্রেম স্বরণ

ভক্তগণের ভক্তি সযুগ্মে তৃপ্তি রাহিত্য

গোপী দিগের ভক্তি বর্ণন

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতি রাধিকার নাম

উল্লেখ নাহওনের কারণ

শ্রীমদ্ভাগবতানুত প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

যে২ সাধনে যে২ ধাম প্রাপ্ত

কামিনীদেবি কতক ব্রাহ্মণ বালক উপদ্রষ্ট

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও কাসি বাসির আচার

বিষয়	দ্বিতীয় খণ্ড	পত্রাঙ্ক
শ্রীমদ্ভগবদ্গেতা দেবও কানিক্কা উপদেশে সন্যাসভাষ্য		১৩৬
ঐশ্বৰ্য্যবাসির আচার		১৩৭
শ্রীবৃন্দাবনে গোপদমারের রহিতবুদ্ধিবালকেশ্বরসাক্ষ্য		১৪১
গোপদমারের জাহ্নবি তীরে গমন		১৪৫
গোপদমারের শ্রীক্ষেত্র গমন		১৪৯
গোপদমারের শ্রীবৃন্দাবন গমন		১৫৭
গোপদমারের স্বর্ণগমন		১৫৮
শ্রীহৃন্দ্রালয়ে বামন দেবের দর্শন		১৫৮
যহ্নলোকে গমন		১৬৩
অনলোকপরি তপলোক দর্শন		১৬৮
সমাধিতে সত্যলোক গমন		১৭৬
বুদ্ধি ও মোক্ষবিবরণ		১৮০
সিগুন ও স্বপ্নবাসির উপাসনা		১৮৫
মুক্তি হইতে ভক্তির প্রকৃতি		১৯০
গোলোক ধামের প্রকৃতি		২০১
আবরণের বৃত্তান্ত		২০২
শ্রীমদ্ভগবদ্গেতার দর্শন		২০৯
বৈষ্ণব প্রাণের হেতু		২১৫
সায়ুয়া নৃত্তি		২১৬
শব্দবিধাভক্তি		২১৮
অরণ্যকৃত্তি		২২২

নম্বৰ

পাতা

দ্বিতীয় খণ্ড

নাম সংকলন	১১৭
ধ্যান হইতে দৰ্শনশ্ৰেষ্ঠ	২১৮
ঈশ্বৰ আকৰ্ষণীয় ঈশ্বৰদেৱ গমন	২৩৩
ঈশ্বৰদেৱ গোপনীয় উপাসন	২৪০
অবতাবেশ	২৫০
নক্তি বিবৰণ	২৫৬
ঈশ্বৰ স্বৰ্গ ভগবান	২৫৭
ঈশ্বৰদেৱ আৰ্হাৰ	২৬১
অৰুদে গম	২৬৩
স্বৰ্গ গম	২৭৩
গোলোক কল্যাণ	২৮০
ঈশ্বৰ কল্যাণ	২৮১
বুদ্ধিমাৰ্গ	২৮২
জিবেৰ আচাৰ ও গোলোক আশ্ৰিত উপাস	৩০৫
শ্ৰেষ্ঠাশ্ৰীজগৎ সাধন	৩১৬
মহন গোপালদেৱ দৰ্শন	৩২১
গোলোক দৰ্শন	৩২৬
গোলোক নাথদেৱ দৰ্শন	৩৮২
মহৎ সত্যৰ ফল	৩৭১
গোলোক আৰ্হাৰ	৩৮১

দ্বিতীয় খণ্ড

নিন্দে

১/

পত্রিক

সুদক্ষ স্বাবরা স্বাবর দৈত্যাদির ব্রহ্মভা

১৩৮৯

দ্বিতীয় খণ্ড সনাতন

ভুল	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	হ্রস্ব
গোন্দ	গোবিন্দ	২	২
বিশের	বিজ্ঞান	৩	১৫
লজ্জান	লজ্জাব	১৮	১২
সন্তোষিল	সন্তোষিত	২৩	১৩
পূর্বে	পূর্বে	২৬	৮
কৈতবে	বৈকটবের	৩২	
করণন্তবনহবে-করণন্তবনহবে		৫৬	২২
অবিপ	অধিক	৬১	১১
নয়াবারে	লয়াবারে	৬১	১০
সাবুয়	সাবুয়	৬৬	২১
মুক্তি	মুক্তি	৬৭	২১
ভদ্র বদ	ভাগবদুজ	৮৪	১৪
লন	লন	৯৬	১১
ভদ্র	ভদ্র	১১৬	৮
ভগ বন্দির	ভাগবদ্বন্দির	১৫০	১৬
সহলোক	সহলোক	১৬৬	২১
দয়্যপী	দয়্যপী	২০৭	১
উপনা	উপনা	২১১	৮

নিঘণ্ট	১৭	পত্রাঙ্ক
প্রসঙ্গ	প্রসঙ্গ	২৮২
জন্ম	জন্ম	৩২০
মুদ্রিত	মুদ্রিত	৩৩০
অনিন্তে	অনিন্তে	৩৫৬
নয়রের	নয়রের	৩৮৭

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥



অথ শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ ।

জয় ২ শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ প্রাণ । জয় ২ দীনবন্ধো কৃপার
নিধান ॥ জয় ২ শচীর নন্দন গোরাচাঁদ । কোটিশশি জিনি
মুখচন্দ্র প্রেমফাঁদ ॥ সুতপ্ত কাঞ্চন কাস্তি অরুণ নয়ন । করুণা
পূরিত দেহ দেহ দয়াদান ॥ জয় ২ নিত্যানন্দ ময় নিত্যানন্দ
সদামৃত পীয়ে গৌর প্রেম মকরন্দ ॥ জয় ২ অভিন্ন চৈতন্য
শ্রীনিভাট । পতিত পাবন এপতিতে দেখ চাই ॥ জয় শাস্তি
পূর নাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র । যে আনিলা নবদ্বীপে শ্রভুগৌর-
চন্দ্র ॥ করুণা করিয়া জীব করিলা নিস্তার । কেবল বঞ্চিত
আমি অতি দুরাচার ॥ জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ কৃপার নিধান ।
কিছু যশ গাই যদি শক্তি দেহ দান ॥ আমি অতি অধম অ-
জ্ঞান অনাচার । করুণা করিয়া তবে কর মোরে পার ॥ জয়
কপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ । শ্রীজীব গোপাল ভট্টদাস রঘু-
নাথ ॥ সাবধানে বন্দে এই হৃদয়ের চরণ । যাহে নিষ্ঠা হৈলে
হয় প্রেম প্রকাশন ॥ ছোট বড় সকল বৈষ্ণব পদে নতি । যে
কৃপায় যায় মায়া সংসার দুর্গতি ॥ কৃষ্ণভক্তির গুণ সধাপাণে
মগ্ন মন । গৌরাজ্ঞ দ্বিতীয় কলেবর সনাতন ॥ রচিলা শ্রীভাগ-
বতামৃত গ্রন্থ সার । ভক্তির গুণ তাৎপর্যের যাহাতে প্রচার ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় ভাব বর্ণন আশ্চর্য । শুনিলে পাইয়ে কৃষ্ণ

ভক্তি অতি বর্য্য ॥ কিন্তু সংস্কৃত গুণ বর্ণন বিশেষ । সৰ্ব সাধা
রূপ বোধ হয় কিছু ক্লেশ ॥ এহেত্ত বৈষ্ণবগণ করুণা করিয়া
আমারে করিল আত্ম পরাভাগিয়া ॥ যদ্যপি আমিহ মুখ
অত্যন্ত অজ্ঞান । বুঝিতে নাপারি কিছু গ্রন্থের ব্যাখ্যান ॥
তথাপি বৈষ্ণব আত্ম বাচাল করিল । অতএব সাহসেতে ইহা
আরম্ভিল ॥ অদোষ দর্শন হয় বৈষ্ণবের গুণ । এবড় ভরসা
মনে করেছি নিপুন ॥ ক্ষম অপরাধ মোর শ্রীলসনাতন ।
ধরিলাম দৃঢ়করি তোমার চরণ ॥ কিছু শক্তি দেহবেন সম্পূ-
রণ হয় । জয় গোপী দাস এই নিবেদয় ॥ ১ ॥ • ।

জয়তি নিজ পদাঙ্ক প্রেমদানাবতীণে । বিবিধ মধুরি
মাক্লিঃকোপিতৈশোরগন্ধিগত পরম দশাস্তং যস্য

চৈতন্যরূপাদনুভব পদ মাপ্তং প্রেম গোপীযুনিত্যং ॥ ১ ॥

শুন সাধুগণ কৃপা করিয়া প্রকাশ । শোক লাগাইতে
আগে কহিয়ে আভাস ॥ এই গ্রন্থে করিয়ে শ্রীভক্তি নিরূপণ
বাহ্যহৈতে চতুর্বর্গকলের জনন ॥ বুজানন্দ অনুভব হৈতে সুখ
যোগ । বিষয় অনিত্য সুখ যে করে বিয়োগ ॥ শ্রীরাধাবল্লভ
পদ বাহার আশ্রয় । বুজ লোক ন্যায় মহাপ্রেমে প্রাপ্তি হয় ॥
এই ভক্তি দেবী যার হৃদয়ে বিরাজে । আনন্দল্য আদি সব
আভরণ সাজে ॥ শ্রীগোলোক ধামে সেই বৈদ্য উপরে ।
শ্রীনন্দকিশোর সহ সতত বিহারে ॥ কিন্তু সেই ভক্তি নহে
অন্য উপায়েতে । কেবল মিলয়ে কৃষ্ণকৃপা প্রসাদেতে ॥
অতএব তাঁর মহা প্রসন্ন চাহিয়া । আচরণে মজল শ্রীচরণ বন্দি
দ্বা ॥ কোন অনির্বচনীয় সর্ব গুণদান । সর্ব উৎকর্ষেতে সদা

স্বয়ং বস্তুমান ॥ যিহ নিজপাদপাশে প্রেমভক্তিমান । করিতে প্র-
 কট হৈলা যথা বৃজস্থান ॥ কপণ্ডল লীলা আদি নানা মধুরিমা
 সাগর সমান যার নাহি অন্তগীমা ॥ নিত্য কৈশোর বয়স
 পরম মোহন । বাল্যাদিক ভাব অনু যায়ি সুশোভন ॥ এই সব
 বিশেষণে স্বয়ং ভগবান । শ্রীমদ নন্দন কৃষ্ণ হইতেছে জান
 যিহ বৈষ্ণব উপরি শ্রীগোলোক ধামে । বিহার করেণ নির-
 স্তর পূর্ণকামে ॥ পরম দুঃখ ভিত্তিহ অতএব তাঁর ভক্তির মহিমা
 কথা প্রয়াস দুস্পার ॥ তাহাতে আয়াস ব্যর্থ এই আশঙ্কায়
 আদ্য বিশেষণেতে উত্তর দিল । তায় ॥ নিজ প্রেম দান হেতু
 হইল প্রকাশ । এই লাগি ব্যর্থনহে তাহাতে আয়াস ॥ পুন
 অসাধারণ লক্ষণ নির্দেশনে । লীলা মধুরিমা তাঁর করণে
 বর্ণনে ॥ পাইয়াছে চরম কাষ্ঠার অন্ত যেই । কেবল গোপি
 কংগণে নিত্য প্রেম সেই ॥ অর্থাৎ বল্লবীগণ বল্লভ নিশ্চিত
 ইথে দশাক্ষর মন্ত্র বরার্থ সূচিত ॥ ইহা দ্বারা গোপীকার মহি
 মা নির্দেশ । হইল প্রকাশ রূপে পরম বিশেষ ॥ হেন প্রেমের
 মহিমা কেমতে জানিয়ে । মানসেরো অগোচর যাহারে মা-
 নিয়ে ॥ সত্য কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র করি অবতার । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে
 করিল প্রচার ॥ তাঁহাইহেতে অনুভব বিষয় হইল । আপনি
 আশ্বাদি জগজনে জানাইল ॥ দীন হীন নীচজন অত্যন্ত
 অক্রেম । পাইল সাক্ষাৎ অনুভব গোপীপ্রেম ॥ ইথে গোপি
 কার আর শ্রীকৃষ্ণ মহিমা । পরস্পর হৈল সিদ্ধ অত্যন্ত গরিমা
 আর এই গ্রন্থে প্রতি পাদ্য যেই অর্থ । এই শ্লোক দ্বারে হৈল
 সূচন সমর্থ ॥ কৃষ্ণকৃপা সমূহের পাত্র নির্দ্ধারিণে । সর্ব অব-

সানে বণিবেন গোপীগণে ॥ অতএব শ্রদ্ধাকরি শ্রীদৈবগণ
সকল বৃত্তান্ত কর শ্রদ্ধায় শ্রবণ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধিকা প্রভৃত্যো নিতরাং জয়ন্তি গোপেণ্য নিতা
স্ত ভগবৎ প্রিয়তা প্রসিক্কাঃ । যাসাং হরৌপরম সৌ
হৃদ নাধুরীণাং নিবর্তু মীষদপি জ্ঞাওনসোপিশত্তঃ ॥ ২ ॥
শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ হয় উপসন্ন । তাঁর প্রিয়তম জন
হইলে প্রসন্ন ॥ অতএব সেইসব মধ্যে শ্রেষ্ঠনহে । শ্রীরাধিকা
প্রভৃতির মহিমা कहিয়ে ॥ অতিগাঢ় যেই ভগবানের প্রিয়তা
তাহাতে প্রসিক্কা গোপী শ্রীরাধা প্রভৃতা ॥ সৰ্ব উতকৃষেতে
সদা হউ বর্তমান । যাহাদের হেমেখণী কৃষ্ণ ভগবান ॥ সে
গোপীগণের কৃষ্ণে যে প্রেম নিশ্চিত । তাহার নাধুরীগণ মধ্যে
তে কিঞ্চিৎ ॥ কদাচিত গোপীনাথ সযতে আপনে । শত্রু
নাহি হন করিবারে নিরুপণে ॥ অন্যের কাকথা তথা कहিতে
মহিমা । কৃষ্ণ সদা বর্শাভূত এই তার সীমা ॥ ১০ ॥

স্বন্দরিত নিজ্জীব্য যোবিতাব্য দ্ব্যভাবাত্ সুমধুর মব
তীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাত্ । জয়তি কনক ধামা কৃষ্ণ
চৈতন্য নামা হরিরিত যতি বেশঃ শ্রীশচী সুনুরেষঃ ॥ ৩ ॥
তবে উপক্রম তাহা বর্ণনে কেমনে । করিতেছ করভাই
মোর অবগতে ॥ এ আশঙ্কা উঠাইয়া উত্তর কারণ । कहি-
ছেন গোদাম্বী শ্রীবৃত সনাতন ॥ সব দীন হীন জনগণে উদ্ধা-
রক । নিজ নাম সঙ্কীৰ্তন ভক্তি বিস্তারক ॥ শ্রীভগবানের প্রিয়
তম অবতার । মহাপুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবনার ॥ তাহার
প্রসাদ প্রাপ্তি করিয়া কামনা । করণ পরমোত্তম স্বাহার

বর্ণনা ॥ নিজভক্ত জনের যে ভাব তাঁহা প্রতি । ভক্তে নিজ
 প্রেম হৈতে সুমধুর অতি ॥ ভাবিয়া ভক্তের ভাবে মনে লোভ
 কৈলা । ভক্তরূপে নবদীপে অবতীর্ণ হৈলা ॥ কিম্বা বিপ্রদলা
 চার্য্য কর্ণটে বিখ্যাত । শ্রীদমার নাম জগদগুরু বংশ জাত
 তাঁর পুত্র রূপ গোড় দেশি ভক্তবর । তাঁর সহ অবতীর্ণ শ্রীগৌর
 সুন্দর ॥ শচীর নন্দন হরি ধরে যতি বেশ । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
 নান জয়তি বিশেষ ॥ কনকের মতে, কান্তি গৌরঙ্গ সুন্দর
 এব কহি ক্ষু ভূঁদ্বারা সাফাৎ গোচর ॥ অথবা কনকা স্বর্ণ
 বর্ণা শ্রীকিশোরী । তাঁর ধাম কান্তি যাতে সেই গৌর হরি
 দ্বৈপাং সূত্রেতে আকারের হৃদকরি । অর্থাৎ শ্রীরাধারূপ
 নিজ অঙ্গে ধরি ॥ অবতারি প্রেমভক্তি নরকত্র বিস্তার । কলিতে
 করিল। কিবা কৃপার সংচার ॥

জয়তি মথুরা দেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষু ননোরমা পরম
 দয়িতা কংসারাত জর্নাস্তি রঞ্জিতা । দুরিত হর-
 গায়ন্তে ভক্তেরপি প্রতিপাদনা জগতি মহিতা
 তত্ত্বত্রাঙ্ক কথাস্ত বিদুরতঃ ॥ ৪ ॥

নরক্যভিলাস সিদ্ধকারি সেইভক্তি । তাঁর প্রাপ্তি মথুরা
 রায় হয় অনুরক্তি ॥ যেহেতু মথুরা কৃষ্ণ প্রেমেতে অনিভা
 নিরন্তর ক্রীড়া বিশেষেতে সুশোভিতা ॥ এলাগি তাঁহর প্রেম
 মতা পাইবারে । মাহাত্ম্য কহিয়া শুভ করেন বিচারে ॥ জয়তি
 মথুরাদেবী পরমঈশ্বরী । কিম্বা দ্যোতমানা কৃষ্ণকীড়ার নগরী
 নিত্য ভগবান কৃষ্ণ যাহে বিরাজয় । নাহিক তাহাতে কলু
 কালাদির ভয় ॥ অতএব কাশী আদি যোগপুত্র লোকনু । তাহা

দেব মধ্যে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা সদা ॥ কিম্বা উর্দ্ধ অর্ধে মধ্যে পুরী
 যে সকল । দেবাদির কিবা ভগবানের নির্মল ॥ সে সকল ম-
 ধ্যেতে উৎকৃষ্টা মনোরমা ॥ পরমসুন্দরী শোভা বিচিত্র অসমা
 কিম্বা সকলের সর্ব অভিষ্ট পূরণ । অনায়াসে করিয়া সেরমা
 যেন মন ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের পরম দয়িতা । আবির্ভাব নির-
 ন্তর বাসেতে রঞ্জিতা ॥ কংসারাতি শব্দদ্বিতা এইসে কারণ
 কংসবধে মথুরা বাসির দুঃখগন ॥ বিনাশিলা ইহা দ্বারা
 পরম দয়িতা । নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের হইল সাধিতা ॥ দুরিত
 হরণ মুক্তি ভক্তির প্রদান । লাগিয়ে জগত পূজা ॥ কি কহিব
 আন ॥ সেই আনির্বাচ্য প্রসিদ্ধ ক্রীড়ার । কথা দূরে থা-
 নক যে কৃষ্ণের বিহার ॥ অর্থাৎ ভাগ্যিগি গ্রিহ যত পূজা
 হন । কেবা শক্তি ধরে করিবারে নিকপণ ॥ হেন শ্রীমথুরাদেবী
 মোরে কৃপাকর । মোপতিতে কৃষ্ণ ভক্তি কিঞ্চিৎ বিত্তর ॥

জয়তি বৃন্দারণ্য নেতনুরারেঃ প্রিয়তম মতি সাধু
 স্বাস্ত ধ্বনন্ত বাসাত্ । রমযতিস সদা গাঃপালয়ন
 যত্র গোপীঃ স্বরিত মধুরবেণু বর্দ্ধয়ন প্রেমরাসে । ৫ ।

এই মথুরার বৃন্দভূমি প্রিয়তর । বিচরেন যাহে সুমধুর
 স্বশীঘর ॥ পুনঃ তার মধ্যে প্রিয়তম গুনবান । বৃন্দাবন গোব
 দ্বান বনুনা পুলিন ॥ তাহাদের প্রসন্নতা প্রাপ্তির কারণ ।
 এমতে পরমোৎকর্ষ করেন বর্ণন ॥ প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন মহিমা
 বর্ণনে । করিছেন গোস্বামী অত্যন্ত হৃষ্টমনে ॥ এই বৃন্দাবন
 সদা জয়তি ॥ দুইবার কহিলেন অতি হর্ষমতি ॥ এই শব্দ
 প্রয়োগেতে এ অর্থ বঝায় । গ্রন্থকার সেইখানে বৈমেন

উথায় ॥ সাধুদের মনে আর রৈছে নিবাস । হৈতে হ্রিয়তম
সেত অত্যন্ত প্রকাশ ॥ যেই বৃন্দাবনে হরি করি গো পালন ।
শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপী করেন রমণ ॥ রাসক্রীড়া বিষয়েতে
প্রেম বাড়াইতে । সর্ব চিন্তাকর্ষ বেণু বাজান বিদিত ॥ গো
পালনে সুমধুর বেণু বাজাইয়া । বিহার করেণ সর্ব গোপীকা
লইয়া ॥ বিবিধ বৈদিকি দ্বারা যে করে বিলাসে । মুখ্য প্রয়ো-
জন প্রেম বাড়ান শ্রীরাসে ॥ যেহেতুক প্রেমরস বিশেষ ব্রিস্তার
লাগিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৈলা অবতার ॥ গোপালন গোপীকা
রমণ ক্রীড়াচর । তার উপকরণ জানিবে সুনিশ্চয় ॥

জয়তি তরণী পুণী ধর্মরাজ স্বসাম্য কলরতি মথু-
রায়াঃ সখ্যমতেতি গঙ্গাং । মুরহর দয়িতা তৎ পাদ
পদ্ম প্রসূতং বহতীচ মকরন্দং নীরপারচ্ছলেন ॥ ৬

পূর্বমতে বমুনার করেন বর্ণনা । শ্রী বৃন্দাবনের হয়েন
সুভূষণা ॥ জয়তি শ্রীসূর্যকন্যা জগৎ প্রকাশিনী । ধর্মের পা-
লিকা ধর্মরাজের ভগিনী ॥ মথুরার সহ সখ্য বিধান করিলা
তাহে অতি গতি লীলা সুন্দর বহিলা ॥ ইহা দ্বারা বঝাইলা
সর্বার্থ প্রদান । সর্বতীর্থ শিরোমণি হইলা আখ্যান ॥ অত
এব অতিক্রম করিলা গঙ্গায় । তাঁহা হৈতে অধিক মাহাত্ম্য-
বতী যায় ॥ তথাহি বরাহে ॥

গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাথুরে নম নগরে । বমুনা
বিশ্রুতা দেবী নাত্র কার্য বিচারণা তস্যঃ শতগুণা
প্রোক্তা যত্র কেশী নিপাতিতঃ । কেশ্যঃ শতগুণা
প্রোক্তা যত্র বিশ্রামিতো হরিরিতি ॥

এই প্রমাণেতে স্পষ্ট নাহাঅ্য কহিলা । গজাহঁতে শত
 গুণা বর্ণন করিলা হেতুগত বিশেষণে প্রকাশ করেন । শ্রীকৃষ্ণ
 দয়িতা যাহে সদা বিহরেণ ॥ তাথে কৃষ্ণ পাদপদ্ম জাত মক
 বন্দ । জলের প্রবাহেলে বহেন আনন্দ ॥ ইথে অনুভব কোন
 প্রকারে আশ্রয় । নৈলে সদ্যতাপযায় আর তৃপ্তি হয় ॥

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈল হ্রদাধিরাজে যোগোপী-
 কাভি কুদিতো হরিদাস বর্য্যঃ । কৃষ্ণেন শক্রমথ ভঙ্গ
 কৃত্য চিতোযঃ সপ্তাহ স্য করপদ্ম তলে প্যবাৎ
 সীৎ ॥ ৭ ॥

জয়তি শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি মহাশয় । নরক পার্বতের অধি-
 রাজ সদা হয় ॥ যাঁকে হরিদাস বর্য্য গোপীকা কহিলা । কৃষ্ণ
 সেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাখানিলা ॥ ইন্দুযজ্ঞ ভঙ্গকারি শ্রীনন্দ
 নন্দন । গোপাদির দ্বারা কৈলা আপনি পূজন ॥ ইথে সুবে-
 শ্বর হৈতে অধিক মহিমা । স্বয়ংকরি প্রদক্ষিণ দিলেন স্মারিতা
 আরো অসাধারণ নাহাঅ্য শুনইবে । বাহাতে প্রত্যক্ষ অনু-
 ভব সে পাইবে ॥ সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ করপদ্ম তলে বাস । কৈলা
 গোবর্দ্ধন আর কিকব প্রকাশ ॥

জয়তিঃ কৃষ্ণপ্রেমভক্তি র্যদজিৎ নিখিল নিগমতঙ্গ
 গুটমাজ্জায় মুক্তিঃ । ভজতি শরণকামা বৈষবৈ স্ত্যজ্য
 মানা জপযজ্ঞন তপস্যা ন্যাসনিষ্ঠা বিহার ॥ ৮ ॥

ইদানী নৃসিংহদানন্দ রূপা কৃষ্ণভক্তি । সতসম্প্রদায়ে তাঁর
 উৎকর্ষ পুষুতি ॥ কহিছেন গোহামী করিয়া অবনতি । শ্রীকৃ
 ষ্ণের প্ৰেমভক্তি জয়তিঃ ॥ যাঁর চরণারবিন্দ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ

সৰ্ববেদ শাস্ত্র সাররহস্য নিশ্চিত ॥ জ্ঞানি জপ যজ্ঞ তপ ন্যাস
নিষ্ঠা ত্যজে ॥ সৰ্বদা আপনি মূক্তি সয়তনে ভজে ॥ অর্থাৎ
শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি নব ভক্তি ॥ কিঞ্চিৎ আশ্রয়ে জনাযাসে হয়
মুক্তি ॥ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মুক্ত সৰ্বথায় ॥ তথাপি মুক্তিরে
ভদ্র জ্ঞানোত সদায় ॥ অনাদর করেণ তথাচ দাসীমত ॥ সে-
বন করেণ সদা শরণ কামত ॥ কোনমতে বিষ্ণুদীক্ষা য়ে কৈল
গ্রহণ ॥ সেহো তাঁরে ত্যজে তারো করেণ সেবন ॥ জাপাদির
দ্বারা অন্যে করিষা প্রার্থন ॥ নাহি পায় অতএব মূখ
সেইজন ॥

জযতি ২ নামানন্দ রূপং মুরারে বিরমিত নিজধর্ম
ধ্যানপূজাদিত্যং ॥ কথমপিসকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাপি
নাংরুৎ পরম মমৃত মেকং জীবনং ভূয়নংমে ॥ ১ ॥

আনন্দ স্বরূপ কি আনন্দ প্রকাশিত ॥ মুরারির নাম সদা
জযতি ২ ॥ সকল হইতে দেখি পরম উৎকর্ষ ॥ দুইবার কহি
লা জযতি অতি হর্ষে ॥ নিজধর্ম শকে বর্ণাশ্রমাচার কয় ॥
তাহা অনাদরে লয় ভক্তির আশ্রয় ॥ তাহাতেহ ধ্যানেতে
নিগ্রহ নহে মন ॥ পূজাতেহ পবিত্রদুব্যের সম্পাদন ॥ আদি
শকে শ্রবণাদিয়ে অন্য প্রকার ॥ সে সকলে বস্তাদির অপেক্ষা
বিস্তার ॥ সেইসব দুঃখ যাঁহাহইতে বিরাম ॥ সর্বফলসিদ্ধ
হয় নৈলে মাত্র নাম ॥ কিন্তু সে অন্যের তিনবর্গ সিদ্ধকারি ॥
মুক্তিতে বাঞ্ছনগণ হয় অধিকারী ॥ তাহাতেহ শ্রদ্ধাভক্তি
দ্বারে যদি নাম ॥ গ্রহণ করযে তবে পায় মুক্তিধাম ॥ এই
পূর্বপক্ষ উঠাইয়া নিজমনে ॥ কহিছেন উত্তর তাহার বিশেষণে

যে কোন প্রকারে দস্ত্রেলোভে নাম ভাসে । হাঁহিয়া পড়িয়া
 ভ্রমে কিয়া পরিহাসে ॥ উচ্চারণ একবার মাত্রে সর্বজন । মুক্তি
 পায় নাহি অধিকারীর গণন ॥ কিয়া কোন ইন্দিযেতে বারে
 ক গ্রহণ । করিলেই মুক্তিপায় কি আর কখন ॥ মনেতে গ্রহণ
 নামাক্ষরের চিন্তন । স্পষ্ট আছে বাক্য কণ্ঠদ্বারেতে গ্রহণ
 চক্ষুতে গ্রহণ নাম লিখিত দর্শন । ত্বচেষ্টে গ্রহণ বক্ষঃস্থলাদ্যে
 লিখন ॥ আর নামে লেখা পত্র ত্বচেষ্টে স্পর্শন । নামাক্ষিত
 মদ্রাধরা হস্তের গ্রহণ ॥ ইহাতে অনেক শাস্ত্র প্রমাণ আছে যে
 লিখিলেন টীকায় গোস্বামী মহাশয়ে ॥ আগ্নি না লিখিল
 গ্রহ বিস্তারের ভয়ে । দেখিবৈ যাহার মনে প্রতীতি না হযে
 যেই নাম পরম নির্মাণ সে আমার । মুক্তি সুখাধিক বৈদ্যের
 সখ্য গার ॥ কিয়া মথ্যহৈতে অতি সুমধুর হন । পরম জীবন
 মোর পরম ভূষণ ॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিরুপাধি রূপাকৃতে । যঃ শ্রীচৈ-

তন্য কপোহ ভূতননু প্রেমরসংকলৌ । ১০ ।

এই প্রকারেতে করি মঞ্জলাচরণ । আপনার অভিলাস
 সিদ্ধির কারণ ॥ বৈষ্ণবের সম্প্রদায় মতে অনুগতি । ইচ্ছদেব
 কপ গুরুবারে প্রণমতি ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদে সদা নমস্কারে
 নিরুপাধি নিহেতুক করুণা বিস্তারে ॥ যিহ সুদুলভতর সর্বত্র
 গোপন । নিজ প্রেমরস করিবারে বিস্তারণ ॥ নবদ্বীপে অব-
 তারণ শ্রীচৈতন্যরূপে । করিলা জগত প্রেম ভক্তিরসকূপে ॥

এইদশ শ্লোকে করি মঞ্জলাচরণ । নিজ প্রস্তু প্রতীপাদ্য
 কহেন এখন ॥ কিন্তু অতঃপর মোর শুন নিবেদন । মূলশ্লোক

আর নাহি করিব লিখন ॥ তাহাতে বাড়িবে গ্রন্থ মনে করি
 ভয়। লিখিব যথার্থ অর্থ বিচারি নিশ্চয় ॥ ইহাতে যদ্যপি
 কারো জ্ঞানযে সংসয়। মূলগ্রন্থ দেখিলেই ইহাবেক ক্ষয় ॥
 অতঃপর শুন তাই হৈয়া সাবধান। অত্যন্ত অপূর্ব কথা।
 অমৃত সমান ॥ কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধীয় যতশাস্ত্রচয়। সকলেরসার
 তত্ত্ব সংগ্রহ এহয় ॥ সার শব্দে হেয়ভাগ রহিতের নাম। সেই
 রূপ সংগ্রহ এগ্রন্থ অনুপাম ॥ ইহা দ্বারা জানাইলা সযংকৃত
 নয়। ইহাতে প্রমাণে সব ভক্তি শাস্ত্র চয় ॥ যদিবল সব ভক্তি
 শাস্ত্রের একত্র। অত্যন্ত দুর্লভ পুনঃসারজানো তত্র ॥ কেনতে
 সম্ভবে তার সংগ্রহ আযাসে। শুন কহিতার হেতু করিয়া প্র-
 কাশে ॥ যেই বাসুদেব চিন্তে অধিষ্ঠান কারী। তাঁর প্রিয়রূপ
 শ্রীদ্বিতঙ্গবংশীধারী ॥ তার সেবা পূজা ধ্যান মননাদি দ্বারা।
 সর্বশক্তি সার অনুভব উজ্জিয়ারা ॥ অন্তর্যামি নিহৈতুক
 সহজ দয়াল। শ্রীনন্দনন্দন যারে কৃপা করেভাল ॥ ধ্যানা-
 দিতে স্বয়ংস্কৃতিকরেণ আকারে। সর্বশাস্ত্রতত্ত্বাদি ক্ষুরযে
 তাহার ॥ অথবা চৈতন্য দেব খ্যাত শচীসুত। তাঁর
 প্রিয়রূপ যতিবেশ সে অদ্বুত ॥ প্রকাণ্ড শ্রীগৌরমূর্তি করিয়া
 দর্শনে। ভক্তিশাস্ত্রগণ সার হৈল একাশনে ॥ কিম্বা শ্রীচৈতন্য
 প্রিয়রূপ মহাশয়। তাঁর সঙ্গগুণে সর্ব শাস্ত্রার্থ ক্ষুরয ॥ এই
 কৃষ্ণরূপ। বিশেষেতে অনুভব। ইথে নহে এসংগ্রহ দুঘট
 প্রভব ॥ এই ভাগবতামৃত শাস্ত্র সুগোপন। বৈষ্ণব সকল সথে
 করুণশ্রবণ ॥ বিশেষেতে অবৈষ্ণবগণ শুক্লমনে। রসের অভাবে
 শ্রদ্ধা নাহিবে শ্রবণে ॥ তাহাতে জন্মিবে যহাপাতক আগনি

অতএব তাদিগে নিষেধ রূপাগণি ॥ যদ্যপি শ্রীবিষ্ণু দীক্ষা
করিলে গ্রহণ। বৈষ্ণব কহিষে তারে শাস্ত্রের লিখন ॥ তথা-
পি ইহাতে ভক্তি রসিক সকল। পুন তার মধ্যে শুন আছষে
বিরল ॥ শ্রীনন্দকিশোর পাদপদ্মে লোভয়ার। এগ্রন্থ অবগে
প্রীতি বাড়িবেক তার ॥ এই গ্রন্থ তত্ত্ব বিশেষেতে প্রকাশিতে
ইতিহাস দ্বারা করিছেন নিরূপিতে ॥ যাহা শ্রীল জন্মেজবের
প্রতি মুনী। মহাভাগ জৈমিনি কহিলা মহাশুণী ॥ বেদমধ্যে
সাম বেদ কৃষ্ণ কলেবর। তার তত্ত্ববেত্তা শ্রীজৈমিনি সাধুবর
ভক্তি পথ এবত্ত ককরুণা করিয়া। কহিলা জনমেজয়ে প্রেম
প্রকাশিয়া ॥ মহাভাগবত পরীক্ষিতের নন্দন। উত্তমাধি-
কারী ইথে করিতে অবগ ॥ মুনীন্দ্র জৈমিনি দ্বারা পরা
আশ্চর্য্য। ভারত আখ্যান শুনিলেন রাজবর ॥ তার শে-
ভাৎপরের অবগে উৎসুক। পরীক্ষিত পুত্র জিজ্ঞাসে
সকৌতুক ॥ হে বৃদ্ধ সাক্ষাত বেদ মূর্ত্তি মহাশয়। শ্রীবৈষ্ণ-
স্পায়ন হৈতে যেই রসচয় ॥ মহাভারত অবগে প্রাপ্ত
হইল। তার লাভ ইবে তোমা হইতে করিল ॥ ব-
নধূরে তার শেষ সমাপন। অর্থাৎ কেবল ভক্তি বলহ ॥
শুনিয়া শ্রীজৈমিনি কহেন নৃপবর। সাবধান হৈয়া শুন প্রে-
উত্তর ॥ তব পিতা রাজা পরীক্ষিত মহাশয়। শুকদেব উপ-
দেশে গত সবভয় ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত অনার্যাসে
কৃষ্ণ প্রেমরসে মগ্ন ছাড়ি অন্য আশে ॥ সপ্তাহেতে শুনি
ভাগবত শুকমুখে। যাইবেন নিজভীষ্ম স্থানে মনঃসুখে ॥
এইকালে তাঁর মাতা গিরাট জনয়া। পুত্র শোক জন্য অতি

পীড়িত হৃদযা ॥ রাজা পরীক্ষিত কহি জ্ঞান উপদেশ । মায়া
দূর করি দিলা আনন্দ বিশেষ ॥ তাহাতে হইয়া মাতা কৃষ্ণ
ভক্তি পরা ॥ রহঃস্থলে স্নেহ মগ্না দ্বিজাঙ্গে উত্তরা ॥ কহ বাছা
শুকদেব য়েই উপদেশ । তোমারে করিলা তার বিচারি বিশে
ষ ॥ নত্বর হইয়া মোরে প্রকাশহ সার । ক্ষীরসিঞ্চু হৈতে যেন
অমৃত উদ্ধার ॥ ইক্ষুয়ন্ত্রে জেন ঈক্ষু করিয়া পাঁড়ন । শকরা
সারাংশ তার করয়ে গ্রহণ ॥ একথা শুনিয়া মাতৃ বত্সল
রাজন । পরীক্ষিত শুক মুখে য়ে কৈলা শ্রবণ ॥ অত্যন্ত আশ্চ
র্য্যসে গোবিন্দকথা খ্যান । রসের উত্সুকে হৈল তবহৃৎমান
একে রাজা পরীক্ষিত মহা ভগবত । তাহাতে দ্বিজাঙ্গ
কৈলা মাতা বিশেষত ॥ তাতে মাতৃবৎসল রাজন একারণ
সব ভাগবত তত্ত্ব কহিলা তখন ॥ পরীক্ষিত কহে মাতা যদ্য
পি আমায । এসময় মৌনবৃত কর' সে যুযায । তথাপি তো
মার এই প্রশ্নের মাধুর্য্য । করিল আমারে ইবে বাচাল প্রা
চুর্য্য । অতএব শ্রণমিয়া অচ্যুত চরণ । পুত্রসহ তব প্রাণ য়ে
কৈল রক্ষণ ॥ তাঁহার করুণা সমূহের প্রভাবেতে । শ্রীব্যান
নন্দন গুরুদেব প্রসাদেতে ॥ কহি ভাগবতামৃত ভাগবত সার
য়ত্তে নারদাদি যাগ্য করিলা উদ্ধার ॥ অতি গোপনীয় সাধু
গণের নমিত । মুনীন্দ্র মণ্ডলী মধ্যে হইল নিশ্চিত ॥ সকল
কহিয়ে মাতা করহ শ্রবণ । কালের অম্পতা হেত্ত না করি গো
পন ॥ শ্রীমদ্ভাগবত নাম পুরাণ উত্তম । তাহার অমৃত এই হয়
শ্রেষ্ঠতম ॥ যদ্যপি নিগম কল্প শ্লোকাদি নির্জিত । ভাগবতে
হেযভাগ নাহি কদাচিত ॥ তথাপি শ্রীগোপীনাথ চরণের

বিন্দ। মধুপানে লম্পটতা গ্রাহ্যর আনন্দ ॥ তারে কৃষ্ণরস
 ক্রীড়া বিশেষ কথন। বিন। অন্যকথা নাহি রোচে কদাচন
 যেন ভক্তি মার্গেতে প্রবিষ্ট ভক্তজনে। নাহি রোচে বুদ্ধজ্ঞান
 মোক্ষাদি কথনে ॥ আরো শুন যেন মুক্তি ইচ্ছা কারি জনে
 অর্থ কান আদি কথন। রোচে কক্ষণে ॥ তেন অরুচির দ্রব্য
 অপেক্ষায় সার। নিজ অভিমত দ্রব্য সর্বত গ্রাহ্য ॥ তাহা
 ভিন্ন সব তার মতেতে অসার। ইথে নহে কোনরূপে দোষের
 প্রচার ॥ যদ্যপিহ গোপীনাথ চরণ মহিমা। আর তাঁর ভক্ত
 গণ মহাত্ম্য অসীমা ॥ সর্ব ভাগবত গ্রন্থে এইসে তাৎপর্য
 তথাপি সাক্ষাত নাহি তাহাতে প্রাচর্য ॥ অপ্রকাশ হেতু
 তাথে রসিকের মন। পূরণ নাহয় এই হেতু কারণ ॥ অতঃ
 পর শুন এক আখ্যান বিশেষ। যার দ্বারা বাক্ত হবে ভক্তির
 নিঃশেষ ॥ একদিন মাঘমাসে মূনির সমাজে। প্রাতঃস্নান
 করিয়া প্রয়াগ তীর্থরাজে ॥ শ্রীমাধব নিকটে বসিয়া হর্ষ যুত
 আপনা কৃতার্থ বলি মানেন বল্লভ ॥ শ্লাঘা সহ প্রশংসা করি
 য়া পরস্পরে। কহেন কৃষ্ণপ্রিয় তুমি নিরন্তরে ॥ মাঘে প্রাতঃ
 স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি হয়। তাথে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম বিষয়
 অতএব তুমি কৃষ্ণ প্রিয় মহাশয়। এইকথা পরস্পর নিরন্তর
 হয় ॥ ওগো মাতা সেইকালে সেই তীর্থবরে। দশাশ্ব মেধিক
 নাম তীর্থের উপরে ॥ অল্য। একবিপ্র সেই দেশের রাজন
 হরিভক্তি পরায়ণ সহ পরিজন ॥ অশেষ সম্পদ যুক্ত সবাংশে
 উত্তম। বান্ধন ভোজন জন্য করিয়া উদ্যম ॥ বিচিত্র উৎকৃষ্ট
 দ্রব্য করিয়া সাধন। চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেষ বহু ভাষোজন

অগ্রে নিত্য কৃত্য স্নানাদিক সমাপিষা। পরিস্কার করাইলা
 স্থান লেপাইয়া ॥ সত্বর চত্বর তার মধ্যে নির্মাইলা। স্বহস্তে
 লেপিষা চন্দ্রাতপ টানাইলা ॥ অত্যন্ত সুন্দর তাথে স্বর্ণের
 আসনে। শালগ্রাম শিলা রূপি কৃষ্ণ যত্ন মনে ॥ বসাইয়া
 ভক্তি পূর্ব্ব যেমত বিধান। বহু উপহারে পূজা করি সমাধান
 অন্ন পান বস্ত্র আদি সামগ্রী বহুত। ক্রুত অগ্রে অর্পণ করিল
 ভক্তিমূত ॥ আপনি নাচিয়া মেলি পরিজন সব। গীত বাদ্য
 মূললিতে কৈলা মহোৎসব ॥ ততঃপর বেদপুরাণাদি ব্যাখ্যা
 ব্যাজে। অন্যান্য বিবাদকারি বুদ্ধগণসমাজে ॥ যতিগণ আর
 যত গৃহস্থ সকল। বুদ্ধচারি আদি পুন যতেক বিরল ॥ লম্পট
 সর্বদা কৃষ্ণ কীর্তন আনন্দে। শ্রীযুত বৈষ্ণব পদ বন্দিয়া মান
 দে ॥ পাদ প্রক্ষালনাদি মধুর ব্যবহারে। বহুততাদৃশ বাক্য
 ভাষিলা সবারে ॥ তাঁদের চরণোদক মস্তকে ধরিয়া। পূজিলা
 হরিষ মত অনাদিক দিয়া ॥ নীরাজন সবাকারে করিষা তখন
 সমর্পিলা সয়ত্তেতে সুমাল্য চন্দন ॥ হৈলে বিষু দীক্ষিত য়ে
 কোনো নীচ জাতি। পবিত্র সর্বদা সেই বৈষ্ণব বিখ্যাতি
 বিষু দীক্ষা রহিত আছয়ে বিশ্রাশেষ। এলাগি বৈষ্ণব পদ
 পৃথক নিদ্দেশ ॥ বুঝিয়া সকল শ্রোতাগণ নিবেদন। পরে
 দীন অন্তঃজাদিকরাল্যাভোজন ॥ সাদরেতে যথা ন্যায় কৈলা
 সন্তোষণে। দ্রব্ধকর শৃগাল পক্ষি কুম্বী আদি গণে ॥ এপ্রকারে
 সর্ব প্রাণি জাতি তৃপ্তি দিয়া। পরে সাধু সকলের আদেশ
 পাইয়া ॥ মহায়জ্ঞ শেষ সেই পরম মধুর। মৃত্যু নিবর্তক সুখ
 স্বরূপ প্রচুর ॥ অমৃত খাইলা নিজ ভৃত্য পরিবার। অটুয়া দি

সহ হর্ষ হইয়া অপার ॥ তবে শালগ্রাম শিলা কৃষ্ণাঞ্জে আই
লা । তাঁরে সর্বকর্ম ফল সঞ্চয় অপীলা ॥ সুখে দেব ভগবানে
করা য়া শয়ন । উদ্যত হইলা গৃহে গমন কারণ ॥ দূরে থাকি
দেখি শ্রীনারদ মুনিবর । মূনির সমাজে হৈতে উঠিয়া সত্ত্বর ॥
এই বিপ্রবর্য মহাবিশু প্রিষত্তর । বারং এই কথা বলি মুনিবর
তাঁর আলাপনে মনে সত্ত্বর হইয়া । বিপ্রেন্দ্রের নিকটেতে
গেলেন ধাইয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ পরমোৎকৃষ্ট রূপার ভ জন । জন
সকলের করিবারে বিখ্যাপন ॥ কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বিশেষ
অধিকা । চরম কাষ্ঠার সে আশ্পদ শ্রীরাধিকা ॥ তাঁর তত্ত্ব
রূপ আপি আপনি হন জাত । তথাপি লোকেরে ব্যক্ত করিতে
বিখ্যাত ॥ কৃষ্ণভক্তি রসপানে আসক্ত লম্পট । শ্রীনারদ
মহাশয় কহেন সুঘট ॥ হে ব্রাহ্মণ ব্রল শ্রেষ্ঠ আপনি সে হন
শ্রীকৃষ্ণের মহা অনুগ্রহের ভাজন ॥ যার এতাদৃশ ধন দ্রব্য
উদারত্ব । বৈভব ভগবদ্বর্ম সম্পাদন তত্ত্ব ॥ এইরূপে সব এই
তীর্থে মহামতি । দেখিনু সাক্ষাতে ইবে স্বয়ং প্রকাশিত
এতশূনি মুনিবরে কহেন ব্রাহ্মণ । ওহে হামী এমত নাহয় কদা
চন ॥ আমাতে কি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ । দোঁথলে পরম
ভুচ্ছ আমি কিবা জন ॥ কিবা বাদিবারে পারি আছে কি বৈ
ভব । ভগবানের ভজন কোথাবা সম্ভব ॥ কিন্তু যে দক্ষিণ দেশে
মহারাজা হয় । শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র সেইত নিশ্চয় ॥ যার
দেশে দেবালয় অনেক আছয় । সর্বত্র তৈরিক ভিক্ষু অভ্য-
গত চয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ অন্ন সুমধুর তর । খাইয়া ভ্রময়ে
সুখী হয় নিরন্তর ॥ রাজধানী সমীপে স্থিরে করণায় ।

ভগবান আছেন সচ্চিদানন্দ কাষ ॥ নিত্য নবং তথা পরম
উৎসব । প্রতিক্ষণ প্রিয়তম পূজা দ্রব্য সব ॥ মহারাজা দেশ-
বাসি বৈদেশিক আর । সবারে সাদরে বিষ্ণুপ্রসাদ আহার
করায়েন তাহালাগি নানাদেশ হৈতে । মহাপ্রসাদান্ন উপ-
ভোগ সুখ লৈতে ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ দেবের দর্শন লোভেতে
আর সাধুজন্ম সঙ্কলান্তের আসেতে ॥ তথা আনি বিষ্ণু পরা
ম্নন সাধুগণ । নিবসিয়াছেন নিরন্তর সুখিমন ॥ নরপতি দেব
বিপ্রগণেরে বিশেষ । বিভাগ করিয়া দিয়াছেন সেইদেশ
কভু সেই দেশে উপদ্রব নাহি হয় । নাহি কোনো শোক তথা
আর কোনো ভয় ॥ কৃষি ব্যতিরেকে সর্ব সশ্য ভূমে হন ।
অভিলাস মত বৃষ্টি হয় ত বর্ষণ ॥ দ্রিষ ফলমূল আর বস্ত্রাদি
সুলভ । আপনং ধর্ম্মে রত প্রজাসত ॥ কৃষ্ণ পরায়ণ নবে
অতি সুখি মন । পুত্র মত রাজ আজ্ঞা করষে পালন ॥ এতা
দৃশ অনপম রাজ্যাদি বৈভবা । বিষ্ণু আর বৈষ্ণবের সেবা সুপ্র
ভবা ॥ থাকিতেই অহঙ্কার শূন্য নিরন্তর । নীচযোগ্য দেবায়
ভজয়ে চক্রধর ॥ স্বয়ংগৃহ মার্জ্জন লেপন আদিকর্ম্ম । করে
শ্রোমে অচ্যুতের প্রিয় সাধুধর্ম্ম ॥ কৃষ্ণ অগ্রে নানাবিধ নাম
সংকীর্ণনে । দিব্য গীত নৃত্য বাদ্য করষে আপনে ॥ ভাই
ভাৰ্য্যাপুত্র পৌত্র ভৃত্য বন্ধ আর । পুরোহিত স্বজন ষে
সব সার ॥ সকলসহিত নাচি গাই কৃষ্ণগুণ । তোষষে প্রভুরে
ভক্তি ভাবেতে নিপুন ॥ কৃষ্ণ ভক্তি অনুবর্তি গুণ সমুদায়
কতেক বা জানি সংখ্যা কহিতে কথায় ॥ এইসব কহিলাম
কৃপার লক্ষণ । ইথে ভগবানের কৃপার পাত্র হন ॥ সেই মহা

রাজমহাশয় সুনিশ্চিত। আমি অতি নীচ ছাড় মোর প্রশং
 সিত ॥ শুন ভাই শ্রোতগণ হযা সাবধান। বিপ্র হৈতে
 ক্ষত্রিয়ের মহিমা আখ্যান ॥ বিষ্ণুভক্তি লাগি ইহা জানিবে
 বিশেষ। তদাভাবে বাক্ষণের। নীচতা অশেষ ॥ সর্বশাস্ত্রা-
 দিতে ইহা আছে প্রকাশিত। ক্রমে অগ্রে ব্যক্ত হবে দেখহ
 নিশ্চিত। তবে নৃপারে দেখিবারে সেইদেশে। চলিলেন
 শ্রীনারদ মনের আবেশে ॥ দেখিলেন সেইদেশে প্রজায়ে
 সকল। দেবপূজা উৎসবেতে আসক্ত সফল ॥ কর্বে বাজাইয়া
 বীণা রাজধানী গিয়া। বিপ্রউক্ত হইতেহ অধিক দেখিয়া
 মহারাজ নিকটেতে রাইয়া তখন। শ্রীনারদ মুনিবর বলেন
 বচন ॥ তুমি শ্রীকৃষ্ণের রূপা পাত্র সে যাহার। এতাদৃশ রাজ্য
 আর বৈভব বিস্তার ॥ স্বধর্মাদি পরায়ণ সর্বপ্রজাগণ। শুণ
 সর্বত্রোতে বিষ্ণুভক্তি প্রবর্তন ॥ ধর্ম ভিক্ষুকাদিজনে অনাদিক
 দান। অর্থ বিষ্ণুপূজা দ্রব্য সাধন আখ্যান ॥ রাজ্যবৈভবাদ্যে
 কাম উৎকৃষ্ট সদায়। মোক্ষের সাধক জ্ঞান মিলিত তোমায
 ভক্তিপ্রেমে শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গ সেবাকর। অতএব তোমাতে ক্রম
 র রূপাভর ॥ বৈভবাদি বিস্তারিয়া কতি পুনঃ ২। আলিঙ্গন
 করিলেন রাজারে নিপুণ ॥ মহারাজা নিজশ্লাঘ্য শুনি অতি
 শয়। নোযাইলা মস্তক লজ্জার মহাশয় ॥ পাদ্য অর্ঘ্য আদি
 দ্রব্য পূজি মুনিবরে। করপুটহই কিছু নিবেদন করে ॥ আমি
 অস্পায়ুষ আর অতঃপ ঐশ্বর্য। অস্পাদ আমার এমনুষ
 অধৈর্য ॥ স্বধর্মাদি পরাধীন ভবেত আক্রান্ত। তাপত্রয়
 দৃষ্টেতে সর্বদা হই শ্রান্ত ॥ কৃষ্ণ অনুগ্রহ আছে এইয়ে বচন

তাহাতে অযোগ্য আমি হই সৰ্বক্ষণ ॥ কৃষ্ণের করুণা পাত্র
 কেমত প্রকারে । মানিতেছ আপনি আমারে অবিচারে
 নিশ্চয় করিয়ে যেইসব দেবগণ । বিষ্ণুভগবানের দয়ার পাত্র
 হই ॥ মনুষ্যের পূজ্যমান ভেজোময় কায় । নিষ্পাপ সাত্ত্বিক
 দুখ রহিত সদায় ॥ সুখময় নিজেচ্ছায় আচার গমন । ভক্ত
 ইচ্ছা মত বরদেন সৰ্বক্ষণ ॥ যাঁহাদের ভোগ্য হয় অমৃত নি-
 শ্চয় । নৃত্য রোগ জ্বর দুঃখ আদি যে হয় ॥ যদ্যপি নাহিক
 ক্লুধা তৃষ্ণার উদয় । বিনা যত্নে আসিয়া তথাপি সন্তোষ
 ভারত বেষেতে করি সুপূণ্য সঞ্চয় ! যেই স্বর্গ মনুষ্যগণের লাভ
 হয় ॥ সেই স্বর্গে মহাভাগ্য বলে দেবগণ । নিবাস করেণ মুনি
 কিকব কখন ॥ অতএব মনুষ্য হইতে দেবগণ । বিষ্ণুর দয়ার
 পাত্র কর নিরীক্ষণ ॥ যে হেতুক অম্প আয়ুঃ মনুষ্য সবার
 বহু আয়ুঃদেব করি অমৃত আহার ॥ মনুষ্যের নিত্য পূজনী-
 যের কারণ । মহত ঐশ্বর্য যুক্ত নিরন্তরহন ॥ বহুদাতা ভক্তে
 র ইচ্ছায় বরদানে । পরম স্বাধীন লাগি হৃচ্ছন্দ গমনে ॥ ওহে
 মুনি সেইসব দেবগণ মাঝে । দয়ার বিশেষপাত্র ইন্দ্র দেবরাজ
 অনুগ্রহ নিগ্রহে সামর্থ্য অতি ধরে । দেবগণ হইতে অধিক
 দানকরে ॥ ভক্তের ইচ্ছায় দেবগণ দেন বর । আকাজ্ঞার অ-
 ধিক সে দেন পুরন্দর ॥ রক্ষণ ব্যষ্টির দ্বারে লোকের জীবন
 সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে চারি গণন ॥ তার একান্তুরি
 ব্যাপি ত্রিলোক ঈশ্বর । সার্বভৌম রাজাগণের যে দুর্লভ তর
 কর্ম্মতে অবশ্য ছিদ্ৰ আছে সম্ভাবনা ॥ তাহে শত অশ্ব মধ
 দুষ্কর গণনা ॥ তাথৈ শত অশ্বমেধ নাহ্যপরাপ্তি । অতএব

দুল্লভ ইন্দুর পদ প্রাপ্তি ॥ যার উচ্চৈঃশ্রবা হয গজ ঐরাবত
 সিদ্ধ মথানেতে জন্ম পাইলে মহত ॥ গাবী কামধেনু উপবন
 সে নন্দন । যাহে পারিজাত আদিকামের পূরণ ॥ আর কম্প
 বৃক্ষগণ কামরূপ ধর ! কম্পলতা সব তাহে কামদাতা তর
 গ্রাহাদের একপুষ্পে যেন বাঞ্ছায়ায় । বিচিত্রবাজনা নৃত্যগাণ
 অলঙ্কার ॥ শযন আসন ধন জন আদি যত । সুন্দর রূপেতে
 সিদ্ধ হয নানা মত ॥ আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার
 বামন রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই যার ॥ অসুরাদি হইতে আ-
 পদ হয যত । দ্বয়ং শ্রীশ্রীবিষ্ণু রক্ষা করেন নিরত ॥ যার বিস্তা-
 রিত পূজা সংস্রব স্বীকারি । হর্ষদেন আপনি বামন রূপ-
 ধারী ॥ অপর মহিমা সব কহিব কতেক । মুনিবর আপনিত
 জানেন প্রত্যেক ॥ প্রথম অধ্যায় কথা হৈল সনাপণ । মূল
 আর টীকাতে করিলা যে লিখন ॥ যথা মতি বিবরিয়া করিনু
 লিখন । শোধিবেন রূপা প্রকাশিয়া সাধুগণ ॥ শ্রীল সনাতন
 পদে করিয়া শ্রবণতি । দাস জয় গোবিন্দমাগধে অবগতি ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্ রূপাভর নিক্কারখণ্ডে ভূমি
 সম্বন্ধীষো নাম প্রথম অধ্যায়ঃ ॥

আদ্যাধ্যায়েষত্র কৃষ্ণস্য পরম প্রেষ্ঠনির্গয়ে । মর্ত্যোং
 কর্ণাপ কৰ্ষোচনীচোচ্চাপেক্ষযোদিতৌ ॥ আহা
 ধ্যায়েষ দ্বিতীয়েত্ত তথৈবেন্দু স্বয়ম্ভুরোঃ । উত্কর্য মপ
 কর্ণক্ণ নিক্কেটোত্কৃষ্ট বীক্ষয়া ॥

জয় ২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জযাইবৈত চন্দ্র জয় গৌর
 ভক্ত বৃন্দ ॥ পরীক্ষিত কহেন তখন মুনিবর । প্রকাশিয়া সেই

মহারাজে বহুতর ॥ গমন করি যা স্বর্গে দেখে সন্তানাজে
 দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে ॥ গুরুডের পৃষ্ঠেতে আছে
 ন সুখে বসি । সুব করে বৃহস্পতি ও ভূতি মহর্ষি ॥ বিচিত্র সে
 কম্পতরু পুষ্প মালা আর । বিলপন বসন নানান অলঙ্কার
 পদ্য অর্ঘ্য আদি চতুঃষষ্টি উপচারে । পূজাকরে অমৃতাদি
 দিব্য উপহারে ॥ অদিতি কোমল হস্ত তল স্পর্শাদিতে । লা-
 লন করেণ অতি আনন্দিত চিত্ত ॥ শ্রীবামন দেব প্রিয় সুবা-
 ক্য কহেন । দেবগণে মহাশ্মশিগণে হর্ষদেন ॥ সিদ্ধ বিদ্যাধর
 আর গন্ধার্ব্য অপ্সর । যোড় করে করে পরে সুব বহুতর
 জয শব্দ বাদ্য গীত নৃত্য বিস্তারিয়া । দিতেছেন পরিতোষ
 সকলে মিলিয়া ॥ তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত উচ্ছ্বর করি । আপনি
 বামন দেব কহেন বিবরি ॥ ভয় না করিহ দৈত্য ঐতে কদা-
 চন । তাহাদিগে মারি তোমা করিব বক্ষণ ॥ কীর্ত্তি নাম নিজ
 রমণীর সমর্পিত । তাহুল চর্ষণ করিছেন কৌতুকিত ॥ যদ্য
 পিহ নারদের মথ্য প্রযোজন । পূর্ব উক্তি রীতে ইন্দুসহ সন্তা-
 যণ ॥ বিষ্ণুর দর্শন নহে ইবে প্রযোজন । তথাপিহ যতেক আ-
 ছষে দেবগণ ॥ সকলের প্রধান আপনি ভগবান । এমাহা অ্য-
 ক্রিতিতলে সর্বত্র ব্যাখ্যান ॥ এই হেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব
 করেণ । প্রথমত প্রধানেতে হয সে পতন ॥ ইহাতেই ইন্দ্রে
 তাঁর দয়ার বিশেষ । বোধ করাইলা এই জানিবা উদ্দেশ ॥
 আগ্রে বুদ্ধলোকেতেই হবে এই মত । তথাও সিদ্ধান্ত ইহা বঝ
 প্রকাশিত ॥ দেখিলেন ইন্দু কেহ বিষ্ণুর মতিমা । ভক্ত বাৎ-
 সল্যাদি গুণ যতেক অসীম ॥ আপন বিষয়ে স্তুত উপকারগণ

দুর্লভ ইন্দ্রের পদ প্রাপ্তি ॥ যার উচ্চৈঃশ্রবা হয় গজ ঐরাবত
সিন্ধু মথনেতে জন্ম পাইলে মহত ॥ গাবী কামধেনু উপবন
সে নন্দন । যাহে পারিজাত আদি কাগের পূরণ ॥ আর কম্প
বৃক্ষগণ কামরূপ ধর । কম্পলতা সব তাহে কামদাতা তর
য়াহাদের একপুষ্পে যেন বাঞ্ছাযার । বিচিত্রবাজনা নৃত্যগণ
অলঙ্কার ॥ শযন আসন ধন জন আদি যত । সুন্দর রূপেতে
সিদ্ধ হয় নানা মত ॥ আর কি কহিব তার সৌভাগ্য অপার
বানন রূপেতে বিষ্ণু ছোট ভাই যার ॥ অমুরাদি হইতে আ-
পদ হয় যত । স্বয়ং শ্রীশ্রীবিষ্ণু রক্ষা করেন নিরন্তর ॥ যার বিস্তা-
রিত পূজা সাক্ষাত স্বীকারি । ইষদেন আপনি বানন রূপ-
ধারী ॥ অপর মহিমা সব কহিব কতেক । মুনিবর আপনিত
জানেন প্রত্যেক ॥ প্রথম অধ্যায় কথা হৈল সমাপণ । মূল
আর টীকাতে করিলা যে লিখন ॥ যথা মতি বিবারণা করিনু
লিখন । শোধিবেন রূপা প্রকাশিয়া সাধুগণ ॥ শ্রীল সনাতন
পদে করিয়া প্রণতি । দাস জয় গোবিন্দমাগয়ে অবগতি ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্ রূপাভর নির্দ্বারথণ্ডে ভূমি
সম্বন্ধীষো নাম প্রথম অধ্যায়ঃ ॥

আদ্যাধ্যায়েষত্র কৃষ্ণস্য পরম প্রেষ্ঠনির্ণয়ে । মর্ত্যোৎ
কর্ষণ কষোঁটনীচোচ্চাপেক্ষোদিতৌ ॥ আহা
ধ্যায়েষ দ্বিতীয়েত্ত তথৈবেন্দু স্বয়ন্তরোঃ । উত্কর্য মপ
কর্যঞ্চ নিকৃষ্টোত্কৃষ্ট বীক্ষয়া ॥

জয ২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জযা দ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর
স্তম্ভ বৃন্দ ॥ পরীক্ষিত কহেন তখন মুনিবর । প্রকাশিয়া সেই

মহারাজে বহুতর ॥ গমন করিষা স্বর্গে দেখে সভামাজে
 দেবগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণু বিরাজে ॥ গরুড়ের পৃষ্ঠেতে আছে
 ন সুখে বসি । স্তব করে বৃহস্পতি ও ভূতি মহর্ষি ॥ বিচিত্র সে
 কম্পতরু পুষ্প মালা আর । বিলপন বসন নানান অলঙ্কার
 পদ্য অর্থ্য আদি চতুঃষষ্টি উপচারে । পূজা করে অমৃতাদি
 দিব্য উপহারে ॥ অদিতী কোমল হস্ত তল স্পর্শাদিতে । লালন
 করেণ অতি আনন্দিত চিত্ত ॥ শ্রীবামন দেব প্রিয় সুবাক্য
 কহেন । দেবগণে মহাশ্রমিগণে হর্ষদেন ॥ সিদ্ধ বিদ্যাধর
 আর গন্ধর্ব্ব অপ্সর । যোড় করে করে পরে স্তব বহুতর
 জব শব্দ বাদ্য গীত নৃত্য বিস্তারিয়া । দিতেছেন পরিতোষ
 সকলে মিলিয়া ॥ তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত উচ্চস্বর করি । আপনি
 বামন দেব কহেন বিবরি ॥ ভয় না করিহ দৈত্য ঈহেতে কদা-
 চন । তাহাদিগে মারি তোমা করিব বক্ষণ ॥ কীর্ত্তি নাগ নিজ
 রমণীর সমর্পিত । তাহুল চর্ষণ করিছেন কৌতুকিত ॥ যদ্য
 পিহ নারদের মথ্য প্রযোজন । পূর্ব্ব উক্তি রীতে ইন্দুসহ সম্ভা
 ষণ ॥ বিষ্ণুর দর্শন নহে ইবে প্রযোজন । তথাপিহ যতেক আ
 ছয়ে দেবগণ ॥ সকলের প্রধান আপনি ভগবান । এমাহা অ
 ক্রিতিতলে সর্ব্বত্র ব্যাখ্যান ॥ এই হেতু দৃষ্টি নিজ স্বভাব
 করেণ । প্রথমত প্রধানেতে হৃষ সে পতন ॥ ইহাতেই ইন্দু
 তাঁর দয়ার বিশেষ । বোধ করাইলা এই জ্ঞানিবা উদ্দেশ ॥
 আগ্রে বুদ্ধলোকেতেই হাব এই মত । তথাও সিদ্ধান্ত ইহা বন্ধ
 প্রকাশিত ॥ দেখিলেন ইন্দু কেহ বিষ্ণুর মতিমা । ভক্ত বাৎস
 ল্যাদি গুণ যতেক অসীম ॥ আপন বিষয়ে স্তুতি উপকারগণ

করিছেন মুহূর্মুহু আপনিকোত্তর ॥ ত্রিলোকের রাজত্ব ঐশ্বর্য
 ধন জন । বল ইহতে ছলে লই করিলা অর্পণ ॥ এতাদিক নিজ
 প্রতি যত উপকার । মহা হর্ষ ভরে করে বর্ণন বিস্তার ॥ সহস্র
 নযন ইহতে বহে তৃষ্ণাধার । শোভিত সহিত ছত্র মালা অল-
 ক্কার ॥ শ্রীবামন দেব পাশ্বে আপন আসনে । বসিয়া আছেন
 সহ সম্পদ বাহনে ॥ ততঃপর নিজাবাসে গেলা শ্রীবামন ।
 ইন্দু কথদূর করি পশ্চাৎ গমন ॥ ফিরিয়া সভার মধ্যে করি
 লা গমন । তখন নারদ তাঁর কৈলা প্রশংসন ॥ বিষ্ণুর সমু-
 থেতে অন্যের প্রশংসন যোগ্য নহে এহেত্ত না কহিলা তখন ।
 ইবে জয় আশীর্বাদদ্বারেতে তাহার । প্রশংসাকরিয়া কহিছেন
 সমাচার ॥ শ্রীকৃষ্ণের অনু কৃপা সতত তোমাতে । যে হেত্ত
 ক ব্যক্তরূপে দেখিষে সাক্ষাতে ॥ চন্দ্র সূর্য যম বসু আর যে
 পবন । তব আভ্যকারি সর্ব লোক পালন ॥ আর কি বলি
 ব আমি আদি মুনিগণ । বশীভূত নিরন্তর দেখি বলক্ষণ ॥ জগ
 দীশ বলিয়া করেণ শ্রুতিগণ । ধর্মাধর্মা ফল দাতা তোমারে
 স্তুবন ॥ সর্ব লোকেশ্বর হুঁত্বের কি কথা বিচার । প্রপঞ্চাভীতে
 দেখি ঐশ্বর্য তোমার ॥ কি আশ্চর্য যে তোমার ভ্রাতা না-
 রায়ণ । সর্ব জীবেশ্বরের ইশ্বর যিঁহ হন ॥ তাথে সহোদর
 পুন কনিষ্ঠ হইলেন । জেষ্ঠের সন্মান রূপ সঙ্কল্প মানেন ॥ বাক্য
 প্রতি পালনাদি গৌরব নানান । সর্বদা আপনি বিষ্ণু করেণ
 বিধান ॥ ইন্দ্রে সৌভাগ্য সব এইত প্রকার । কহিয়া প্রশংসা
 মুনি করে বার ২ ॥ বীণা বাজাইয়া শ্লাঘা মানিয়া তাঁহার ।
 নাচেন শ্রীদেবঞ্চবি সহস্র বিস্তার ॥ করি অভিষেক গুনিরে

লজ্জায়ুত। মৃদুস্বরে ইন্দুরাজ কহেন পুস্তত ॥ সংগীত কলার
 ওহে সুপণ্ডিত বর। মিথ্যা স্তুতি দ্বারে মোরে উপহাস কর
 এই স্বর্গ রাজ্যের বস্তান্ত অবিকল। আপনি কি নাজানেন
 কবকি বিফল ॥ এই স্বর্গ হইতে সেকত ২ বার। দৈত্য ভয়ে
 গলাইয়া সহ পরিবার ॥ তপস্বি আদির বেশে আচ্ছন্ন হইয়া
 মর্ত্যলোকে নিভতেতে ছিঁলু লুকাইয়া ॥ পুনঃপুনঃ উপ-
 দুবহব অতিশয়। তাথে মর্ত্য হৈতে স্বর্গ উৎকর্ষতা নয় ॥
 স্বচ্ছন্দ আচার গতি এই যে উৎকর্ষ। কহিলে তাহাও নহে
 হেও ভয় মর্শ ॥ সূর্য্য আদি লোকপাল যম অজ্ঞাকারী। এই
 যে কহিলে তাহা শুনহ বিবরি ॥ বলি ইন্দু হইয়া অসুর সভা
 কারে। নিয়োজিল সূর্য্যচন্দ্র আদি অধিকারে ॥ আপনি যজ্ঞে
 র ভাগ করিল ভোজন। আমাদের হৈল ক্ষুধা তৃণায মরণ
 অমৃত ভোজন দ্বারা কি আছে মহিমা। লোক পাল অজ্ঞা-
 কারী কোথা বা গরিমা ॥ তার পর আমাদের পিতামাতা
 ধ্বংস করিল। তপস্যা দ্রুত বিস্তার সমূহে ॥ তাহে বহুকাল
 মোরাদুঃখ ভোগ কৈল। পরে কথো দিনে হারি সন্তোষিল
 হৈল ॥ অংশনাত্রে হইলেন ভাতাসে আমার। স্বয়ং নারা-
 যণ ভাতা কহ কি প্রকার ॥ তথাপি সেসব শত্রুনাশ না করিয়া
 কেবল সে আমাদের লজ্জা বিস্তারিয়া ॥ প্রথমে বামন ঋণে
 স্বপাদ প্রমিত। তিন পদ ভূমি ভিক্ষা করিল। নিশ্চিত ॥ প-
 শ্চাৎ বিরাট রূপ করি আবির্ভাব। তিন লোক আক্রমিল।
 ত্যাগিয়া স্বভাব ॥ বলি হৈতে এই ছলে লৈয়া রাজ্যভর। সখ্য
 পিলা আমারে এহয় লজ্জাকর ॥ মনুষ্যের নিজ পূজ্য হয়

স্বর্গি সব । এই যে कहিলে তাহা নহে অনুভব ॥ অহঙ্কার অসু-
 যদি আছে দোষগণ । অতএব সাত্ত্বিকতা নাহি কদাচন ॥
 বিশ্বরূপ বৃত্র আদি বধেতে উত্পন্ন । বুদ্ধহত্যা লাগি কোথা
 নিষ্শাপ সম্পন্ন ॥ সদা স্বর্গ হৈতে অধঃপাত ভয় হয় । তাথে
 না আদর করি দেহ তেজোময় ॥ যথা একাদশকৃষ্ণে ॥

কোনুখঃ সুখযতে ন্য কামো বা মৃত্যু রন্তিকে । আ-
 ধাতং নীষমানস্য বধ্যস্যেব ন ত্ত্বিদিদং ॥ ১১

অর্থ । কিম্বা অভিলাস দিবে কিবে সুখ । য়েহেতুক মৃত্যু
 আছে নিকটে সমুখ ॥ যারে লয় বাঞ্ছিয়া ছেদন করিবারে
 যুবতী সম্পত্তি আদি কিবা সুখ তারে ॥ এসব প্রকারে মনু-
 যের সাম্য প্রায় । নিত্য পূজ্য নহে এই গুঢ় অভিপ্রায় ॥
 মোর প্রতি দেবগণ হইতে অধিক । করুণা কদাচ নহে শুন
 সংপ্রতিক ॥ উপোত্তের বিশেষত উপেক্ষা জানিহ । তাহার
 কারণ कहি বিস্তারিয়া ইহ ॥ সুধর্ম্মা নামেতে দেব সভা য়ে
 আছিল । আর পারিজাত দুই মর্ত্য লোকে নীল ॥ মরণ ধর্ম্মে
 র শীল মর্ত্য লোক হয় । তাহে সুধর্ম্মাদি লওয়া উপযুক্ত নয়
 ইহাতে আমার প্রতি উপেক্ষা কেবল । জানিবে বিস্তারি আর
 কি কব সকল ॥ শ্রীমদ্ভাদি গোপ মোর পূজা চিরকাল । করি
 ত নাশিলা তাহা শ্রীগোবিন্দ ভাল ॥ সেই সব দ্রব্যে পুনঃ
 গোপগণ লৈয়া । পূজিলেন গোবর্দ্ধনে যত্নবান হৈয়া ॥ মোর
 প্রিয়তম বন অথগু থাওব । অর্জুনের দ্বাৰা দাহ করাইলা
 সব ॥ তিন লোক গ্রাসকারী বৃত্রাসুর হয় । তার বধ হেতু
 পূর্বে প্রার্থনা নিচয় ॥ করিলাম তাথে স্বয়ং উদাসীন হৈলা

সে বিষয়ে মোরে মাত্র প্রেরণ সে কৈলা ॥ অমরাবতী মোর
 পুরো করিষ্য ভঞ্জন । রচিলেন সর্বোপরি আপনভবন ॥ বুদ্ধ
 লোক উপরেতে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাম । নূতন সচ্চিদানন্দ ঘন পরং
 ধাম ॥ যদি কহ কোটি সিন্দূ গম্ভীর আশয় । এঁহ হন সদা
 দূর্বিতর্ক্য লীলাময় ॥ পরদুঃখ কাতর করুণা প্রকাশিয়া ।
 করেণ সকল ইহা মান্য । নিজ হিয়া ॥ সত্য কিন্তু যদি তিঁহ
 প্রসন্ন হইয়া । আপনি সাক্ষাৎ হন রূপা প্রকাশিয়া ॥ আমা
 দেব পূজাসব করেণ স্বীকার । তবেত পারি যে মোরা সহ্য
 করিবার ॥ তাহানব দূরে থাক তাঁহার দর্শন । প্রত্যহনা
 পাই মোরা কিকব কথন ॥ মাতা পিতা দুহাকার য়েই আরা
 ধন । পূর্বজন্মে ইহজন্মে অতি অগণন ॥ তারবলে বৃহস্পতি
 আগ্রহেতে আর । আমাদের পূজামাত্র করেন স্বীকার ॥
 সেইরূপে আমাদের অশক্য দর্শন । আপনার স্থানে প্রভু ক-
 রেন গমন ॥ বহু স্তবাদিতে মহাশয় পুনর্বীর । আপনি আমা
 দেব পূজা করেন স্বীকার ॥ এইলাগি কহ তুমি অনুগ্রহপাত্র
 তাহাতে কহিয়ে কিছু শুন মুনি মাত্র ॥ আমাসকলের প্রতি
 করিয়া বঞ্চন । কহেন বামনদেব আদেশ বচন ॥ যেকাল
 পর্যন্ত আমি এথা না আসিব । তাবত করিবে পূজা বন্ধা
 কিম্বা শিব ॥ যে কারণে তাঁরা আমাহেতে ভিন্ন নন । একমূর্তি
 তিন বুদ্ধা বিষ্ণু রুদ্রহন ॥ ইত্যাদি শাস্ত্রের বাক্য কহিলে বি-
 স্মৃত । দেখহ কেবল ইহা বঞ্চনা বিস্মৃত ॥ অনন্য গতিক মোরা
 বিষ্ণুপাদদ্বয় । বিনা অন্য উপাসনে ক্রটি নাহি হয় ॥ ইহা
 ভালমতে স্বয়ং জানিয়াও মনে । একমূর্তি দ্বয়ো দেবা শাস্ত্রের

বচনে ॥ অন্তরপূজায় য়ে করেণ প্রবর্তন । কেবল মোদের
 প্রতি তাঁহার বঞ্চন ॥ যদি কহ তাঁর পাশ্বে করহ গমন । তাহা
 তে কহিয়ে শুন সাবধান মন ॥ তাঁর বাসস্থান আত্মা গ্রাম
 মুনিগণে । আমাদেবো ইহ সদা দুর্লভ গমনে ॥ কখন বৈদ্রষ্ট্যে
 কভু ভ্রব লোকে বাস । কদাচ ক্ষীরোদ মাঝে করণ প্রকাশ ।
 সংপ্রতিক দ্বারকায আবাস তাঁহার । তাহাও নিষত নহে
 গুনহ বিস্তার ॥ কদাচিত পাণ্ডব আলষেতে নিবাস । তার
 পূর্বে মথুরায় আছিল প্রকাশ ॥ তাহার পূর্বেতে পুনঃ গো-
 দল নগরে । সেখানেহ ফিরে বনে হৈতে বনান্তরে ॥ অনিষত
 পরম রহস্য বাস ভাগি । আমাদেব গমনের নহে কভু ভাগি

তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে ।

স্বর্গায়ুজাষ্কাপ সসার ভোভবান্ অকন মধুন বাথ
 সুহৃদ্দিদৃক্ষ্য ইতি ॥

এই সব প্রকারেতে তাঁহার দর্শন । দুর্লভ কোথায় তাঁর
 রূপার লক্ষণ ॥ বুদ্ধপুত্র শ্রেষ্ঠ হেনারদ মহাশয় । সনকাদি
 হৈতে ভক্তি বিশেষে নিশ্চয় ॥ আপনার পিতারে জানিহ
 সুনিশ্চয় ॥ শ্রীহরির অনুগ্রহ পাত্র মহাশয় । য়ে হেতুক
 তিহ লক্ষ্মীকান্তের সন্তান । ইহাতে কহিল । এক ভাবের সন্ধান
 বিষ্ণু নাভিপদ্মে হৈতে বুদ্ধাত জন্মিল ॥ লক্ষ্মী গর্ত্ত হৈতে নাহি
 জন্ম সে লাভিল ॥ তথাপিহ বিষ্ণুপুত্র হেতু অভিনত । লক্ষ্মীহ
 জানেন তাঁরে নিজ পুত্র মত ॥ ইহা দ্বারা বুঝাইলা বুদ্ধার
 সম্পত্তি । নিঃশেষে রাহাতে নাহি কদাপি বিরক্তি ॥ য়ার
 একদিনে মনন্তবাদিতে যুক্ত । আনাতুল্য চতুর্দশ ইন্দ্র হয

ভুক্ত ॥ সত্যাদিক চারিযুগ সহস্র প্রমাণ । যারদিন পুনরাত্রি
এই পরিপাণ ॥ এ দিবারাত্রির তিন শত সাঁটি মানে । যেই
এক বৎসর হয়ত পরিমাণে ॥ হেন শতবর্ষ যার আয়ুর গণন
কুনিযাছি নাহি জানি অম্পায়ু কারণ ॥ লোক আর লোক
পাল গণ সৃষ্টি কারী । এজাপত্য ইন্দুজ্বাদি দেন অধিকাৰী
যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তদ্বারা জীবের পালক । পাপপুণ্য ফল সুখ দুঃখ
প্রদায়ক ॥ নিজ দিবসেতে এই সকল ব্যাপার । রাত্রি হৈলে
পুনর্কার করেণ সংহার ॥ সহস্র মন্তক অঙ্কি অবয়ব বাণ ।
জগত আশ্রয় মহাপুরুষ আখ্যান ॥ প্রথমেতে বুদ্ধাধ্যানে
হৃদয়ে দেখিলা । নানামত স্তব স্তোত্র তাঁগারে করিলা ॥
আজ্ঞা পাই সৃষ্টি কায়ে' নিযুক্ত হইলা । আপন মানসবর
বুদ্ধাযে মাগিলা ॥ আমার ভবনে ভগবান্ হে ইশ্বর ॥ এই
রূপ সাক্ষাত হইয়া বাস কর ॥ স্বীকার করিযাতাহা করিছেন
বাস । যজ্ঞভাগ সমৃদ্ধ করেন সদা গ্রাস ॥ আনন্দ করেন তত্র
বাসি সবাকারে । সহস্র যুক্তি এইত প্রকারে ॥ শ্রীকৃষ্ণের
রূপাম্পদ সেই বুদ্ধ হন । রূপাপাত্র করি তারে কি আর
কখন ॥ আপনি শ্রীকৃষ্ণ তিঁহ হয়েন নিশ্চয় । শ্রুতি স্মৃতি
বাক্যেতে প্রসিদ্ধ ইহাই ॥ চতুর্থস্কন্ধে ।

এযাণা মেক ভাবানাং যোন পশ্যতি ইব ভিদাং ।

সম্যভূতা অনাং বুদ্ধান্ স শান্তি মধি গচ্ছতি ॥ ২১ ॥

ভূমিহ জ্ঞানহ আরো মায়াঅ্য তাঁহার । সেই লোক বাসি
সকলেরো সুবিস্তার । পরীক্ষিত কহেন শ্রীহিন্দুর বচন । শুনি
সাধু সাধু বলি উঠিলা তখন ॥ শীঘ্র বুদ্ধ লোকে যুনি গমন

করিল। মহৎ যজ্ঞের তথা বিস্তৃত দেখিলা ॥ বৃদ্ধাশ্ব বিগণ
করে বেদ উচ্চারণ। তাহাতে প্রসন্ন পরমেশ্বর তখন ॥ মহা
পুরুষ রূপক জটা বিভূষিত। সহস্র মস্তক ভগবান শ্রীসহিত
আবিভূত হয। যজ্ঞ ভাগের গ্রহণ। করি যজ্ঞ কারি দিগে
দেন আনন্দন ॥ বৃদ্ধার আত্মাদ জন্যদ্রব্য নিবেদিত। সহস্র
হস্তে তে মূখ সহস্রৈ অপিত ॥ ভোজন করিয়া দিয়া মনমত
বর। নিদ্রাগূহে গমন করিলা সে সত্ত্বর। করিতে লাগিলা লক্ষ্মী
পাদ সন্ধান। লীলাক্রমে করিলেন নিদ্রার গ্রহণ ॥ অন্তর্যামি
রূপে দত্ত তাঁর আজ্ঞা পায়। বৃদ্ধা বৃদ্ধাণ্ডের কার্য চরণ
লাগিয়া ॥ আসি নিজালয়ে বসি পারমেশ্বর্যাসনে। নিজপ্রভু
মহিমার আখ্যান শ্রবণে ॥ অক্টেনেত্রে অশ্রুধারা বহে অনি
বার। সেবিত বিচিত্র পরমেশ্বরে পহার ॥ নারদ আপন
পিতা নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা দণ্ডবৎ প্রণমিয়া
হরির রূপার পাত্র হন মহাশয়। নিশ্চয় জানিল ইতে নাহিক
সংশয় ॥ প্রজাপতি পতি সর্ব লোক পিতামহ। একল করহ
সৃষ্টিস্থিতি লয়সহ ॥ বৃদ্ধাণ্ডের ঈশ্বর সযন্তু নাম যার। নিত্য
অবিরাম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য বিস্তার ॥ ইন্দ্রাদির মত প্রলয়েছ কদা
চিত। ঐশ্বর্যের অংশতা নাহিক সুনিশ্চিত ॥ যে তোমার
চন্দ্রমুখ হৈতে প্রকাশিত। পুরাণ নিগম আদি অর্থ প্রবো
ধিত ॥ মূর্ত্তিমন্ত সভাষ আছেন বিদ্যমান। আহবে অখিল
জ্ঞান সংপত্তি প্রমাণ ॥ সংপূর্ণ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মাচরণ করি।
মদাদিরহিত সাধুজন যত্নাচারি ॥ তব লোক পায় সুখে
করয়ে রূপন। সাহার উপর নাহি বৃদ্ধাণ্ডে ভুবন ॥ নারায়ণ

দেবলোক অতি প্রকাশিত । বৈদ্রুণ্যখ্য ধাম যার মধ্যে বিরাজিত ॥ সেই ধামে নিত্য মহা পুরুষ বিগ্রহ । সাক্ষাত করেণ বাস করি অনগ্রহ ॥ তব রক্ত ভাগ করি আপনি ভোজন । সেইফলে বরদান করেণ নুক্ষণ ॥ পূর্বে অনুেষণ আর আয়াস বিস্তরে । যোগের উদ্দেশ না পাইলে যত্নপরে ॥ তপস্যাকরিয়া বহুক্ষণ মাত্র তাঁর । পাইলা দর্শন হৃদি মধ্যে একবার ॥ এক্ষণে সাক্ষাৎ তব গৃহে নিবসয় । অতএব সত্য কৃষ্ণপ্রিয় মহাশয় ॥ যদি কহ সহস্র মন্তকজনাঙ্গন । করিছেন গৃহমধ্যে এক্ষণে শয়ন ॥ অন্য২ বহুরূপ আছষে তাঁহার । তুমি চতুর্মুখ তাঁহা হৈতে ভিন্নাকার ॥ কথিতে নারিবে তুমি এমত বচন । লীলাক্রমে নানাদেহ করহ ধারণ ॥ এইমত বুদ্ধার মাহাত্ম্য সুবিহিত । স্বয়ং যা দেখিলা আর ইন্দ্রের কথিত শাস্ত্রদ্বারা আর যাহা আছিলেন জ্ঞাত । বিস্তারি কহিয়া প্রণমিলা ভক্তি সাত ॥ এইরূপ নারদের কথিত বচন । চতুর্মুখ বুদ্ধা তবে করিয়া শ্রবণ । চারিহস্তে অষ্ট কর আচ্ছাদন হেত্ত । অত্যন্ত হইয়া ব্যগ্র বুদ্ধা ধর্ম সন্ত ॥ আমিদান২ কহে বার২ । অশ্রব্য অশ্রবণে হৈল ক্রোধের সঞ্চার ॥ যত্নেতে করিয়া সেই ক্রোধ সহরণ । স্বপুত্রে কহেন তবে সাক্ষেপ বচন ॥ অতি অতি বচনেতে যুক্তি দ্বারা আরে । বাল্যকাল হইতে পুনঃপুনঃ সুবিচারে ॥ আমি নহি কদাচন কৃষ্ণ ভগবান । তোমারে প্রবোধকিবা নাদিলা প্রমাণ ॥ সেইত কৃষ্ণের শক্তি মহামায়া হয় । দাসী তুল্য ঈক্ষণের পথে সদায় নিজগুণে সত্ত্বরজ তনের সঞ্চার । জগতের করে সৃষ্টি পালন

সংহারে ॥ আমার সকলে সেই মাযার অধীন । তাহা হৈতে
মোহিত অছিষে ত্রি দিন ॥ ভূমিও হইয়া কৃষ্ণ মাযাতে
মোহিত । এমত কহিছ বাক্য জানি নিশ্চিত ॥ সেই মাযা
মোহিত কারণ সুবিচারে । কৃষ্ণ রূপালেশ পাত্র নাজান অ
মার ॥ তাঁহার মাযাব সদা জগতের আমি । গুরু প্রভু পিতা
মহা সৃষ্টি কর্তা স্বামী ॥ কৃষ্ণ নাভিপদ্ম হৈতে উদ্ভব আমার
কিন্তু মহা অভিনানে বিনাশ প্রকার ॥ বুদ্ধাণ্ড সন্ধানি যেই
আবশ্যক্যপার । ব্যাপারের বিচারেতে বিভ্রম আমার ॥ আ
মার যে বুদ্ধলোক ইহার বিনাশ । নিকট জানিয়া চিন্তাফলে
সহতাণ ॥ মহাকাল হৈতে আমি নিরন্তর ভীত । মুক্তি ইচ্ছা
কেবল করিয়া সুনিশ্চিত ॥ ইথে প্রজাপতিত্বাদি মহা অভিন
মান । দোষহেতু নহে কৃষ্ণ রূপার নিধান ॥ নাভিপদ্ম হইতে
উদ্ভব যে কহিল । ইথে স্বয়ংভূত নিরাকরণ হইল ॥ বুদ্ধা-
ণ্ডের কার্যে বশীভূতের কারণ । বেদবক্তা হইয়াহ নরূপাল
জ্ঞান ॥ বুদ্ধলোক বিনাশ ভয়েতে সদা ব্যস্ত । ইথে হইল নিজ
লোকে তৎকর্তা নিরন্তর ॥ মহাকাল হৈতে ভীত এই বো
কহিল । দীর্ঘ পরমায়ু ইহা নিরন্তর হইল ॥ অতএব মুক্তিলা-
গি কৃষ্ণের পূজনে । করাই সর্বদা আর করিয়ে আপনে
আর যেকহিলে অমলোক মধ্যে হয় । শ্রীবেদলোক এই
কথার নিশ্চর ॥ জগদীশ তিঁহ তাঁর আবাশ কোথায় । না
হিক বুঝহ এই গুঢ় অভিপ্রায় ॥ স্বয়ং সংপাদিত প্রিয় যজ্ঞ
মুগ্ধ হন । আর বেদ প্রবর্তন এই কারণ ॥ কেবল করণ যজ্ঞ
ভাগের গ্রহণ । ইথে নহে আমা প্রতি কৃপাবলোকন ॥ হে

খিটারাচার্য ইহা করি উপহাস । কহিছেন বৃদ্ধা বৃদ্ধ তাঁহার
 বিলাস ॥ কৃষ্ণ ভক্তি শ্রীষ ভক্তে কৃপা সেকরেণ । কদাপিহ
 অভক্তিতে সদয় নহেন ॥ খাদক দূরেতে ভক্তি অপরাধ
 যদি । নাহি হয় তবে বহু মানিয়ে সম্পদী ॥ অপরাধ ক্ষমা
 যেন শিবের করেণ । তেমত আমার প্রতি দয়া লুনহেন । হি-
 রণ্য কশিপু আনা হৈতে পায় ॥ বর । সর্ব লোক উপতাপ
 দেয় দৃষ্ট তর ॥ বৈষ্ণবের দোহ চেটা করিল অপার । নৃসিংহ
 রূপেতে তারে করিলা সংহার ॥ সেই কালে আমি সহ নিজ
 পরিবার । ভয় দূরে থাকি স্তুতি অনেক প্রকার ॥ করিলাম
 স্তব পাঠে তবু নোরপর । চক্ষু কোনে কটাক্ষেতে না কৈলা
 আদর ॥ হৃদয়ের প্রতি কৃপা করি অভিষেক । করিলা নৃসিংহ
 দেব যবে পরতেক ॥ অম্পে নিকটে তকরিনু প্রবেশ । রোষে
 আনা প্রতি তবে করিলা নিদেশ ॥ হে পদ্ম সম্ভব তনবর কদা
 চন । অসুরের দান যোগ্য না হয় কখন । তথাপি আমি হরাব
 গাদি রাক্ষসেরে । ধরদান করিলাম দৃষ্ট অনেকেরে ॥ সীতা
 হরণাদি কর্ম রাবণের য়েই । গ্রহণ করিবে কোন জন জিজ্ঞা
 সেই ॥ আনা হৈতে বর পায় ॥ উক্ত দুইজন । য়েই সব অপ-
 রাধ কৈল প্রকাশন ॥ তাহা মন অপরাধেতে পর্যবসান ।
 হইতেছে মনে ইহা বৃদ্ধা বিধান ॥ ইন্দু আদি লোক দিগে
 দিল অধিকার । তাহাদের মহামদে হৈল অহঙ্কার ॥ ইন্দু
 কৈলা গোবন্ধন যজ্ঞে বৃষ্টিপাত । যুদ্ধ গর্ভ করিল হরণে পারি
 জাত ॥ দ্বাদশীর রাত্রি শেষে নন্দ মহাশয় । যমুনীর জলে নপু
 স্রানের আশয় ॥ এইকালে বরুণ হরণ তাঁহে করি । আপনার

পুত্রে লৈয়া গেল অহঙ্কারি ॥ খেনুবাল মূনির না কৈল সম-
পণ । পুন তারে করিলেক অনেক বঞ্চন ॥ শ্রীকৃষ্ণর অধ্য-
পক সান্দ্যোপনিবর । শ্রীমধুমঙ্গল তাঁর পুত্র শ্রেষ্ঠতর ॥ বরুণ
মারিল তাঁরে পঞ্চজন দ্বারে । পুন যুদ্ধ কৈল বিষ্ণুপুরাণে
উচ্চারে । দ্রবেরের ভৃত্য য়েইশঙ্খচূড় নামে । কৈল গোপী হ-
রণ শ্রীবৃন্দাবন ধামে ॥ পাতাল মধ্যেতে য়েই অসুরর গণ
ঈশবের দোহ চেষ্টা করে নরক্ষণ ॥ কালিয় বান্ধব রত দুষ্টি
সপগণ । সহজ ক্রোধিত করে মন্দ আচরণ ॥ দিকপাল গণ
আমি হৈত অধিকার । পায়্য কৈল অপরাধ বহুত প্রকার
আমার পয়্য সব সান সেই সব হয় । সংপ্রতিকো কৈল আমি
অপরাধ চর ॥ পুলিন ভোজনে কৃষ্ণছিল বৃন্দাবনে । মায়া-
তে করিনু বত্স বালক হরণে ॥ সব বত্স বালক আপনি
কৃষ্ণ হৈলা । সংবত্সর ব্যাপি লীলা বহুধি কৈলা ॥ পরে সক
লারে শ্রীগোবিন্দ রূপাশয় । দেখিয়া হইনু আমি মহাস্তম্য
ময় ॥ ভীত হৈয়া প্রণমিয়া করিনু স্তবন । অতি ধৃষ্টতর আমি
কিকবকথন ॥ গোপ বালকের মত য়েই কৃষ্ণ লীলা । গ্রাম
হস্তে বত্স বালকেরে অম্বেসিলা ॥ সেসব দেখিয়া আমি হ-
ইনু বঞ্চন । অনুগ্রহে আমারে না কৈলা সম্ভাষণ ॥ তবে কৃষ্ণ
সুখ পদ্য সহজ প্রসন্ন দেখি ক্তার্থতামানি হয় উপপন্ন ॥ সে
কেবল কৃষ্ণ প্রিয় য়েই বৃজ ভূমি । তাহার গমন ফল জানিবে
সে ভূমি ॥ ঈশ্বরের হয় বৃজসুরহস্য স্থানে । লীলার শঙ্কোচ
হবে মোর অবস্থানে ॥ তাহে অপরাধ হবে ইহা অনুমিল
এই হেতু বৃজে বাস সদা না করিল ॥ অন্য নিজ অসৌভাগ্য

কি করি বর্ণন । তব স্তব সব ইথে হৈল নিরন্তর ॥ এই
বুদ্ধাণ্ডের মধ্যে করি বিচারণ । তাদৃশ কৃপার স্থান না-
করি দর্শন ॥ কিন্তু মহাদেব হন কৃষ্ণ কৃপাম্পদ । কৃষ্ণ প্রিয়
খ্যাত তিঁহ প্রসিদ্ধ সম্পদ ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম রসে সদা
উন্মাদিত । চতুর্ভুজ অবজাহ ত্যজিলা নিশ্চিত ॥ পরমৈশ্ব-
র্য্যতা আর সুখাদি বিলাস । বিভোগ করিলা ত্যাগ জানহ
প্রকাশ ॥ বুদ্ধ ইন্দু আদি য়েই মোরা দেবগণ । অনিত্য বিষ-
য়ে শক্ত হই সর্ব্বক্ষণ ॥ আত্মাদিগে উপহাস করিবা কারণ ।
ধুস্তুর আকন্দ অস্থি মালার ধারণ ॥ বস্ত্র নাহি পরে করে ভস্মা-
নু লেপন । আলুলিত জটাতার নাকরে বন্ধন ॥ উন্মত্তরন্যায়
ঘূর্ণবান সর্ব্বক্ষণ । সহ ভূত প্রেত পিশাচাদি স্বীষগণ ॥ কৃষ্ণ
পাদপদ্ম ধৌত জল য়েই গঙ্গা । ত্রিছোক তারিণী কাল নিবা-
রিণী ভঙ্গা ॥ তাঁহারে মস্তকে ধরি অতি চর্য্যতরে । নৃত্যকরি
জগতেরে চর্য্যকৃত করে ॥ শ্রীকৃষ্ণে সাদে মনন্তল্য অধিকারি
গণের অভিষ্টদানে শক্তা পত্নী তাঁরি ॥ শিবলোক নিবাসি
সকলে সদা মুক্ত । য়েই সবজন হয় তাঁর কৃপায়ুক্ত ॥
তাঁরা মন্ত্র আর কৃষ্ণ ভক্ত হইয়াছে । দেখ ইহা সর্ব্বত্রৈতে
ঘোষণা রয়াছে ॥ কৃষ্ণ হৈতে শিবের য়ে বিভেদ কখন । মহা
দোষ করী সেই হয় সর্ব্বক্ষণ ॥ শ্রীকৃষ্ণেতে অপরাধ করে
য়েইজন । শরণ লইলে তাহা করেণ ক্ষমন ॥ শিবের নিকটে
হৈলে অপরাধান্বিত । নাকরেণ তারে ক্ষেমা কৃষ্ণ কদাচিত
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস গ্রাহকাতিশয় । মহা অবতার প্রিয় পরম
নিশ্চয় ॥ ত্রিপরেশ্বরেরে শিব বর কৈলা দান । সধাব্রস কৃপ

তার পুরে বিদ্যমান ॥ অশক্ত ত্রিপুর ভেদে শঙ্কর হইলা ।
 গাবী রূপে সুধাপিষা নিস্তার করিলা ॥ বৃকাসুরে বর দিলা
 যার শিরে হস্ত । দিবক ফুটিয়া যাবে শীঘ্র তার মস্ত ॥ পরে
 শিরে হস্ত দিতে হৈল ধাবমান । শিবের পশ্চাতে শিব হৈলা
 ব্যস্থান ॥ বহুস্থান ভ্রমি গেলা বৈদ্রুণ ভুবনে । তাহা বিনা-
 শিলা ছরি করিষা মোহনে ॥ রাবণেরে দিলা বল পরাক্রম
 সম্ব । কৈলাস চালামে সেই হইল প্রবর্ত ॥ শ্রীরাম রূপেতে
 তারে বধি ভগবান । সঙ্কট হইতে শিবে করিলেন ত্রাণ ॥
 বাক্য ক্রপামতে তাঁরে হর্ষিত করিলা । মমন্তল্য তিরসার
 তাঁরে নাহি দিলা ॥ আপনার অন্তরঙ্গ সত্ত্ব ক্তি নিচয় । তাহা
 তে হইয়া বশ কৃষ্ণ অতিশয় ॥ শিবের মাহাত্ম্য ভব বিস্তার
 কারণ । শ্রীপরশুরাম রূপে কৈলা আরাধন ॥ সমুদ্র মন্থন
 কালে কৃষ্ণচন্দ্র ছিল । তথাপিহ বিষভয় দূর না করিলা ॥
 শিবের মাহাত্ম্য অতি করিতে খ্যাপন । প্রজাপতি গণদ্বারা
 কৈলা আনয়ন ॥ ঘোর বিষ শিব দ্বারা পান করাইলা । কণ্ঠ
 দেশে নীল বর্ণ শোভা অতি দিলা ॥ অভিষিক্ত কৈলা মহা
 মহিমার ধারে । এই কথা সুব্যক্ত নাহিক কোথা কারে ॥ রুদ্
 বিষয়েতে হরি দয়ালু হবেন । সকল পুরাণ গাণ সর্বত্র করেন
 ভ্রমিও জানহ ইহা করণ আরণ । আর সুবিস্তর ইহা কি কব
 কখন ॥ যদ্যপি শ্রীবৃদ্ধা ব্রজোপুণে অবতার । সৃষ্টিকর্তা যার
 মুখে বেদের প্রচার ॥ তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস সুধাময়
 দেহ তিহ তেঁই হেন কহেন বিনয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির এই গুণ
 সর্বদায় । অন্য হৈতে দীন বোধ আপনা করায় ॥ এতশুনি

নারদ গুরুরে প্রণমিয়া । কৈলাস গমন হেতু উদ্যত হইয়া
 এত দেখি নারদে কহেন বুঝা পুনঃ । ওহে বৎস পুত্র আরো
 কহিকিচ্ছ শুন ॥ ভক্তিতে দ্রবের শূর্কে করি আরাধনে । বশী
 ভূত করিলেক রুদ্রে যত্নমনে ॥ বুঝাণ্ডের মধ্যে যেই কৈলাস
 পার্বত । দ্রবের অধিকার তাহাতে সক্ষমতঃ ॥ ঈশান পালক
 রূপে বসেন ঈশান । উমার সহিত অঙ্গ বিভব সম্মান ॥
 কশ্যপাদি আমাদের ভক্তি বশীভূত । কৃষ্ণ ভগবান যেন হই
 যা প্রস্তুত ॥ মমলোকে আর স্বর্গাদিতে নিবসেন । উচিত
 লীলায় কৈলাসেতে শিব তেন ॥ কিন্তু যেই শিবলোক হযেত
 উপরি । বায়ু পরাণের মতে কহিয়ে বিস্তরি ॥ পৃথিবীর আব
 রণ যেই সপ্ত হয় । তাহার বাহির মহাদেব লোক রয় ॥
 বুঝাণ্ডের মত নচে কদাপি নশ্বর । আনন্দের পরিপাকরূপ
 নিত্যতর ॥ মাযিক নহেত সত্যরূপ সর্বদায় । শিবের উত্তম
 ভক্তে সেই লোক পায় ॥ সমান মহিমা শোভা যুক্ত পরি-
 বার । গণে পরিবৃত অতি ঐশ্বর্য্য বিস্তার ॥ ছত্র চামরাদি
 অলঙ্কারেতে শোভিত । দীপ্তমান আছেন শ্রীউমার সহিত
 নিজ ইন্দ্ৰ দেবতা শ্রীদেব শঙ্কর । পূজিযা নাকরে কিবা অভ
 তাচরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণাবতার শিবের ভূমি শুদ্ধভক্ত । অতএব তথা
 যাইবারে হওশক্ত ॥ গমন করিযা তথ্য করহ আশ্রয় । সাক্ষা
 তে দেখিবে কৃষ্ণ কৃপা যেন হয় ॥ এইমত শ্রীনারদ হইয়া
 শিক্ষিত । শিব কৃষ্ণ গাণ মুনি করি শ্রদ্ধান্বিত ॥ কোতকে
 শ্রীশিবলোকে করিলা গমন । লোক শিক্ষা লাগি মুনি আন-
 ন্দিত মন ॥ শ্রীলসনাতন পদে করিযা প্রণাম । শ্রীমুখ গো-
 বিন্দ দান নাগে প্রেম ধাম ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎ কৃপাভর নির্দ্বার খণ্ডে

দিব্যো নাম দ্বিতীযো হৃদয়াযঃ ॥

তৃতীযেভ শিবনোক্তং স্বম্মা দ্বিহৃদে বাসিনু । যথা

কৃষ্ণ কৃপাধিক্যং তেভ্যঃ প্রহ্লাদকে তথা ॥

শ্রীনারদ শিবলোকে করিয়া গমন । দেখিলেন শিব কৃষ্ণ
ভাবাবিস্ট মন ॥ করিয়া শঙ্কর্যগ দেবের অর্চন । করেন প্রেমের
ভাবে নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ নন্দীশ্বর আদি নিজ পারিষদ চেষে ।
শ্রীতে জয় শব্দ গীত বাদ্য য়ে করষে । তাহাদের প্রতি শিব
সন্তুষ্ট হইলেন । সাধু বলি ভূষঃ প্রশংসা করেন ॥ দেবীউমা
শুনি পুনা করতালী দেন । তাঁহারে শ্রীমহাদেব প্রশংসা ক-
রেণ ॥ কৃষ্ণের ভক্তাবতার দেব ত্রিলোচন । তাঁরকার্য সদা
কৃষ্ণ ভক্তি প্রবর্ত্তন ॥ বুদ্ধাহ বটেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার । তাঁহা
হৈতে শ্রীশিবের মহিমা বিস্তার ॥ নিজধর্ম্মানিষ্ঠ শতং জন্ম
জীবে । আর বশিষ্ঠাদি মুনি বুদ্ধত্ব পাইবে ॥ কিন্তু কোনকালে
জীব শিবত্ব নাপায় । এহেতু মাহাত্ম্যাধিক সর্বশাস্ত্রে গায়
নারদ দেখিয়া শিব অতি হৃষ্টমন । বীণা বাজাইয়া তাঁরে
কৈলা প্রণমন ॥ শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগীত আগনে । মৃদুমুহু
এইকথা গায়েন তখনে ॥ বুদ্ধার কথিত মহাদেব গুণগণ ।
সুন্দর করিয়া সব করিলা কীর্ত্তন ॥ নৃত্যের পরেতে রুদ্ৰপাদ
পদ্ম ধলি । স্পর্শচ্ছায নিকটে আইলা হস্ত তুলি ॥ তবে
রুদ্ৰ বৈষ্ণব যাহার প্রিয়তর । কৃষ্ণ রসধার পানে উন্নত বিস্তর
নারদোক্ত বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ । সমাদরে প্রশ্নতাঁরে
করেন তখন ॥ আকর্ষিয়া আলিঙ্গন দিল। মুনিবার । বুদ্ধ

পুত্র কি কহিল কহ ব্যস্ত তরে ॥ নৃত্যের কৌতুক ছাড়ি রুদ্র
মহাশয় । অঙ্গ প্রিয়জনেতে আবৃত সে সময় ॥ পার্শ্বতীর
প্রাণনাথ বসি বীরাসনে । রসেন্দ্র শ্রীবৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ সন্তাষণে
তবেত নারদ মুনি অগ্রেতে হইলা । রুদ্রঘড়ঙ্গক পড়ি প্রণাম
করিল ॥ জগতের ঈশরূপ মহিমা প্রকাশ । করিলেন সব
তারে বিবিধ নিয়াম ॥ কৃষ্ণকৃপা সমুহের পাত্র মহাশয়
ত্রিলোকেতে যার ভল্য কেহ নাহি হয় ॥ এতক শুনিয়া সর্ব
বৈষ্ণব মর্দন্য । বিষ্ণুভক্তি প্রবর্তক মহাদেবধন্য ॥ কর্ণ আচ্ছা
দন করি দেব পুনঃ পুনঃ । সত্রোধ কহেন ওহে মুনিবর শুন
জগত ঈশ্বর আমি নহি কদাচিত । কৃষ্ণকৃপাঙ্গদ নাহি তট-
যে নিশ্চিত ॥ কেবল কৃষ্ণের দাস দাসের বিস্তর । অনুগ্রহ
কামনা করিয়ে নিরন্তর ॥ এতশুনি মনি হৈলা সন্তোষেতে যুক্ত
কৃষ্ণ একান্ত আনন্দ আর না করিলা উক্ত ॥ সাগরাধী আপ-
নারে মানি মুনিবর । কহিতে লাগিলা কিছু বাক্য অঙ্গস্বর
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব গণের সুমহিমা । অত্যন্ত দুর্গম আর নিগূ-
ঢ়ের সীমা ॥ আপনি জ্ঞানহ আর যত জীবগণে । জ্ঞাপন করা
হস্তমি কৃপাবলোকনে ॥ এইহেতু বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ গুণিতর
তব অনুগ্রহ বাঞ্ছা করে নিরন্তর ॥ শ্রীকৃষ্ণ আপনি তোমা
প্রতি হৈয়া প্রীত । অধিক মহিমা তব করে বিস্তারিত ॥ কত
বার কতবার কত মূর্তিধরি । লৈলা কৃষ্ণভক্ত্যে তোমা আর-
ধনা করি ॥ একথা শুনিয়া শিব হইল লজ্জিত । ধৈর্য্য করি-
বারে হৈলা অশক্ত নিশ্চিত ॥ আমার সেধার্য্য না কহিব
কদাচন । এত কহি শীঘ্র উঠিয়া তখন ॥ দুই হস্তে নার-

দেব মথ আচ্ছাদন । করিলেন মহাদেব হইয়া বিমন ॥ ততঃ
 শরে উঠেঃশ্বরে হৈয়া সবিস্ময় । কহে ওহে মুনি ভাবি দেখহ
 বিষয় ॥ প্রভুর লীলার যেই হয়ত বৈভব । বিতর্কেনা বোধ
 হয় তার একলব ॥ বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিবিধ গম্ভীর । মহিমা
 সমুদ্ভবদীপ্তর প্রভু খর ॥ করিলেহ অপরাধ নানান প্রকারে
 না করেণ কৃষ্ণদেব উপেক্ষা তাহারে ॥ বরদান আদি নিজ ঐ
 শ্বর্য্য প্রকাশ করিলাম অপরাধ নিজ প্রভু পাশ ॥ তথাপি
 হ ত্যাগ মোরে প্রভু না করিল ॥ অদ্যাপি আপন ভক্তি আ-
 মাতে বাখিল ॥ কৃষ্ণভক্তি বুসে মগ্ন শিব পাদদ্বয় । ধরিয়া
 আনন্দে মুনি স্তবন করয় ॥ নাহি হয় অপরাধ অচ্যুতে তো
 নার । লোকদৃষ্টে যদিহয় কখনো প্রচার ॥ তাহাও অচ্যুতে
 নাহি হয় সে প্রচার । যেহেতু পরম প্রিয়ভূমি হও তাঁর
 বাণরাজ্য নিজ বাহুবলে অহঙ্কারী । সাধু সকলের বহু উপ-
 দ্রবকারী ॥ নিজ কন্যা উষা সহ দেখি অনিরুদ্ধে । মায়া প্রকা-
 শিয়া যবে করিলেক রুদ্ধে ॥ গণসহ কৃষ্ণ আইলা করিতে উ-
 দ্ধার । বহু যুদ্ধ কৈল বাণ সহিত তাঁহার ॥ হত প্রায় যখন
 হইল রাজ্যবাণ । দেখিয়া আপনি তারে হয় । কৃপাবান
 নিজ ভক্ত পুত্র ভল্য পালিতে সেজন । প্রাণরক্ষা হেতু তার
 হরির স্তবন ॥ করিলা তাহাতে রোষ ত্যজি সেইক্ষণে । নিজ
 ক্ষরপত্ন দান করি প্রীতি মনে ॥ তোমার পার্ষদ ভারে করি
 লা শ্রীহরি । দেবগণ গ্রাহ্য নাহি পায়তপকরি ॥ গর্গ আদি
 যেই স্বাদবাদি দেহকারী । করিল সে নানামত তপস্য ॥ ত্রো-
 দারি ॥ তাহারিগে নিশ্চিন্তু করিল বরদান । এ হেতু নাহয়

তব অপরাধ ভান ॥ গগে বর দিলা পুত্র তোমার জন্মিবে
 রদুন্দল ভযোত্পন্ন সেইত করিবে ॥ রদুন্দল ঘাতি পুত্র
 হইবে তোমার । এইমত বর নাহি দিলা প্রতি তার ॥ পার্থ
 ভিন্ন পাণ্ডব জিনিবে একবার । জয়দুখে বর দিলা এমত
 প্রকার ॥ সুদক্ষিণে বর দিলা অগ্নি অভিচার । অবুদ্ধা
 প্রয়োজিত ইন্টসাধিবার ॥ এ আদি স্নেহ বর দিলা বিশেষ তা-
 হার । শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আছে যে প্রচার ॥ চিত্রকেন্ত আদি
 য়েই বিচার বিহীন । শেষাদি আশ্রিত শিবতত্ত্বজ্ঞানে দীন
 রদ্যপি তোমার নিন্দা তাহার করিল । তব কোপ তথাপি
 তাহাতে নাইল ॥ তাঁহা হৈতে শ্রেষ্ঠত্বের বাঞ্ছা ভুলি করি
 কৃষ্ণ প্রীতি লাগি পূজা করিলা বিস্তরি ॥ চান্দ্র্য বিশেষে কৃষ্ণ
 ভক্ততা বিশেষে । প্রার্থনা করিয়া বর লইলা অশেষে ॥ বুদ্ধা
 দির প্রার্থনীয় য়েইমুক্তিদান । তাতে অধিকার শ্রীল প্রভুভগ-
 বান ॥ দান কৈলা আপনারে আরতদুর্গার । এহেত্ত কৃষ্ণর
 কৃপা তোমা প্রতি সারে ॥ বুদ্ধ দিদেবের য়েই দৃষ্টান্ত আ-
 শ্চর্য । থাকিতেহ এতাদৃশ তোমার ঐশ্বর্য ॥ আর আত্ম
 মুখ সব করি অনাদর । অবধূত মত বিষ্ণু ভাবাবিষ্ট তর
 নহা উন্মাদিত ন্যায় হইয়া দিগম্বর । কেবা নৃত্য করে পত্নী
 সহ সহচর ॥ কৃষ্ণভক্তি লক্ষ্য টতা মহিমা তদ্রূপ । তোমার
 হইল আজি মোর অনুভূত ॥ কৃষ্ণের পরম প্রিয় নিত্য সে
 আপনি । ইহার সন্দেহ মাত্র আর নাহি গণি ॥ কৃষ্ণর নিঃশে-
 ষে কৃপা তোমাতে য়েহয় । আর কি কহিব তাহা কখন অত্যধ
 তোমার প্রসাদে দশ প্রচেতা দিগণ । পাইল কৃষ্ণর প্রিয়
 পুনরাঙ্গদ ধন ॥ জন শর্মা আদি পার্শ্বতীরে প্রসাদেতে

হইল কৃষ্ণপ্রিয় খ্যাত পুরাণেতে ॥ যশোদার গভুর্জাত
 যেই মহামায়া । তাঁর সহ অভেদ অম্বিকা তব জায়া ॥ কৃষ্ণের
 ভগিনী ঐহ স্নেহপাত্র হন । তাতে আআরাম তুমি নাকর
 ত্যজন ॥ বিচিত্র কৃষ্ণের যেই নাম সংকীৰ্ত্তন । আর লীলা
 কথার উত্সবে সৰ্বক্ষণ ॥ এই পাৰ্ব্বতীর করি সন্তোষিতমন
 বিষ্ণুভক্ত সঙ্গ সুখ করহ ভজন ॥ নারদ হইতে হৈল যবে এত
 উক্ত । স্বস্তি প্রবণে শিব হৈয়া লজ্জা যুক্ত ॥ বৈষ্ণব সকল
 মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠতর । বিষ্ণুভক্ত নারোদরে কহেন উত্তর ॥
 অহো মহত্কষ্ট তার কিকব বচন । ত্যক্ত সৰ্ব অভিমান হে
 বুদ্ধ নন্দন ॥ অভিমান সকলের মূল কোথা আমি । কৃষ্ণভক্ত
 সৰ্ব অভিমান গণ স্বামী ॥ অতএব কৃষ্ণ সহ আমার সম্বন্ধ ।
 কদাপি নহি হয় ঘটন নির্দ্বন্দ্ব ॥ লোকের ঈশ্বরজ্ঞান দাতা
 আর জ্ঞানী । স্বয়ং মুক্তমুক্তপ্রদ আপনাকেমানী ॥ বিষ্ণুভক্ত
 ভক্তিপ্রদ শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্র । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আমি হই প্রিয়মাত্র
 ইত্যাদিক যত অহঙ্কারোত আবৃত । মহা অভিমানী আমি
 কিকব বিবৃত ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার লক্ষণ । আমাতে
 কিঞ্চিৎ নহি কিকব কথন ॥ সকলের গ্রাস কারি ঘোর মহা
 কাল । সমাগত হবে যবে অত্যন্ত বিশাল ॥ অশেষ জগতজন
 সংহার স্বরূপ । নিজ প্রযোজন যেই তামশাদি রূপ ॥ আমা
 র সে দুষ্কর্ম্মনু সন্ধান করিয়া । লজ্জা যুক্ত হইতেছি এখনো
 ভাবিয়া ॥ পরম উপেক্ষা তার আমাতে বিবেশা যদ্যপি থাকি
 ত মোরে কৃষ্ণ কৃপালেশ ॥ যবে কৃষ্ণ পারিজাত করিল । রূপ
 তবে কি আমার সহ হইত সে রণ ॥ আর অনিরুদ্ধ হবে উবার
 সহিত । চৌর্য্যেতে মিলিল বাণ হইয়া জাপিত ॥ বাহিনী

তাহারে কৃষ্ণ সহ সেইক্ৰণে । কদাপিহ নাহিইত আমার সে
 রণে ॥ আমাদ্যসে করিত কি প্রভ আরাধন । লোকে যেই
 পরমোপহাসের কারণ ॥ কিম্বা তাঁর মনে ছিল গৃঢ় ক্রোধ-
 ভর । সেহেতু আমার কৈল আরাধন তর ॥ তাহাতে সঙ্কেচ
 ঘোরে করিলা প্রদান । যদ্বারা পরম দুঃখ হৈল উপাদান
 এ হন্ত যে বহুবার বর বহুতর । আমাদ্যতে করিলেন গৃহণ
 বিস্তর ॥ তাহানাহে কৃপার লক্ষণ মুনি হন । সেই শ্রেষ্ঠ উপে-
 ক্ষয় জ্ঞাপক নিপুণ ॥ ইহাতে দেখিহ নম অপরাধগণ । ক্ষমা
 নাহি করেন গোবিন্দ কদাচন ॥ আর যবে নমুচিনামেতে
 মহাসুর । ত্রিভুবন অধিকার করিল প্রচুর ॥ ইন্দ্রাদির তাপ
 দেখি বুঝা সহ আমি । ক্ষোভাদির ভীরে সুবিনামকামীহানী
 তবে দেব কসুরের অনাচার করি । নারিবর তরে কহিলেন
 মনোপরি । কল্পিত আগম ভূমি করি তাহা দরে । তাহা
 হৈতে বিনুখ বরত সবাকারে । থাকিলে আমার প্রতি কৃষ্ণ
 রূপালেশ । না করিতা আমা প্রতি এমনত ভাদেশ ॥ আমা-
 দের নৃত্তিদানে অধিকার হয় । ভূমি যে কহিলা মুনি হৈয়া
 হৃষ্টাশয় ॥ সে অতি দারুণ ভক্তি বিবোধি কারণ । রাহার
 অবগে নৃপী হয় ভক্তগণ ॥ এইহেতু শ্রীকৃষ্ণের রূপার আশ্পদ
 কদাচ আমারে নাহি জানিহ নারদ ॥ হে কৃষ্ণ পার্বন শ্রেষ্ঠ
 কি কহিব আর । বৈদ্য বাসির প্রতি তাঁর রূপা সার ॥ তৎ
 ভল্য সকল হাঁহারা ত্যাগ করি । আরাধনা করিলা ভক্তিতে
 প্রিয় করি ॥ সাধন প্রভাবে বর্মা অর্থ কাম মুক্তি । অনিগাদি
 সিদ্ধি হৈল উপস্থিত যুক্তি ॥ গ্রহণ থাদক দূরে হৈয়া ভক্তি

পর । চক্ষুকোন কটাক্ষেতে না কৈলা আদর ॥ সচ্চিদানন্দ
 রূপ বৈদ্রুণ গুণাভীত । নিত্য সত্য ধাম সব ভয় বিবর্জিত
 ত্যক্ত সর্ব অভিমান সেই ভক্তগণ । সেই নিত্য বৈদ্রুণেতে
 করিলা গমন ॥ সেস্থলে সচ্চিদানন্দ দেহ য়েই সব । স্বীকার
 না করে প্রাপ্ত পরম বৈভব ॥ অনায়াস প্রাপ্ত মুক্তি স্বীকার
 না করে । ভগবান সহিত সন্তোষেতে বিহরে ॥ হরির ভক্তিতে
 সদা সন্তুষ্ট মানস । তাহাদের সুখময় সব দিগদশ ॥ কর্ম
 জ্ঞানাসক্তি বিঘ্ন হইতে রক্ষণ । করৈণ ভক্তিরে আনুকূলেতে
 বর্জন ॥ সর্ব বিঘ্ন হইতে রক্ষাকরে ভক্তগণে । বাড়ায়েন ভক্তি
 উদ্দীপন সম্পাদনে ॥ নিজেচ্ছায় সর্বত্রিতে করেন গমন ।
 নাহি হন কর্ম বশীভূত কদাচন ॥ এমত যদ্যপি হয় শ্রীবৈদ্রু-
 ণে ধাম । তবে কেন বৃক্ষ হংস শুকাদি বিপ্রাং ॥ এই আশ-
 ক্য কহে মুক্ত সকলেরে । উপহাস করৈণ বৃক্ষাদি যোনি ধরে
 অর্থাৎ ভজন মহা সুখ করিত্যাগ । অতি ভুচ্ছ মুক্তিতে কি
 হেতু অনুরাগ ॥ এইমনে করিধরি বৃক্ষাদি শরীর । ভজন ক-
 রেন হরি পদাশ্রয় ধীর ॥ কমলা সেবিত নিত্য শ্রীপাদ কমল
 সাক্ষাৎ করেন হরি দর্শন বিমল ॥ করেন সে নিত্য ক্রীড়া
 হরির সহিত । আমবা দেখিয়ে ভাগ্যদেয়ে কদাচিত ॥ এ
 হেতু তাঁহারা স্বয়ং রূপারবিষয় । অধিক জ্ঞানিহইথে নাহিক
 সংশয় ॥ বৈদ্রুণে লোকেতে নিত্য তদীয় সকলে । হরির যুতে
 ক রূপা আছে যে বিমলে ॥ হেন রূপা কোন স্থানে নাহি ক-
 রোপর । রাতে মহা চর্যেতে অপ্রাপ্ত নিরন্তর ॥ সংকর্তন
 মৃত্যু গীত পরিচর্য্য দিতে । শ্রেয় ভক্তি বিনা অন্য নাহি

কদাচিত্তে ॥ অশ্চর্য্য পরমানন্দরস সিদ্ধু তাঁর । মহিমা অ-
 মৃত সাধ্য কার বর্ণিবার ॥ স্বায স্বরূপানুভব বন্ধানন্দ যেই
 যে কণার অঙ্ক অংশে সম নহে সেই ॥ সেইত বৈষ্ণৱ আর
 ভদীয় সকল । আর বৈষ্ণৱের যত বস্তু সুনির্মল ॥ সকল কৃষ্ণ
 র পাদপদ্মের আশ্রয় । পরম প্রেমের অনুকম্পিত সে হয়
 আমা হৈতে অধিক তাদৃশ কৃপাপাত্র । শ্রীবৈষ্ণৱে নিবাসি
 সকল জান মাত্র ॥ সর্ব্ব বিলক্ষণ মহা উৎকর্ষ বিবয় । স্বাধা-
 দেব নাহা অ্য বর্ণন নাহি হয় ॥ পঞ্চ ভূত দেহ মর্ত্য লোক
 বাসি য়েবা । কৃষ্ণভক্তি রসিক করযে কৃষ্ণ সেবা ॥ তাঁহারা হ
 আমা হৈতে হন শ্রেষ্ঠ তর । নমস্ হযেন আগাসভার বিস্তর
 শ্রীকৃষ্ণ চরণপদ্মে অর্পিতা অ্য নন । মর্ত্যলোক বাসি যেই
 হন ভক্ত গণ ॥ কৃষ্ণ প্রেম লাভ আশে করিলা ত্যজন । অর্থ
 ধন জন পুত্র কলত্র জীবন ॥ ইহ লোক সুখ আর ধন উপা-
 জ্ঞন । পরলোক সুখ ভোগ ধর্ম্ম আচরণ ॥ সাধ্য সাধনা দি
 করি যত কার্য্য হয় । কিছুতে নাহিক বাঞ্ছা মাত্র সমুদয়
 জাহি বর্ণ আশ্রমের যেই ধর্মাচার । তাহার অধিন নহে
 অতি ক্রান্ত তার ॥ জন্মের গ্রহণ যেইকালে জীব করে । দেব
 ঋষি পিতৃ ঋণে বদ্ধ হয় নরে ॥ যজ্ঞে দেব ঋণ ঋষি ঋণ অর্থ
 যনে । মৃত্ত হয় পিতৃ ঋণে পুত্র উৎপাদনে ॥ যদি এই তিন
 ঋণে নিমুক্ত নাহয় । একারণ বেদমার্গ অতি ক্রান্ত রয় ॥ হরি
 পাদপদ্ম ভক্তি বলেত নিশ্চয় । ঋণত্রয় আদি হৈতে সে অক্ষ
 ভোভয় ॥ এমতে ভক্তের কর্ম্ম নহে অধিকার । পাপাদির
 অভাবেতে ভয় নাহি তার ॥ বিষ্ণু নারুপ্যাদি কিছু বাঞ্ছা

নাহি করে । তাঁর ভক্তিরসেতে লম্পট য়েইনরে ॥ দুক্কলোক
 আদি য়েই বিষয়ের ভোগ । নিবাণের সুখ আদি মানে হেয়
 যোগ ॥ স্বর্গ মক্তি নরকেতে দেখযে সমান । তাঁরা মোর বড়
 প্রিয় য়েন ভগবান ॥ সেই সব ভক্ত সহ আমার মিলন । পরম
 প্রার্থনা আনি করি সর্বক্ষণ ॥ সেই সব ভক্তের হয় য়েই স্থান
 স্থিতি । সে সৈবৈদ্রষ্ট্যলোক নিঃসংশয় ইতি ॥ কৃষ্ণভক্তি সুখ
 পানে হইয়া উন্নত । দেহ দৈহিকাদিকার্য বিস্মরণতত্ত্ব । মর্ত্য
 লোকবানি ভক্তগণের রূপ । প্রাকৃতিক দেহেতে সচ্চিদানন্দ
 রূপ । মর্ত্যলোকে যদ্যপি সকল নিদ্ধ হয় বৈদ্রষ্ট্য বাসি কিবা
 স্মাধারয় ॥ কহিছেন এলাগি নাক্ষত্র ক্রীড়া সব । বিষ্ণু সহ
 য়ত বৈদ্রষ্ট্যে অনুভব ॥ চিত্তে আবির্ভাব ধ্যানে হয় কদাচিত
 অন্তর্জান হৈলে ভক্ত হয়ত দুঃখিত ॥ বিচিত্র বিলাস লক্ষ্মী-
 কান্তের সহিত । শ্রীবৈদ্রষ্ট্য লোক বিনা না হয় বিদিত ॥ অত-
 এব বৈদ্রষ্ট্য নিবাসি ভক্তগণ । কৃষ্ণর পরম প্রিয় দয়াবান হন
 অপ্রাপ্ত বৈদ্রষ্ট্য বিষ্ণুভক্ত যত নর । তাহা হৈতে আর তামা
 হৈতে শ্রেষ্ঠতর ॥ ততঃপর পার্শ্বতী স্ব স্বানির কথিত । মহা
 লক্ষ্মী দেবীর মাহাত্ম্য বিবর্জিত ॥ স্তুতিয়া মহিতে নাহি পারি
 যা পার্শ্বতী । ক্রোধকরিকহিছেন নারদের প্রতি ॥ তার মধ্যে
 বিশেষ শ্রীলক্ষ্মী দেবী হন । হরি প্রিয়া নাম য়ার প্রসিদ্ধ ভুবন
 য়তেক বৈদ্রষ্ট্যবানি বৈদ্রষ্ট্যে য়ে আর । সকলের ঈশ্বরী নিশ্চিত
 শুন সার ॥ য়াহার কটাক্ষ পাত হৈলে উপপত্তি । লোক
 পাল ইন্দ্রাদির হয়ত সম্পত্তি ॥ জীবেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান আর হরি
 ভক্তি । ভোগ মোক্ষাদিতে য়েবা হয়ত বিরক্তি ॥ হইলে য়া-
 হার অনুগ্রহ সুপ্রকাশে । ~~হরকৃষ্ণ~~ জীবের শীঘ্র সিদ্ধ অনায়াসে

তোমরা সকলে ভজনান সমাদরে । সমুদ্রমুহন কাল যিহ
 হেলা কার ॥ আশ্বারান পূর্ণ কাম নিরুপেক্ষমন । হরি করি
 আরাধন করিলা বরণ ॥ সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর চাকল্য
 জগতের মধ্যে আছে সর্বত্র প্রাবল্য ॥ তিহ মহালক্ষ্মীর হ-
 যেন অবতার । সে চাকল্য দোষ কিবা ঐহাতে প্রচার
 এই অশঙ্কায় কহিছেন হিরমতি । হরি বক্ষে মনোহরে ক-
 রেণ বসতি ॥ যেই অবতার করেণ শ্রীহরি । লক্ষ্মী সহায়িনী
 তার হন অবতারি ॥ নিরন্তর সর্বত্র হরির সহরমা । পতিব্রতা
 সকলের হয়েন উত্তমা ॥ এতক শুনিয়া মুনি পরম হর্ষিত
 বিশ হইলা মন অত্যন্ত ক্ষোভিত ॥ সেইকালে পৃথিবীতে
 কৃষ্ণ অবতার । দ্বারকাতে নান লীলা কারণ প্রচার ॥ তাহা
 বিস্মরণ মুনি হইয়া তখনে । হইলেন উদ্যত শ্রীবৈদ্য গমনে
 জয় শ্রীকমলাকান্ত হে বৈদ্য পতি । জয় শ্রীবৈদ্য বানি বৈ-
 দ্য জয়তি । জয় কৃষ্ণ প্রিয়া পদ্মা বৈদ্যোদধীশ্বরী । এইবাক্য
 মনিবর কহে উচ্চকরি ॥ করিবারে মহালক্ষ্মী দেবীর স্তবন
 বৈদ্য গমন লাগি উঠিল তখন ॥ বঝিয়া শ্রীমহাদেব ধরি
 মুনিকরে । নিষেধি বৈদ্য গতি কহিছেন পরে । কৃষ্ণর পরম
 প্রিয়জন অলোকন । ওতসুকেতে বিনাশিত তোমার অর
 গ ॥ সেই মহালক্ষ্মী আর শ্রীহরি আপনে । ভূমে দ্বারকাষ
 বৈসে নাহিকি অরণে ॥ মহালক্ষ্মী দেবী স্বয়ং হয়েন রুক্মিণী
 স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বিরাজেন তিনি ॥ শ্রীবামন নিকটে দেবদী
 লক্ষ্মী যাঁরা । এই মহালক্ষ্মীর হয়েন অংশ তাঁরা ॥ পরিপূর্ণ
 মহালক্ষ্মী দেবী শ্রীরুক্মিণী । নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ পাদ জ নিসে

বিনী ॥ সেই হেতু বৈদ্রথে গমন ত্যাগকর । এইখানে কণ
কাল বৈস মুনিবর ॥ অত্যন্ত রহস্য তব কণ্ঠেতে কহিব । অনে
কের মধ্যে কথা নাহি প্রকাশিব ॥ মহানক্ষী ইহতে প্রিয়
কৃষ্ণের কহিব । তাহে তাঁর প্রিয় সখী পার্শ্বত, কৃষিব ॥ অত
এব তোমারে কহিব সংগোপনে । শ্রদ্ধা করি মুনিবর শুন
এক মনে ॥ তব ভাতবুন্ধা আমি গুরুদাদ সার । বৈদ্রথে পার্শ্ব
দয়ত মহানক্ষী আর ॥ সকল ইহতে কৃষ্ণ ভক্ত প্রিয়তর
প্রহ্লাদ হাষেন গ্যাত জগত ভিতর ॥ ভগবদ্বচন কিবা ইহলা
বিস্মরণ । শ্রীভাগবতে রাহা কৈলা অধ্যয়ন ॥

তথাহিনব-মন্ধঃকভগবদাক্যং । নাহ মাআন মাশা
সে মদ্রুঃসাধুভির্বিনা । শ্রিবক্ষ্যত্যন্তিকীং বাপি
য়েষাংগতিরংগপরা ॥

রাহাদের আমি সে পরন গতি ময় । বিনা সেই মনসাধু
ভক্ত মনুষ্য ॥ আপনার শ্রীমূর্তিরে নাকরি বাঞ্ছন । মহা-
নক্ষী দেবারে হ এক্ষণ বচন ॥ হেনারদ শ্রীকৃষ্ণের শ্রী বিগ্রহ
য়েই । আমি বুদ্ধাদি দেবের জন্ম হেতু সেই ॥ নিজ ভক্ত নক-
লের তাহ্লাদ কারক । অনির্বাচ্য যে সৌন্দর্য্য সাধু-সাধক
ভক্তগণ ইহতে হেন শ্রীমূর্তি আপন । আদরের বিষয় কৃষ্ণের
নাহি হন ॥ সে সব ভক্তের স্তব করিতে কে শক্ত । সেই সব
মধ্যেত প্রহ্লাদ প্রিয় ভক্ত ॥ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান কহিল । আ
পনি । সর্বভক্তগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমাগণি ॥

তথাচ নপ্তম কঙ্ক ॥ ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্রুতা

স্থামনুবৃত্তাঃ । ভবান্তে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতি

রূপধূক্ ।

শ্রীমুখে শ্রীপ্রহ্লাদের করিলা ব্যাখ্যান । অতএব হইলেন
অতর্ক্য ভাগ্যবান ॥ আমি বুদ্ধা আদি করি মহালক্ষ্মী তার
সর্ব্বদেহে অষ্টম সৌভাগ্য তাঁহার ॥ হিরণ্য কশিপু যবে
কৈল বিদারণ । যার প্রতি যত কৃপা দিহিত তখন ॥ প্রহ্লাদের
প্রতি অতি সন্তোষ অন্তর । হইলা উদ্যত দিতে বিষ্ণু মন্ত্রিবর
চাহিয়া নিলেন ভক্তি পুনঃ পুনরায় । সেই প্রহ্লাদেব আমি
করি নমস্কার ॥ দেবভাগ্যের স্বর্গ দেহে তার পাতাল । বুদ্ধা
কৃত এ নিয়ম আছে সর্ব্বকাল ॥ বলি তাহা লজ্জি কৈল স্বর্গ
অধিকার । গুরুর নিদেশ নাটিকার অঙ্গীকার ॥ আপনার
ধাক্য সত্য করিবার তরে । শ্রীবামনে তিনপদ ভূমি দানকরে
সেই ফল বিষ্ণু কিবা দ্বারপালে তার । সত্যবন্ত নামিলে
অসত্য হইতে কার ॥ না করিলা মোর স্তবে বাণের রক্ষণ
করিল সে প্রহ্লাদের সম্বন্ধ লক্ষণ ॥ কি আর মাহাত্ম্য তাঁর
কহিব বিস্তরি । প্রিয়সখী লক্ষ্মীর আছেন এথা গৌরী ॥ লক্ষ্মী
হইতে প্রহ্লাদের শুনিলে মহিমা । হইবেক তাঁহার সেক্রোধের
অসীমা ॥ অতএব সংক্ষেপেতে হইল কথিত । প্রহ্লাদের মা-
হাত্ম্য পরম স্নানিষ্ঠ ॥ গভস্ত ছিলেন যবে প্রহ্লাদ তখন
তব উপদেশে ভক্তিকরিল প্রাণ ॥ তথাপি তাঁহার সহ হইলে
তব সঙ্গ । অত্যন্ত পাইবে সুখ প্রকল্পিত অঙ্গ ॥ অতএব ভূত-
লেতে করি যাগমন । প্রহ্লাদেব আশীর্বাদ করিবে বঙ্গ ॥
আপনি প্রথমে তাঁরে করি আলিঙ্গন । আলিঙ্গন আমার
কহিবে তত্ত্বক্ষণ ॥ এমত সজ্জন কেন না কর প্রণতি । এই
আশঙ্কায় কহিছেন গৌরীপতি ॥ প্রহ্লাদ হইলেন অষ্ট মজ্জন

আবহে । আমাদের প্রণামস্তবন নাহিসহে ॥ এহেত্ত অসাব-
ধান নাহবে কখন । তাঁরসহ যদি কর সুখ ইচ্ছা মন ॥ তো-
নার প্রণাম স্তবে মনে দুঃখ হবে । আলাপ দর্শনে সুখ নাহি
পাবে তবে ॥ শ্রীল সনাতন গোদামীর পদে আশ । চাহে
ভক্তি শ্রীজয়গোবিন্দ বসুদাস ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্ কৃপাভর নিক্করখণ্ডে

এপঞ্চাত্তো নাম তৃতীযোধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থঃ স্বসামাহা অ্য মাঞ্চিপে্যাক্তং হনুমতঃ । প্রহা
দেন যথা তদ্বত পাণ্ডবানাং হনুমতা ॥

এই সব বৃহাস্ত শ্রীনিবমুখে শুনি । প্রহ্লাদ দর্শনে ইহলাস
কৌতুক মূনি ॥ মন রূপ বাহনেতে করি আরোহণ । অতিশীঘ্র
সুতনেতে করিলা গমন ॥ ধাবমান তাত্যন্তিক ব্যগ্রযুক্ত মন
অসুরের পুরে হৈলা এবিষ্ট তখন ॥ হরি পাদপদ্ম ধ্যান
শ্রেয়ানন্ত মন । শ্রীদৈবগবগণ শ্রুত প্রহ্লাদ সজ্জন ॥ ধ্যান-
তে দেগিয়া শ্রীনারদ আগমন । দূর হৈতে উঠিয়া করিলা
প্রণমন ॥ অতিয়ত্তে বসাইয়া কাষ্ঠরআসন । পূর্বমতনান
বিধ করিলা পূজনে ॥ সেই পূজা পরি হরি সংভ্রম তন্তরে
দনয়নে অক্ষরারা বর্ষে হর্ষভর । অজিজন দিয়া প্রহ্লাদের
মুনিবর । কহিতে লাগিলা কিছু প্রহ্লাদসত্ত্বর ॥ কৃষ্ণ কৃপা মম
হের পাত্র সে আপনি । দেখিলাম বহু দিন অন্তরে এখনি
এযাগ অবধি যত ভ্রমণের শ্রম । এতদিনে সকল হইল তনু-
কম ॥ বাল্য হৈতে বিশুদ্ধা শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত যার । জন্মিল নাছিল
পূর্ব দ্বত্রাপি এচার ॥ তব পিতা বহু কৈল যারগ উপার ।

উপদ্রব বিঘ্নরূপ দারুণ তাহায ॥ কিছুই তোমার নাহি করি
 বারেপারে ॥ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠের বিঘ্ন নাহি কোথা কারে ॥ তব ভক্তি
 প্রভাবেতে যত দৈত্যগণ । হৈল ভাগবত করি দর্শন স্পর্শন
 ক্লেশেতে আবিষ্ট উন্মত্তের তুল্য ক্রণে । করি নৃত্যগীত কম্প
 হাস্য সেরোদনে ॥ জন্ম মরণাদি একবিংশতি প্রকারে । নায
 শাস্ত্র উক্ত য়েই দুঃখ এসংসারে ॥ সেই সব হৈতে লোকে ক-
 রিয়া উদ্ধার । ভক্তি বিস্তারিয়া দিল হর্ব সবাকার ॥ নৃসিংহ
 রূপেতে ক্লেশ সমুদ্রের তীরে । আবিভূত হইয়া তোমারে
 ক্রোড়ে করে ॥ মাতার সমান স্নেহ করি তোমাপর । করিলেন
 নানাধি লালন বিস্তর ॥ বুদ্ধা শিব আদি করিলেন বহুস্তব ।
 কোপ সম্বরণ তব নাহৈল সম্ভব ॥ লক্ষ্মীস্তব করিলেন অনেক
 প্রকার । তাঁর প্রতি নাহি হলো আদর প্রচার ॥ বুদ্ধার প্রা-
 র্থনে তুমি পাদপদ্ম মূলে । পতিত হইলা স্বয়ং প্রভু তোমা
 তুলে ॥ হস্ত পদ্ম তোমার মস্তকোপরি ধরি । চাটিতে লাগি
 লা অঙ্গ রূপায নূহরি ॥ বুদ্ধাদির প্রার্থনীয় মুক্তিপদ যারে
 অত্যন্ত আগ্রহ করি লাগিলা দিবারে ॥ তথাপি তাহারে
 তুমি হেলে ত্যাগ করি । হরিভক্তি জন্মেজন্মে বর নিলা ধরি
 শ্রীনৃসিংহ স্তবে তুমি করিলা কামনা । ভক্তি প্রবর্তনে উদ্ধা-
 রিবে জগজনা ॥ তাহ দোখ প্রভু প্রীতি পৈতৃক স্বরাজ্য ।
 স্বীকার করিবা বিযুধ্যান পরকার্য ॥ একদিন তুমি দেখি-
 বারে নারায়ণ । নৈমিষারণ্যেতে যবে করিলা গমন ॥ তথায
 দেখিলা এক অপকৃপ নর । তপস্বির বেশ কিন্তু হস্তে ধনুঃশর
 বিরুদ্ধ অচার বেশ দেখিয়া তাঁহার । জানিলা আপনে তাহ

দান্তিক আকারে ॥ অবশ্য জিনিব খল প্রতিজ্ঞা করিয়া । মঁহা
 যুদ্ধ তাঁর সহ করিলা যাইয়া ॥ জিনিতে অশক্ত হৈয়া প্রাতে
 একদিন । পূজিলা নিজৈঈদেব ভক্তিতে প্রবোধ ॥ ইঈদেব য়েই
 মালা কৈলা সমর্পণ । নিজয়োদ্ধা বক্ষঃস্থলে করিয়া দর্শন ॥
 সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ জ্ঞানকরি তাঁরে । সন্তোষিলা স্তব করি
 বিবিধ প্রকারে ॥ তবে ভগবান করি শ্রীহস্ত স্পর্শন । দূর করি
 লেন তর যত শ্রমগণ ॥ কহিলেন তোমাইহেতে আমি পরা-
 জিত । বামন পুরাণে ইহা আছে কথিত ॥ এইমত শ্রীনারদ
 অনেক কহিলা । হরিভক্তি রসার্ণবে নিমগ্ন হইলা ॥ হরির
 প্রিয় সেবক হর্ষে নৃত্য করে । জিনিমু২ মোরা কহে উচ্চৈঃস্বরে
 হে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ তুমি জিনিলা কি কব । জিনিলা শ্রীমুদ্রদেৱে
 বলি পৌত্র তব ॥ তোমার প্রসাদে বলি আপনার দ্বারে ।
 রাখিল মুদ্রদেৱে সদা নিজভক্তি দ্বারে ॥ দক্ষাদির শাপ য়েই
 আছে আমাপর । একস্থলে বাস নাহি হবে নিরন্তর ॥ সেই
 শাপে পরাভব করি অদ্যাবধি । এইস্থানে নিবাস করিব নির-
 বধি ॥ প্রহ্লাদ আপন শ্লাঘা নাপারি সঙ্কিতে । অবনত বদন
 হইলা লজ্জান্বিতে ॥ গৌরব হেতুক করি নারদে প্রণাম । অঙ্গ-
 স্বরে কহিতে লাগিলা গুণধাম ॥ ওহে গুরো ভগবান নিবেদি
 কি আর । আপনি দেখুন সর্ব করিয়া বিচার ॥ বাল্যকালে
 ব্যক্তজ্ঞান নাহয় সম্ভব । কৃষ্ণভক্তি কি প্রকারে হইবে প্রভব
 সাধু গুরু উপদেশ হইলে বিধান । চতুর্বর্গ কলে হয় অনাদর
 জ্ঞান ॥ ভক্তি ভক্তগণের সুমাহাত্ম্য বিশেষঃ । বিজ্ঞান লক্ষণ
 স্মার জ্ঞায়ে অশেষঃ ॥ তাহার য়ে বিঘ্ন ইহেতে নাহি পরাভব

দৈত্য শিশুগণে যেরূপ উপদেশ দব ॥ সাধুগণ মত নৃত্য গীত
সদাচার । আত্ম সকলের প্রতি দয়ার প্রচার ॥ মোক্ষের অন
কীকার লোক সন্তোষণ । লোক সব প্রতি কৃষ্ণভক্তি প্রবর্তন
এই সব হরিভক্তি প্রবর্ত জনার । মাহাত্ম্য সূচক নাহি হয়
পুন তার ॥ অনুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত লক্ষণে । নাকরেন
অনুমান স্বত সাধুজনে ॥ বিষ্ণু সেবা সম্পত্তি সমূহ যুক্ত নাথ
সেই কৃষ্ণ কৃপা হয় সেবকের সাথ ॥ ইনুমান মত কোন দেবা
নাহি করি । বিঘ্নাঙ্গল চিত্তে মাত্র আরণ আচরি ॥ সর্বোন্নিয়গণ
মধ্যে মুখ্য হয় মন । তাহার অপর্ণ কৃষ্ণে করিয়ে আরণ ॥ তত্ত
গণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরণ য়ে করে । এ আশঙ্কা উঠাইয়ে করেন
উত্তরে ॥ লব বিক্ষেপাদি দ্বিঘ্নে ব্যঙ্গলিত মন । বিঘ্নাঙ্গল
চিত্তে নাহি হয়ত আরণ ॥ আরণ চিত্তের ধর্ম্য বিঘ্নাঙ্গল চিত্ত ।
এহেত্ত আরণ মুখ্য নাহি হয় উক্ত ॥ প্রসংশা করিছ কৃষ্ণ লালন
আমারে । মায়াবাদী বেদান্তী মাযিক কহে তারে ॥ ভক্তি
মাগরত কহে লীলার চরিত । অতএব নহে সেই কৃপাত
নিশ্চিত ॥ হরির সত্ব য়েই বাৎসল্যের ভাব । সেই লাল-
নাহি হয় তাহার স্বভাব ॥ কহিতেছ আপনারা তত্ত্বাভিজ্ঞান
কিন্তু আমি স্বপ্নতল্য করিয়ে মানন ॥ যদ্যপিও সত্য সেই
হয়ত লালন । ক্ষণকাল হেতু নহে করুণা লক্ষণ ॥ প্রভুর প্রসাদ
ভক্তে চিত্রা সেবাদান । নহে লালনাদি ইহা সাধুর ব্যাখ্যান
ইনুমান প্রভৃতিকে যেন সেবাদান । করিলেন তেন নহে দ্রষ্টা-
পি বিধান ॥ হিরণ্য কশিপু বধ আদি লীলা সব । শ্রীনুসিংহ
দেব রাহা করিল প্রভব ॥ আশা প্রতি অনুগ্রহ না হৈল বি-

দিত । সে নীলার হেতু কহি শুনহ নিশ্চিত ॥ নিজভক্ত দেব
 গণে করিতে রক্ষণ । আর জয় বিজয় পার্যদ বিমোচন ॥ বৃক্ষা
 সনকাদির করিতে সত্যকথা । দেখাইতে নিজভক্তি নাহা অ্য
 সর্বথা ॥ অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ ভগবান । করিলা বিবিধলীলা
 বুঝহ আখ্যান ॥ পরমাক্ষিণন শ্রেষ্ঠ যবে ভগবান । আমা
 প্রতি রাজ্য অধিকার কৈলা দান ॥ জ্ঞানিলাম তখন নিশ্চয়
 আমি সার । রূপালেশ মোর প্রতি নাহিক তাঁহার ॥ যার
 প্রতি অনুগ্রহ করে নারায়ণ । অপ্পে২ তারুধন করেন হরণ
 এসব প্রমাণ দেখ আছে ভাগবতে । অতএৱ মোরে রূপা নাহি
 কোনমতে ॥ দেখহ আমার রাজ্য সম্বন্ধ কারণ । বন্ধু ভৃত্য
 আদিসহ সঙ্গ সর্বক্ষণ ॥ সে লাগিয়া গেল মোর দূরেতে ভজন
 ধিক২ আমারে য়ে নাকরি রোদন ॥ অন্যথা অসুরজাতি
 স্বভাবে আমার । বদরিকাশ্রমে রণ প্রভু সহকার ॥ হইত কি
 ইহাতেই বুঝ অনুভবে । হরি রূপালেশ নাই আমাতে সম্ভবে
 বিনা ভক্তি আত্ম তত্ত্ব উপদেশ ময । দুষ্পার্শ্বিত্য পূর্ণ দেহ
 অগুর সঞ্চয় ॥ তাহাদের সঙ্গ হৈতু নাকৈল গমন । ভক্তিরস
 হীন শুদ্ধ জ্ঞানংশ এখন ॥ এইহেতু শুদ্ধভক্তি আমাতে কো
 থায । যাহা হৈতে প্রভুর করুণা ব্যক্ত পায় । যার বংশোদ্ভব
 বাণ অনেক দৌরাঅ্য । করিল তাহাতে কোথা ভক্তির মায়া
 অ্য ॥ বলির নিরোধ হৈতু হরি দ্বারে তার । থাকেন নহেত
 তাহা রূপার বিস্তার ॥ এখন কোথায তিহ নাজানি সন্ধান
 কদাচিত ভাগ্যে দেখা দেন ভগবান ॥ বলি জিনিবারে যবে
 আইল রাবণ । পাদাঙ্কুশে ভগবান কৈলা উচ্চাটন ॥ বলিব

রক্ষার হেতু তাহা রূপানয়। দ্বারপালনের গতিকেতে তাহা হয়॥ দশস্থলী রক্ষক দশদিদৈত্যগণ। দিলেক অনেক দুঃখ করি দুষ্টপন॥ তাহাতে ক্ষেদিত হইলা দুর্ক্সান। বিশেষঃ। আপনি নারদ ভায়ে দিল উপদেশ॥ সংপ্রতি সুতলে বলি দ্বারে ভগবান। শ্রীদক্ষ্য দেব হরি আছে বর্তমান॥ দর্শন পাইবে শীঘ্র করহ প্রস্থানে। ইথে হৈল দুর্ক্সানার বিশ্বাস বিধানে॥ সেই চেষ্টা দুর্ক্সান। আসিয়া বলি দ্বারে। পাইল শ্রীগদাধর পদে দেখিবারে॥ ভগবত্ প্রাপ্তির ইচ্ছা উত্কণ্ঠা সহিত। সেইস্থলে যে জনের হয় প্রকাশিত॥ সেইস্থলে সেই জন পায়ত দর্শন। অন্যথ কোথায় বাস নহে কোনক্ষণ একট কপেতে দ্বারে যদি সর্দক্ষণ। নিবাস কারণ এথা তু নারায়ণ॥ তবে কি শ্রীপীতাম্বরে করিতে দর্শন। আমিহ নৈমিষারণ্যে করিয়ে গমন॥ আপনার প্রসাদে সে সকল বিদিত। আমারে শ্রীহরি কৃপায়ে হৈল নিশ্চিত॥ নব ভক্ত-গণে সেই হরি কৃপাভর। তাকা হৈতে আমা প্রতি কৃপা অঙ্গ ভর॥ নিহেতুক করুণায় দ্বা ভতমন। আপনি উদ্দেশ দিলা দয়ার কারণ॥ যতেক আমার আছে অসৌভাগ্যগণ। বিস্তারিয়া কি করিবতার নিরূপণ॥ যদ্যপি কিঞ্চিৎকহি করি অনুভব। স্বশিষ্য বাৎসল্য হেতু হবে দুঃখভব॥ কিংপুরুষ বর্ষে য়ে আছেন হনুমান। তাঁর প্রতি হরি কৃপাদেখ বিদ্যমান॥ ওহে ভগবান গুরো কর অবধান। আমার পিতার বধ করিতে নিদান॥ শ্রীনৃসিংহ দেব প্রভু কৈলা অবতার। কার্য সমা-পিয়া অন্তর্দান হৈল তাঁর। অভিজান তাঁর নাপাইল দেখি-

বারে । সেইমত স্বপুত্ৰল্য সমুদ্রের ধারে ॥ মহাভাগ্য হনু-
 মান সেবাসুখ তাঁর । অনেক সহস্রবর্ষ নির্বিঘ্ন প্রকার ॥ করি-
 লেন অনুভব পরম আনন্দ । শ্রীরাম চন্দ্রের থাকি সমীপে
 স্বচ্ছন্দে ॥ বাল্যে অতি বলী জন্ম না ত্র হনুমান । উদয় কালে-
 তে সূর্য্য দেখি বিদ্যমান ॥ রক্তবর্ণ পকুতাল জ্ঞানে থাইবারে
 লক্ষ্য দিয়া উপরে গেলেন ধরিবারে ॥ সূর্য্য রক্ষা হেতু ইন্দ্রব-
 জের প্রহার । মারিল। হনুতে মুচ্ছ। হইয়া তাঁহার ॥ পড়িলেন
 ভূমিতলে এমনত দেখিয়া । বায়ুদেব পুত্র শোকে পীড়িত হই-
 যা ॥ ত্রিলোকের বায়ু সব নিরোধ করিলা । তাহে ত্রিলো-
 কের লোক প্রাণেতে পীড়িলা ॥ এতেক দেখিয়া বৃক্ষা আদি
 দেবগণ । আসি হনুমাণে স্তম্ভ করিলা তখন ॥ জরামৃত্যু বিব-
 জ্রিত বর কৈলা দান । রহিত অশেষ ত্রাস শ্রীল হনুমান ॥
 বুদ্ধচর্য্য নিষ্ঠ সর্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞাত । মহাকবি মহাবীর মহ-
 যুদ্ধদাতা ॥ দান ধর্ম্ম যুদ্ধ পারে বীরত্ব কারক । শ্রীরঘুপতির
 আসা ধারণ সেবক ॥ প্রভুর আজ্ঞায় সীতা উদ্দেশ্য কারণ
 হেলায় লজ্জিলা সিন্ধু শতেক যোজন ॥ রাবণ পুরেতে সীতা
 সুদুঃখিত মন । পবন নন্দন তাঁরে কৈলা আশ্বাসন ॥ বৈরি
 রাবণাদি রাক্ষসের সমুজ্জ্বল । লক্ষাদাহ কারী আর দুর্গ প্রভ
 ঙ্গক । লইয়া সীতার বাত । শ্রীরামে কহিলা । তাহে গাঢ় অ-
 লিঙ্গন প্রভুর পাইলা ॥ কিঙ্কিন্দ। হইতে সিন্ধুতীর আগমনে
 পৃষ্ঠেকরি রামচন্দ্র করিল বহনে ॥ সূর্যের আতপ পুচ্ছ
 কৈল আচ্ছাদন । শ্বেত ছত্র মত অতি হইল শোভন ॥ মহা-
 পৃষ্ঠ সুখময় আসন সমান । অপ্রগামী সেতু বন্ধ ক্রিয়া বিদ্য

নান ॥ রঘুনাথ পাদপাশে আনি বিভীষণে । মিলাইলা বর্ণিয়া
 তাঁহার গুণগণে ॥ রাক্ষসগণের বল বিনাশ কারক । যবে যুদ্ধ
 রক্ষনীতে হইল দুঃশক ॥ রাবণের অমোঘ শূলেতে শ্রীলক্ষ্মণ
 বৃদ্ধ বাক্য সত্য লাগি হইলা মোহন ॥ সুসেন বৈদ্যের বাক্যে
 স্বয়ং হনুমান । হৃষ্যাসেরপথ সেকরিল প্রস্থান ॥ গিয়া গন্ধ
 মাদনে গন্ধর্ক করি জয় । মারিলেন কালনেমী রাক্ষসদুর্জয় ॥
 উপড়িয়া পার্বতে আনিলা শিরে করি । দিশল্য করণী হৈল
 প্রাপ্ত তার পরি ॥ তাহাতে পাইলা প্রাণ চাকুর লক্ষ্মণ ।
 নিজ স্থানে গিরি পুন করিলা স্থাপন ॥ হৃষ্যদাতা রামচন্দ্র
 লক্ষ্মণ সহিত । ইন্দ্র জিত বধে হৈলা বাহন শোভিত ॥
 লক্ষ্মণদেবের জয় কৈলা সম্পাদন । মহাবলি পরাক্রম
 সংকোর্তি বর্জন ॥ ইন্দ্র জিত রাবণাদি অতি বলবান ।
 তাহাদের বধে কৈলা মন্ত্রণা প্রদান ॥ রাবণ বিনাশকারি শ্রীরঘু
 নাথেরে । বাড় ইলা সাধুকীর্তি মধ্যে ত্রিলোকে ॥ রাবণ
 বধের কথা কহিয়া সীতারে । আনিলেন শ্রীরামের নিকটে
 তাঁহারে ॥ তাহাতে শ্রীসীতাদেবী অত্যন্ত হর্ষিতা । হইলেন
 হনুমান উপরে নিশ্চিতা ॥ অয়োধ্যায় রামচন্দ্র হইলে ভূপ
 তি । পাইলেন প্রসন্নতা সমুহ সুমতি ॥ জানকী দিলেন আপ
 নার কণ্ঠহার । নিশ্চলা বিমুক্তভক্তি পাইলেন আর ॥ আপন
 প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ । কিং পুরুষ বর্ষেকরিলেন নিবসন
 প্রভুর বিরহ নাহি পারে সহিবারে । তথাপি প্রভুর আজ্ঞা রহে
 তথা কারে ॥ অর্জুন আদি কিং পুরুষাচার্য্য যত । রামচন্দ্র
 গুণলীলা গায় অবিরত ॥ তাহাদের মুখে শুনি স্বয়ং করি গান
 শ্রবণকরেণ অতিক্রমে নিজ প্রাণ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি আছে

সেইস্থান । সততকরেণ তাঁর সেবারনিধান ॥ পূর্বমত আছে ন
নিকটে শোভনান । প্রসিদ্ধ আছে যার দাস্যে হনুমান ॥

তথাহি ॥ শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদ্বৈয়াসকি
কীৰ্ত্তনে প্রহ্লাদঃ স্বরণে তদঙ্গি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ
পূজনে । অক্রুরঃ স্ততিবন্দনে কপিপতি দাস্যেথ
সখে জুনঃ সর্ষদ্বাস্য নিবেদনে বলিরভূত ভক্তিঃ
কথং বর্ণ্যতে ॥

ইহাতে প্রসিদ্ধ যার আছে মহিমা । অতএব দেখ তাঁর
কৃষ্ণকৃপা সোমা ॥ আপন প্রবত্তি বিনা লক্ষ্মীমুক্তি আশ । না
করিলে দিন বিফলদায়্য অভিলাস ॥ ভক্তিময় দেহ পরিপূর্ণ
গুণগ্রাম । সেই হনুমানে আনি করিয়ে প্রণাম ॥ আমাহেতে
অনুত্তমাহা অ্য বহুতর । জানেন তাঁহার সে আপনি মুনিবর
অতএব কিংপুরুষে করিয়া গমন । আমোদ পাইবে তাঁরে
করিলে দর্শন ॥ এতশুনি অহোভদ্রু অহোভদ্রু বলি । আসন
হইতে মুনী আন্যে উদ্ধতলি ॥ আকাশ নাগেতে তবে করি
লাগমন । উপস্থিত কিংপুরুষ বর্ষেতে তখন ॥ দেখিলেন
হনুমানে শ্রীরামচরণে । সাক্ষাৎ প্রভুরে জানি করেণ অর্চনে
বন্যবস্ত্র বিচিহ্নেতে ছাড়ি মূর্ত্তিজ্ঞান । স্বয়ং ভগবান এই হন
বিদ্যমান ॥ গজকর্ষাদি গায় রসায়ণ রামায়ণ । শুনি পুলকা-
শ্র কম্প সর্ষদ্বাস্যাপন ॥ দিব্য হৈতে দিব্য গদ্য পদ্য স্বনি-
মিত । আর বেদ পুরাণাদি স্ততি করিগীত ॥ কমেণ স্তুতন
হৃদয় দণ্ডবৎপাতি । দেখিয়া নারদ উচ্চ কহে হৃষ্টমতি ॥
জয় রঘুনাথ জয় শ্রী জানকী কান্ত । জয় শ্রীলক্ষ্মণ প্রজ জয়

মূর্তি শাস্ত ॥ নিজ ইচ্ছাদেব দ্বামি শ্রীনাথ কীর্তন । শুনি হনু-
মান হৈলা হর্ষযুক্ত মন ॥ লক্ষ্যগতি দিয়া আসি গগণে তখন
কণ্ঠে ধরি নারদেরে দিলা আলিঙ্গন ॥ আকাশে থাকি যা হর্ষে
করেন নর্তন । কপীশের প্রেমাঙ্ক ধারার সম্মার্জন ॥ করি যা
শ্রীরামচন্দ্র প্রেমে পরিপূর্ণ । উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনারদ কহে কিছু তূর্ণ
ওহে হনুমান সত্য চইল বিদিত । হরির পরম প্রিয় ওমিহ
নিশ্চিত ॥ অদ্য আমি হইলাম হরিপ্রিয় জন । করিলাম যে
হেতুক তোমাকে দর্শন ॥ ক্ষণে সুস্থ হইয়া রঘুবীরকে প্রণাম
আনিলেন করিতে মূনিরে নিজ ধাম ॥ করিলা প্রণাম তত্র
শ্রীরাম চরণে । হনুমান যত্নে তাঁরে বসাল্য আসনে ॥ কম্প
স্বৈদ পুলকাঙ্ক গদাদে বিস্তার । প্রেমজ সম্পত্তি ব্যক্ত শরীরে
তাঁহার ॥ কেবল হস্তেতে বীণা আছে মাত্র তাঁর । বাজাইতে
অশক্ত কহেন কিছু আর ॥ সত্য নিশ্চিত আপনি হনুমান
হরি কৃপা সমূহের নিরুপম স্থান ॥ অশ্রো মহা প্রভুর হইল
নিরন্তর । যিঁহ চিত্ত ভজনের অমৃত সাগর ॥ দাস সখাবাহন
আসন ধুজছত্র । বিতান ব্যজন স্তুতি কারী মন্ত্রী তত্র ॥ চি-
কিৎসক যোদ্ধাপতি উত্তম সহায় । মহাকীর্তিগণ বিবর্দ্ধন হন
তায় ॥ রামচন্দ্রপদে সমর্পিত আত্ম মন । পরমপ্রসাদ স্থান
মহাশয্যস্থান ॥ প্রভুর সৎকীর্তি কথা পরমজীবন । সবভক্তগণের
আনন্দ বিবর্দ্ধন ॥ গরুড়াদি হইতে পরম শ্রেষ্ঠতর । অহো
আপনি বিশ্বক্কে ভক্তিমান পর ॥ চন্দ্রবর্গ আদি করি সুখ যত
জানি । সেবা সুখ হইতে অন্য অধিকনা মানী । ভক্তগণ প্রমো-
দিনি কথা মহন্তরে । কহিলা শ্রীরামচন্দ্র উদার সেথরে ॥

ତଥାହି । ଭବବନ୍ଧଛେଦେତନ୍ମେ ସ୍ମାହ୍ୟାମି ନମୁକ୍ତସ୍ୟେ ।

ଭବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧୁରହଂନାମିତି ସ୍ବତ୍ର ବିଲୁପ୍ୟତେ ॥

ଭବବନ୍ଧଛେଦକାରିମୁକ୍ତିର ନାମିତେ । କହାପିହ ଆମି ଇଚ୍ଛା
ନାହି କରି ଚିନ୍ତେ ॥ ଆପନି ଶ୍ରଦ୍ଧୁମେ ଆମି ନାମ ଏହିକଥା ।
ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରମତ୍ତେ ଲୋପ ହସତ ମର୍ଯ୍ୟଦା ॥ ତବେ ହନୁମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧୁ
ପାଦ ପଦ୍ମଜେର । କରୁଣାବିଶେଷ ରୂପ ଅବଗ କାଠେର ॥ ଶ୍ରଦ୍ଧୁଲିତ
ଶ୍ରଦ୍ଧୁପାଦ ବିରହ ଆନଳେ । ସଂତପ୍ତ ଶୋକେତେ ଆର୍ତ୍ତ କାନ୍ଦେନ
ବିକଳେ ॥ କରিলେନ ଶାନ୍ତ ମୁନି କାହି ନାନାମତି । ପରେ କିଛି
କହିତେ ଲାଗିଲା କଳିପାତି ॥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦପଦ୍ମ ଟିକେ ଆମି
ହୀନ । ଅତଏବ ଦେଖ ଆମାମସମ ନାହି ନୀନ ॥ କରାହୁଁ ଯା ନିଷ୍ପ୍ରତା
ତାହାର ଶ୍ରେୟ । ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ କେନ ଯୋରେକରାହ ରୋଦନ ॥ ସ୍ବୟମ୍ପି
ହୁଏବ ଆମି ସେବକ ତାହାର । ତବେ ଇଥେ କରିବେନ କେନ ପରି-
ହାର ॥ ସୁଗ୍ରୀବ ଅଞ୍ଜନ ଆଦି ନିଜ୍ଜ ପ୍ରିୟ ଜନ । ଅସୁଧ୍ୟା ବାସିରେ
ଲେଲା ପାଶ୍ବେତେ ଆପନ ॥ ପରିତ୍ୟାଗ ଆମାରେ କରିଲା ମୀତା
ପାତି । ଇହାତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋର କର ଅବଗତି ॥ ସେବା ମୌତାଗେ
ଶ୍ରଦ୍ଧୁର ସେ ରୂପ । ଆମାତେ । ମୁକ୍ତ ଆପନାରା ଅନୁମାନ କର
ସାତେ ॥ ଇବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧୁ ମଧୁରାନଗରେ । ଶ୍ରୀକଟିଳା ନିଜେଷ୍ଠ
ସ୍ବ ବିଭବେର ବରେ ॥ ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀଧୃଷ୍ଠିର ଆଦିପାଣ୍ଡୁ ଗଣେ । କରି
ଲେନ ଅନୁଗ୍ରହ ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁ ସ୍ବେଚ୍ଛା ॥ ତାର ଏକ ଅଂଶ ମହ ବୁଲନା ନା
ହସ । ଆମା ଶ୍ରୀତି ଅନୁଗ୍ରହଶୁନ ମହାଶୟ ॥ ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ମହାଗିରି
ମେରୁ ସହିତ । ନାହସ୍ତ ମୁକ୍ତିକା କ୍ଷଣ ବୁଲନା ନିଶ୍ଚିତ ॥ ବାଲ୍ୟ
କାଳ ହୁଏତେ ସେ ପାଣ୍ଡବେର ଗଣେ । ବିଷ ଦାନାଦି ଆପନ କରିସା
ଶ୍ରେୟ ॥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ବୁଝେଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ମଞ୍ଜୁସ୍ୟ । ଦେଖାହିଲା

লকনোর প্রভু মহাশয় ॥ নতবা পাণ্ডবগণে বিপদ কোথায়
 যাহাদের শ্রীগোবিন্দ সতত সহায় ॥ সারথ্য সতত পাশ
 বর্তিছে সে আর । রাজসূয প্রভৃতিতে সেবন একার ॥ মন্ত্রণা
 প্রদান আর ভূতত্ত্ব করণ । রাত্রে বীরাসনে খড়্গহস্তে জাগ-
 রণ ॥ পশ্চাতে গমন আরম্ভতি প্রণমন । অপনিকরিল যাহা
 দিগে নারায়ণ ॥ হইয়া স্নেহেতে প্রভু সকাশর মন ॥ তাহা
 দেয় কিবা নাহি করে আচরণ ॥ সেবা সখ্য প্রিয়ত্ন মিশ্রিত
 পরম্পর । নাহি দীপ্তি পায় এক বিনা অন্যতর ॥ যাহাদের
 প্রতি রূপা করি নিরন্তরে । নিবাস করেণ প্রভু হস্তিনা নগরে
 তাহে হৈল মহাবিগণের তপোবন । কিবা তপস্যার ফল দাতা
 সে ভুবন ॥ কপীশের উক্ত তবে শ্রীনারদমুনি । কৃষ্ণ প্রিয়তন-
 মের সাহায্য কথা শুনি ॥ কৃষ্ণপাদ পঙ্কজে নালস গুরুতর
 সতত দ্বারকা বাসে রসিক অন্তর ॥ কথা মধ্যে মধ্যে উঠি
 উঠি বার বার । অত্যন্ত করিল নৃত্য সহিত ছুকার ॥ হনুমান
 পাণ্ডব সাহায্য কথা রসে । হইলেন অতিশয় নিমগ্ন মানসে
 বাটিল মূনির নৃত্যে আনন্দ বিশেষ । না নাচিয়া কহিল প্রস্তুত
 কথা শেষ ॥ পাণ্ডবগণের য়ে আপদ সব হয় । সুসেবিত মহ-
 ত্ম্য তাহার নিশ্চয় ॥ য়ে সব আপদ কৃষ্ণ করিয়া ত্যজন
 অন্য কর্ম্ম অশেষ সংভ্রান্ত করি মন ॥ শীঘ্রতর আনি কৃষ্ণ
 করায় মিলন । তাহাদের সঙ্গ দকে করিবে বর্গন ॥ হনুমান
 পরম আনন্দাবেশ মনে । পাণ্ডবে সাক্ষাৎ জানি করে সম্বো-
 ধনে ॥ অরে প্রেম পরাধীন পাণ্ডুর দমার । ইহকৃষ্ণ জগদীশ
 না করি বিচার ॥ সাধুর আচার হাড়ি প্রভুরে আমার । নিয়ো-

জন কর দৌত্যসারথ্যে প্রকার ॥ প্রেম বিরশে হে ছাড়ি বি-
চার আচার । করুণ পাণ্ডবগণ হেন ব্যবহার ॥ ভগবান কেন
তাহা করেন সীকার । এই আশঙ্ক্য কহে উত্তর তাহার ॥
ওহে পাণ্ডব তোমরা জানহ নিশ্চিত । মহামন্ত্র কিবা মহৌষধি
লোকাভীত ॥ পরম মোহন ক্লষ বিমোহন কারী । তাহাতেই
বশীভূত হৈলা গদাধারী ॥ এতকহি হনুমান মুনি সহকারে ।
লক্ষ্য দিয়া দিয়া নাচি কহে বার বারে ॥ অহো ভক্তগণ চিন্তা
কৰ্মক চেষ্টিত । মহাপ্রভো ভক্ত সৌহ সমূহ নির্জিত ॥ সার-
থ্যাদি কর্ম যেই কর্তব্য নাহি । তাহাও করহ তুমি প্রভু মহা-
শয় ॥ পাণ্ডব মध्येতে যাঁরা দ্রুপদগর্ভ জাতা । তাহার মধ্য
ম ভীম হয় মন ভ্রাতা ॥ বয়েসে করিষ্ঠ কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণবান ।
তাহার সম্বন্ধে আমি অতি ভাগ্যবান ॥ করিলেন মহাপ্রভু
অর্জুনের প্রতি । ভগিনী দানাদি সখে অনুগ্রহ অতি ॥ তাঁ-
হার রথের ধ্বজ প্রিয়তন তার । আমার সমান হার হযত আ-
কার ॥ প্রিয়তম প্রভুর যে সব ভক্তগণ । তাঁহারা প্রদন্ন নাহি
হন যতক্ষণ ॥ দাস্য সেবা কদাচন সিদ্ধ নাহি হয় । করুণাও
প্রভুর কদাপি না ফলয় ॥ ওহে ভাগবত শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রিয়তর
মহিমা কহিব আমি কি আর বিস্তর ॥ আগাদের তথাকারে
গমন উচিত । দর্শন আশ্রয় লয়া হৃষীকুবিহিত ॥ অরোধ্যাতে
পূর্য প্রভু যেই সব লীলা । অতিগূঢ় সুরহস্য নাহি প্রকাশিলা
সেই সব লীলা গণ অত্যন্ত আশ্চর্য । বিচিত্র নাথুর্য আর
পরম ঐশ্বর্য ॥ বুদ্ধ রুদ্ৰ আদি দেবতর্কিতে নাপারে । ভক্ত
সকলের ভক্তি হয় তবিস্তারে ॥ যথার অংশ দ্বারকাতে এই

ক্রমে । করণ প্রকাশ প্রভু আনন্দিত মনে ॥ নারদ কহেন কি
 কহিলা অয়োধ্যায় । বৈদ্রুণ্ডেও সেইসব লীলা নাহি ভাষ
 অতএব উঠে শীঘ্র সেই স্থানে । ওহেনথা দুইজনে করিয়ে
 প্রযানে ॥ ততপরে হনুমান ধৈর্যের সাগর । ক্রণেক নিশ্বাস
 ত্যজি কহেন উত্তর ॥ গমনে তাদৃশাকাঙক্ষ হইল হৃদয়ে
 নারদের প্রেরণা তাহাতে মূল্য হয়ে ॥ তথাপি আপন পাতি
 বৃত্ত ভঙ্গভয়ে । নাউঠিলা কপিপতি ধৈর্য্য সমুচ্চয়ে ॥ নার-
 দের বাক্যে অনাদরে করি ভষ । ক্রণেক বিচারি মনে তখন
 কহষ ॥ শ্রীমন্মহা প্রভুর য়ে দর্শন সেবন । নিমিত্তে মোদের
 তথা উচিত গমন ॥ কিন্তু মহা কাক্ষণ্য মাধরীরসভর । পূর্ষ
 হৈতে অধিক গম্ভীর নিরন্তর ॥ বিচিত্র লীলার ভঙ্গ পরম মো
 হিনী । এই ক্রণে প্রকাশিত করিলেন তিনি ॥ অত্যন্ত অভিজ্ঞ
 য়েইসব মনচষ । তাঁহাদের য়াহে হযাভূম অতিশয ॥ অশে
 বক্ষা আপনাদিগের য়িঁহতাত । লোক পিতামহ সৃষ্টি কর্তা
 অনুবাত ॥ বেদ প্রবর্তকাচার্য্য য়ে লীলা দর্শনে । মুগ্ধ হইলেন
 বৎসবালক হরণে ॥ অবুদ্ধি বানর আশা দিগের কাকথা
 তাহার বৃত্তান্ত ভুমি জানহ সর্ব্বথা ॥ দ্বারকা পুরেতে প্রতি
 মহিবীর ঘরে । তমণ করিলে মোহপাইয়া অস্তুর ॥ তাঁরে
 দেখি যদি হয মোহিত হৃদয । অতএব করি অপরাধ হৈতে
 ভষ ॥ অনন্য ভাবক য়েই সব দাসগণ । তাঁদের পরমগতি আ
 পদে শর ॥ প্রভুর বিচিত্র লীলা করিলে দর্শন । প্রেমের সহি
 ত ভক্তিকরে বিবর্ন ॥ য়দ্যপিহ নিরন্তর তযতপ্রকারে । উপ
 মুক্ত গমন আমার তথাকারে ॥ তথাপি শ্রীরঘুনাথ স্বরূপে

আমার । দৈবকী নন্দনবাড়াইলা প্রীতিসার ॥ সহজ অব্যাজ
 করুণায় মদুমন ॥ কোটিল রহিত ভাব হৃদ্যবানুক্ষণ ॥ পূজ্য
 ভম দিগের আচার প্রবর্তক । কিবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের হয়েন প্রদ-
 শক ॥ এক পত্নী বতধর সর্ম্মদা বিনয়ে । লজ্জায় বিনত শ্রীম-
 ন্মুখ পদ্ম হয়ে ॥ অথো বিলোকন নাহি দৃষ্টি ইতস্তত । জগত
 রঞ্জন শীল যুক্ত অবিরত ॥ অয়োধ্যা পুরের পুরন্দর গুণভাজ
 মহারাজা গণের হয়েন অধিরাজ ॥ শ্রীজানকী লক্ষ্মণ কতক
 নিষেবিত । ভরতের জ্যেষ্ঠ সূত্রীবের প্রিয়হিত ॥ কপিগণে
 স্বর বিভীষণাশ্রিত হন । ধনুর্বাণ হস্তে দশরথের নন্দন ॥ কো
 শল্যা দ্বন্দ্বের নামে শ্রীকৃষ্ণ রূপায় । বাড়িল আমার প্রীতি
 ভক্তি অতি তায় ॥ সেহেস্ত দৈবকী নন্দনের এইরূপ । সাক্ষাত
 জানিয়ে সীতাপতির স্বরূপ ॥ তাঁহার চরিতামৃত সদাকরি
 পান । নিবাস করিয়া আছি আমি এইস্থান ॥ যবে কোন
 প্রয়োজন করি নিজচিত্তে । কিয়া মহা করুণায় সেবা সুখ
 দিতে ॥ কিয়া আশা প্রীতি সেহে প্রাণাধিক মম ॥ করাইতে
 দর্শন শ্রীরূপ প্রিয়তম ॥ করিবেন ঈশ্বর আমারেত আস্থান
 তবে আমি গমন করিব সেই স্থান ॥ এইকথা নারদে কহি
 লাকপিপতি । তাহার কারণ কিছুকর অবগতি ॥ ইহাতে
 প্রসিদ্ধা এক আছে ইতিহাস । একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ করি
 বাস ॥ গরুড়ের অহঙ্কার করিতে ভঞ্জন । করাইতে নিজ
 পদে একান্তি দর্শন ॥ দ্বারকাতে গরুড়ে কহিলা ভগবান ।
 শুনায় ॥ আমার আজ্ঞা আন হনুমান ॥ কিং পুরুষ বর্ষে
 আসি গরুড় তখন । বীর হনুমান প্রীতি কহিলা বচন ॥ রাধ-

বন্দ্য করিছেন তোমারে আস্থান । নদ্বরেতে আগমন কর
 হনুমান ॥ শ্রীরাম চরণ পাশে তাঁর ভক্তি ভর । গরুড়ের বাক্য
 নাহি করিলা আদর ॥ ক্রোধেতে গরুড় বলকরি ততক্ষণ
 কৃষ্ণ পাশে আনিবারে করিলা গ্রহণ ॥ লাজুল অগ্রেতে হনু
 মান তবে ধরি । ফেলাইয়া দিলা গরুড়েরে হেলাকরি ॥ বিভূ
 ল হইয়া পড়িলেন দ্বারকাষ । হাসি ভগবান তবে কহিলেন
 তাষ ॥ রঘুনাথ করিছেন তোমারে আস্থান । এই কথা কহি
 এথা আন হনুমান ॥ স্বয়ং ভগবান হৈলা শ্রীরাম স্বরূপ । বল
 রামে করিলেন শ্রীলক্ষ্মণ রূপ ॥ সীতারূপ হৈতে সত্যভামা
 নাপারিলা । তাঁরে হাসি শ্রীকৃষ্ণ দেবীরে কহিলা ॥ তখন
 জানকীরূপা কৃষ্ণিণী হইলা । তাঁহারে আপন বাম ভাগে
 বসাইলা ॥ পুনর্বার গরুড় আনিয়া হনুমান । কহিলা
 শ্রীরামচন্দ্র করণ আস্থানে ॥ এত শুনি আনন্দেতে বিবশ হইয়া
 দেখিলা শ্রীরাম রূপ দ্বারকা আসিষা ॥ ভক্তিতে অনেক স্তব
 করিলা নদ্বর । পাইলেন নিজাভ্যস্ত বহুতর বর ॥ এই আভ
 প্রায়ে কহিলেন হনুমান । ঘাইব আমিহ কৃষ্ণ করিলে আ-
 স্থান ॥ তুমি অদ্য যাহা শীঘ্র পাশুব ভবনে । নরাকৃতি পরং
 বৃদ্ধ করহ দর্শনে ॥ পাশুব গণেরে প্রভু স্বয়ং সুশ্রম । মুনি
 চিত্ত বাক্য অগোচর উপপন্ন ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যুক্ত মনো
 হর ভর । বহুবিধ লীলা মধুরিমার আকর ॥ তাঁর বহুদুতধর
 পাশুবের গণ । কৃষ্ণজায় গৃহস্থবর্মেতে প্রবর্তন ॥ সমাগরা
 পৃথিবীর রাজ্যকর্মাবত । জানিয়া নাহবে তথা অপরাধকৃত
 তাহাদের কৃষ্ণ পাদপাশের সেবাষ । ইহপরকাল কাহে স্পৃহা

নাহি ভাষ ॥ পরম হংসগণের আচার্য সকল । পূজা করে
 তাঁহাদের চরণ কমল ॥ তাহাদের জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়
 শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় হেতু সামাজ্য করষ ॥ রাজসূয় অশ্বমেধ আদি
 যজ্ঞ করি । কৃষ্ণে সমর্পিয়া বহু বিবিধ আচারি ॥ সেই মহাপু
 ণ্যাজিতদুর্লভ দেবের । রাজ্য সম্পত্তি অধিক হয় বর্ণনের
 ত্রৈলোক্য ব্যাপক সুনির্মল যশ আর । অপর বিষয় দেব বাঞ্ছ
 নীয় সার ॥ যদ্যপি বিষয় সর্ব দোষাত্মক হয় । কৃষ্ণে সম-
 র্পণ কৈলে সে অমৃত ময় ॥ কৃষ্ণের প্রসন্ন হেতু জন্মিল বিষয়
 কৃষ্ণে সমর্পণ করি যাছে মহাশয় । সে সব সম্পদ কোন প্রীতি
 নন্নাধারে । পাণ্ডব রাজের কদাচন নাহি পারে ॥ ক্ষুদ্র রূপ
 অগ্নিতে বিকল য়েই জন । বস্ত্রাদিতে তাহার নাহিক হয়মন
 তেন কৃষ্ণ প্রেমাগ্নিতে অতি দক্ষমন । বস্ত্রমালাচন্দন নাহয়
 সন্তোষণ ॥ অন্য কিবা মহিষী শ্রীদ্রৌপদী সুন্দরী । তাদৃশ
 জাতর ভীমার্জুন আদিকরি ॥ দেহ সহজ্ঞেতে নহে প্রিয়
 কদাচন । হঠলেও চতুর্বর্গ ফলের সাধন । কৃষ্ণপাদ পায়ে সহ
 স্র কারণ । ভ্রাতাপুত্র পুত্র আদি তাঁর প্রিয়হন ॥ জাতিতে
 বানর আমি শুনহ নিশ্চতে । তাঁহাদের মহিমা কি পারিব
 কহিতে ॥ সর্বজ্ঞ আপনি মুনি জানেন বিস্তর । তাঁহাদের
 মাধাত্ম্য অধিকাধিক তর ॥ শ্রীল সনাতন পদ ভাবি যত্নে
 মনে । চতুর্থ অধ্যায় ব্যাখ্যা হৈল সমাপনে ॥ শ্রীরাধা
 গোবিন্দ পাদপাশে করি মন । শ্রীজয় গোবিন্দ দাস চাহে
 প্রেমধন ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎ কৃপাভর নির্দ্বার খণ্ডে
 ভক্তোন্মানম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চমে নিজ মাহাত্ম্য মুন্যুক্তং পাণ্ডবাত্মজা । নির-
সেচ্চ্যুদুনা তত্ত্বথাতে পোদ্ধবস্যতত ॥

ততঃপরে শ্রীনারদ হর্ষ ভরাক্রান্ত । ধাইয়া চলিলা মৃত্যু
সহিত নিভান্ত ॥ দ্রুপদ দেশ মধ্যে যুধিষ্ঠিররাজধানী । প্রবেশ
করিলা যাহা মুন হর্ষমানি ॥ সেই কালে যুধিষ্ঠির রাজা
মহাশয় । নিজ ভ্রাতা আদি সহ মন্ত্রণা কর বটে ॥ কোন রাজ
হলে কিম্বা বিপদের ছলে । কৃষ্ণ আনা হইয়া করি দর্শন সকলে
বহুদিন কৃষ্ণের দর্শন নাহি পাই । ভীম কিম্বা অর্জুন আনহ
কৃষ্ণ রাই ॥ এইকালে দ্বারপাল জানাইল গিয়া । উপনীত
মহামুনি নারদ আসিয়া ॥ শুনি মাতা ভ্রাতা পত্নী সহিত
ততক্ষণ । উঠিলেন মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন ॥ সংভ্রম সহিত
অগ্রে ধাইয়া আইলা । প্রণমিয়া সমাদরে সভায় আনিলা
যত্ন করি উত্তম পীড়াতে বসাইলা । পূজার নিমিত্ত দ্রব্য সব
আনা হইলা ॥ শীঘ্র শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্যেতে । পাণ্ডব
গণের পূজা করিলা অগ্রেতে ॥ হনমান कहিলেন যেই সব
ভক্ত । পাণ্ডবেরে শ্রীকৃষ্ণের রূপার মন্ত্র ॥ মুহূর্মুহু বীণা যন্ত্রে
বিমূর্চিত করি । সঙ্কীর্ণ করিলেন মধুর উচ্চরি ॥ নরলোক
মধ্যেতে অনেক ভাগ্যবান । আপনার হৃদয়ে নাহিক ইথে
আন ॥ জগতের ঈশ্বর গণেরত ঈশ্বর । দৈবকী নন্দন যাঁহা-
দের শ্রিয় বর ॥ দেব গুরু বন্ধ মধ্যে মাতুলের আর ॥ দত্ত সূ-
হৃৎ সারথি বশীভূত কথার ॥ বৃদ্ধ রুদ্রাদি দেবের সমাধি
দুলভ । কিন্তু তোমাদের গৃহে হৃদয়ে সুলভ ॥ বেদোক্তি
তাত্পর্যের যে সারাংশ বিশেষ । তাহার গোচর যেই হৃদে

ন দেবেশ ॥ শ্রীনৃসিংহ বামন শ্রীরামচন্দ্র আর । যেই শ্রীকৃষ্ণ
 ষের হন অংশেতে প্রচার ॥ মৎস্য কূর্ম আদি অন্য যত অব
 তার । প্রকট হইল অংশ লেশেতে গ্রাহ্য ॥ বৈভব স্বরূপ
 বৃদ্ধা আদি দেব সার । দাসীভুল্য চক্রপথ বর্তিমায়া যার
 মায়া দেবী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী । জগত মোহিনী যার
 আদেশ পালিনী ॥ কংসের দৌরাশ্রয় যবে পৃথিবী পীড়িতা
 বৃদ্ধার নিকটে গেলা গোরুপা রোদিতা ॥ বৃদ্ধা মহাদেব সহ
 করি দেবগণ । ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে করিলা গমন ॥ নানামত
 বতের নিষ্ঠায় সে থাকিলা । কিঞ্চিৎ প্রসাদ তথাপিও না
 পাইলা ॥ নানাবিধ স্তব করি ধ্যানেন্তে রহিলা । বৃদ্ধামাত্র
 য়ার আজ্ঞা হৃদয়ে জানিলা ॥ হৃদিঙ্গ সে আজ্ঞা বৃদ্ধা প্রকাশ
 করিল । রাহে সুখ প্রাপ্ত সব দেবতা হইলা ॥ গর্গ আদি
 প্রাজবর অত্যন্ত নির্জনে । নন্দের নিকটে করিলেন প্রকা-
 শনে ॥ শ্রীবৈষ্ণবেশ্বর প্রভু দেব নারায়ণ । ইহার সহিত সম
 কোনমতে হন ॥ নরের সমূহ নার তাহাদের প্রতি । তাবতে
 কারুণ্য ভর দ্বারেতে পশ্যতি ॥ জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি দানে ক-
 রেণ পালন) সত্কর্মে প্রবর্ত করে ইথে নারায়ণ ॥ ষড়ৈশ্বর্য
 পূর্ণ তিহ হইল সমাপ্ত । কিন্তু সর্ব প্রকারেতে নহে তুল্য
 ধ্যান ॥ নানা অবতারের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী । মহা নারায়ণ
 বলি বেদেতে প্রচারি ॥ তাঁহার সমান অন্যকেহ নাহি হন
 নারায়্য ঐশ্বর্য য়ার অন্তল্য কখন ॥ মধুপুরে দীর্ঘ বিষ্ণু
 নামেতে বিখ্যাত । মহাহরি মহাবিষ্ণু গুণ অবদাতা ॥ আজ্ঞা
 রাম স্বরূপ মৌন শান্তি আর । মুক্তি নব বিধা আদি ভক্তি

অতি সার ॥ ইত্যাদি সাধন দ্বারা প্রসন্নতা য়ার । প্রার্থনা
করিষে নাহি পাই একবার ॥ সেই প্রভু তোমাদের প্রতি
সে আপনি । বশীভূত প্রসন্ন হইলা যদুমণি ॥ আশ্চর্য্য শুনহ
পূর্বে মুক্তি বিতরণে । মোক্ষ অধিকারি মধ্যে কৈলা কোন
জনে ॥ দেবাসুর যুদ্ধে কালনেমি দানবারে । শ্রীবৈষ্ণবৈশ্বর রূপে
করিল সংহারে ॥ হিরণ্যাক্ষে শ্রীবরাহ নৃসিংহাবতারে । হিরণ্য
কশিপু দৈত্যে করিল সংহারে ॥ দ্রুমকর্ণ রাবণে শ্রীরাম অব
তারে । মারিলেন মুক্তি নাহি দিলেন কাহারে ॥ তাহাদিগে
এই অবতারে মুক্তি দিল । উত্তমা আপন ভক্তি নাহি বিতরিল
প্রহ্লাদে কেবল জ্ঞাননিপ্রভক্তি দান । নৃসিংহাবতারে প্রভু
করিল বিধান ॥ হনমান জাম্বুবান শ্রীমান সুগ্রীব । বিভীষণ
গুহ দশরথ কতজীব ॥ রঘুনাথ পদে করি সেবা অনুরক্তি
প্রভুর কৃপায় পাইলেন শূদ্ধাভক্তি ॥ বিশুদ্ধ প্রেমের বাহ্য
নাশুনিলা কানে । হইবেক সে প্রেমের প্রাপ্তি কোন স্থানে
যুক্ত ভক্ত শুদ্ধ প্রেম রসেতে পূরিত । কত জনে না করিলেন
নিশ্চিত ॥ আপনা দিগের মাস্তুলে যদুপতি । সে সম্বন্ধে
তোমাদেরো মাহাত্ম্য সে আতি ॥ দৈত্যগণ প্রবেশ ছেদ
কর্ণ দুর্যোধন । আদি করি দৈত্য মধ্যে কৃত গণন ॥ আর
দৈত্যগণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দ্রোহী । নরকের যোগ্য তারা হষত
বিমোহী ॥ তাহাদিগে কত জনে আপনি মারিলা আর অজু
নাদি দ্বারা মারি নুত্তি দিল ॥ তপ জপ জ্ঞান পর য়েই মূনি
গণ । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কারণ সাধন ॥ বিশ্বামিত্র গৌতম
বশিষ্ঠ আর কত । দ্রুপদেত্র যাজ্ঞাতে গমন করি ততঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তি করিয়া গ্রাথনা। কৃষ্ণভক্তি তত্পর হই
লা সবজন। তরুলতা আদি য়েই সকলহাবর। তমো য়োনি
প্রাপ্ত তারা হয় নিরন্তর। বৃন্দাবনে য়েই তরুলতা আদিগণ
তমো য়োনি নহে কিন্তু তারন্তর্যহন। বিশুদ্ধমাস্ত্রিকভাবপা-
ইয়া তাহার। কৃষ্ণ প্রেমর সবর্ষে বর্ষি মধুরা। শ্রীকৃষ্ণের রূপ
আর লাবন্য সৌন্দর্য। মাধুর্যের অতিশয় হয়ত আশ্চর্য
গুহে কৃষ্ণ ভ্রাতা গণ কে বর্ণিবে তাহা। অপূর্বত্বে বিদ্যায় বিধা
ন করে যাহা। সেইমত লীলা প্রেমা আর গুণগণ। অপূর্ব
নহিমা কেলিভূমি বৃন্দাবন। বর্ণন করিতে তাহা পারে
কোনজন। আপনার। তাহা জাত আছ সর্বজন। রূপ
সৌন্দর্যাদি যদি নাছিল পূর্বেতে। নিত্যত্বের হানি তবে
হয় প্রত্যেকেতে। যদিছিল তবে পূর্ব হইতে শেষ্ঠতা। দিক
নাহিহয় রূপাদি অপূর্বতা। কহিছেন নূনিবর এই আশ
ঙ্কায়। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যদি এই মধুরায়। অবতীর্ণ না হইত
তবেত অক্ষয়। পরমেশ্বর স্ব ব্যক্ত নাহিত নিশ্চয়। কিংপুনঃ
পরমাশ্চর্য রূপাদির ভর। তাদৃশ লীলাদিকার হইত গো-
চর। কিয়া তাদৃশ রূপাদি হয় ভগবত্তা। প্রকটা নহিত ইহা
মানি আমি সত্তা। এই অবতারে ভগবত্তা মর্কোত্তম। বিশি
ষ্ট নহিমা শ্রেণী মাধুরী সুসম। ব্যক্তহৈল সর্বমতে সর্বথা
সর্বত্র। ইতরেহ অনুভব করিলেক অত্র। শ্রীকৃষ্ণের বরুণার
য়েই সব কথা। তাহার বর্ণন দূরে থাকক সর্বথা। শ্রীকৃষ্ণের
বিগ্রহ সকল য়েই হয়। তাহার। ওংশসার যোগ্য সে নিশ্চ

য ॥ কংস আদিকালিয পুতনা আদি আর । বলিশিশুপাল
আদি প্রমাণ তাহার ॥ এইত প্রকারে অতি প্রকর্ষেতে গান
শ্রীনারদ মুনি করিলেন সন্নিধান ॥ শ্রীমাধব কীর্তিতে রসিক
স্বরসন । দশনে কটিয়া মুনি করেন শিক্ষণা ॥ শ্রীকৃষ্ণ চান্দুর
য়েই মহিমা মহন্ত । তাহা বর্ণিবাত্তে বৃদ্ধাদি নহে শক্ত ॥ সেই
ত প্রভুর আর ভক্ত নকলের ॥ প্রবৃত্ত হইলা জিহ্বা তাহা বর্ণ
নের ॥ হইলাম ঠিকাতে সে অত্যন্ত বিষয় । অতএব তো-
মায়ে কহিষে সুনিশ্চয় ॥ কৃষ্ণ প্রিয় পাণ্ডব গণের যে আচার
নিজ শক্তি মতে যদি কোপে তাহার ॥ উচ্চ রণ করিবারে
পারহ রসনে । মহদ্ভাগ্য সে তোমার করিষে গগনে ॥ পারম
নাহা অস্ত্য বস্ত হে পাণ্ডবগণ । আপনাদিগের শ্রীকৃষ্ণেতে প্রতি
জন ॥ প্রিয়তা বিশেষ আর তোমাদের প্রতি । শ্রীকৃষ্ণর করু
ণা বিশেষ য়েই অতি ॥ কোন ধৃষ্টজন তাহা লইবে জিহ্বায় ।
বর্ণনে অশক্তি য়েই হেতু পূর্ণতায় ॥ সুহৃদু হৃদয় কৃষ্ণ আ
শ্বাস বচন । অক্রুরের মুখে কহিয়া পাঠাল্য যখন । শুনি
এই দ্রুপদী মাতা প্রেমের প্রবাহে । তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইলা
অবগাহে ॥ বিচিত্র বিলাপে বহু করিলা রোদন । বিদারিত
হৃদ বক্ষ যাহার শরণে । আপনারা বৃষ্ণ প্রিয় হও একারণ
তোমাদের সুহৃদাতা করিলা ব্রহ্মণ ॥ চিরদিন পরে যদি দ্বার
কা গমনে । উদ্যত হইলেন কৃষ্ণ রাধাব জীবনে ॥ বহুকাল স্তুতি
বাক্য কহিয়া তখন । আপনার গৃহে মাতা করেন ব্রহ্মণ ।
স্বাস্থ্য আদি যুক্ত করি সম্পাদন । লোক দ্বয়োৎকৃষ্ণ মতা
প্রতিষ্ঠা অপর্ণ ॥ যুধিষ্ঠির মহারাজে করিলেন হরি । বিশেষ

কপেতে কৃপা সমূহবিস্তারি । জমাসন্ধবধাদি দ্বারায ভীম-
 সেনে । করিলেন যদুনাত সৎকীর্ত্তি অর্পণে ॥ এই ভগবান-
 জুন বিষ্ণুংশ হয়েন । শ্রীকৃষ্ণর প্রিয়সখা প্রসিদ্ধ আছেন
 পুরাণেবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিগণ । ইহার মহিমা শুবে শক্তনাহি
 জন ॥ যমজ নন্দন সহদেব দুইজন । রাজসূয মহা যজ্ঞ হইল
 যখন ॥ অত্র পূজা বিচারেতে য়ে কৃপ কহিলা । তাতে কৃষ্ণ
 প্রীতি পর বিখ্যাত হইলা ॥ রাজসূয যজ্ঞ কালে আপনি
 শ্রীহরি । দৌপদীয়ে স্নান করাইলা কৃপাকরি ॥ প্রিয়সখী
 বলিয়া করেণ সম্বোধন । সর্ষদা শ্রীকৃষ্ণ যাঁরে করেণ মানন
 দুর্জনা সশিষ্যরবে পারণকরিতে । বনমধ্যে হইলেন আদি
 উপনীতে ॥ যাবত দৌপদী নাহি করিবে আহার । সূর্য্যবরে
 অক্ষয়াম হইত তাঁহার ॥ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ সেকালে ভো-
 জন । অতএব অন নাহি ছিল সেইক্ষণ ॥ বিপদ কালেতে কৃষ্ণ
 আসিয়া তখন । চাহিয়া শাকের কণা করিলা ভোজন ॥ ত-
 প্রোন্মি বলিয়া কৃষ্ণ কহিলেন যবে । জগত হইল তৃপ্ত তাঁর
 তৃপ্তে তবে ॥ নিজ শিষ্য সহিত দুর্জনা পলাইলা । দৌপদী
 সহিত রক্ষা এমতে করিলা ॥ সভামধ্যে দুঃশাসন বস্ত্র আক-
 র্ষিল । বস্ত্র কপী হৈয়া হরি সৎমান রাখিল ॥ পুনর্দুঃশাসন
 আদি করিয়া নিখন । করিলেন তাঁর সর্ব্ব শোক বিমোচন
 বিদুরের অন্ন য়ে করিলা আত্মদান । ভীষ্মুরমরগ মহোৎসবে
 য়ে গমন ॥ সে সকল তোমাদের সম্বন্ধ নিমিত্তে । বিচার করি
 যা ইহ দেখ নিজচিত্তে ॥ অহোবত মহাশর্য্যকহিব কি আর
 তোমাদের মহিমা খাদক বর্ণিবার ॥ তোমাদের সম্বন্ধে এ

পূর নারী জন । কহিলেক যেই জ্ঞান ভক্তির কণ্ঠন ॥ ব্যাণা-
দিক কবি ভাষা করণ প্রশংসা । ইহার কি আর বহু করিব
আশংসা ॥ এক পৌত্র সহ প্রহ্লাদেদে কৃপান্বিত । একলা
শ্রীহনুমান করুণা বিদিত ॥ আপনারা সর্ববন্ধু স্বজন সহিত
কৃষ্ণ প্রেম কৃপান্তর পাত্র সুনিশ্চিত ॥ কৌরবের সভামধ্যে
শ্রীকৃষ্ণ আগনি । অম্বাদিগে উদ্দেশিয়া কহিলা তখনি ॥ পা
ণ্ডব গণের যেই সুহৃদ হইবে । আমার সুহৃদ সেই নিশ্চয় জা
মিবে ॥ পাণ্ডবের শত্রু যেই শত্রু সে আমার । যেহেতু পাণ্ডব
মম প্রাণ শুন সার ॥ তথাচ শ্রীভগবদ্বাক মুদোদ্যোগ পর্বনি :-
রস্তান দ্বেষ্টি সমাং দ্বেষ্টি রস্তানন চমাগনু । একা স্ম মাগতং
বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ ॥ অন্যত্রাপি । দ্বিষদমং ন ভোক্ত
ব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজ্যেৎ । পাণ্ডবান দ্বিষ সে রাজন মম
প্রাণাহি পাণ্ডবা ইতি ॥ আশ্চর্য্য আমার থাকি হযত অপা
রে । যেহেতু প্রবর্ত গুণগণ কহিবারে । তোমাদের গুণ গণ
শ্রীকৃষ্ণ একল । জানিতে কহিতে শক্ত হযেন সকল ॥ কিন্তু
আমি নির্ণয় করিনু ইহা সত্য । আপনাদিগের সুখ সম্পদ
মাহাত্ম্য ॥ বিশেষ বিস্তার করিবার সে কারণ । অবতীর্ণ হই
লেন দেবকী নন্দন ॥ মুনি মুখে ধর্ম্মরাজ এতেক শুনিয়া । নি
জোৎকর্ষ শ্রবণেতে লজ্জিত হইয়া । ক্রণেক থাকিয়া মৌম
ত্যাগি দীর্ঘশ্বাস । মাতাভাতা পত্নীনহ কহিছেন ভাষ ॥ প্রথ
মত যুধিষ্ঠির কহেন বচন । বাবদুক শিরোধার্য্য তাপনিত
হন ॥ বাক্যের চান্তর্য্যে এত কহিলা বচন । পরমার্থ বিচা
রেতে নহে কদাচন ॥ পৌনঃ পুন্য আমরা করিয়া সুবিচার

হেথিলাম ভাবিয়া চিন্তিবা বহুবার ॥ শ্রীকৃষ্ণের কোন রূপ
 আমাদের প্রতি হইল না কদাচিত কিছু অবগতি ॥ কৃষ্ণ
 ভক্ত আনরা আপদ আমাদের । ইক্ষণ করিবা যত প্রাকৃত
 জনের ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে প্রবৃত্তির হবে নাশ । যথার্থবাসু-
 দেব ভক্তানা মস্তভং বিদ্যতে কুচিৎ । ইত্যাদি বিশ্বাস হই-
 বেক সব হাস ॥ এই অতিশয় কষ্ট প্রাণেনাশিন্য । আমা-
 দেব তুমি প্রাণ জীবন আশ্রয় ॥ প্রাণ সকলের তনু বিনা
 যেন হয় । জল বিনা মৌনগণ যেনমন সংশয় ॥ এই হেতু করি-
 :লাম আমিষ্ট প্রার্থন । যজ্ঞ সম্পাদন ছল করিয়া এখন ॥ তব
 ভক্তগণের আপদ নাহি হয় । অভক্তের সর্বদা বিপদ সমা-
 শ্রয় ॥ এই নিষ্ঠা ভক্তাভক্ত সকল জনেরে । করাহ দর্শন প্রভু
 সর্ব জগতে ॥ এব ভক্ত সম্পাদ বিচিত্র শুদ্ধতর । ইহ পর
 লোকে শুদ্ধ বিলক্ষণ বর ॥ দেখি তবে পরম বিশ্বাসি হইয়া
 মন । তব শ্রীচরণ পদ্ম করিয়া ভজন ॥ সর্ব দুঃখরহিত নির্ভয়
 নিরন্তর । শ্রেষ্ঠ সুখ প্রাপ্ত হইবেক সব নর ॥ এই হেতু ব্রহ্ম-
 নাথ সযত্ন হইয়া । আমাদের বিপক্ষ অভক্তে বিনাশিয়া
 রাজ্যের প্রদান করিলেন মহাশয় । পূর্বে হৈতে হৈল তাহে
 শোক অতিশয় ॥ দুগ ভীষ্ম আদি করি বহু গুরুজন । অভি-
 মন্য ঘটোৎকচ আদি সুতগণ ॥ তন্যেও অগণ্য বহু সাধু-
 গণ । আমাদের কারণে হইল নিধন ॥ নিজ প্রাণাধিক প্রার্থ-
 নীয় সদা হয় ॥ শ্রীবিষ্ণু জনের সঙ্গ জানিহ নিশ্চয় ॥ কি কহি
 ব এইক্ষণে বিচ্ছেদে তাহারে । সখের কিঞ্চিৎ লেশ নাহিক
 আমার ॥ কৃষ্ণ মুখপদ্ম সন্দর্শন সুখভোগে । চিরকালে

কুচিত্ত হয কোন কার্য্য রোগে ॥ এহেত্ত পরম শোক হৈল
 এইকণে । বিচার করিয়া দেখ সকল লক্ষণে ॥ যদি কহ তো-
 মাদের কোন কার্য্য হেত্ত । গিয়াছেম কোনস্থানে কৃষ্ণ
 ধর্ম্মসেত্ত ॥ করিযা নিষ্পন্ন ভাঙ্গা শীঘ্র আসিবেন । এই আ-
 শঙ্কায় তার উত্তর কহেন ॥ পরম সদ্ভাগ্যবন্ত সকল রাদ
 ব । কৃষ্ণপ্রিয়তম অতি সদ্ভক্ত সত্ত্ব ॥ তাঁহাদিগে সুখদান
 করেণ সদায । দ্বিরন্তর নিবসিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায ॥ আপনারা
 দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ কখন । আমাদের দৌষ্ট্যসারথ্যাদি আচ-
 রণ ॥ ভূভার হরণ আর পাপ বিনাশন । ধর্ম্ম রক্ষা হেত্ত তাহা
 করে নারায়ণ ॥ আমাদের প্রতি স্নেহ ভাবে তাহা নয । যথা
 র্থ এ অর্থ জানিবে হে মহাশয ॥ ততঃপরে ভীমসেন সুধা-
 র্মিক মতি । শ্রীমাদবেন্দুর নর্ম্ম সুহৃত্তম অতি ॥ উচ্চশব্দে
 অতি হাসি কহেন তখন । হে শ্রীকৃষ্ণ শিষ্য মুনিস্তন হ কখন
 এমত ধূর্ততা আর বচন চাতুরি । কৃষ্ণ স্থানে শিক্ষা তমি ক-
 রেছ প্রচুরি ॥ কহিতেছো এতাদৃশ বচন তাহাতে । নন্তবা তো
 মার দোষ নাহিক ইহাতে ॥ দুর্কোথ জীলার সিদ্ধমাযাদি
 কারণ । পরম চত্তর সিংহ শ্রীমদুনন্দন ॥ তাঁর বাক্য আর
 ব্যবহারের কোশল । কোনস্থানে কিবা নাহি প্রবর্ত্ত প্রবল ॥
 মহালীলা দ্বারে আর মহানায়া দ্বারে । কোন২ স্থলে মহাচা-
 তুর্য্য প্রকারে ॥ সর্ব্বত্র সকল তাঁর হযত প্রবর্ত্ত । বিশ্বাস না
 করি তাহা মোরা জানি তত্ত্ব ॥ পরীক্ষিত কহিতে লাগিলা
 মাতা শুন । পরে মম পিতামহ শ্রীমান অর্জুন ॥ শ্রীকৃষ্ণের
 প্রিয়সখা শোকের সহিত । মুহুঃশ্বাস ছাড়ি তবে কহেন কি-

ধিঃ ॥ ওহে ভগবান তব প্রিয়তমেশ্বর । সারথ্যাদি রূপে
 য়ে করিলা কৃপাভর ॥ সে সকল আমাদের দুঃখের কারণ
 না হইল কিবা মুনি কর বিবেচন ॥ পরবুদ্ধ রূপ কৃষ্ণ অস্ত্রাদি
 পীড়ন । সংগত নাহয় এই শুষ্ক জ্ঞানে মন ॥ ভীষ্মাদির কৃষ্ণ
 পাদপদ্মমধুধারে । ক্রচিরঅভাবহেতু নাহি শ্রেয়সারে ॥ সেই
 হেতু শ্রীকৃষ্ণের কোমল আকারে । বর্মা বর্মা ভেদি কত করিল
 প্রহারে ॥ বারং আমার বারণ নাহি মানি । শ্রীমূর্তিতে তাহা
 সহিলেন চক্রপাণি ॥ সে প্রহার সহ্য চিন্তা দুঃখ শেল প্রায়
 অদ্যাপি হৃদয় হৈতে নাহি বাহিরায় ॥ অতএব ওহে বুদ্ধ
 কহিতেছি সারে । জগিবেক আমাদের সুখ কি একারে ॥ যদি
 কহ তোমাদের প্রতি কৃপাকরি । সহিলেন সেই সব প্রহার
 শ্রীহরি ॥ তাহার উত্তর কহি শুন মহাশয় । নিজ প্রিয় জনের
 য়ে কর্মে দুঃখ হয় ॥ তাহা আচরণ নহে প্রীতের কারণ ।
 প্রীতি রহু নহে কভু কৃপার লক্ষণ ॥ ভীষ্ম দৌণাদি হনন হই
 তে নিবর্ত্ত । আমারে কেবল তাহে করিতে প্রবর্ত্ত ॥ মহাজ্ঞা-
 নো শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ মহিমা অশেষ । যৎকিঞ্চিৎ করিলা আমারে
 উপদেশ ॥ শুষ্ক জ্ঞানী মুক্তি বাঞ্ছা কারী যতজনে । সুখ হয়
 তার যথা ঐশ্বর্য্য শ্রবণে ॥ ভক্তি মাহাত্ম্য জীবন আমাদের
 হয় । মহাদুঃখ কর তাহা জানিহ নিশ্চয় ॥ তাৎপর্য্যার্থ বি-
 চারে যদ্যপি ভক্তিপর । তথাপি নাহয় সে কিঞ্চিৎ সুখ কর
 বরণ শ্রীকৃষ্ণের তাহা দ্বারায় বঞ্চনা । বোধ হয় নিশ্চিত করি
 লোবিচারণা ॥ সদাসুদূর নিকৃপাধি কৃপার আকারে । সত্য
 প্রতিজ্ঞা সক্ষমা সাধু মিত্র বরে ॥ সেই মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্রেতে

আমার । দূতর বিশ্বাস আছে যে অনিবার ।। সাক্ষাৎ সংপ্রাপ্ত
 মহামনোহর কার । পরবন্ধ শ্রীপতি শ্রীদেবকী অমর
 তাঁহা হৈতে মন প্রিষ নাহি ত্রিভুবনে । তাদৃশোপদেশ তাঁর
 মাত্র প্রতারণে ॥ শ্রীনন্দ সহদেব কহেন তখন । বিপত্তি
 সমূহে যেই ধৈর্য আচরণ ॥ শত্রু বর্গ নাশ অশ্বমেধ যজ্ঞপূর্ণ
 সম্পন্ন করিলা যেই কৃষ্ণচন্দ্র তূর্ণ ॥ যশো রাজ্য পুণ্য আদি
 দলভসবার । করিলেন কৃষ্ণ আমাদের যে বিস্তার ॥ সৈনিক
 কৃষ্ণ কৃপা আমরানামানি । ওহে ভগবান শ্রীনারদ শুন বাণী
 কিন্তু মহা যাজ্ঞাৎসব অনেক সম্পন্ন । করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আ-
 পনি নিস্পন্ন ॥ অগ্রপূজা স্বীকার করিলা মহাশয় । তাহে
 হর্ষ আছি মোরা কৃপা সেই হয় ॥ করিলেন উপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ
 এইক্ষণে তাহে সুদুঃখিত প্রাণ বাঁচবে কেমনে ॥ আমাদের
 গৃহপূজা করিয়া স্বীকার । ব্রহ্মোতসব সম্পন্ন থাকুক দূরে
 তাঁর ॥ অত্যন্ত দুর্ঘট তাঁর হইল দর্শন । অতএব কিসে আর
 বাঁচবে জীবন ॥ তাঁহাদের বাক্যসব করিয়া শ্রবণ । দ্রৌপদী
 শোকেতে হৈলা বিমহিত মন । আপনারে স্থির করি কৃষ্ণ
 কতক্ষণে । কান্দিতে কহে গদাধর বচনে ॥ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণ
 রাখা সর্বক্ষণ । করিবেন নানামতলজ্ঞানিবারণ । দুর্যোধন দুঃ-
 খাসন আদি দুষ্টিগণে । মারি অনুগ্রহ করিবেন প্রকাশনে
 এই নতিছিল সদা এক্ষণে আমার । পিতা ভ্রাতা পুত্র বহু হ-
 ইল সংহার কৃষ্ণে চানুদারে আর সিদ্ধিনিজাভীষ্ট । ইহা ভাবি
 তাহে শোক না করি গরিষ্ঠ ॥ হত বন্ধু জনা আমি আমার শা-
 স্তনে । পার্শ্ববসিকৃষ্ণকৈলা সুযুক্তি বচনে ॥ সেই ঈষৎ হাস্যযুক্ত

বাক্যামৃতগণ । ননোহর মধুর সুপেয় সৰ্বক্ষণ ॥ সে খাদ্যক
দূরে মম দৌভাগ্য কারণ । পূৰ্ব্বমত নাকরেণ কৃষ্ণ আগমন
অতএব নুনিবর কিবা দয়া তাঁর । মানিব আপনি দেখ করি
যা বিচার ॥ ততঃপরে দ্রষ্টীঅতি শোকেতে পীড়িতা । শ্রীকৃষ্ণ
দর্শন প্রাণ জীবন নিশ্চিতা ॥ শ্রীকৃষ্ণর কৃপা আর অকৃপা
স্মরণ । করি কান্দি সৰ্বক্ষণ কহেন বচন ॥ অনাথা সপুত্রা
আমিমোর বারবার । আপদগণ হৈতে শীঘ্র করিলা উদ্ধার
দেবকী মাতা হইতে কৃপা সর্বিশেষ । কৃষ্ণর আশ্রিতে অনু-
মিলান অশেষ ॥ আপনার অন্যের গৃহেতে এইক্ষণ । সৰ্ব
দিগে হত বন্ধু যত নারীগণ ॥ করে মহারোদন সে করিয়া
শ্রবণ । ব্যাঙ্গলিত নিরন্তর আছে ময়লন ॥ পূর্বে কৃপা সর্বি-
শেষ যে ছিল প্রকাশনে । মনেতেও স্থান নাই পায় এই-
ক্ষণে ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণর দর্শন ব্রহ্মহত । সম্পদ সকল আমি
ত্যাগিয়া নিশ্চিত ॥ মাগিলাম কৃষ্ণ স্থানে আপদ পূর্বেতে
তাঁহার দর্শন পাই যেসব দ্বারেতে ॥ তথাহি দ্বিতীয় স্কন্ধে

তদুক্তং । বিপদঃ সমুত্তাঃ শত্ৰুভ্যঃ তত্র জগদুর্বো ।

ভবতো দর্শনং যতস্যাদপনর্ভব দর্শনং ॥

ওহে জগতের গুরু যাদব ঈশ্বর । সেই সব বিপদ হউক
নিরন্তর ॥ পুনর্ভব শব্দে সংসারের দুঃখ কহ ॥ তাহার দর্শন
স্বাচ্ছন্দ্য হৈতে নাহি হয় ॥ অথবা অপুনর্ভব শব্দে মোক্ষ কন
সে সুখ ভুচ্ছতা করি যে করে জ্ঞাপন ॥ কিম্বা পুনর্ভব পুনর্বার
সে সন্তান নাইব সাদৃশ্য যার অন্তল্য প্রভব ॥ যে আপদ
গণ হৈতে এমনত দর্শন । তাহার পাইষে প্রভুদেব জনাঙ্কন

পূর্বের করিলাম এই প্রকার প্রার্থন । ঘটিল এক্ষণে দেখ অতি
দুঃখগণ ॥ সংপ্রতিক নিষ্কণ্টক রাজ্যপদ দিয়া । পাণ্ডবেজ-
নিয়া সুখী শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিয়া ॥ দ্বারকা নগরে করিলেন অব-
স্থিতি । এইত কারণে তাঁর অগমন প্রতি ॥ অপগত হৈল
আশা হইবে মানি আর । আপন মরণ শীঘ্র অনুগ্রহ তাঁর
কৃষ্ণ বঙ্কু বৎসল হইবেন সদা এই । আশারূপ মূত্র জ্বলন্ত
করি য়েই ॥ গাঢ় সম্বন্ধ বিচারে যদুগণ তাহা । ছেদন করিল
কি কহিব মূনি হাতা ॥ কৃষ্ণের পরম প্রিয়বর্গ মুখ্য হন । নিরু-
পাম প্রেম সিদ্ধ মগ্ন যদুগণ ॥ তে কারণে শীঘ্র তাহাদের সন্নি-
ধান । করহ আপনি মূনি তথায় প্রস্থান ॥ তাহাদের অন্তর
মহিমা সে আপনি । জানেন আমরা কিবা করিব বর্ণনি ॥
পরীক্ষিত মহারাজ কহে শুন মাতা । কৃষ্ণ ভাগিনে যবধু সৌ-
ভাগ্য বিখ্যাতা ॥ শীঘ্রতর মূনিবর উঠি ততঃক্ষণ । শ্রীমুক্ত
দ্বারকাপুরে করিলা গমন ॥ পুনঃ করি দণ্ড প্রণাম নিকর
পুরমধ্যে প্রবেশ করিলা মূনিবর ॥ সৌভাগ্যবিশিষ্ট যদুপুত্র
সকল । অনিবার্যগণে দেখি মানিলা সফল ॥ সুধর্ম্মা নামক
দেব সভা শ্রীযুক্তেতে । বসিয়াছে জ্যেষ্ঠ কণিষ্ঠাদির ক্রমেতে
সুখেতে শ্রীযাদব সকল হর্ষান্বিত । নিজ সৌন্দর্য্য তুষণে যুক্ত
অপ্রমিত ॥ স্বর্গবর্তী আর শ্রীবৈদ্য বত্তীরিত । রাগ নৃত্য
সংগীত কৌশল বহুমত ॥ তাহার পরমোৎসবে নিত্য দেব
মনে । পারিজাত পুষ্পের মালাতে সুশোভোন ॥ বন্দিগণ
সম্মুখেতে যোড় করি কর । বিচিত্র উদ্ভিতে স্তব করে নিরন্তর
পুষ্পের বিচিত্র নর্ম্মোক্তি কেলি দ্বারে । হাস পরিহাস হই

নানান প্রকারে ॥ নিজ তেজে সূর্য্য তেজ করে আচ্ছাদন । অত্যন্ত মাধুরী ময় লোক আচ্ছাদন ॥ নানাবিধ মহা দিব্য ভূষণে ভূষিত । বৃদ্ধগণে ভক্তিবলে যৌবনে পূজিত ॥ শ্রীকৃষ্ণ বদন চন্দ্র ক্ষরিত অমৃত । নিরন্তর পাণ করিত প্ত অধিকৃত ॥ উগ্রসেন মহারাজ বসি সিংহাসনে । তাঁহারে বেড়িয়া শোভিরাছে যদুগণে ॥ আদরেতে শ্রীকৃষ্ণ দেবের আগমন সব আছে প্রতীক্ষা করিয়া ব্যগ্রমন ॥ শ্রীকৃষ্ণান্তঃপর পথ করিয়া দীক্ষণ । অত্যন্ত সবে প্রেতর মানস লোচন ॥ কৃষ্ণকথা কথনে আশক্ত যদুগণ । দেখিলা নারদ কোটিং অগণন ॥ দ্বারপাল মুখে শুনি মূনি আগমন । সন্তুষ্টে আদ্রল খাইলেন যদুগণ ॥ দণ্ড প্রণামে আসক্ত ছিলা মূনিবর । বলে উঠাইলা তাঁরে ধরি দুইকর ॥ লইয়া গেলেন সভা মধ্যেতে তখন বসিবার হেতু দিলা মহা দিব্যাসন ॥ তাহে না বসিয়া মূনি বসিলা ভূমিতে । যদুগণ বসিলেন তার চতুর্ভিতে ॥ যদুগণ পূজাদ্রব্য কৈলা আনয়ণ । তাহে নমস্কারি মূনি ভক্তি যুক্তমন ॥ অঞ্জলি বাকিয়া মূনি উঠিয়া অরায । বিনয় যুক্তেতে পুনঃপুন কহে তায ॥ ওহে কৃষ্ণ পাদাজের মহানুকম্পিত সর্বলোক শ্রেষ্ঠ সুউত্তম গুণান্বিত ॥ আমারে করহ দয়া যেন অবিরত । তোমাদের কীর্তিগানে ভূমিয়ে জগত ॥ আশ্চর্য্য ॥ তিশয় শ্লাঘ্যতম যদুদ্রল । বৈদ্রুণে নিবাসি হৈতে শোভয়ে অন্তল ॥ এইত মনুষ্য লোক শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় । বৈদ্রুণে লজিয়া অতিশয় শোভাপায় ॥ অর্থাৎ বৈদ্রুণবাসি জনে তত নব দ্বারকা নিবাসি জনে যত কৃপাহয় ॥ হে পৃথ্বী হইল তব মুক

ল প্রয়াস । যাতে ঠাইদের সব জন্ম কেলি বাস । যে যদুগণের
 গৃহে দৈবকী নন্দন । নিবসি করেণ অতি অপূৰ্ণ ক্রীড়ন ॥
 যাহাদের দর্শন সম্ভাষণ ভোজন । স্পর্শানুগমন আর আশন
 ভোজন ॥ বিবাহ শযন অন্য দুঃখদ্যৈবিক । দৃঢ় প্রেম সম
 স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক ॥ ইথে বদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ করেণ অনুক্ষণ । স্বর্গ
 মোক্ষ বাঞ্ছা ছেদি ভক্তি বিবন্ধন ॥ বিস্তারেণ হৃদয়গণের সুখ
 ভর । অনিবার্য প্রতিক্ষেণে নব মহন্তর ॥ শয্যাগমন গমন আ-
 লাপ ক্রীড়া স্নান । ভোজনাদি কার্যেও থাকিয়া বর্তমান
 কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন চিত্ত হৈয়া যদুগণ । নাকরেণ কদাপিহ আপনা
 স্মরণ ॥ মহারাজা ধিরাজন ওহে উগ্রসেন । অত্যন্ত অদ্ভুত
 সুপ্রসিদ্ধ সেহ যেন ॥ তব মহা সৌভাগ্য মহিমা কোন্ জন
 শক্ত হই ত্রিভুবনে করিতে বর্ণন ॥ দেখ মহাশচর্য চমৎকার
 সুবিবরি । প্রিয়জন প্রেমের অধীন মহাহরি ॥ মহারাজে-
 চিত সিংহাসনে উপবিষ্ট । থাকহ আপনি যদুরাজ সুবিশিষ্ট
 সেবকের তুল্য অগ্রে দৈবকী নন্দন । সাদরেতে তোমারে
 করেণ সম্বোধন ॥ অবধান কর দেব ভৃত্যের আদেশ । কিবা
 করণীয় কর তাহার নিদেশ ॥ ওহে যদুগণ তোমাদিগে নম-
 স্কার । নমামি সম্বন্ধ ধারি হই যে তোমার ॥ পরীক্ষিত কহে
 মা তা শুনিয়া কখন । ব্রহ্মণ্য দেবের অনুবর্তি যদুগণ ॥ নার-
 দেয় করি দুই চরণ গ্রহণ । নমস্কার করি সবে কহেন চন
 আমাদের মহাপ্রভু কৃষ্ণচন্দ্র চন । তাঁরো পূজ্য ভূমি পরমা-
 রাধ্য চরণ ॥ মহানীচ আমরা জানিহ মুনি সার । নীচতল্য
 কি কার-ণে কর নমস্কার ॥ ব্রহ্মারে জিনিয়া তব বা-

ক্যেচাভ্যর্থ্যাতাভ্যাহেইকহিতেহ এসর প্রাচ্য ॥ আমান-
 দেব প্রতি য়ে কহিলে মহাশয় । যাদবেন্দু প্রভাবে সে অসম্ভব
 নয় ॥ কোনো গন্ধ শ্রীকৃষ্ণের য়েজন রাখয় । কিবা বাঞ্ছা সে
 জনের সিদ্ধি নাহি হয় ॥ য়ে হেতুক কৃষ্ণ মহা দয়ার আকর
 অহেতুক পরমোপকারি শ্রেষ্ঠতর ॥ দীনজন নাথ্যমহামহিম
 সাগরে । অরুণ মাত্রেতে সর্ব অর্থ দান করে ॥ অনাশ্রয়ি জ-
 নের অদ্বিতীয় শরণ । ইনের অধিক অর্থ করেণ সাধন ॥
 আমরা পরম দীন দীন মোচ জন । অতএব শ্রীকৃষ্ণের কৃপার
 ভাজন ॥ তাহার প্রভাবে সব হয়ত ঘটন । বিচারে পর্য্যব-
 সান কৃষ্ণ বিলক্ষণ ॥ কিন্তু আমাদের মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রীমান
 শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহের স্থান ॥ শ্রীরাদবেন্দুর যিঁহ মহা
 মন্ত্রাবর । মহাশিষ্য মহাভূত্য মহাপ্রিয় তর ॥ আমাদের
 সকলেরে ত্যজি কোন স্থানে । মহাভূয়দুনাথ করেণ প্রয়-
 গে ॥ পুনর্বার তাঁহারে শুকরিলে দর্শন । পরিত্যাগ জন্য
 দুঃখ নাকরে গমন ॥ নাহি জানি পুনর্বার গমন কোথায়
 করিবেন কৃষ্ণ ইহা ভাবি দুঃখ পায় ॥ উদ্ধব পরম সুখী নিভ্য
 সন্নিধানে । থাকিয়া প্রভুর সেবা করেণ বিধান ॥ য়েই কার্য
 আপন গমন যোগ্য হয় । তাহে উদ্ধবের পাঠায়েন মহাশয়
 শাস্ত্র করিলেন যবে কল্যাণ হরণে । দ্রুগণ করিল তাঁহারে
 আবরণে ॥ আপন গমন যোগ্য তাঁহার মোচনে । হস্তিনায়
 উদ্ধবেরে করিলা প্রেরণে ॥ নন্দবজ্র জনের আশ্বাস করিবারে
 পাঠাইলা কৃষ্ণচন্দ্র গোসলে তাঁহারে ॥ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ হৈতে
 তাহাতে দ্বিগুণ । পাইলেন অতি সুখ উদ্ধব নিপুন ॥ হরিষ্ট

ভোজন ক্রীড়া কৌতুক সময়ে । থাকি নিত্য একা মহাপ্রসাদ
 লভয়ে ॥ শয়ন করণ যবে শ্রীহৃদনন্দন । করণ শ্রীপদ দ্বন্দ্ব
 তবে সম্বাহন ॥ তারপরে নিদ্রাসুখে আবিষ্ট হইয়া । নিদ্রা-
 য়ান তাঁর ক্রোড়ে শ্রীপদে রাখিয়া ॥ কোন বহঃক্রীড়া স্থলে
 সঙ্কেতে তাঁহার । গমন করণ অতি হর্ষেতে বিস্তার ॥ সভাষ
 উত্তম মন্তরত্নে মন্ত্রীবর । নানা পরিহাস উক্তি করে নিরন্তর
 হরিকৃত মনোহর শ্লাঘন করয় । তাহে সুখ বর প্রাপ্তি আশা
 দেয় ই য ॥ কিবা তাঁর সৌভাগ্য সমূহ কব আর । অতি শিশু
 কাল বধি ব্যাপিয়া যাহার ॥ প্রভুপাদ পদ্ম সেবা রসাবিষ্ট
 মন । মৃখে বলে বাতুল হইল এইজন ॥ সর্বদা মাধব পাদ
 পঙ্কেত সেবায় । রসিকতা মহত্ব অদ্ভুত গুণ তায ॥ এই মানু
 ষিক দেহে ত্যজি নিজ রূপ । পাইলা হরির শ্যাম সন্দর স্বরূপ
 মনোহর রূপ আর প্রভুর দযিত । প্রদ্যুম্ন হইতে শ্রীউদ্ধব সুনি
 শ্চিত ॥ কৃষ্ণের উচ্ছ্রিত বনমালা পীতবাস । মণি মকর দ্বণ্ডল
 হারা দি বিলাস ॥ নানা অলঙ্কার সব করিয়া ধারণ । সহৃদয়গণ
 মন করে আকর্ষণ ॥ কৃষ্ণ দর্শনাবসরে দেখিলে তাঁহায় । দে
 বকী নন্দনে ভ্রমে মনঃসুখ পায ॥ পরীক্ষিত কহে মাতা ইত্য
 দি বচন । মহা সৌভাগ্য উত্তম করিয়া শবণ ॥ উদ্ধবের গৃহে
 যাতে অতি হর্ষভরে । উদ্যত হইলা মুনী নারদ সত্তরে ॥ জা
 নিয়া নারদ প্রীতি তখন কহেন । শ্বেদকম্প পুলকপ্রসূ যত্ন
 উগ্রসেন ॥ ওহে ভগবান পূর্বে কহিলাম ইহ । কৃষ্ণের আদে
 শ বিনা একঙ্গণ তিঁহ ॥ অন্যত্র কোথাও নাহি থাকেন উদ্ধব
 নিরন্তর বাস করে সহিত মাধব ॥ কৃষ্ণ সঙ্কে স্থিতি তাঁনে করি

যা যাচন। কদাপিহ তাঁহে পাই আমিহ য়েমন ॥ কেবল অ
 সতী রাজ্য রক্ষার কারণ। কৃষ্ণসঙ্গে স্থিতিলাভেহীন সর্বক্ষণ
 রাজ্যরক্ষা করি আজ্ঞা পালন কেবল। সেবার আদরে মম
 উৎসব সকল ॥ মিথ্যা মম গৌরব যন্ত্রণা করি হরি। করিলেন
 বঞ্চনা কি কহিব বিস্তরি ॥ তেমত উদ্ধবনহে কদাপি বঞ্চিত
 মহা সৌভাগ্য বিশিষ্ট মহাসুখান্বিত ॥ কৃষ্ণপাশে সেবার
 সৌভাগ্যে অতি সুখী। আশাদের মত নহে কদাপিহ দুঃখী
 অতএব কৃষ্ণ অন্তঃপুরেতে গমন। করিয়া উদ্ধবে ভ্রমি করহ
 দর্শন ॥ আশাদের এসন্দেশ তাঁরে নিবেদন। করিবে আপনি
 মহাশয় ততঃক্ষণ ॥ অদ্য শ্রীকৃষ্ণের আগমনের সময়। বহি
 গেল তথাপি না আনয়ি মহাশয় ॥ আপনার নাথে আমি
 সভারে সনাথ। করহ কহিবে ইহ উদ্ধবের সাথ ॥ শ্রীগুরু প-
 দার বিন্দ ভাবিয়া অন্তর। শ্রীজয় গোবিন্দ মাগে কৃষ্ণভক্তিবর
 ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্ কৃপাভর নিষ্কার খণ্ডে
 প্রিয়োনাম পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

যষ্ঠে মুণ্ডুক্তিতোহন্যোন্যং কৃত্যামুদ্রণাদিভিঃ।

চিত্রায়াং ব্রজবাস্তায়াং মোহ প্রেমোচ্যতে প্রভোঃ।

কহে পরীক্ষিত নরপতি। ওমা আর্ঘ্য কর অবগতি ॥ উদ্ধ
 বের মহাত্ম্য সে শুনি। মহাপ্রেম রসাবেশে মূনি ॥ মহাবিশু
 প্রিয় মূনি বর। বিম্বতহইলা বহুতর ॥ হস্তে মাত্র আছে বোণী
 তাঁর। বাজাইতে নাহি সংজ্ঞাকার ॥ সদা দ্বারকাতে করি
 বাস। আছে অন্তঃপুর পথাভ্যাস ॥ শ্রীকৃষ্ণের অট্টালিকা
 দেশ। য়েই পথে করণ প্রবেশ ॥ আশ্চর্য্য সে পথেতে গমন

সদা পূর্বাভ্যাসের কারণ ॥ প্রভুর মন্দির [সন্নিধানে] । নারদ
হইল উপস্থানে ॥ মহোন্মদে যুক্তকলেবর ॥ ভূতাবিষ্ট যেমত
ইতর ॥ ভূমিতলে স্থান পতন । অচেষ্ট থাকেন কোনক্ষণ ॥
কখন উৎকম্প কলেবরে । কখন লুঠেন ভূমি পারে ॥ আত্ম
হৈয়া দ্রুতাপি রোদন । দ্রুতাপি করেণ আক্রোশন ॥
লক্ষ্মীদেয়া কখন গমন । দ্রুতাপি গায়েন সনতন ॥ শ্বেদ
কম্প পুলকান্ত সার । আদি প্রেম সম্পাদবি কার ॥
একবারে করেণ আশ্রয় । অতি উন্মাদিত মহাশয় ॥
গুণোন্মাতা ভূমি এইক্ষেণে । সাবধান তরা হও মনে ॥
মোরে স্থির করহ আপনি । ধৈর্য্যসহ শুনগো জননী ॥
মন্দিরের প্রকোষ্ঠে ভিতরে । সূতিয়া আছেন প্রভুবারে ॥
সে দিবস উদ্ধব বিমন । কোনো বৈমন সের কারণ ॥ প্রভু
পার্শ্ব ছাড়িয়া সে কাছে । দেহলীর প্রান্তে বসি আছে ॥ বল
দেব দেবকী রোহিণী । আর বসিয়াছেন কুকিণী ॥ সত্য-
ভাষা আদি দেবীগণ । বসিয়া আছেন অন্যমন ॥ কংসমাতা
পদ্মাবতী আরে । ছলিল দু বিল দৈত্য্যারে ॥ কৃষ্ণবার্তা প্রকা-
শ কারিণী । সেইস্থানে আছে নিবসিনী ॥ দাসীগণ আছে
সেইস্থান । তুষী হৈয়া সবে বস্তুমান ॥ শ্রীনারদ অপূর্ব চে-
ষ্টিত । আইলেন তথা আচম্বিত ॥ সবিস্ময় সকলে দেখিল
একবারে তখন উঠিল ॥ যত্নেতে করিয়া আনয়ণে স্বাস্থ্য
করিলেন তাঁরে ক্ষণে ॥ প্রেম অশ্রু জলেতে বদন । ভিজিয়াছে
মূনির সেক্ষণ ॥ অশ্রু করি প্রক্ষালন । মনোদুঃখে দুঃখী
সর্বজন ॥ কৃষ্ণ নিদ্রা ভঙ্গ আশঙ্কিয়া । কহিছেন অনুচ্চ করি-

যা ॥ ওহে মূনি তোমার চেষ্টিত । অদ্য কি প্রকার প্রকাশিত
 আকস্মিক ব্যক্ত এইক্ষণ । না দেখিলুঁ আমরা কখন ॥ ওহে
 বৃদ্ধ নাকহি বচন । তৃষ্ণা হৈয়া বৈস একক্ষণ ॥ শ্রীনারদ শুনি
 এবচন । অশ্রু ধারে মুদি ত নয়ন ॥ যুতেতে কারিয়া উন্মীলন
 নমস্কার করিলা তখন ॥ কম্প পুলকেতে ব্যাপ্ত কাষ । মদু
 স্বরে কহেন তথায় ॥ শ্রীউদ্ধব নিকটে আছেন । সন্তোষণ সা
 ক্ষাতে করেন ॥ প্রেম বিবশেতে মূনিবর । নাকরিয়া তাহারে
 গোচর ॥ কহেন উদ্ধব মহাশয় । মনোহর সৌভাগ্য নিলষ
 তাঁহার সহিত সে আমার । মিলন করাহ একবার ॥ তাঁর
 পদ ধলি পাই যবে । মম আত্মা শান্তি হয় তবে ॥ পুরাতন
 আধুনিক যত । ভক্তগণ ভিতর জগত ॥ নাপাইলা অনুগ্রহ
 য়েহ । উদ্ধব পাইলা কৃপা মেহ ॥ ভাগবত মধ্যে মহত্তম
 ত্রিজগতে নাহি যার সম ॥ হন মহাবিলুপ্তি উদ্ধব । তথাহি
 শ্রীমদ্ভাগবতে ভদবদুত্তম । ভক্ত ভাগবতে বৃহৎ । কহিলেন
 স্বয়ং শ্রীমাদ্রব ॥ ভক্তগণ হইতে মহিমা । কিকহিব অধিক
 অসীম ॥ বৃদ্ধা আদি সকল তনয় । বলরাম আদি ভ্রাতা-
 চয় ॥ নন্দাদেব আদি সখাগণ । লক্ষ্মী আদি ভার্য্যা য়ে গণন
 অনুপম শ্রীমূর্তি তাঁহার । যার নাহি সাধারণ আর ॥ য়ে
 উদ্ধব অপেক্ষা নিশ্চিত । প্রিয়তর নহে কদাচিত ॥ শ্রীমদ্ভা
 গবতাদি পুরাণে । স্প্রদিক্ত শ্রীকৃষ্ণ বচনে ॥ উদ্ধবের মহিমা
 ব্যঞ্জক । সৌভাগ্য সমূহ প্রকাশক ॥ অদ্ভুত প্রসাদ জাত হন
 ত্রিজগত মধ্যে বিলক্ষণ ॥ উগ্রসেন আদি যদুগণ । যাহা অদ্য
 করিলা কীর্তন ॥ কণ্ঠ দ্বারা করি প্রবেশন । হৃদয়ে করিয়া

আক্রমণ ॥ ধৃত্যচৌর মত হট করি । সব ধৈর্য্য ধন নিল হরি
 এতশুনিসসম্মত মতি । উদ্ধবউঠিয়াশীঘ্রগতি । নারদেরপাদদ্বয়
 ধরি । ক্রোড়ে রাখি আলিঙ্গন করি ॥ কৃপাভর পত্রে নিদ্রারূপ
 অনুমানি নারদের মন ॥ মনে হৈল কৃষ্ণ কৃপাচেষ্টে । অনির্কায়
 চ্যয়ে প্রসাদ হয়ে ॥ শ্রীরাধিকা আদি পাত্র তার । ভাবি
 প্রেম সম্পত্তির সার ॥ হইলা পীড়িত অতি ক্ষীণ । রোদ-
 নেতে বিবশ সুদীন ॥ যত্নে ধৈর্য্য আনি মূনি বরে । সাবধান
 করিয়া সত্বরে ॥ পরোত্কর্ষ্য বলিতবচন । উদ্ধব কহেন ততঃ
 জ্ঞণ ॥ হে সর্বজ্ঞমহামুনিবর । সত্যবাক্য গণ শ্রেষ্ঠ তর ॥ প্রভো
 কৃষ্ণ ভক্তি মার্গ যত । আদি গুরু আপনি ক্রমত ॥ যেকহি-
 লে সেই সব আর । ইহা হইতে অধিক বিস্তার ॥ সত্য আমি
 প্রতি প্রকাশিত । বস্তমান আছয়ে নিশ্চিত ॥ ইহা আমি
 জানিয়ে বিদিত । অন্যেও জানেন সূনিশ্চিত ॥ গিয়া বুঝে
 ইদানীসে সব । অনিবার্য্য কৈনু অনুভব ॥ তাহে মম সৌভা-
 গ্য ভিমান । সদ্য হৈল চূর্ণিত বিধান ॥ সেই অনুভবেতে প্রা-
 চুর্য্য । কৃষ্ণ প্রসন্নতার মাধুর্য্য ॥ প্রেম প্রেমবানের মাধুরী
 তদ্ভূত জানি অনুভব ॥ সব বুঝ বাসির দর্শনে । অতি
 ধন্য হইল আপনে ॥ অনুকম্প । প্রভুর তাহাতে । সম্যক জা-
 নিয়া আপনাতে ॥ তথা তাঁর প্রসাদাতিশয় । আশ্রয় আপ-
 নারে নিশ্চয় ॥ জানি অতি আনন্দ সাগরে । হইলাম নিমগ্ন
 তৎপরে ॥ গোপীগণ মহিমা আখ্যান । আমি যাহা করি-
 লাম গান ॥ আর গোপীপদ রজলাগি । গুল্ল লতা হইবার
 মাগি ॥ গোপীপদ রেণু নমস্কার । করিলাম জানি যাহা সার

তাহা সবে জানয়ে বিদিত । ভাগবতে আছে যে বর্ণিত ॥ কৃষ্ণ
 অনুগ্রহের বিষয় । শ্রীরাধিকা আদি গোপীচয় ॥ আশা-
 হৈতে অধিক অধিক । সুপ্রসিদ্ধ আছে সাক্ষরিক ॥ তাহা
 ব্যক্ত করি এই স্থানে । কহানহে জান অনুমানে ॥ সত্যভ-
 মাদির সে শ্রবণে । দুঃখ হবে সাপত্য কারণে ॥ কিম্বা তাহা
 শুনিলে বিস্তার । শ্রীকৃষ্ণের আর আপনার ॥ পরম প্রেমের
 অনুভাবে । পীড়াদি হইবে আবির্ভাবে ॥ অতএব মনিবর শুন
 নমস্কার করি পুনঃপুনঃ ॥ কাঙ্গসহ করিয়ে প্রার্থনে । সেই
 সব বস্তান্ত শ্রবণে ॥ যেই রস তাহা হৈতে ইবে । মনিবর বি-
 রাম করিবে ॥ পরীক্ষিত কহেন তখনে । শ্রীরোহিণী দেবী
 সুবমনে ॥ চিরকাল গোহলে বসতি । তথাকার জন প্রিয়
 অতি ॥ উদ্ধবের তাৎপর্য্য বচন । কৃষ্ণ রূপাপাত্র বুজজন
 জানি অশ্রুযুক্ত বিলোচিনী । নারদেরে কহেন রোহিণী
 অহো মহা দুর্দ্দৈব মারিত । সৌভাগ্যের গন্ধ বিরহিত ॥ নিম
 গুসুদৈন্যে বসাগরে । উল্লবঙ্কিজ্বালা তাপ ধরে ॥ বিরহে ব-
 দ্ধিত প্রেমানেশে । বিষ ভুল্য বোদ্ধল বিশেষে ॥ গোপগোপী
 বুজবাসিগণ । তাহাদের কিকব কখন ॥ ক্ষণকাল করিয়া চি-
 ন্তন । হইতেছি সুখিনী এক্ষণ ॥ হরিদাস বার্তা সে সবার
 নাকরাহ আরণ আমার ॥ বসুদেব আমারে যখন । বুজ হৈতে
 কৈলা আনয়ন ॥ মহাবর্তা শ্রীশোদা তখন । করিলেন অনেক
 রোদন ॥ তাহা শুনি পাশান গলয়ে । বজ্রের অন্তর বিদা-
 রয়ে ॥ নিশ্চিত ইহাতে নাহি আন । নাহি পারি করিতে
 ব্যাখ্যান ॥ কিন্তু এক জনের অন্তর । বজ্র হৈতে সুকাঠিন তর

নাহি হৈল আদু তাহা শুনি ॥ দুঃখ আর কি কহিব শুনি
 শ্রীরাধিকা আদি গোপীগণ। জীবনেতেমৃত সর্বক্ষণ ॥ তাহা
 দেয় বাস্তব। কোনজন। করিবেক মুখেতে গ্রহণ ॥ আমি অতি
 দুঃখিত অন্তরে। আইলাম মথুরা নগরে ॥ তব প্রভু গুরু
 আশয়। হইতে আইলে সে সময় ॥ অবুন্ধি আমিহই অতি
 দুঃখেতে কিঞ্চিৎ তার প্রতি ॥ সংক্ষেপেতে নিশ্চয় তাহার
 কহিয়াছিলাম সমাচার ॥ তাহাতেহ মানস ইহঁর। আদু
 নাহি হৈল একবার ॥ য়েহেতুক সন্দেশ চাতুরী। বিদ্যতে
 প্রগল্ভ তব ভূরি ॥ করিলেন তোমারে প্রেষণ। নাকরিয়া
 আপনি গমন ॥ আশ্বাস কি হইবে তাহাতে ॥ বাড়িল দ্বিগুণ
 দুঃখ জাতে ॥ এই কিবা প্রভুর তোমার। মহা রূপা এসাদ
 বিস্তার ॥ তাঁহাদের প্রতি হৈল বর্য। কহিতেছ সাধার তাৎ
 পর্য ॥ প্রত্যক্ষ হইল মম সবে। গেলেন শ্রীকৃষ্ণ বুজ যবে
 সেই দিনাবধি পুতনাদি। দৈত্যগণ হইয়া বিবদী ॥ ইন্দু বরু-
 গাদি (দবচয়। শকট অর্জন বৃক্ষদ্বয় ॥ অজাগর আদি বন্দ-
 বনে কেশদিল বহুক্ষণে ॥ বুজ বিনাশক উপদ্রব। কিবা নাহি
 হইল উদ্ভব ॥ তাহে বুজ জনের তথাপি। কৃষ্ণ প্রীতি ক্ষীণন
 কদাপি ॥ নাহি করেতদনুসন্ধান। নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি বন্ধমান
 কৃষ্ণ প্রেমে হইয়া মোহিত। উপদ্রব কালেতে নিশ্চিত ॥ সদা
 কৃষ্ণ মঙ্গল ইচ্ছেন। কভু নিজ ক্ষেম নাচাছেন ॥ শ্রীনন্দনন্দন
 কৃষ্ণে জানে। যদুনন্দনাদি নাহিমান ॥ স্বাভাবিক প্রেমেতে
 তাহার। করেণ য়ে কিছু ব্যবহার ॥ সব কৃষ্ণ স্বেচ্ছা কারণ
 নিজ সুখ নাচাহে কখন ॥ বজজন গণের তখন। তব প্রভু না

কৈল করণ ॥ গুপ্তবান করি বন্দাবনে । নিজকাৰ্য্য করি যা
 সাধনে ॥ পরিত্যাগ আদি কাৰ্য্য রেই করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র
 এই ॥ কহিতে না পারে ও জুয়ায । হবে অপকীৰ্ত্তি ব্যক্ততায়
 এতক শুনিয়া পদ্মাবতী । কংসের জননী দুষ্টা অতি ॥ ভুমিল
 নামেতে দৈত্য সঙ্গে । পুত্রোৎপন্ন হৈল যার সঙ্গে ॥ অতএব
 সুখ্যে চেষ্টিতা । জ্বাভে বিচার বিনাশিতা ॥ কাঁপাইয়া
 মস্তক বচন । কহিতে লাগিল ততক্ষণ ॥ আহা মহাকষ্ট
 গোপচয় । অকৃপা বিশিষ্ট সুনির্দয় ॥ তাহাদের হরি গোপ-
 লনে । করিলেন কণ্টক কাননে ॥ অচ্যুতে তাহার কদাচিৎ
 পাদুকানা করিল প্রহিত । ক্ষুধান্তর হইয়া কখন । তক্রাদিক
 করেণভক্ষণ ॥ গোপনারী তাহার কারণ । করিলেন কৃষ্ণে
 বন্ধন ॥ তাড়ন বিস্তর করিলেন । বহুতর যে দুঃখ দিলেন
 সময়ের গতিকে তথায় । সহিলেন কৃষ্ণ সমুদায় ॥ তাহাদের
 কৃষ্ণচন্দ্র ইবে । আর উপকার কি করিবে ॥ বুজ প্রিয়তমা
 শ্রীরাহিণী । সংপূর্ণ গান্ধীৰ্য্য হজারিনী ॥ মূঢ়া পদ্মাবতীর
 বচন । অবজ্ঞাতে না করি অবণ ॥ প্রস্তুত কহিতে রাহাছিল
 সংপূর্ণতাক্রিতে লাগিল ॥ রদু রাজধানী মথুরায় । আনি
 কৃষ্ণ অরি মারি তায় ॥ দ্বারকায সুখে নিবসেন । রাজরাজে
 শ্বর হইলেন ॥ ইন্দ্রে পারিজাতের হরণে ॥ জিনিলেন অব-
 লীলা মনে ॥ নরকাদি অসুর সংহারে । করিলেন বহু উপ-
 কারে ॥ তাহে দেব বৃন্দ বন্দে পায় । স্তব স্তোত্র করি সর্বদায়
 অহো তব ঈশ্বর কখন । বুজ বাসি গোপ পোপীগণ ॥ চিন্তেও
 আরুণ নাহি করো গমন খাদ্রক দ্রবতরে ॥ এতশুনি দেবী

শ্রীকৃষ্ণী । কৃষ্ণ প্রিয়া ভীষ্মক নন্দিনী ।। শ্রীকৃষ্ণ বক্ষেতে
 বাস যাঁরা । মানস জানেন সব তাঁর ।। রোহিণীর বাক্য না
 সহিতে । পারি কিছু লাগিলা কহিতে ।। ওগো মাতা শ্রীকৃষ্ণ
 অন্তর । নবনীত হৈতে মৃদুতর ।। অন্তরের ভাব য়ে তাঁহার । না
 জ্ঞানি কহিছ এতকার ।। শুনিযাছি য়ে সব কথন । তাহাকর
 তোমরা শ্রবণ ।। রাত্রে নিদ্রা সময়ে স্বপনে । কিবা কহেন
 বচনে ।। কালিন্দী যমুনা আদি করি । যত ধেনুগণ নাম ধরি
 মধুরমধুর প্রীত্যাথ্যানে । ধেনুগণে করেণ আস্থানে ।। শ্রীদাম
 সুদাম হে সুবল । শ্লোক কৃষ্ণ হে মধুনঙ্গল ।। আদি নাম করি-
 যা গ্রহণ । সখাগণে ডাকেন কথন ।। কখনোবা হইয়া ত্রিভঙ্গ
 মুখে বংশী লইয়া সরঙ্গ ।। মনোহর পরম আকৃতি । অভি-
 নয় করেণ প্রকৃতি ।। কদাচিত্ত কহেন জননী । বিতরহ আমা-
 রে নবনী ।। কভুবলি শ্রীরাধেললিতে । আমারে ডাকেন ভ্রান্তি
 চিতে ।। কভু চন্দাবলি সম্বোধনে । কিবা মোরে করহ বঞ্চনে
 ইহা কহি করে আকর্ষণ । মম শাটী করিয়া গ্রহণ ।। কখনো
 বা নবনের জলে । শর্যা আদি ভিজান সকলে ।। স্বপ্ন হৈতে
 উঠিয়া তত্কণ । আত্ম স্বরে করেণ রোদন ।। যাত্রে মগ্ন হই
 মোরা সব । দুঃখে শোক রূপ মহাগবে ।। অদ্যরাত্রে স্বপ্নে
 কি দেখিয়া । হৈলা শোকে বিকল কান্দিয়া ।। বিমনস্ক কার
 ণে পীড়িত । শিরে বস্ত্র করিয়া অর্পিত ।। সুপ্তন্তল্য পালকে
 আছেন । নিত্য কৃত্য নাহি আচরণ ।। সত্যভামা শুনিয়া ক-
 থিতা । নিজ সপত্নীতে ঈর্ষান্বিতা ।। সহিতে না পারিয়া ভা-
 মিনী । কহিতে লাগিলা হে কৃষ্ণী ।। নিদ্রাতে সেমত আচ-

রূপ। ইহা শুনি কি কর জম্পন ॥ কিমপি কিমপি জাগরো
 নিজচিন্তে করিয়া চিন্তনে ॥ সুপ্ততুল্য করেণ তাদৃশ। বিস্তা-
 রিয়া কহিলা যাদৃশ ॥ দ্বারক। নগরে মোরা সব। নাম মাত্র
 ভাবিয়া অনুভব ॥ নন্দবজ্র বানি গোপীচয়। তাহাদের দানী
 স্বাভাব্য ॥ বস্তুত তাহারা সুবিদিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া সুনি-
 শ্চিত ॥ তবে বলরাম নাহি পারে। তাহাদের বাক্য সহিবারে
 গোদল গোদল বানিজন। অতি প্রিয়তম হার হন ॥ কুকি-
 গ্যাদি বাক্য মিথ্যা মানি। রোহিণী নন্দন রোষেবাণী ॥
 কহেন শুনহ বধুগণ। ভ্রাতার কহিলে আচরণ। বুজবানি সহজ
 দৈন্যের। বার্তা কথাপর আমাদের ॥ বঞ্চনা নিমিত্ত সে আ-
 চারে। কপট কার্যেতে পটুতরে ॥ গোদলে থাকিয়া মান
 দ্বয়ে। তাহাদের স্বাস্থ্যের আশয়ে ॥ তাহাদের মন বুঝাবারে
 কহিলাম অনেক প্রকারে ॥ তোমাদের বিরহে ব্যাদল। ইহ
 যাছে শ্রীকৃষ্ণ আদল ॥ অতিদুঃখে করিতে সান্ত্বন। করি-
 লেন আমারে প্রেরণ ॥ শেষ বৈরিবর্গ আছে যত। তাহা-
 দিগে করিবা নিহত ॥ অদ্য কিম্বা কল্য সুনিশ্চিত। স্বয়ং
 আগিবেন দিতে প্রীতি ॥ ইত্যাদি কহিয়া নানামত। আর
 আচরিয়া লীলা কত ॥ নাপারিনু করিতে সান্ত্বনা। করিলাম
 তবে বিবেচনা ॥ কৃষ্ণ ব্যতিরেকেতে কখন। নাহিবে সান্ত
 বুজজন ॥ ইহা দেখি শপথ বিবিধ। শত২ দিয়া নানা বিধ
 করি যত্ন বহু আচরণ। ঈষৎ করিয়া আশ্বাসন ॥ তাহাদের
 সন্ততি ব্যতীত। আইলাম এখানে দ্বন্দ্বিত ॥ কহিলাম কাতর
 প্রকারে। গিয়া কৃষ্ণ বুজে একবারে ॥ করি বাল্য লীলাদ্য-
 চরণ। বুজজন রক্ষহ জীবন ॥ যাইতেছি মুখে মাত্র কহে। মন

তঁার সেইমত নহে ॥ মানসের থাকে সেইভাব । কার্যদ্বারা
 সাক্ষি অনুভাব ॥ থাকে অন্য মুখে অন্য তাঁর । কপট পাট
 ব এই সার ॥ ইহা শুনি শীঘ্র ভগবান । শয়্যাট্টেতে করিয়া
 উত্থান ॥ প্রিয় প্রেম পরাধীনমন । উচ্চৈশ্বরে করৈণ রোদন
 গৃহ মধ্য হইতে তখন । বাহিরেতে করিলাগমন ॥ প্রকুঞ্জ পক্ষ
 জ মেন্ত্র দ্বয় । অক্ষধারা অনেক বর্ষয ॥ পরম কারুণ্যেতে কা-
 ছর । কহিছেন সগদগদস্বর ॥ সত্য মহাবজ্র সারে । ঘটিত
 হৃদয় এ আনারে ॥ য়েহেতু এখনো দুই থান । নাহিল বিদী
 গ বিধান ॥ বাস্যাবধি মোরে বজ্রজন । চিরকাল যে কৈলা
 পালন ॥ সেই প্রেম নহে সাধারণ । করিলাম সব বিস্মরণ
 কোনমতে তাহাদের হিত । কিঞ্চিৎ কর্তব্য সন্নিহিত ॥ সে
 ধাতক প্রত্যুত এখানে । কোমল আয়ত বজ্রজনে ॥ আমি
 ক্রুর মন অতিশয় । দিলাম অত্যন্ত দুঃখচয় ॥ ওহে ভাই
 সর্বত্র উদ্ধব । তুমি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুতসব ॥ কহ অতিদুরায় বচন
 কি করিব বজ্রের কারণ ॥ এই শোক সমুদ্র দুঙ্গার । হৈতে
 মোরে করহ উদ্ধার ॥ নন্দপত্নী প্রিয় সখীতবে । দেবকী শুনি
 লা এতয়বে ॥ পুত্র সুহবতী অনুভব । করিলেন যদ্যপি উদ্ধব
 বজ্র যাতে ক্রোধেরে করিবে । তবে পুত্র বিচ্ছেদ হইবে ॥ এ
 আশঙ্কা করি নিজ মনে । কহিলেন দেবী সেইক্ষণে ॥ পরমো
 পকারি বজ্রজন । যাচে বাঞ্চে দেহত এইক্ষণ ॥ তবে মূঢ় বৃদ্ধি
 পদ্মাবতী । উগ্রসেন মহিষী দুর্মতি ॥ বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণর মাতা
 নহা । রাজ্যদানে ভয় পাষাণতহি ॥ পূর্ব তাঁর বাক্য অশ্রবণে
 রাম মাতা করিলা হেলনে ॥ স্বামী রাজ্য রক্ষার কারণ ।

চাতুরি করিয়া বিরচণ ॥ বাক্যের কৌশলে অনাচিত্ত । শ্রীকৃষ্ণ
 রে করিবা নির্মিত ॥ যুদুবংশগণের শরণে । কৃষ্ণে সুস্থ করি যা
 মননে ॥ পরিহাস তুল্য পদ্য বতী । সেইকালে কহিছে তার-
 তী ॥ কৃষ্ণ কেন কর অন্তাপ । শুন মম মন্ত্রণা বিলাপ । একা
 দশ বর্ষ দুই ভাই । নন্দ গোপ মন্দিরেতে যাই ॥ গোচারণ
 করিলে তাহার । দেয ব না দেয বৃত্তি তার ॥ তোমরা যা করি
 লে ভোজন । গর্গহস্তে করা যা গণন ॥ জ্যেতিবেত্তা গর্গ যে
 গণিবে । নূনাধিক তাহাতে নহিবে ॥ অনুকণ গণনে যতেক
 হবে তার দ্বিগুণ প্রত্যেক ॥ আমি নিজ স্বামীর দ্বারেতে ।
 দেযাব শপথ কৈনু তাতে ॥ ভগবান এতেক শুনিয়া । ক্ষত
 বাক্য অশ্রুত করি যা ॥ বজ্রবাসি জনের অনিষ্ট । নিজ কৃত্য
 কয় যেই ইষ্ট ॥ জানিয়াও যেন নাজানেন । শোক বেগে উদ্ধ
 বে পুছেন ॥ গোদলানামির অভিপ্রায় । আপনি জানহ সনু
 দায় ॥ হে বিদ্বান শ্রেষ্ঠ তাহাদের । কিবা হয় অভ্যস্ত মনের
 বিলম্ব না করি যা উদ্ধব । আমারে বলহ শীঘ্র দব ॥ দেবকী যে
 কহিলা বিদিত । দিতে বজ্রবাসির বাঞ্ছিত ॥ এই প্রশ্ন সেই
 অভিপ্রায় । করিলেন কৃষ্ণ শ্যামরায ॥ যদ্যপিহ কোন দানা
 দিতে । বাঞ্ছাপূর্ণিতাদের নিশ্চিত ॥ নাহি হইবেক কদা-
 চিত । আপনার গমন ব্যতীত ॥ জানিয়াও আপনি এভাষা
 নস্ত্রিবরে করিলা জিজ্ঞাসা ॥ নস্ত্রিয়ুক্তি বচন লইয়া । বুজিয়াব
 সত্ত্বর হইয়া ॥ নারিবেক কেহ নিবারিতে । এই ভাবে পুছি-
 লা নিশ্চিত ॥ সেই কৃষ্ণ বাক্যের শ্রবণ । করিয়া উদ্ধব ততঃ
 ক্রণ ॥ হৃদযেতে দুঃখিত নিতাস্ত । প্রেমভরে বিবশ একান্ত

তাৎপর্য্য না করি অবধান । রাখা শ্রুত অর্থ করি জ্ঞান ॥ সু-
দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগিষ্ণু । সানুতাপে কহেন তখন ॥ রাজরাজে
শ্বরতা বৈভব । আর দিব্য বস্ত্র যত সব ॥ অন্য কিছু না করে
কামনা । নন্দাদিক বুজবাসি জনা ॥ ইহলোকে পরলোকে
আর । কামনা বিষয় নাহি তাঁর ॥ তোমাতে কেবল সদাচাহে
বুজবাসি সুদুঃখিত তাহে ॥ আমি যাহা করিয়ে জ্ঞাপন । অব-
ধান কর ইথে মন ॥ পশ্চাৎ বিচারি য়ে কর্তব্য । করিবেন
যথোচিত ভব্য ॥ আমি তাহা কিকব এখন । স্বয়ংবুঝি করহ
করণ ॥ পূর্বে ভূমিনন্দে সহিত । ভূষণাদি করিলে প্রেরিত
য়শোদাদ্য্য শ্রীরাধাদ্য্য আর । দেখি বস্ত্র সে সব প্রকার
হৈয়া মগ্ন শোকের সাগরে । কহিলেন বাক্য পরস্পরে
অহোবত মহতকষ্ট এই । ভূষণাদিপাঠাইকায়েই ॥ এইরূপা
যোগ্য মোরা অতি । জানিলেন শ্রীকৃষ্ণসংপ্রতি ॥ পূর্বে নাহি
ছিল এইমত । ইবে মহা দুর্ভাগ্য নিরুত ॥ ধিক২ সেইন্ত জীব-
নে । কষ্টমধ্যে য়ে আছে এখনে ॥ ধিক২ গোপগণে যারা
কৃষ্ণ ত্যাগি আনে অলঙ্কারা ॥ তাথৈ তব গমন আশয়
ত্যাগ করি সবে নিশ্চয় ॥ তব মাতা যশোদা সহিত । মৃত
প্রায় সকলে নিশ্চিত ॥ নিধার্য্য করিয়া স্বমরণ । অরুণ্ডিলা
সবে অনশন ॥ ততঃপরে নন্দ মহাশয় । কৃতাপরাধ ভল্য
দিন ত্রয় ॥ শক্তি নাহি কিঞ্চিৎ কহিতে । শোক দুঃখে অত্য-
ন্ত পীড়িত ॥ বুজের রক্ষিতে তবে প্রাণ । করি যুক্তি কৌশল
বিধান ॥ বুজে তব গমন বচন । তথাহি

জাতীন বোদ্ধুঁকুঁমিচ্ছামি বিধায় সুখনাশ্রমঃ ।

দিয়। বহু শপথ তখন ॥ সাক্ষ্যবारे বুজবাসি চয়। কহি
লেন নন্দ মগাশয় ॥

শ্রোমের বোধক দ্রব্য প্রথমেতে। পাঠাইয়া দিলা পুত্র
এখানেতে ॥ নহে তোমাদের অভিনাষ জ্ঞানে। প্রেরণ করি
লা এসব এখানে ॥ সত্যবাক্য স্বয়ং পশ্চাৎ ছুরায়। আশি-
দেন অতি অবশ্য এথায় ॥ নিজ প্রস্তুতার্থে আছে সে
খানে। শীঘ্র সেই সব করি সমাধানে ॥ সরল মানস সকলে
একথা। শুনিয়া বিশ্বাস করিলা সর্বথা ॥ করিলে ধারণ এই
অলঙ্কার। কৃষ্ণ ছুট হবে করিয়া বিচার ॥ অলঙ্কার দেহে করি
লা ধারণ। কিন্তু নাইইলা তাহে সুখমন ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোহলে
করি আগমন ॥ প্রসাদ ভূষণ ধারণ কারণ ॥ আমাদিগে
আজ্ঞাপালক নোথিয়া। করিবেনকৃপা সন্তোষপাইয়া ॥ আপ-
নি নাগিয়া স্বয়ং তথাকারে। সমর্পিয়া যেই সন্দেশ আমা-
রে। শ্রীবৃজ ধামেতে করিলা প্রেরণ। কহিলান আমি সকল
বচন ॥ তথাহি দশমস্কন্ধে কৃষ্ণ সন্দেশঃ।

ভবভীনাং বিযোগেনে নহি সর্ব্বা অন্য কুচিৎ।

স্বথাভূতানি ভূতেষু খংবায়বগ্নী জলং নহী। তথা

হৃদ্য মমঃ প্রাণ বুদ্ধোদ্ভিদ্য গুণত্রয়ঃ ইতি ॥

তব জ্ঞান নিশ্চ এসববচন। শুনি শ্রীরাধিকা আদি গোপী
গণ ॥ নিরাশা হইয়া তব আগমনে। হত প্রায় হৈল রুতবুজ
জনে ॥ সাক্ষাতে তাঁদের দেখি সে প্রকার। অতি দুঃখি মন
হইল আমার ॥ অবস্য শ্রীকৃষ্ণ তানিব এথায়। এইত প্রতি-
জ্ঞা করিয়া তথায় ॥ বহু রাত্রে প্রাণ তাঁদের রুদ্ধিয়া। আইল

লাম তব নিকটে খাইয়া ॥ তুমিহ তথাপি স্বয়ং নাহিগিয়া
বলদেবে পুন দিলে পাঠাইয়া ॥ নম আগমন পরে দুঃখি
চিত্ত । ব্যাঘ্রলিত তব প্রাপ্তির নিমিত্ত ॥ পরিত্যজ সব বিব
ষের ভোগ । যে অবস্থা হৈল তাহাদের যোগ ॥ নিজাগ্রজে
তাহা করহ জিজ্ঞাসা । কহিবারে আমি নাপারি সে ভাষা
এতশুনি কৃষ্ণ বজের বিচ্ছেদে । কহিলেন মগু সিক্তভূজ্য কেন্দ
তাদেশি দেবকী কুকিণ্যাদি সবে । অবনত ম্লান মুখ কান্দে
তবে ॥ কৃষ্ণ যাবে বুজে বিরহে তাঁহার । ভাবে মনে নাহিবাঁচি
বেক আর ॥ কৃষ্ণচন্দ্র অতি সুকোমল মন । সহজে তাঁদের
দেখিয়া বদন ॥ নাহইলা শক্ত সদ্য ত্যজিবারে । ব্যগ্রচিত্তা
কিছু নারে কহিবারে ॥ লিখিবারে তবে পত্র আশ্বাসন । এক
গজ পত্র মসীর রচন ॥ শঙ্কেত দ্বারেতে করিণ তখন । এই
রূপ পত্র করিতে লিখন ॥ যথা

প্রস্তুতার্থং সমাধায়াহত্র ত্য্যনা স্বাস্য বাঙ্কবান । এ

যোঃ মাগত প্রায ইতি জানীত মৎপ্রিয়াঃ ।

উপস্থিত প্রয়োজন আছে রাহা । কথঞ্চৎ করি সমা-
ধান তাহা ॥ দ্বারকা নিবাসি যত বন্ধুজন । যাদবাদি সবাকরি
আশ্বাসন ॥ এই আমি তথা মাগত প্রায । হে মৎপ্রিয়া
ইহা জানিবে বিধায় ॥ এইরূপ প্রেমপত্র আশ্বাসন । বুজ-
মধ্যে কৃষ্ণ করিতে প্রেযণ ॥ স্বহস্তেতে তাহা করিয়া লিখন
সে কেবল গাঢ় প্রতীতি কারণ ॥ পত্র প্রস্তাপন মাত্র কৃষ্ণহিত
অভিপ্রায়ে জানি উদ্ধব নিশ্চিত ॥ বুজবাসিজন মনোভিজবর
অত্যন্ত বেদনা পাইল অন্তর ॥ স্মতএব করি উদ্ধব রোদন

শপথ প্রদানে কহেন তখন ॥ পরম মধুর অতি মনোহর
 তব পাদপদ্ম যুগল সুন্দর ॥ বৃন্দাবনে শুভ প্রয়াণ ব্যতীত
 প্রেম পাত্রাদিক হইলে প্রেরিত গা না বাঁচিবে কোন প্রকারে
 নিশ্চিৎ ॥ নাহি ইচ্ছে অন্য কিছু কদাচিত ॥ ইহা আমি করি
 লাম সুনির্ণয় ॥ জান প্রভো ইহা কনি নিশ্চয় ॥ এত শুনি কংস
 মাতা সুদ্রমতি ॥ মাথা হেলাইয়া হাস্যকারি অতি ॥ কহে
 ছংকারিয়া বুদ্ধিলস ॥ নির্বুদ্ধি দেবকি বৃত্তান্ত য়েছিল ॥ শ্রীন-
 দাদ্য চির গোরগ দিলেন ॥ উদ্ধবেরে বশীভূত করিলেন
 তাহার সাহায্যে পুত্রেতে তোমার ॥ আনাইয়া গোদলেতে
 পুনর্ব্বার ॥ অতি ভয়ানক সুদুগম বনে ॥ ব্যাঘ্রাদি সেবিত কণ্ঠ
 ক বলনে ॥ নিজ পশুসব করায়ে রক্ষণ ॥ এইছা করিল বৃত্ত
 গোপগণ ॥ এতবসিত বাক্য শুনিয়া তাহার ॥ রাম মাতা
 প্রিয় সখী যশোদার ॥ সহিতে অশক্তা হইয়া তখন ॥ অতি
 কোপান্বিতা কহেন বচন ॥ আঃ কংসমাতা সুদ্রমতি বরে
 গোরক্ষায় কক্ষ নিয়ুক্ত কি করে ॥ ক্ষণমাত্র কৃষ্ণ নাকরিদর্শনে
 বৃজজন নাহি বাঁচয়েজীবনে ॥ বল শোভা কৃষ্ণ দেখিতে কচিৎ
 বৃক্ষ মধ্যে যদি হয় অস্তহিত ॥ ওহে সতি শ্রীদামাদি সহচর
 রোদন সহিত ব্যাঘ্রল অন্তর ॥ বৃক্ষ বৃক্ষ বলি মহা উচ্চস্বরে
 ডাকিয়া বেড়ায় অনুেষণ করে ॥ বৃক্ষস্থিত শ্রীরাধিকাদির দিন
 হয়রাত্রি যেন প্রলয় কালীন ॥ কৃষ্ণ অদর্শনে লবমাত্র কাল
 চতুর্য়ুগ তুল্য মানেন বিশাল ॥ মূল্যমূল্য রবি করেণ দর্শন
 পশু রজপথ হেরেণ তখন ॥ বিকালে শুনিয়া কৃষ্ণ বংশীরবে
 মহা প্রেম ময়ী দশা পান সবে ॥ এসব প্রকারে কৃষ্ণ গিয়া বন

গোবর্দ্ধন করুণ এই চ্ছা কখন ॥ তাঁহাদের মধ্যে নাঘটে কাহা
 র । সবিশেষ ইহা কহিলাম সার ॥ ইহঁবন্দাবন নবীনবিগিনে
 গোবর্দ্ধনে আর রমুনাপুতিনে ॥ সহ সহচর সর্বত্রভ্রমণ । করি
 বারে অতি সেকৌন্তকমন ॥ গোবৎসাদি সঞ্জেসঞ্জে নিত্যবনে
 সহাগ্রজ স্বয়ং করেণ গমনে ॥ যে সা বিগিনে বহু সরোবর
 সুনির্মল জল অতি মনোহর ॥ চক্রবাক চক্রবাকী দ্বয়ে মেলি
 নারস সাবসী করে কত কেলি ॥ ডালুক ডালুকী আদি পক্ষি
 গণ । মত্ত হৈবা তত্র করে বিহরণ ॥ এফুল্লিত চাকু কমল উৎ-
 পালে । অলির আবলি কেলি দ্রুত হলে ॥ করয়ে তাহাতে গন্ধ
 প্রসারিত । চন্দ্রিগ সব করে আয়োদিত ॥ তেমত প্রকার
 রমুনা আছে যে । মহাশয় বিচিত্রতা অযীহযে ॥ শ্রীবৃজ ভূমি
 র সজ্জিনী সুগতি । অনির্লক্ষণীয় অতি শোভাবতী ॥ তথা
 বিক্রাগিরি আদিরসমুদ । মানস গজাদ্য নদীগণসবা ॥ কলি-
 ন্দজা তল্য অতি শোভাবতী । যেসব বিগিন মধ্যে বিলসতি
 রমুনাদি নদী আর সরোবরে । অতিরম্যতটে দেখিতে সুন্দরে
 কোমল বালুকাচিত ভব্যতর । তৃণগণ নবীন সদা নিকর
 স্বাভাবিক ঘেষ ত্যজিয়া বিহরে । নানা মৃগ পক্ষি অতি মনো
 হরে ॥ দিব্য পুষ্প ফল পল্লবআবলী । ভারে নমুনতা বৃক্ষাদি
 সকলি ॥ সুমত্ত ময়ূর পিক শ্রেণি আর । করে নাদ তথা বিবি
 ধ প্রকার ॥ বৃক্ষা ষোড় করে নানান প্রকারে । তথাহি যথো
 ক্তং বৃক্ষনৈব দশশৃঙ্গে ।

তদূরি ভাগ মিত জন্ম কিমপাট ব্য মিত্যাদি ।

অতি স্তুতি নতি সে করে যাহারে ॥ বৃন্দাবনে বৃজ গোব-

দ্রুনে আর । নাহিক হরণ হিংসা ব্যবহার ॥ মেহেত্ত রক্ষক
অপেক্ষান তথা । সমহিষাদি গাবীগণসর্ষধা ॥ যাই প্রাতঃ
কালে বিপিনে সকলে । স্বচ্ছন্দে খাইয়া তথা যামজলে
পুন আসে গৃহে সজ্জার সময়ে । তথা নাহি ক্লেণ গোব্রজা
বিষয়ে ॥ পুনঃকংসমাতা কহিছেরে বলে । শুন রোহিণী
রাম মাতা বাচালে ॥ যদি রক্ষকাপেক্ষা নাহিতথায । তবে
একণেকে গবাদি ভাষ ॥ রক্ষক কৃষ্ণের অভাবেতে নষ্ট
হইল সকল শুনিতৈছি স্পষ্ট ॥

শ্রীগোপালদেব শুনি বৃদ্ধার বচন । ভট্টলেন সন্তোষে
পীড়িত বিমন ॥ চিন্তে তাপ জন্মি শূক মুখাজ্জিগল । শিব
জন অপবর্ত্ত । শঙ্কায় ব্যঙ্গন ॥ মধুপুরী ভাগমন হইতে
প্রাচীন । তাহার পরেতে যেরূপ হয় কৰ্ণচীন ॥ বুজের বৃত্তান্ত
সব বলদেব জানে । অশ্রুযুক্ত চাঞ্চিনেন তাঁর মুখপানে
বুঝিয়া ভ্রাতার ভাব রোহিণী নন্দন । বুজের বৃত্তান্ত সব কহি
য়া আরণ ॥ স্বথৈর্য রক্ষণেতে অশঙ্ক হইলেন । উচ্চ সুস্থরে
তে কান্দি সব্যক্ত কহেন ॥ গবাদি তোমার প্রীতি পালিত
জীবন । নাহয় বিচিত্র কিছু তাহের মরণ ॥ বন্দাবন বনবাসি
মৃগপক্ষিগণ । ভাগীরকদয়াদি য়ে বৃক্ষগণন ॥ তৃণলতা নিম্ন
ঐ পুঞ্জাদি স্বজীবন । তোমাতে করিল ভাষা সকলে অর্পণ
রমুনা দ্যা নদী আর গিরি গোবর্জন । রূপতা হইল প্রাপ্ত সংশ
য জীবন ॥ তোমার দ্বিচ্ছেদে অতি দুঃখের প্রভবে । মরিল
অনেক বৃজ নিবাসি মানবে ॥ কতক মানব ভব সত্য বাক্য
জানি । আশায কেবল তারা ধরিয়াছে প্রাণী ॥ অতঃপর

শুনিবারে ইচ্ছা নাহি কর । মহানর্থ পাপি হবে তাহাতে প্র-
 থর ॥ তুমি যদি অবশিষ্ট বুজবাসি গণে । অনুকম্পা প্রকাশ
 না করহ একণে ॥ তবে যম অনুগ্রহতাদিগে স্বরায় । করি-
 বেন তাহে দুঃখ যাবে সমুদায় ॥ নিবিষ কালিয় হৃদ করিলে
 জাপনি । তাহাতে বিপুল শোক জানবে এখনি ॥ ত্যজি-
 তেন বিয়গানে স্বরায় জীবন । নিবিষ কালিয় হৃদে দুঃখ
 একারণ ॥ শুন অন্য হেতু শোকে কলিন্দ নন্দিনী । হৈল
 স্বপ্নজলাবুজ ভূমি সম্বন্ধিনী ॥ শুক রসা তাহাতে প্রবেশ
 নাহি হয় । মরণের অনুপায় দেখি দুঃখময় ॥ আপনি করি
 যা যারে করেছে ধারণ । স্বর্গপ্রাপ্ত কৈলে সেই গিরি গোব-
 র্দ্ধন ॥ তোমার বিরহে হৈল নীচ অতিশয় । অতএব তাহা হৈতে
 পতন লায় ॥ নাহি বাহিরায অনশনেতে জীবন । তবনামা
 মৃত করে রেহেতু নেবন ॥ কিন্তু আমি অনুনানি শুক মহাবনে
 দাবানি উপায় হবে তাঁদের মরণে ॥ এতখনি ক্লম পর-
 দুঃখেতে কাভর । কোমল স্বভাব হৈল অতি দুঃখী ভব
 মলদীন ভল্য বসরাম কণ্ঠে ধরি । অঞ্জের চন্দন অশ্রুধারে
 ধৌত করি ॥ অতি উচ্চ দুয়রেতে করিয়া রোদন ॥ পরে রাম
 সহ জামলুটেন তখন ॥ হটলেন মূর্ছিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম
 সন্নিব নাটিক বাক্য হইল বিরাম ॥ রোহিণী উদ্ধব আর
 দেবকী কুক্কিনী । সত্যভামা আদি রত পুত্রবাসি যিনি ॥ তা-
 দ্ধশ রোদন তার দুহতা মোহিত । অপূৰ্ণ দেখিয়া সবে অত্য-
 ন্ত দুঃখিত ॥ বিকল হইয়া সবে করেন রোদন । এরূপ শুনিয়া
 রত পুত্রবাসি জন ॥ বসুদেব সহ উগ্রসেনাদি যাদব । মহা

আত্মস্থরে কান্দি ধাবমান সব ॥ সেইস্থানে আগমন করিয়া
সকলে । প্রভুরে ভেঁমত দেখি তইলা বিভুলে ॥ গর্গ সান্দি-
পনি আদি আর পুরজন । এমত দেখিয়া সব বিনোহিত
মন ॥ শ্রীল সনাতন গোষ্ঠানির স্বর্গন ॥ প্রেমাদয় হৃদয়ার
করিলে শ্রবণ ॥ তার সর্ব অর্থ ব্যাখ্যা করে সাধ্য কার । কি-
ঞ্চিৎ কেবল কহি আত্ম শোধিবার ॥ শ্রীশুরু চরণপদ্ম ভাবিয়া
অন্তরে । শ্রীজয়গোবিন্দ দাস নাগে প্রেমবরে ॥ ইতি শ্রীভাগ
বতানুতে ভগবদনুগ্রহ ভর পত্রে নিকার খণ্ডে প্রিয়তমো
নাম ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ॥

সপ্তমে বুদ্ধাণ্যুজ্ঞা মোহে সান্তে স্বয়ং প্রভুঃ ।

গোপীনাং পরোমৎকর্ষ মাহাত্ম্যে হৃদয়ানু নিঃ ॥

পরাক্রম কহে দেহ মাতা মন । পরিবার সহ শ্রীরূপ
তখন ॥ মহার্তি ব্রোদন করিলেন যেই । সকলবুদ্ধাণ্ড ব্যাপ
লেক সেই ॥ বজ্র বায় শব্দ নির্ঘাতোলাপাত । বুদ্ধাণ্ড
ব্যপিবা তৈলমহোৎপাত । গুরু পুরোহিত প্রভৃতি মোহি
ত । নাহি প্রবোধক কেহ সন্নিহিত ॥ বুদ্ধা স্বয়ং তথা কৈলা
আগমন । বেদ পুরাণাদিবৃত দেবগণ ॥ দেখিলেন কক্ষ মোহি
তাদিপার । প্রিয়তম জন প্রণয় কাতর ॥ নিগুঢ় আপন
মাহাত্ম্য ভর । প্রকাশ করিতে উদ্ধত অন্তর ॥ পূর্বে যে
মোহাদি দশা নাহি ছিল । তেঁমত অপূর্ব দশা নেহারিল
চতুর্মুখ পিতা গুরু আপনার । মহানারায়ণে দেখি চমৎকার
ভক্তি প্রেমোদয়ে ঈর্ষ্য গেল দূর । ক্ষণকাল বুদ্ধা কান্দি
প্রচুর ॥ যত্নে ধৈর্য যুক্ত করি আপনারে । স্বাস্থ্য প্রভু বরে

ভবে করিবারে ॥ হৃদয়েতে চিন্তা করিয়া উপাস্ত ॥ পাইলেন
নিজ মানসে তাহাষ ॥ তত্র কৃষ্ণপাশ্বে গরুড় মোহিত ॥ ছিল
রোদনেতে অতি মগ্নচিত্ত ॥ উচ্চভাষে ডাকি করি সচেতন
চতুর্মুখ তারে কহেন বচন ॥ রৈবত পার্শ্বত লবন সাগর ॥ মধ্য
স্থলে এই দ্বারকা ভিতর ॥ বিশ্বকর্মা করিলেন সুনির্মাণ ॥ য়ে
শ্রীবৃন্দাবন অতি শোভামান ॥ শ্রীনন্দ যশোদা আদি শ্রীরা-
ধিকা ॥ তাঁহার সঙ্গিনী যতক গোপিকা ॥ ইত্যাদি সকল
বৃজ পরিকর ॥ প্রতিমা কপোতেশোভিত ভিতর ॥ বৃজবর্তি
স্তল্য শ্রীকৃষ্ণ পালিত ॥ গোয়ূথ প্রতিমা আছে যে নির্মিত ॥
পাক্ষি মৃগ আদি যেন বৃন্দাবনে ॥ ভাসবার মূর্তি আছে যে রচ-
নে ॥ স্বয়ং বৃন্দাবন এই স্থানে যেন ॥ আসিয়াছে নিঃসংশয়
মানি হেন ॥ সেই স্থানে কৃষ্ণে অগ্রজ সহিত ॥ এইমত মোহ
য়েন হয় স্থিত ॥ বিনতা নন্দন ভূমি যত্ন করি ॥ অম্পে ২ লৈয়া
স্নান পাঠে ধরি ॥ সেখানে রাউন রোহিণী কেবল ॥ অন্য জন
কেহ নায়াবে বিরল ॥ বৃদ্ধার প্রয়ত্নে সেই খাগশ্বর ॥ সুস্থ
হইলেন বিশারদ বর ॥ অম্পে ২ ভবে কৃষ্ণ বলরামে ॥ উঠা-
ইয়া লটলেন পৃষ্ঠধানে ॥ বসুদেবাদিরে বৃদ্ধা প্রবোধিয়া
দিলেন স্বকীয় স্থানে পাঠাইয়া ॥ গরুড় লইয়া চলিল যখন ॥
রাম কৃষ্ণ সংক্রা পাইলা তখন ॥ সাক্ষাতের স্তল্য আছে বস্ত্র
মাণে ॥ শ্রীনন্দ যশোদা প্রভৃতি যে স্থানে ॥ তথ্য অম্পে ২ পাল
ক্লেপরিত ॥ শ্রীনন্দনন্দনে করিলা স্থাপিত ॥ শ্রীদেবকী পুত্র
বাত্সল্য নিষেবী ॥ শ্রীকৃষ্ণী সত্যভামা আদি দেবী ॥ কংস
মাতা গম্ভাবতী যারা স্থানে ॥ উদ্ধব সহিত আসিয়া সে স্থানে

তেনমত দশা ক্রমের দেখিয়া । নাহি পারিলেন যাইতে তঃ
 জিহা । যেহান হইতে পান দেখিবারে । দাঁড়াইলা আসি
 সব তথাকারে ॥ বৃদ্ধার প্রার্থনে দূর বৃক্ষান্তরে । লুকাইত
 হৈয়া থাকিলেন পরে ॥ শ্রীকৃষ্ণের মোহাতপাদন কারণ
 য়েহেতু নারদ কৈলা উত্থাপন ॥ সেই হেতু মানিলেন বাধা-
 কারে । কৃতাপরোধির তল্য আপনারে ॥ দেবগণ আর যদু-
 গণ সঙ্গে । গমন নাহিক করিলেন রঞ্জে ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরিত মাধু-
 র্য্য অনুভব । করিবারে মুনি দর্শন ও ভব ॥ হৈয়া অন্তর্দ্বান দ্রুত
 হল নীচা । বান্ধি যোগ পট্ট থাকিলা বসিয়া ॥ গরুড় আ-
 কাশে হৈয়া অপ্রত্যক্ষে । প্রভুবরে ছায়া করি নিজ পক্ষে
 থাকিলেন সেবা করি যা মানস । দেখিবারে কৃষ্ণ চরিত সুরস
 তবে কৃষ্ণ প্রজ বলরাম ক্ষণে । কিঞ্চিৎ নৃশূন্য পাইয়া তখনে
 কৃষ্ণ স্বাত্ম্যহেতু বৃদ্ধ মত্তগায়ে । প্রাপ্ত সেই স্থানে জানি অভি-
 প্রায়ে ॥ বিচক্ষণ শিরোমণি শীঘ্র করি । নিজ অনাজর মুখ
 পদ্ম পরি ॥ ধূলি আদি রাছা লাগি যা আছিল । প্রয়ত্তেতে
 সম্মার্জন করি দিল ॥ বস্ত্রোদর মধ্যে বংশীর অর্পণ । শিঙ্গা
 বেত্র কক্ষে দিলেন তখন ॥ নব কদম্বের মালা কণ্ঠে ধরি । ময়ূ-
 র পৃষ্ঠের চূড়া শিরোপরি ॥ গুঞ্জামালা আর মকর দ্বণ্ডল
 অঙ্গে কণ্ঠে দিলেন শ্রীবল ॥ বিবকর্ম্মার কম্পিত দ্ব্যজাতে
 রচিলেন বন্য বেশ সব তাতে ॥ আপনার বেশ করি সে প্রকা-
 রে । লাগিলা উঠাতে বলে ধরি তাঁরে ॥ বলদেব অতি উচ্চতর
 স্বরে । ডাকিতে লাগিলা জাগাবার তরে ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
 উঠ উঠ ভাই । জাগ কেন নিদ্রাভঞ্জে নাই ॥ দেখ বেলা

অদ্য অতিক্রান্তা হৈল । পশুগণ বন প্রবেশন কৈল ॥ শ্রীদাম
 প্রভৃতি সখাগণ যত ॥ অপেক্ষায় তব আছে বিশেষত ॥
 মাতাপিতা তোমা প্রতি স্নেহচয় । কিঞ্চিতো কহিতে নাহি
 শক্তি হয় ॥ সাক্ষাদ্বর্তমাণা এই গোপীগণ । তব মুখপদ্ম করি
 যা দর্শন ॥ কর্ণা কর্ণি কিছু কহে পরম্পর । হাসয়ে সকলে
 তোমার উপর ॥ এইমত বহু জল্পনা শান্তক । পৌনঃপুন্য
 তথা কহেন অনেক ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ শ্রীমান । নাম
 ধরি ধরি করেণ আস্থান ॥ মুখ চুম্বনাদি মধুরোক্তি দ্বারে
 প্রশংসন করি ডাকেন তাঁহারে ॥ বলি বলদেব কৃষ্ণহস্তধরি
 চাঙ্গান উঠান বহু যত্ন করি ॥ বহুক্ষেণে কিছু পাইয়া চেতন
 শ্রীনন্দনন্দন হৈয়া জাগরণ ॥ শিব শিব ইতি কহি সিন্ধিমাষে
 উঠিলেন তব মোহিত হৃদয়ে ॥ নয়ন কমল করি উন্মীলন
 অগ্রে শ্রীনন্দরে করিয়া দর্শন ॥ ইবং হাসিয়া হৈয়া লজ্জা-
 নিত । শ্রীনন্দরে প্রণমিল নিযমিত ॥ যশোদা স্নেহেতে
 শ্রীকৃষ্ণ আননে । দিছেন নিমেষ রুচিত ইক্ষণে ॥ তেমত এতি
 মা স্বরূপে মানিয়া । পার্শ্ব দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া ॥ ওগো
 মাতা অদ্য প্রভাতসময়ে । কত ২ স্বপ্ন চিত্র অতিশয়ে ॥ জাগ
 রণ তুল্য আমি এইক্ষণে । নাহি করিলাম সকলদর্শনে ॥ বজ্র
 হৈতে আমি মধুপুরী গিয়া । কংসাদিক দুষ্ট দানবে নাশিয়া
 জরাসন্ধ আদি ভূপ করি জয় । করিলাম সুখী দেব সমুদয়
 নির্মাণ সমুদ্ভূতীরে করিলাম । শ্রীদ্বারকা মহাপুরী যার নাম
 ইবে দ্বরা আছে রাইতে গোচারে । অন্য বৃত্ত নাহি পারি
 কহিবারে ॥ তব অনিমেষা তাঁহারে দেখিয়া ॥ নিজ নিদ্ভা-

ধিক্যদুঃখিতা মানিয়া ॥ মোহেতে প্রকৃতা জানি প্রতিমায
 কহেন সান্তনা হেতু প্রতিমায ॥ এই দীর্ঘ স্বপ্ন বিঘ্ন চিত্তহরে
 নাটাইল অন্যদিন মত পরে ॥ এসব বিচিত্র কর্ম বহুকালে
 আচরিত হয় অত্যন্ত বিশালে ॥ ক্ষণে স্বপ্ন মধ্যে দেখিলা
 কেমনে । বলদেব মান হেন জানি মনে ॥ কহেন হে আয়স
 মহাশচর্য্য সব । যদি তুমি নাহি মান অসম্ভব ॥ তবে বনমধ্যে
 করিয়া গমন । কহিব বিস্তারি সকল কথন ॥ এপ্রকার কৃষ্ণ
 কহিয়া মাতায । সাদরে প্রণাম করিলেন পায় ॥ বন ভোগ্য
 যোগ্যদধ্যাদনসর । চাহি কৃষ্ণ প্রসারিত কৈলা কর ॥ এত দেখি
 অত্যভিজ্ঞ, শ্রীরোহিণী । নিজমনে কৈলা বিচারণ তিনি ॥ এই
 শ্রীরশোদা প্রতিমা হযেন । কিছু দিতে কথা কহিতে নারেণ
 তবে ভোগ্যদ্রব্য প্রতিবাক্য আর । এতহা হৈতে নাহি পারেন
 বিস্তার ॥ তাহাতে প্রতিমা এই বুদ্ধি হবে । অধিক অনর্থ
 হইবেক তবে ॥ তাহা সম্বরণ করিতে তখন । শ্রীরোহিণী দেবী
 কহেন বচন ॥ ওরে বতস্য তব জননী এখন । তব নিদাধিক্য
 করিয়া দর্শন ॥ অদ্বাস্ত্য শরীর অদ্য জানি মনে । অতি দুঃস্থ
 চিত্তা আছেন এখানে ॥ তুমি মাত্র পুত্র একল যাঁহার । চিত্তা
 কেন নাহি ছইবে তাঁহার ॥ অতএব বহু কথোপকথনে । ওরে
 বাছা অদ্য নাহি প্রযোজনে ॥ কৃষ্ণ কহে তবে গৃহেতে রহিব
 বনে গিয়া কিবা ভোজন করিব ॥ শ্রীরোহিণী কহে অগ্রেতে
 গোধণ । গোপগণ সহ করিল গমন ॥ তুমিহ কাননে করহ
 গমন । আমিহ উত্তম ভোগ্যোপ করণ ॥ আয়োজন করি
 পশ্যাৎ এখন । করিতেছি বন মধ্যেতে প্রেরণ ॥ সুস্বাদু

রোহিণী কহে একার । শ্রীকৃষ্ণ বন্দিয়া চরণ তাঁহার ॥ নাত
করতলে স্থিত নবনীত । চৌর্য রূপে তাহা করিয়া হরিত
নিজ জ্যেষ্ঠে ডাকে করিতে ভোজন । নাপাইয়া নাহিখাইলা
তখন ॥ অস্বাস্থ্য দেখিয়া অনুজের মতি । আর শ্রীকৃষ্ণ
গোপীরসংহতি ॥ স্বচ্ছন্দভাবে সঙ্কোচনাহবে । একারণ অগ্রে
রান গেলা তবে ॥ দযালু শ্রীকৃষ্ণ নাপাইয়া তাঁরে । নাখাইলা
সেই নবনীত সারে ॥ যশোদা রোহিণী সন্তোষকারণ । কাঙ্ক্ষ
বাদ সহ বিনয় বচন ॥ মধ্যাহ্নের ভোগ্যপ্রার্থনা করিয়া । চলি
লেন গোষ্ঠে নির্গত হইয়া ॥ অগ্রে দেখি চন্দ্রাবলী আদিগণ
নার্ত্ত্যকৃতি কৃষ্ণ করি সন্তোষণ ॥ মধুর বেণু গাণে গাবীগণে
অগ্রেগতোত্তারবকরণে বোধনে ॥ অগ্রে শ্রীরাধিকা সহস্রচ
রী । দাঁড়ায়া আছেন দেখিয়া শ্রীহরি ॥ ঈষৎ হাসিয়া কৌশল
সচিতা । শ্রীনন্দ নন্দন কহেন কিঞ্চিৎ ॥ ওহে প্রাণেশ্বরি প্রাপ্ত
ব্রহ্মস্থানে । অনুরক্ত ভক্ত আমারে এখনে ॥ কেন অদ্যনাহ
কর সংভাবণী । তবে কি ইচ্ছা মানিনী আপনি ॥ অপ-
রাধ কিছু নাই করিলাম । তাহাতে নিশ্চয় ইবে জানিলাম
আপনি সর্বজ্ঞ ওহে প্রাণেশ্বরি । শ্রীবার্ত্ত ভানবী শ্রীবুজ সুন্দরি
অদ্যকার মম স্বপ্নে বৃত্তান্ত । সকলি আপনি জানিলা মিতান্ত
ওহে প্রাণপ্রিয়ে তোমারে ছাড়িয়া । মথুরায় আর দ্বার
কাষগিয়া ॥ মরণে উদ্যত রাজপুত্রীগণে । অনেক বিবাহ করি
নু তখনে ॥ পুত্র পৌত্র আদি অনেক বিস্তার । জন্মিলেক দূর
বর্ত্তি সে আমার ॥ সে সব বৃত্তান্ত মানিনী আর । খাদ্যক এক
ণে হে প্রিয়ে তোমার ॥ অগ্রে গেল গাবী সহচরগণ । রাবসেকা

ব্রণ শীঘ্রতরবন ॥ সন্তোষেনৈবদ্য প্রদোষসময়ে । প্রমোদতো
 মার দিবহেনিশ্চয়ে ॥ এইমত কথা কহি শ্রীরাধারে । পুষ্পগণ
 ফেলিয়ারিয়া তাঁহারে ॥ তবেচতুর্দগ দেখিয়া তখন । চুম্বনের
 সহ করি আলিঙ্গন ॥ অপূর্ব রাধার প্রেমের গরিমা । অনির্ব
 চনীয় নাহি যার সীমা ॥ রাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া মোহিত
 বাহ্যশূন্য অতিশয় মুগ্ধচিত ॥ প্রতিমা রাধার করিয়া স্পর্শন
 ভ্রান্তি তবু নাহি করিল গমন ॥ এইমতে বৃক্ষগো গোপ সহিত
 অগ্রেতে গেলেন অতি মুগ্ধচিত ॥ বুজ বেশ পূর্ব নহে দৃষ্টি
 চর । অত্যন্ত আশ্চর্য । মহামনোহর । মধুর মুরলী রবেতে
 অনিত ॥ দেখিলেন যবে দেবকী বিদিত ॥ স্নেহভরে তবে হই
 ল বাক্সি । বৃদ্ধাবস্থাতেই স্থানে হৈতে ক্ষীর ॥ শ্রীকৃষ্ণী মিত্র
 বিন্দা জাম্ববতী । সত্য ভদ্রা আর কাম্বোদ্য সতী ॥ দেখিবুজ
 বেশ মহা প্রমোদয় । হইল কখনো যাছা নাহি হয় ॥ তাহে
 ধৈর্য্য হানি কম্পাদি দেহেতে । মোহিত হইয়া পাড়িল ভূমে
 তে ॥ পদ্মাবতী আর সত্যভামা পরে । মহানন্দ হৈলা কাম
 বেগ ভরে ॥ মুহূর্ত্ত আলিঙ্গন করণ । করিলেন করি বাহু
 প্রসারণ ॥ চুম্বন করণে অধর চালান । করি হরি ধরিবারে
 ধাবমান । কালিন্দী পূর্বেতে কৃষ্ণবন্য বেশে । দেখিয়াছি
 লেন বজ্রের নিবেশে ॥ প্রাজ্ঞবরা তাহে ধৈর্য্যাবলম্বন । করিয়া
 সহিষ্ণু উদ্ধবতখন ॥ সত্যভামা আর বৃন্দারে প্রবোধ । বলে
 আকর্ষিয়া করিলা নিরোধে ॥ শ্রীগোবিন্দ দেবগোচার কারণে
 তথা হৈতে অগ্রে করিলাগমনে ॥ লবন সমুদ্রে করি নিরীক্ষণ
 তাহারে রম্য মানিয়াতখন ॥ সেইস্থানে করি বিষ্ণু রকমনা

প্রমোদে হইলা ওঁতসুকিতমনা ॥ মধুরোক্ত স্বরে নিজ
 সখাগণে; আস্থান করেন শ্রীকৃষ্ণ তখনে ॥ কোথাগেলে সখা
 শ্রীদামসুবল! স্তোককৃষ্ণার্জুন হে মধুমঞ্জল ॥ সবেআপনারা
 হৈষে ধাবমান । হর্ষেতে ছুরায় আইসহ এস্থান ॥ মধুর নির্ম্ম
 ল সুশীতল জল! বহুযে যমুনা অতি সুবিমল ॥ তাহে গাবীন
 গণে জল পীয়াইয়া ॥ আপনারা অবগাহন করিয়া ॥ যথা
 মুখে আজি করিব বিহার । সখাগণ নাহি বিলম্বন আর
 এই প্রকারেতে গোগণসহিত । সমুদ্র নিকটে হৈলা উপাস্থিত
 ভরঞ্জেবমহা কল্লোলমালায । মহাকোলাহল বিশিষ্ট তাহায
 তবে ইতস্তত করি নিরীকণ । সমুদ্রের তীরে প্রকট আগ্নেয়
 করি মহাপুরী দ্বারকা দর্শন । বিস্মিত হইয়া আপন আপন
 শ্রীকৃষ্ণতখন কহেন বচন ॥ কিবা ইহা সমুদ্রাদিক কিংব
 মহাপুরী ব্রহ্মবজ্রভূমি নয ॥ তবে কোথা আমি আছিযে
 এখন । দ্বারকায ইহা নাহি লয় মন ॥ শ্রীমদ নন্দন আমি
 কদাচন! ব্রজবিনান্যত্র না করি গমন ॥ তবে অন্য কেহ হই-
 বেক এই । কেবা আমি নাহি বুঝি হেতু সেই ॥ কিবা দ্বারকাতে
 রাজরাজেশ্বর । অতি বিলক্ষণ বৈশাদিক পর ॥ তাহা নহি
 আমি এরে বন্য বেশ । কেবা আমি নাহি করিষে নিবেশ
 এইত প্রকারে সহ চমৎকার । কহেন বিস্ময়ে কৃষ্ণ বারম্বার
 মহাসিদ্ধ আর পুরী সে আপন । পুনঃপুন হেরি করে বিচারণ
 তবে বলরামকছেন তাঁহারে । ব্রজ প্রেমে অনাবেশ করিবারে
 ওহে মন প্রভ শ্রীবৈদ্য ঠেথর । আপনারে অনুসন্ধান রে কর
 ব্রহ্মাদিক দেবগণ প্রার্থনায় । ভুভার করণে অবতীর্ণ তায়

সত্য সে শ্রীনন্দ নন্দন আপনে । তথাপিহ কিছু কহিয়ে বচনে
 বৈদগ্ধ ইটতে আমার গহিত । যে হেতু আইলে কর সম্পাদিত
 যদ্যপি আইলা গোলোকহইতে । বৃন্দাবনে গুচ পুংসু আত্মা
 দিতে ॥ সেতত্ত্ব কহিলে হবে মোহাপত্তি । পুনর্বার সেই হই
 বে বিপত্তি ॥ একারণ রাম তাহা আচ্ছ দিয়া । কহেন তাহারে
 অন্যথা কবিয়া ॥ শ্রীগোলোকেশ্বর আদিক বচন । না কহিলা
 রাম সেইসে কারণ ॥ দুটের সংহার শিষ্টের পালন । করহ
 হে প্রভু সব সম্পাদন ॥ ধর্মরাজ পৈতৃয সুয তোনা-
 র ॥ এবে কর যজ্ঞ তাহার বিস্তার ॥ সার্বভৌম পতি রজা
 যুধিষ্ঠির । যজ্ঞ করিবারে করিল সৃষ্টির ॥ মহাবিক্রমেতে
 অনু সলিলাদির । কিন্তু তযুক্ত আছে যুধিষ্ঠির ॥ এমতে
 মধুর পরম কোমল । প্রেমরস ত্যাগ করাতে শ্রীবল ॥
 'রৌদ্র রসে' ক্রোধ জন্মাইতে তাঁর । কহেন কিঞ্চিৎ অন্য
 থা প্রকার ॥ হস্তিনাতে গিয়া সহ যদুগণে । দুষ্ট দৈত্য
 সব করহ হননে ॥ বৈরভাতে ভারা তব নিজ জনে । বলমত
 পাড়া দেয় অনুক্ষণে ॥ রসালুর নীচা এইত প্রকারে । নিজ
 অনুরাগে স্বাস্থ্য করিবারে ॥ যে কহিলা বলরাম নানামত
 অনিরুদ্ধ হৈলা ভাবান্তর গত ॥ ক্রুদ্ধ হৈয়া কৃষ্ণ কহেন তখন
 ওহে ভাই অনুশালুদিক গণ ॥ বরাহকোটা মধ্যে তারা নাহি
 কয় । একা গিয়া আগ্নি করি ইবে ক্ষয় ॥ আপনি প্রত্যয় কর
 এবচন । প্রতিজ্ঞা সহিত করিল কথন ॥ এইমত প্রসঙ্গের সঙ্গ
 তিতে । ত্যজিলেন প্রেমরস সম্বন্ধিতে ॥ পূর্বমত স্বাস্থ্য হইল
 তখন । চতুর্দিকে মুগ্ধ করি আলোকন ॥ তবেরাদবেন্দু দ্বারা

ইতিশ্বর । আপানারে জামিলেন পরেশ্বর ॥ প্রাসাদ ভিতরে
 সূৰ্ত্তিযাছিলেন । অরণ সকল বৃত্তকরিলেন ॥ বংশী করস্থিতা
 বন্য বেশ সার । দেখিলা নিজের অগ্রজের আর ॥ করিয়া
 প্রয়াণ পুরীর বাহিরে । গোপালেনয়েই সমুদ্রতরে ॥ দেখি
 ভাবে কোথা হৈতে বন্য বেশ । কে রছিল হৃথে বিশ্বাসিবেশ
 ইহা সত্য কি অসত্য স্বপ্ন সম । পাইলেন তাথে সংশয় বিবম
 তাহার কারণ হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ হা সিলেন অনুসন্ধান করিয়া
 তবে হলধর ঈষৎ হাসিয়া । হৃদয় প্রসন্ন কৃষ্ণের জানিয়া
 মোহ তাঁর আর বুঝার উপায়ে । গুরুডর দ্বারা বহিঃ প্রাপ্ত
 ভায়ে ॥ কহিলেন রাম হেতু সমনিবৃত্ত । শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহলা
 লজ্জিত ॥ নিজ জ্যেষ্ঠ মুখকরিয়া লোকন । ইবদ্বাদ্য যুক্ত হৈল
 শ্রীবদন ॥ তবে বলরাম কৃষ্ণদ্বন্দ্বিত নীয়া । স্নান করাইলা ধূলি
 ধোয়াইয়া । সেইকালে শ্রীগুরু মহামতি । জানি কৃষ্ণ ভাব
 অন্তঃপরগতি ॥ আইলা তাহাতে করি আরোহণ । অলক্ষিতে
 গেলা মন্দিরে আপন ॥ কৃষ্ণ মৌঞ্চলীলা অগম্য সব । প্রাস
 দাগমন জানিয়া উদ্ধব ॥ দেবকী রোহিণী আদি দেবীগণে
 নানামতে ভাব করিয়া চেতনে ॥ কৃষ্ণাগমনাদি বৃত্তান্তকহিলা
 অন্তঃপরে তাঁর নিকটে আনিলা ॥ বৃদ্ধা বাতাহারিণীরে
 অন্যস্তা ন । তাঁরা সব করাইলেন প্রস্থানে ॥ হট্টিবেক য়ে
 প্রসঙ্গ তথাকারে । পরম অরোগ্য বৃদ্ধা থাকিবারে ॥ এহেতু
 অন্ত্র তাঁরে পাঠাইল । শ্রীকৃষ্ণিণী আদি সকলে থাকিলা
 মাত । শ্রীদেবকী রোহিণী দুজনে । আশীর্বাদ বহু করিয়া
 নন্দনে ॥ তৎকালে তথাকৈ থাকি নাই যোগ । জানি কৃষ্ণ

দন করিবারে ভোগ্য ॥ গত হয় কাল কৃষ্ণের ভোজন । জানি
 দ্বেহে শীঘ্র করিলা গমন ॥ বলদেব ভাই ভাবে বিজয়র । স্নান
 ছলে গেল। মন্দিরে সত্বর ॥ রুক্মিণী প্রভৃতি সব কৃষ্ণপ্রিয়া
 স্তম্ভাদির আড়ে থাকিলেন গিয়া ॥ সত্যভামা কৃষ্ণপার্শ্বে না
 আইলা । উদ্ধবেরে কৃষ্ণসেহস্ত পুছিলা ॥ হরিদাস শ্রীউদ্ধব
 কহে তবে । রৈবত নিকটে বৃন্দাবনে যবে ॥ প্রভুর বিজয়
 হইল তখন । নন্দপ্রতিমাদি করিয়া দর্শন ॥ অনিবচনীষ
 য়ে প্রেম বিশেষ । অশ্রমরসজ্ঞ ভ্রামক নিঃশেষ ॥ শ্রীরুক্মিণী
 আদি দেবীর সহিত । দূরেতে থাকিয়া হৈয়া লুকাষিতা ॥ সে
 ভাব দেখিয়া সুখলা দুঃখিত । কহিতে লাগিলা তবে পদ্মাবতী
 অরে পুত্রীহীনে দেবকি বিরামে । রে রে রুক্মিণী দুর্ভাগে সত্য
 ভামে ॥ হে জাম্ববতাদি অকীচীনা সব । দেখত এই সুহের
 বৈভব ॥ অতঃপর নিজস্ব অভিমান । ত্যাগ কর নাহি দেহ
 দেহে স্থান ॥ শ্রীশশোদা শ্রীরাধিকাদি গোপীর । কামনা করি
 য়া দাসীত্ব প্রাপ্তির ॥ তপস্যা করহ উত্তম প্রকার । কহিলাম
 আমি এই বাক্যসার ॥ বৃদ্ধার দুর্বাক্য শ্রবণ করিলা । প্রথমে
 দেবকী অভিহিতা কহিলা ॥ স্তম্ভিহ সমস্ত জগত আধার । যিনি
 তন প্রভু আপার তোমার ॥ অরে মূর্খে বুদ্ধিহীনে শুন এই
 নন্দাদি বিষয়কৃষ্ণ প্রেম যেই ॥ নহে সেই অসম্ভাবনা কখন
 তাহাতে আশ্চর্য্য কিবা মানমন । পূর্বজন্মে বন্দুদেবের সহি
 ত । করিলাম বল তপস্যা নিশ্চিত ॥ ভগবান স্তল্যপুত্র আমা
 দেব । জন্মুককামনা করিয়া মনের ॥ বরদগণের ঈশ্বর ইত্যাদি
 আমাদের পুত্র হইলেন তাতে ॥ নন্দ যশোমতী বৃদ্ধান্তে

প্রার্থনা । কৈলা কৃষ্ণ ভক্তি প্রেমের লক্ষণা ॥ বুজা ভক্ত শ্রেষ্ঠ
তঁার দত্তবর । কৃষ্ণদত্তবর হইতে প্রবর ॥ তাহাতে শ্রীনন্দ
রশোমতী আর । সহবুজবাসি নিজ পরিবার ॥ আমাদেবো
হৈতে মহিমার সীমা । পাইলেন তাঁরা জগতে গরিমা ॥
শ্রীনন্দ রশোদা অতি সুহৃৎরে । কৃষ্ণের পালন বহু যত্নে করে
এহেতু কৃষ্ণের তাঁহাদের পর । এতাদৃশ ভাব উপযুক্তের ॥
মমপ্রিয় সেই হয় অতিশয় । কহিলাম তত্ব তোরে নিশ্চ
য় ॥ শ্রীকৃষ্ণী দেবী হর্ষের সহিত । কহিতে লাগিলা করি
সবিদিত ॥ ভক্ত সকলের যে বাক্য শ্রবণে । প্রেম বৃদ্ধি হয়
শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥ যথা শ্রীকৃষ্ণী বাক্যং ॥

রা ভক্ত পুণ্যাদি বিহায় সর্বং লোক দ্ব্যর্থান্নন-
পেক্ষ্যমানাঃ । রাসাদিভি স্তাদৃশ বিভ্রমৈ স্তু দীত্যা
ভজং স্তত্র তগেন মার্ভাঃ ॥

যে গোপিকা গণ সকল ত্যজিয়া । স্বামি পুণ্যমিত্র প্রভাঁত
করিয়া ॥ ইহ পরলোক যত্নে ক সাধন । তাহার অপেক্ষা
নাকরিয়া মন ॥ অতি ব্যগ্রা বৃন্দাবনে দ্রষ্টবনে । এই কৃষ্ণ
সুমধুর বিভূষণে ॥ পরম রহস্য অযোগ্য প্রকাশে । এমন
প্রকারে মধুরিত আশে ॥ অনির্বচনীয় রাসাদি বিলাসে ।
ভজিলেন সবে কৃষ্ণ সুখ আশে । তথা ॥

অতোহি যানো বহুসাধনোত্তমৈঃ সাধ্যস্য চিন্তস্যচ
ভাবযোগতঃ । মহাপ্রভোঃ প্রেম বিশেষ পালিতিঃ
সতসাধন ধ্যান পদস্ত্র মাগতঃ ॥

আমাদের বহু উত্কৃষ্ট সাধনে । সাধ্য ভাবযোগে

চিন্ত্য নরকক্ষেণে ॥ সে কৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমের । শ্রেনীতে
করিয়া উত্কৃষ্ট তরের ॥ সাধ্য সাধনের পদস্থ প্রাপিকা ।
তাদৃশ ভজনে হইলা গোপিকা ॥ তথাচ ॥

তসৈতস্যহি ধর্ম্য কর্মসূত পৌপ্রাগার কৃত্যাদিষু
ব্যগ্রাভ্যে অদথা দরৈঃ পতিতবা সেবাকরী ভ্যা
ধিকঃ । যুক্তো ভাববরো ননত্ পরপদং চোদ্যাহ
ভাগ্যভ্যো । ভাবেবত্ সল্লাদ্র্যেথচ মত্ প্রভেঃ
প্রিয়জনধীনত্ব মাহা অক্লুত্ ॥

গোপীগণ চৈতে অন্তর অনেক । আমাদের আছে শুনই
প্রত্যেক ॥ গোপীগণ হন ইহ পরকাল । অশেষ অপেক্ষা
রহিত নিষ্ঠাল ॥ আমরা সুব্যগ্রা ধর্ম্য কর্মসূত । পৌপ্রাগার
গৃহ কার্যাদি সংযুত ॥ তাঁরা রাসক্রীড়া আদি সুবিনাসে ।
ভজিসেন কৃষ্ণে অতি প্রেম অশেষে ॥ আমরা স্বামিভ্বে করি-
য়া আদর । সেবামাত্র তাঁর করিয়ে অন্তর ॥ উপপত্য ভাবে
তাঁহারা স্বচ্ছন্দে । মানা বিলাসেতে ভজেন আনন্দে ॥ আম-
রা বিধান মত বিবাহিতা । গার্হস্থ্য ধর্মেতে ভজিবে বিদিতা ॥
অতএব গোপীগণে ভাববর । শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় নিরন্তর ॥
আমাদেরো ইহতে অধিক যে হয় । উপযুক্ত তম সেই সুনিশ্চ
য ॥ অতএব তাহে মাতৃদর্য্য বিষয় । আমাদের কদাচিত না
হি হয় ॥ অতি শ্রেষ্ঠ নহ নিকৃষ্ট জনের । সপত্নীত্ব ভাব হইবে
কিসের । স্বামিনী গণের সহিত যেমন । দাসী সকলের নাহয়
বিমন ॥ অথচ সে ভাববর শ্লাঘ্য নীয । নিরন্তর হয় অনির্বচনী
য ॥ আমার প্রভুর প্রিয়জনাধীন । মাধাত্ম্য কারক হুইয়

প্রবীণ ॥ তবে জাম্ববতী আদি দেবীগণ । শুনি শ্রীকৃষ্ণশীম-
বীর বচন ॥ সাধু ও বলিয়া তখন । করিলেন সকলে অনু-
মোদন ॥ সত্যভামাত্র তাহানামহিলা । মানগৃহে শীঘ্র প্রবে-
শ করিলা ॥ শ্রীউদ্ধব এইপর্যন্ত কহিয়া । রহিলেন তবে বিরা-
ম করিয়া ॥ শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা সক্রোধিত । তাহাতে শরীর
হইল কম্পিত ॥ শ্রীমদগোপীজনাঃ প্রাণনাথায়ার । তাঁদের
প্রেমের হয় আজ্ঞাকার ॥ সেই গোপীজনে মাতস্যর্য বচন
সহিবারে নায়ে শ্রীকৃষ্ণ কখন । অতএব সত্যভামার মাত-
স্যর্য্য । কহিতে লাগিলা অতিক্রোধ চয়ে ॥ মূর্থরাজ সত্রা
জিত নরপতি । তাহার কন্যার সেইমত মতি । যাহ ওরে
দাসী সকল ছরায় । ধরিয়া তাহারে আনাহএখানি ॥ শ্রীগো-
পাল নারী রতিতে রসিক । স্বামীরে দিবারে আনন্দ অধিক
পরম বিদক চূড়ামণি ভাষে । প্রিয়ানান ভঞ্জে সুখী অভিপ্রায়ে
করিয়াছিলেন অভিমান রামা । বিদকা মধ্যেতে শ্রেষ্ঠা সত্য-
ভামা ॥ দাসীদের প্রতি সেমত আদেশ । কৃষ্ণের শ্রবণ করিয়া
বিশেষ ॥ মান সমযাদি অভিজ্ঞা তখন । বিচক্ষণা ত্যজি ভূমি
র শয়ন । উঠি অঙ্গ ধূলি করিয়া মার্জন । শীঘ্র করিলেন তথা
আগমন ॥ অসময়ে মানে প্রবৃত্তে সজ্জিতা । স্বামির ক্রোধেতে
হৈয়া ভয়ানিতা । স্তম্ভ আড়ে নিজদেহ লুকায়িতা । রহিলেন
সত্যভামা অবিদিতা ॥ মৌরভ্য বিশেষ লক্ষণেতে জানি । ক্রো-
ধাবেশে কৃষ্ণ ব্যক্ত কহে বাণী ॥ অরে সত্রাজিতদুবৃদ্ধির সুতে
অরে অতিশয় ক্রীণ চিত্ত যুতে ॥ মূর তরু হৈতে পুষ্প পারি
জাতে । নারদ আনিয়া দিলেন আশাতে ॥ সে জনম আমি

কৃষ্ণগীরে দিলে। সেকাণ্ডগমানয়ে মত করিলে ॥ শ্রীরাধিকা আ
দি বৃজজনপরে। আমাদের প্রেম হয় তনিভরে ॥ সে অতি প্রণ
য় হইতেও মান। করিতে ছুঁতমি তেমত বিধান ॥ না জানহ
কিবা আমারে অবরে। বৃজজনে ছানু সারী নিরন্তরে ॥ তোমা
আদি দারাপুত্রাদিত্যজনে। ভদ্রনাহি মানে বৃজজন মনে
যদি মানোঁ ভদ্র ত্যজিলে সকল। তোমারি শপথ করিয়ে
প্রবল ॥ সত্য কহি তবে এইক্ষণ। করি আমি শীঘ্র সকল
ত্যাগনে ॥ স্তুতিকরি বৃদ্ধ। যে কহিল চয়। বৃদ্ধ প্রামাণিক বাক্য
মিথ্যা নয় ॥ তথাচ দশমঙ্কজে ॥

এযাং ঘোষ নিবাসিনা মূত ভবান্ কিং দেব রাত্তেতি
ন শেঠো বিশ্ব ফলাং ফলং ত্বদপরাং দ্রুতাপ্যম্মু
হ্যতি। সদ্দেশাদিব পূতনাপি সঙ্গলা ত্বমেব দেবা-
পিতা। যক্ষামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াস্ম তনয় প্রাণাশয়া
স্তুতকৃতৈ ॥

তাদের প্রত্যাশকারে সন্তুষ্ট নই। অতএব নহাখণী আমি
হই ॥ যদিপি তাঁদের প্রীতির কারণে ॥ গমন করিয়া থাকি
বৃন্দাবনে ॥ তথাপি কিছু স্বাস্থ্য যেই হয়। বিচারিয়া হেন
মনে নাহিনয় ॥ আমার দর্শন মাতে স্গস্তীর। প্রেমের উদয়
হইবেক স্থির ॥ তাহাতে পরম সমুদ্রে বিকলে। হইবেন সুনি
শ্চিত সে সকলে ॥ স্বেদকম্পাদিক সাত্ত্বিক বিকার। অতিশয়
দেহে হইবে প্রচার ॥ তাহাতে অত্যন্ত মোহিত হইবে। বাহ্য
বৃত্তি মাত্র কিছু নারহিবে ॥ মুচ্ছিতেহ নাহি ক্ষুণ্ণতির বিদ্যম
শ্রীগোপীগণের সত্য কহিলাম ॥ আপনারে দেহ দৈহিকাদি

আর। পতি পুত্র গৃহ কার্যের প্রকার ॥ গোপীজন সব কিছু
ই নাজানে। সে সম্বন্ধি অন্য কার্য কোনখানে ॥ অতএব
বিনা বাহ্যানু সন্ধানের স্বাস্থ্য তাঁহাদের নাহি হবে প্রাণি ॥ যদি
কহ মোহে নহে অন্য জ্ঞান। মম স্কৃতি মাত্র থাকে সন্ধান
স্কৃতি দ্বারে বাহ্যে হয়ত দর্শন। বিগাঢ় প্রেমের এইত লক্ষণ
কলাধিক তর তোমার দর্শনে। অবশ্যই স্বাস্থ্য হবে গোপী-
জনে ॥ সত্যবটে তথাপিহ তাহাদের। দুঃখ বিশেষ বিশিষ্ট
মানসের সদ্য স্বাস্থ্য চিত্ত নিশ্চিত নাহয়। কিম্বা ভাবি বির-
হের শঙ্ক। রহ ॥ দেখিলেহ মোরে করি অনুভব। সাম্য নাহি
হবে সেই সব ॥ আমার বিচ্ছেদে যেই চিন্তাগণ। তাহে আক-
লিত তাহাদের মন ॥ যেমত বহুল উপবাস পর। ক্ষীণধাতু
অতি ক্ষুধান্তর নর ॥ অন্ন পাইলেই অস্বাস্থ্য নায়ায। কিন্তু
তাহা ভোজনেতে শান্তিপায় ॥ সদ্য নহে তাহাতেহ ক্রমে
হয়। সেইমত দৃষ্টিমাত্রে স্বাস্থ্য নহ ॥ ক্রিড়া দিক দ্বারে চির
সুমিলনে। তাহাদের দুঃখ শান্তি হয় মনে ॥ আবশ্যক নানা
কৃত্য সমুচ্চয়ে। ব্যগ্রহেত্ত মোর চির বাসনয়ে ॥ ভাবি বির-
হের করিষা চিন্তনে। তাহাদের স্বাস্থ্য নাহি হবে মনে ॥ তাহা
দের হর্ষনিমিত্ত বিধান। যাহা আমি করিষে নির্মাণ ॥ তাহে
শ্রীরাধাদি গোপীকাগণের ॥ সদ্য হয় দুঃখ দ্বিগুণ মনের না
দেখিলে আমারেত বৃশ্চয়। প্রদীপ্ত বিরহ নহি জ্বালাতন ॥
তাগতে বিকলা হইয়া নিশ্চিত। মোহে মৃত্যুভুল্য হয়ে কদা
চিত ॥ কখন উন্মাদ হতাইব হয়ে। বহুবিধ ভাব মধুর ভজয়ে
আমার পরম সুকামল শ্যাম। কান্তির সদৃশ অন্ধকার ধাম ॥

শ্রীগোপিকা জন দেখেন যখন । আমা বুদ্ধি তাহে করিয়া
 তখন ॥ সচুয়ন তাহে করে আলিঙ্গন । যাহে নিরন্তর সপ্রণয়
 মন ॥ আমার লীলার ভঞ্জন কোন জনে । বর্ণিব অযোগ্য সক
 লে শ্রবণে ॥ অতএব বৃন্দাবনে মমস্থিতি । জানিয়ে সতত সমা
 ন অস্থিতি ॥ মম সন্দর্শনে হয়েন বিকলে । অন্তর্দ্বান হই তাহা
 তে বিরলে ॥ অদর্শনে পুন ব্যাচল দেখিয়া । সাক্ষাৎকার হই
 সত্বর করিয়া ॥ কোনমতে স্বাস্থ্য শ্রীগোপীজন্যার । না করিতে
 পারি অস্বাস্থ্য আমার ॥ অতএব মহাকুণিত্ত আমার । সঙ্গিনী
 আছে শ্রীগোপীজন্যার ॥ অতএব বুঝে না করিগমন । শুন তো
 মাদের বিবাহে কারণ ॥ শ্রীগোপিকাগণ বিরহের খন । মথুরা
 নগরে ঠেকল নিবসন ॥ বিবাহ করণে তথা কোন ক্ষণে ॥ কোন
 ইচ্ছা মম নাহি হৈল মনে ॥ ওহে মানিনি নন্তবা মথুরায়
 করিতাম আমি বিবাহ তথায় ॥ তবে অতিব্যগ্র মানস হই-
 যা । স্ববস্ত্রে ভীষ্ম নন্দিনী করিয়া ॥ করিলাম সেবিবাহ য়ে
 কারণ ॥ তাহা করি ব্যক্ত করহ শ্রবণ ॥ আমারে নাপায়া
 শ্রীমতী কুকুণ্ডী । প্রাণ ত্যাগে বাঞ্ছা করিলেন ইনী ॥ আপন
 আত্মার বিজ্ঞাপ্তি লিখন । করিলেন বিপ্রহস্তাতে প্রেরণ ॥ মমা
 জ্ঞাতে পত্নী পাড়িল বুদ্ধিগণ । শুনিয়াত্রা করিলাম সেইক্ষণ ॥
 জরানক্ষ শিশুপাল আদিকরি । মহাদুষ্ট নৃপ শ্রেণি মর্পঙ্করি
 কুকু প্রভৃতির যুদ্ধে করি জয় । দেখিতেছে যত নরপতিচয়
 তার মধ্যে হৈতে করি যাই হাঁস । অগুন হইতে আনি দ্বারকায
 আবশ্যক কৃত্য করিলুনিবাহ । নহেমনঃপ্রীতি হেতু সেনীকাক
 শ্রীগোপীগণের সাদৃশ্য কিঞ্চিৎ । কুকুণ্ডীতে আমি দেখিয়া

বিদিত ॥ মহাশোকান্তি জনকসে দর্শনে । আধিক্যেতে
 অতি ইহল গোপীগণে ॥ তাহাতে পরম আত্মলিত মন । হই
 লাম অতি ব্যগ্র সর্বক্ষণ ॥ ষোড়শ সহস্র শতাবধিক মত । নন্দ
 বুজ দমারিকাগণ যত ॥ পতিত্রে আমারে প্রাপ্তির কারণ
 কাত্যায়ণী বৃত্ত কৈলা আচরণ ॥ তাঁহাদের কিছু দেখি নিদ
 র্শন । কিছু সহ করিবারে নিজ মন ॥ তোমাদিগে তাবতেরে
 দ্বারকাষ । করিলাম আমি বিবাহ এখাষ ॥ অহো চে ভামিনী
 শুনহ বিদিত । বুজের সে সব সুখ সুনিশ্চিত ॥ মহিমার সহ
 আনারে ত্যজিল । নিজোচিত স্থানে বসেতে রহিল ॥ পরমা
 নির্ঝাচ্য পরম মোহন । শ্রীমদ্রন্দ আদি বুজবাসি জন ॥ তাহা
 দেব সঙ্গে যেসব বিহার । চিত্রহেতেচিত্র চিত্ত চমত্কার ॥ তা
 হাতে আনন্দ সাগরে তরঙ্গ । মন মগ্ন নিত্য থাকিত সুরঙ্গ
 বুজভূসম্বন্ধি তত্রকালে স্থিত । দিবা রাত্রি কিছু নাজ । নিলাম
 বিদিত ॥ পুতনা প্রভৃতি দুষ্ট দৈত্যগণ । অবহেলে আমি করি
 ল মারণ ॥ মহা ভয়ানক কালিয় দমন । করি হৃদেহেতে কৈলু
 নিঃসারণ । অতি উচ্চতর গিরি গোবর্দ্ধন । রাম হস্তে আমি
 করিলু ধারণ ॥ বাল্য ক্রীড়া কৌতুকেতে এসকল । করিলাম
 যাহে আনন্দ প্রবল ॥ অনির্বচনীয় সন্তোষ সাগরে । আমি
 হইলাম নিমগ্ন নির্ভরে ॥ বন্ধা ইন্দু নারদাদি আসি সবে ।
 করিলে আমারে নানাবিধ স্তবে ॥ তাদের দর্শনে আর সন্ত
 যণে । দুঃখ মানি দেব কার্য বিস্মরণে ॥ সৌন্দর্য্য লাভন্য রূপ
 নিরূপমে । মদন মোহন বোশর সুখে ॥ পূর্বে যাহা কভুনা
 কৈলু বিদিত । তাহে সর্ব বিশ্ব কৈলু সজ্জোহিত ॥ মহাপ্রেম

ভরে মোহিলু জগত । সমাধি স্থেতে নহে অভিনত ॥ সদা
 অনুভব রস স্বাদ মন । দুরেতে থাঙ্গন বুজবাসি জন । গোপ
 সব আর শ্রী-গোপিকাগণ । প্রেমভরে করি রূপাদি দর্শনাবিন-
 মোহিত তাঁরা হযেন উচিত । তাহা কিবা আনন্দবিবিদিত
 আকাশ বিমান বিধি ক্রম আর ! ইন্দু চন্দ্র দেবগণ সুবিস্তার
 মূনি ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ । বিদ্যাধর সহ অপ্সরের গণ
 গাবী বৃষ বহুসমূহপক্ষি সব ! বৃক্ষ গুল্মালতা তৃণ নবোদ্ভব
 নদী গিরি বন যত চরাচর । সচেতন অচেতনসবিস্তর । তথা
 য আকাশে স্থিত জলধর । বায়ুরশগত বায়ুনেঅপর ॥ তবে
 প্রেম প্রবাহোথিত বিকারে । ক্লান্ত হইয়া বিবিধ প্রকারে
 ত্যজি নিজ নিজ স্বভাব সকলে । পরিবৃত্তি গুণপাইলা প্রবলে
 বন্ধা আদি দেব অতি জ্ঞানবান । অনিশ্চিত তত্ব হৈয়া মোহ
 পান ॥ পশু নকল পরম জ্ঞানিভাব । পাইল যেমত সমাধি
 প্রভাব । স্থাবর কল্পেতে জঙ্গমের গুণ । জঙ্গম চেতন হরি
 স্তির পূন ॥ যমুনার জল হয শিলাময় । শিলা দ্রুতিত হৈয়া
 জলহয ॥ করিতেছি আনিস্ততি প্রেম ভরে । নামানিহ এই
 প্রকার অন্তরে ॥ সত্য কি অসত্য এনব কখন । এই কালি-
 ন্দীরে কর জিজ্ঞাসন ॥ বজ্র জন সহ স্বচ্ছন্দবিলাস । আনন্দের
 যিনি সাক্ষিণী প্রকাশ ॥ সম্প্রতি পুরিহাস বাক্য আর ।
 নানা ক্রীড়া সিদ্ধজলাদ্যে বিহার । দ্রতুল এথা করিয়া অনে-
 কে । নিজ জ্ঞানি যদুগণেরে প্রত্যেকে ॥ বুজবাসি তুল্য প্রেম
 অসাধারে । নাহি হইশক্ত প্রাপ্ত করাবারে ॥ গোপিকার
 মান চিত্ত আকর্ষক । যাহাতে আনন্দ বাড়ি বিশেষত ॥ তোমা

সকলের মানের ভঞ্জন । দুষ্কর আমা'র হইল এখন ॥ অত-
এব আমি বঞ্চিত লজ্জায় । অতি প্রিয়া বংশী ত্যজিলু এখায়া
ইথে বুঝ যথা স্থান মে আমার । আবির্ভাব হয় মহিমা বিস্তা-
র ॥ লীলা করগেছা তেমত প্রকার ॥ স্থান বিশেষেতে হয়ত
এচার ॥ হায্য আমি শ্রীবুজ ভুবনে । যেই সবলীলা কৈলু আচ-
রণে ॥ দূরেতে থাকক সেই লীলাগণ । অশক্ত করিতে এখা
নিকূপণ ॥ যদি কহ তাহা বিনা নিকূপণ । কদাচন নাহি হয়ত
অবণ ॥ তাঁহাতে সুপ্রেম রস বিস্তারণ । তব অবতার মুখ্য
প্রয়োজন ॥ কলিতে সম্পন্ন হইবে কেমনে । তাহার উত্তর কর
হ অবণে ॥ সুপ্রসিদ্ধ এক ব্যাসের নন্দন । বুজলোক তুল্য মম
প্রিয়হন ॥ বুজবাসি মম মহাপ্রেম ভর । প্রভাবেতে অতি
গঙ্গাদ অন্তর ॥ মম বাল্যলীলা প্রভৃতি কিঞ্চিত । কহিবেন
শিষ্যবরে পরীক্ষিতে ॥ করিলু যাহার জীবন রক্ষণ । নিকূপম
তার হয়গুণগণ ॥ এমতে পরম গোপনীয়ভাষ । হইবেক কাল
কালেতে প্রকাশ ॥ যেই স্থানে বক্তা শ্রোতা সে প্রকারে । হই-
বেক প্রভাবেতে তথাকারে ॥ কলি কালেতেও কোন স্থানে
সে রস সঞ্চারহবেক আখ্যানে ॥ এইমত বজ্রভাগ্যের বৈভব
ক্রোধাবেশে কহিতেছেন মাধব ॥ মহাভি^১রোদন ভাব পুন
কার । পূর্বমতে কিবা হইবেক তাঁর ॥ এ আশঙ্ক মনে করি
মন্ত্রিবর । মহিষীগণেরে সঙ্কেতিলাপর ॥ সত্যভাগা সহ রুক্মি-
ণী প্রভৃতি । তথাহৈতেকরিলেন অভিসৃতি । উদ্ধবপ্রভুর চরণে
ধরিয়া । রোদনের সহ বিষয় করিয়া ॥ নানা প্রকারেতে ভবে
স্তবিলেন । অগ্নে^২ তাঁরে শাস্ত করিলেন ॥ প্রভর ভোজন

নিমিত্তে স্মৃতিতে। অন্নপাণ আদি দ্রব্যাদি সহিতে ॥ শ্রীদেবকী
 শ্রীরোচিণী দেবী আয়ে। আনিলেন শ্রীউদ্ধব তথাকারে ॥
 কৃত স্নান বলদেবে ততঃকরণ। সেই স্থান্নে করাইলা প্রবেশন
 বিজ্ঞাপন তবে প্রভুরেকরেণ। দ্বারান্তেনারদ দাঁড়ায়। আছেন
 শুনি সর্ব অন্তর্যামি প্রভুর। নারদের সব জানিয়া অন্তর ॥
 অনর্থোদয়ক চেটানারদের। তাহেনাহি হইল উত্পন্নক্রোধের
 নন্দ বুজজন মহিমাতিশয়। প্রকট করণে য়েহেত্ত আশয় ॥
 শ্রীনন্দ নন্দন কহেন হাসিয়া। অদ্যকেরাখিল তাঁরে নিরো-
 ধিয়া ॥ প্রত্যহ স্নেহত অব্যাহিত দ্বার। নারদ আস্যেন নিকটে
 আমার ॥ ভেমত না আস্যেকেন এথাকারে। দ্বারী কেহনাহি
 নিবারিবৈ তাঁরে ॥ শ্রীউদ্ধব তবে ঈষৎ হাসিয়া। কহিতে লা-
 গিল। প্রাঙ্গলি কইয়া ॥ অপরাধ ভয়ে নিরুদ্ধ আছয়ে। অতি
 প্রেমভর সুলজ্জিত হয়ে ॥ তবে শ্রীবুদ্ধ্য দেব অগ্রে গিয়া
 আনিল। নারদে হস্তেত ধরিয়া ॥ কহিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ
 সমগ্র! হে আমার প্রীতি উত্পাদনে ব্যগ্র ॥ ওহে শ্রীনারদ
 মহা সূক্তম। করিলে আপনি অতি হিত মম ॥ হেরসিকো
 ত্তম লজ্জা নাহি কর। এম্ভাবরসিকের নিরন্তর ॥ যহিকহ
 মহামোহ উত্পাদনে। বহুদুঃখ দিলে হিত কোনক্রমে ॥ তাহে
 শুনি প্রযজনেরবিরহে। দাবানল তুল্য বেগ সূদুঃসহে ॥ দুরন্ত
 শোকের আবেশেতে হয়। অন্তরে সন্তাপ জন্মে প্রেম ময়
 দুঃখমত বৈকল্যতা অতিশয়। পুণ্যমে যদ্যপি সুগাঢ় জন্ময়
 তথাপিও সেই দুঃখের পশ্চাতে। অথবা তাহার পরিপাক
 সাতে ॥ য়ে পুণ্যোদরাশি ক্ষুতি হয়তায়। মিলনের সুখহৈতে

শ্রাঘ্য পায় ॥ বুদ্ধা নন্দ হৈতে কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ ! নিরন্তর হয়
তাহে মম শ্রেষ্ঠ ॥ সুনিশ্চিত মনোরম অতি প্রিয় । তাদৃশ
রসিক জন জ্ঞাপনীয় ॥ বিরহজ শোক দুঃখ শাস্তিপরে । চিত্ত
সুপ্রসন্ন সম্পূর্ণতাধরে ॥ সংপ্রাপ্ত সন্তোষ মহাসুখে যেন ।
সম্পন্নের তুল্য থাকে সদাতেন ॥ সেইমত ভাব বাঞ্ছে পুন-
র্কীর । দুঃখ মধ্যে সুখ মানে বহুবার ॥ প্রিয়তম বিরহিজনের
মনে । সে ভাব অভাব নাহয় কখনে ॥ কোন মতে যদ্যপি
অভাব হয় । পরম দুঃখিত চিত্ত তাহে রয় ॥ হিমে জাড্যতম
পদাদি শরীরে । অগ্নি স্পর্শ জ্ঞান হিমে হয় ধীরে ॥ মিথ্যা
সে অনল স্পর্শন প্রত্যয় । পরম জাড্যতা মাত্র সত্য হয় ॥
সেইমত মিথ্যা দুঃখের প্রতীতি । সুখের সমূহ তাহে জান
নিতি ॥ রাহাদিগে নাহি আমার বচন । ক্রুচে তাহাদেবমতের
কখন ॥ বিরহে ভাবনা সে প্রিয়তমের । অরুণদ গাঢ় উপকারী
হের ॥ কোন মতে প্রিয়জনের অরুণ । জীবন দানের পরম
কারণ ॥ প্রাণাধিক প্রিয়গণ বিস্মরণ । কখন হৈলে সে সুনিন্দ
মরণ ॥ আপন জীবন তুল্য প্রিয়জনে । কদাপি সম্ভব নহে
অস্মরণে ॥ তথাপিহ কোন বিশেষ কারণ । স্মৃতি হয় অতি
হর্ষের জনন ॥ যেন মহোৎসব সহিত জীবন । প্রকৃষ্ট হর্ষের
হয়ত কারণ ॥ মহোৎসব প্রিয় সুখেতে রহিত । জীবনে না
হয় প্রহর্ষ নিশ্চিত ॥ দারিদ্র্যাদি দুঃখে অতিশয় শোক । জীব
নেতে প্রাপ্ত হয় রত লোক ॥ সেইমত প্রেম বিনা সুনিশ্চিত
প্রিয়জন গণ অরুণ বিদিত ॥ এ প্রকার অদ্য মহা উপকার ।
করিলে আপনি সম নাহি যার ॥ অতি প্রেম সহ গোপীর

অরণ। করাইলে তুমি আমারে ক্ষণ ॥ সে কারণে আমি
 অতিশয় শ্রীত। তোমার উপরইলুনিশ্চিত ॥ ওহে শ্রীনারদ
 শুনহবচন। নিজাভীষ্ট কর করহ গ্রহণ ॥ পরীক্ষিত কহে
 শুন গো জননী। শুনি মুনী এই বাণী ততঃক্ষণি ॥ জযও কহি
 উচ্চস্বরে। সুমধুর বাণী গীতে স্তবকরে ॥ শ্রীগোবল জন মনো
 মহোৎসব। শ্রীরাশোদা নন্দদ্রমার কেশব ॥ শ্রীগোপ গো-
 পিকা জন প্রিয়তর। শ্রীরাধিকা আদি গোপী মনোহর ॥ মুর
 লী বাদন সন্মিত বদন। পীতাম্বর বনমালা সুশোভন ॥
 শ্রীরাধিকামান ভঞ্জন কারণ। নিরন্তর অতিশয় ভীতমন ॥
 রাধাঙ্গু তীর কানন বিলাসি। গোপীগণ মন চোর মৃদু-
 হাসি ॥ শ্রীরাধারমণ মদন মোহন। শ্রীরাস বিলাসী বর্ষাবি-
 ধারণ ॥ ইত্যাদি শ্রীবজ ক্রীড়াতে উথিত। গুণ নাম আদি
 সুখদ নিশ্চিত ॥ উচ্চমিষ্টস্বরে করিষ্য কীর্তন। বরপ্রদ কৃষ্ণ
 করিলা স্তবন ॥ স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধীষ। তীর্থাবধি
 দ্বারাবতী পর্য্যন্তীষ ॥ সহ বিপ্রাদির সম্ভাব বিষয়ে। করিলা
 ভ্রমণ অতিব্যগ্রহয়ে ॥ শ্রীমদনুগ্রহে পূর্ণার্থতা পাই। দাক্ষাৎ
 কৃষ্ণ মুখে শুনিবারে চাই ॥ পরম উত্তম দাতা শ্রেষ্ঠতরে।
 মনিন্দু মাগিলা অতি হৃদ্য বরে ॥ তথাহিবরং ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কস্যাপি তৃপ্তিরস্ত কদাপিন। ভবতানু
 গ্রহে ভক্তৌ প্রেমি চানন্দ ভাজনে ॥

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কখন কাহার। তৃপ্তি নাহি হ্রদ কপাতে
 তোমার ॥ ভক্তি আর প্রেম আনন্দ ভাজনে। কারো তৃপ্তি
 নাহি হ্রদ কদাচনে ॥ এতশুনিকৃষ্ণ কহিছেনপুন। বিদগ্ধসবার

আচার্য্য। হে শুন ॥ কিবা বর ভূমি করিলা প্রার্থন। অনর্থক
ইহা শুনহ কারণ ॥ মন কৃপা ভক্তি প্রেমের স্বভাব। ঐ রূপ
নিত্য হয়ত প্রভাব ॥ শ্রীপ্রয়াগ তীর্থ আরম্ভ করিয়া। ইত-
স্ততো বহু ভ্রমিয়াং ॥ সর্বদ্বৈতে আর দ্বারকা ভুবনে। যে দে-
খিলা আর করিলা শ্রবণে ॥ সকলে সংপ্রাপ্ত সর্ব অর্থ হয়
জগত জনার নিস্তারকাশয় ॥ সকলে আমার কৃপার বিষয়
কিছু তারতম্য কেবল আশ্রয় ॥ পূর্ব পূর্ব হৈতে সে উত্ত-
রোত্তর। জানিহ ক্রমেতে হয় শ্রেষ্ঠতর ॥ এমতে সকল হইতে
শ্রেষ্ঠতা। শ্রীরাধিকা দিতে পর্য্যবসিততা ॥ তারতম্য থাকি
তেহ স্বয়ংরস। জাতীয় সুখেতে পূর্ণিত মানস ॥ তথাপি
তাঁদের মধ্যে কোন জন। কোন মতে তৃপ্তি নাপায় কখন
নিজ অসৌভাগ্যের বর্ণনে। করে সবে নিজ ন্যূনতা স্থাপনে
অতএব বুঝ করিয়া বিচার। কৃপাদিতে তৃপ্তি নাহিক কাহার
এহেত্ত অভিষ্টতর বরগণ। আমাহৈতে মুনী করহ গ্রহণ
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে তাঁর ভক্তগণ। কদাচিত নাহি হয় তৃপ্তি মন
সাক্ষাত কৃষ্ণ মুখে এই সুবচন। শুনি মনিবর হৈলা হর্ষমন
নৃত্য করি বস্ত্র প্রসারি যেমত। অন্নাদিক মাগে ভিক্ষুক তেমত
অঞ্জলি বান্ধিয়া সাধুৱর দ্বয়। চাহিদাতা শ্রেষ্ঠ নারদ কহয়
হে নিজ পর্য্যস্ত দানেও অতৃপ্ত। ভক্তজনে অতিকৃপাসারদৃপ্ত
অধ্যয়ণাদিক আমার আয়াস। কিবা প্রয়াগাদিভ্রমণ প্রয়াস
সকল মফল ইদানী হইল। তব মহা কৃপা পাত্র সে জানিল
তব কৃপাসার করুণার পাত্র। মহাভগবতী গোপীগণ মাত্র
সাক্ষাৎ করিলু অনুভবোদিত। এইবর প্রাপ্ত হইলু নিশ্চিত

অনুগ্রহ এই উত্তম আমারে । জানিলাম যেই তব কৃপাসারে
তথাপি হৃদয়ে চিরকাল স্থিত । ওহে উদারেন্দু নাগিষে
কিঞ্চিত ! তথাহি ।

পাযং পাযং বুজজনগণ প্রেমবাপী মরাল শ্রীমন্মায়া
মৃত অবিরতং গোদলাক্লুখিতং তে । তন্তুদ্বেশা
চরিত নিকরো জ্জুস্তিতং মিষ্ট মিষ্টং সর্কান্ লোকান্
জগতি রমযন্তু চেফোভ নাগি ॥

বৃন্দাবন জনগণ প্রেমসার । দীর্ঘকার রাজহংস সুবিহার
অবিরত তব শ্রীমন্মায়া মৃত । গোদল সাগর হইতে উৎকৃত
অনিবর্তনীয় বেশ আচরিত । সকল হইতে যেই উজ্জ্বলিত
অর্থাৎ শিখিপিচ্ছ মৌলি বিহরণ । গুপ্ত অবতংস কদম্বভূষণ
পূতনা প্রাণপ শকট ভঞ্জন । যশোদা বত্সল শ্রীনন্দ নন্দন
বুজ জনানন্দ গোপী মনোহর । ইত্যাদিক নাম অমৃত সঞ্চর
অন্য নামাদিক হৈতে মিষ্ট মিষ্ট । নিরন্তর পাণকরি করি ইষ্ট
জগতে সকল লোকে সুখদিয়া । মন্তুচেফ যেন বেড়াই
ভ্রমিয়া ॥ তথাহি ।

ত্বদীয়া স্তাঃ ক্রীড়াঃ স্কৃদপি ভুবোবাপি বচসা দশা
শ্রুত্যাঙ্গৈরাঙ্গুশতিবৃত্তধীঃ কশ্চিদপিয়ঃ । সনিত্যং
শ্রীগোপী দ্রচ কলস কাশ্মীর বিলস ত্বদীয়া জিহ্বদে
কলযন্তু তরাং প্রেম ভজনং ॥

বৃন্দাবন সম্বিকিনী ক্রীড়াতব । বাক্য চক্ষু কণ অঙ্গ দ্বারা
সব ॥ নিশ্চয় বিশ্বস্ত মতি যেই জন । একবার তাহা করয়ে
স্পর্শন ॥ বাক্য দ্বারা স্পর্শ ক্রীড়ার কীর্তন । চক্ষু দ্বারা ক্রীড়া

স্থানের দর্শন ॥ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি যেই । বৃন্দাবন ক্রীড়া
বিজ্ঞাপক সেই ॥ তার স্পর্শ অক্ষুণ্ণ ডার স্পর্শন । বারেক
ভক্তিতে করে যেই জুন ॥ শ্রীরাধাদি দ্বিচ কলস ক্রীড়ারে
শোভিত ত্রদীয় পদ দ্বন্দ্বোচরে ॥ প্রেমের সহিত ভজন সেজন
নিশ্চল প্রত্যহ করুক লভন ॥ ততঃপরে কৃষ্ণ শ্রুতি এসকল
আদরে প্রশসি শ্রীহস্ত কমল ॥ এবমস্ত ইতি সানন্দে সত্বর ।
গোপীনাথ কহিলেন দিযাবর ॥ তাহে মহাপরানন্দের সা-
গরে । অতিশয় মগ্ন হৈয়া মূনিবরে ॥ বহুবিশ করি নর্ত্তন ।
কীৰ্ত্তন । শ্রীকৃষ্ণের করিলেন সুখমন ॥ নারদ মূনিরে লংঘা
তখনে । শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ বাসলা ভেজনে ॥ পরমাত্ম পোষ
দুব্যাদি সহিত । দেবকী রোহিণী দৃষ্টামিষ্টামিত ॥ শ্রীকৃষ্ণিণী
পরিবেশন করেণ । সত্যভামা দেবী তাঁরে সখীজেন ॥ তব-
প্রিয় ইহা করহ ভোজন । উদ্ধব একপে করণ অরণ ॥ জাম্ব-
বতী আদি মহিষী সকল । অর্পণ করেণ সুশীতল জল ॥ ভোগ
দ্রব্য প্রশংসন সুবীজয় । অনুরূপমাদে করেণ রঞ্জন ॥ এই
মতে সুখে করিয়া ভোজন । করিলেন সকলেতে আচমন ॥
গন্ধমালে টেকলা মূনিরে মণ্ডিত । নানামত অলঙ্কারেতে
ভূষিত ॥ সমাদর বহু তাঁরে করিলেন । তবে মূনি শ্রীনাথবে
কহিলেন ॥ প্রয়াগে আছেন মোর অপেক্ষায় । মূনিগণ করি
বিলম্ব তথায় ॥ তথায় যায়া তাঁহাদিগে কৃতার্থব । যদ্যপি
প্রভুর অনজ্ঞাপা ব ॥ তাহে বৃষ্ণ তাঁরে আজ্ঞা প্রচারিলা
প্রণমিষ মূনি বিদায় হইল ॥ প্রয়াগাদি নানা স্থানে ভ্রমি
নর ॥ যেভক্তিমা হা অ্য কৈলা অনুভব ॥ সেইসব মূনি আনন্দ

সহিতে । বিণার তানেতে গাইতে ॥ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি রসেতে
 রসিক । গমন করিলা সহস্রৈ অধিক ॥ প্রয়াগে ছিলেন পঞ্চ
 নিরীক্ষণে । সার সংগ্রাহি যতেক মুনিগণে ॥ পূর্বোক্ত সকল
 মহামহাভূত । নারদের মুখে সব হইয়া শ্রুত ॥ জ্ঞানকর্ম আদি
 অশেষ তখনে । তাজিলেন ভক্তি, দৃঢ় হইয়া মনে ॥ নারদ
 শিক্ষাতে করিলা গ্রহণ । কেবল পরম দৈন্যাবলম্বন ॥ শ্রীযুত
 মদন গোপাল চরণ । উপাসনা যত্নে করে মুনিগণ ॥ পরী-
 ক্ষিত উপাখ্যান সমাপিয়া । নিজমাতা প্রতি কহে সন্তো-
 ধিয়া ॥ ওগো মাতা সেই শ্রীগোপ কিশোর । রাস রসদি
 প্রণয়ে বিভোর ॥ শ্রীগোপীকাগণে আবৃত সর্বতঃ । ভজহ
 শ্রীকৃষ্ণ যন্তুতঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মোহিতা আভরী । রহে
 রাঁহারে নিরন্তর ঘিরি ॥ গোপীকাগণের দাস্য ইচ্ছা করে
 গোপী সন প্রেম ভঙ্গির প্রসবে ॥ কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্্তন পরা-
 যণ । হইয়া করগো মাতা উপাসনা ॥ গোপীকা গণের সক
 ল মহিমা । বজ্রাদ্যনন্তাদিতে নারে সীমা ॥ তার মধ্যে
 কোন এক মহিমারে । শব্দ নাহি নিজমুখে করিবারে ॥ সুমধুর
 পদ্যেতে মক্ষিকা যেন । নাহি পারে গ্রাসিবারে কদাচন ॥
 শ্রীকৃষ্ণের রসে নিত্য বিষ্ট মন । শ্রীগুরু আচার ব্যাসের নন্দ
 ন ॥ কৃষ্ণ আর তার প্রিয়া শ্রীকৃষ্ণাণী । প্রভৃতির নাম গায়ে
 তিন ॥ বিস্তৃত আশ্চর্য্য অতি ব্যক্ত তর । প্রেমায়ি জ্বালায়ে
 দক্ষ নিরন্তর । শ্রীগোপীগণের নামের কীর্্তনে । তাঁদের হইবে
 বিশেষ স্মরণে ॥ সে অগ্নি শিখা গ্র কনিকা স্পর্শনে । সদ্য হন
 মহাব্যাধি লভনে ॥ গোপীকাগণের নাম কদাচনে । শব্দ নাহি

হীন করিতে বদনে ॥ এইহেতু শ্রীমদ্ভগবতখ্যানে । শ্রীরাধি-
কাদির নাম কোনস্থানে ॥ একাশিষ্য তিহ নাহি কহিলেন ।
কিন্তু হৃদেসদাভাবনা করেণ ॥ নাম নাহিলৈলা পরম গৌরবে
এইকথা নাহি মানি মোরা সবে ॥ ওগো মাতা বল্লবীর প্রাণ
নাথ । শ্রীরাধিকা আদি গোপীগণ সাংখ ॥ ভজ উপাসনা শা-
স্ত্রের বিধানেন । প্রেমিতে আশ্রয় লৈয়া সাবধানেন ॥ সত্যও
বল্লবী নাথের । প্রমাদেতে আর বল্লবীগণের ॥ বল্লবীগণের
নহিমা কিঞ্চিত । তুমিও জানিতে পারিবে নিশ্চিত ॥ এইগ্রন্থ
মহাখ্যান শ্রেষ্ঠ হয় । কৃষ্ণ রূপাসার পাত্রেয় নিশ্চয় ॥ যে
জন আশ্রয় করয়ে ইহারে । শ্রদ্ধায় শ্রবণ কীর্তন প্রকারে
সেইজন শীঘ্র কৃষ্ণে প্রেমচয় । সেইমত পায় নাটক সংশয়

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ধন্য অদ্বৈত আচার্য্য আর ।
সবার চরণ সাবধান মন বন্দিবে করিয়ে সার ॥ শ্রীগুরু চরণ
ভক্তি বিতরণ যাহা হৈতে সদা হয় । যাঁহার রূপায় নাহিক
অপায় সম্পদ সর্বদা রয় । গুরুরূপে তরি ক্ষিতি অবতরি
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া । স্বপথ দেখান ভব ইহতে ত্রাণ করেণ
বিজ্ঞান দিয়া ॥ ভূমি লোটাঁইয়া সশঙ্ক হইয়া করিয়ে অগস্ত্য
নতি । ত্রিভুবনে সার যাহা বিনা আর নাহি অধমের গতি
ভাগবতামৃত গোপনীয় কৃত গ্রন্থ সুকঠিন হয় । য়েপদ ভাবি
য়া ভাষা প্রবন্ধিয়া রচিল এদীনাশয় ॥ শ্রীল সনাতন গোপী-
মী চরণ বন্দি সাবধানেন অতি । শ্রীজয় গোবিন্দভাষায় নির্বন্ধ
পূর্বখণ্ড পরিণতি ॥

কৃষ্ণ অরুণ পাশাভুং নিয়্যাতো ধ্যান রজ্জুভিঃ ।

গ্রাহ্যস্তাভ্যশ্চ নির্যাতো নাম কীৰ্ত্তন শৃঙ্খলৈঃ ।
 হৃদ্ভক্তি লোলিতে নাদ্য ন ময়া জাত্ত মোক্ষ্যসে ।
 ধৃতোধৃতোদি গাঢ়ং ত্বং পীত কৌষেয বাসসি ॥
 ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবত্ কৃপাভর নিদ্ধার খণ্ডে
 পূর্ণো নাম সপ্তমোধ্যায়ঃ । সমাপ্তশ্চাষং প্রথম খণ্ডঃ ॥

তদ্রাদ্যে তত্ত্বরা প্রশ্নোত্তর রূপেতি হাসতঃ । বক্তুং
 গোলোক মাচ্চাত্ম্যং ভূলোক মহিমোচ্যতে ॥

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণধাম । জয় নিত্যানন্দ প্রভু
 বলরাম ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুসদাশিবাখ্যান । জীবপ্রতি
 য়িঁহ অতি করুণা নিধান ॥ জয় গুরুদেব চরণার বিন্দ । রাঁ-
 হার কৃপায় পাই বুজে শ্রীগোবিন্দ ॥ জয় শ্রীল সনাতন শ্রীরূপ
 চরণ । জয় শ্রীজীব গোস্বামি পদধন ॥ জয় ভট্টদ্বয় রঘু-
 নাথ দাস । সবারচরণে মোর সদা রত্নআশ ॥ জয় ভক্তগণ
 চরণে প্রণতি । দ্বিতীয় খণ্ডের কথা কর অবগতি ॥ অত্যন্ত
 নিগুঢ়তর গ্রন্থ অতিসার । বুদ্ধি মতে লিখি দোষ নালবে আ-
 মার ॥ কহেন জনমেজয় গুরু সম্মিধান । শ্রুত বাক্য মোদে
 করি হর্ষের প্রদান ॥ কৃষ্ণভক্তি পরভাগবতাদি পুরাণ । সে স-
 বার সার অতি দর্লভ বিধান ॥ গোপনীয় মম পিতা করি
 সংগ্হাত । নিজমায়ে কৈল কৃষ্ণ প্রেমে প্রকাশিত ॥ শ্রীযুক্ত
 ভগবত্পর শাস্ত্র যে সাগর । তাহা হৈতে উদ্ধৃত অমৃত সার
 তর ॥ কৃপাসার নিদ্ধার গোপাখ্যানে কথিত । তব মুখ পাছে
 র সৌরভে সুবাসিত ॥ ওহে মুনিস্রেষ্ট ইহা সব পান করি
 নাহয় আমার তৃপ্তি কিকব বিবরি ॥ অতএব কৃষ্ণ পাদপদ্মে

লুক্কমন। সেই ঘাই নাতা পুত্র অতি বিচক্ষণ ॥ সুখাসার মঘ
অন্য তাঁদের সম্বাদ। কহে তু বৈতা শুনিতে আহাদ ॥
এতেক শুনিয়া শ্রীজৈমিনি গুণিবর। কহেন শুনহ মহারাজ
গড়তর ॥ গোলোক নাহা অ্য উপাখ্যানাদি প্রকার। শ্রীম-
ভাগবত দিকু পীযুষ সুসার ॥ ভুত ভবিষ্যতি বস্তমান কাল
জানী। আর বুদ্ধান ভবিক হয় য়েই প্রাণী ॥ তাহাঁদের
দুজ্যেয় আপন শক্তি দ্বারে। জানিতে বলিতে ইহা কেহ নাহি
পারে ॥ যদি কহ মহদুপাখ্যান কি প্রকার। কহিলে শুনহ
কহি উত্তর তাহার ॥ শ্রীমত্ শুকদেব কৃষ্ণ ভক্তি রসার্ণব।
তাঁহার প্রসাদে আমি ঐকলু অনুভব ॥ পরীক্ষিতুরা
পার্শ্বে বসিয়া তখন। শুনিয়াছি সাক্ষাতে সকল বিবরণ
শ্রীগোলোক মহিমা সুগোপনীয় অতি। তথাহি।

পরংগোপ্যমপি স্নিক্বেশ্মিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতিঃ।

তাতে শুন মহাভাগ কহিয়ে সপ্রতি ॥ শ্রীকৃষ্ণ করুণাসার
পাত্রেব নিষ্কার। আদ্যোপান্ত সুখসাব সত্কথ। বিস্তার
হইলেন শ্রবণ করিয়া সেই সব। পরম আনন্দে পূর্ণা পিতামহী
তব ॥ য়েই ভক্তি গোপীকান্ত পাদপদ্মদ্বয়ে। তাহার বিশেষ
ফল শ্রবণেচ্ছু হয়ে ॥ আর তার ভোগস্থান বৈদ্রুত হইতে। হট
বেক সাধুতন মানিয়া স্বচিতে ॥ হৃদয়ে ভাবিয়া নাকরিতে
পারি স্থির। পুছিল উত্তরা পরীক্ষিতে সুগভীর ॥ গোপীনাথ
পাদ্যাজে পরম প্ৰেমবান। য়েই সব তাহাদের পুণ্য শ্রেষ্ঠ
স্থান ॥ ইতরসবার পুণ্য হইতে উত্তম। উত্তমসেহ বনর্ক শ্রেষ্ঠ
সর্বোত্তম ॥ নর্ক বিচক্ষণ তাহা জিজ্ঞাস্য কারণ। বিবিধের

প্রাপ্য পদ করে নির্দেশন ॥ যে গৃহস্থ ফল প্ৰাপ্তি বাঞ্ছা করি
মনে । নিত্য নৈমিত্তিক পুণ্য কর্ম আচরণে ॥ ভূত্ব বয়লোকনাম
ত্রিলোকে নিশ্চয় । তাহাদের প্ৰাপ্য স্থান আছে যেনির্ণয় ॥ নি
কায় গৃহস্থে স্বারা স্বধর্ম নিষ্ঠিত । নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করে
সাবহিত ॥ মহর্জন স্তম্ভঃ সত্য লোক চক্ৰকৈব । তাহাদের
প্রাপ্য স্থান হয় নিশ্চয় ॥ ভোগান্ত হইলে সকামিক সবজন
মুহূর্মুহুঃ করে ভবে গমনাগমন ॥ নিফাম স্বধর্ম নিষ্ঠে যেই সব
জন । মহলোকাদিক মধ্যে করে নিবসন ॥ তার মধ্যে কতক ভো
গিয়া ভোগ চয় ; নকা প্রলয়েতে বুদ্ধা সহ মন্তু হয় ॥ কতজন
অচিরাদিপথে নিজে ছায় । ভুক্তি বহু ভোগ ক্রমে মুক্তি পায়
বুদ্ধজ্ঞান পরায়ণ রতি সমুদয় ; দেখান্ত হইলে সদ্য মুক্তি
প্রাপ্ত হয় ॥ কামনা সহিত যে ইচ্ছা কত ভগ্ন ॥ ভোগাভিলাষেতে
ভজে প্রভুর চরণ ॥ বিশুদ্ধ তাহার বহু সুখ ভোগ যত । আপ
ন ইচ্ছায় ভোগ করিয়া সম্মত ॥ তাহার কারণে লাভ ভগবত
স্থান । মুক্তের দুঃখ ভক্তের বৈদ্য আখ্যান ॥ নিবিড় আনন্দ
জ্ঞান ময় বস্ত্র মান । নিফামী তাহার তত্ত্ব সদ্য তাহা পান
শ্রীকৃষ্ণ চরণাজে সাক্ষাৎ সেবা সুখ । রাহাতে ধিকি হইয়া
অমৃত বিমুখ ॥ অনুভব বহু বিধ করিয়া তথায় । পরম নিবি
ড়ানন্দে বিলসে সদায় ॥ মোক্ষ তুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দি
জ্ঞান । তাহে নিশ্চয় ভক্তি হইলে জ্ঞান ভক্তাখ্যান ॥ ভরদ্বাদি
স্বৈর্য তাহার পাত্র হয় । কতজন শুদ্ধভক্ত করে পাদাশ্রয়
কর্ম জ্ঞান বৈরাগ্যে অযুক্ত ভক্তি ময় । ভক্তি মাত্র কামী অমু
রীষ আদি হয় ॥ প্রেমের সহিত ভক্তিমন্ত কতজন । প্রিয়তম

প্রভুপাদ সেবা মাত্রেষ্কণ ॥ যেমন শ্রীহনুমান আদি মহাশয়
পরে প্রেমপরা শ্রীপাশুবগণহয় ॥ প্রেমসম্পত্তে বিভুল প্রেমা
ভর যত । শ্রীউদ্ধবআদি প্রেমেচ্ছটশযমত । জ্ঞান ভক্তি শুদ্ধ
ভক্তি প্রেমভক্তি আর । প্রেমপর প্রেমাত্তর যেহয়বিস্তার ॥ ভাব
ভেদে প্রেম তারতম্য কম্পনীয় । কিন্তু শ্রীবৈদ্যে তাহা নহে
য়োজনীয় ॥ যদি কহ কেহ নিকটের সেবা পাষ । কেহবা দূরে
তে থাকি দ্বার পালে তায় ॥ এইরূপে তারতম্য বিশেষ
কহিয়ে । ইহার উত্তর কহি শুন মন দিযে ॥ নারুপ্য সামী-
প্যাদিক য়েট প্রাপ্তহয় । তুল্যত্রে পর্য্যবসান কিছু ভেদ নয়
বৈদ্যেীর অধিক কিঞ্চিৎ প্রাপ্যস্থান । অপর নাস্তুনি কিছু ইহা
র বিধান ॥ নিজ ভাবোচিত বৈদ্যে প্রদেশে । তথাহি ।

যাযথা ভবিবর্তান্ত পরে' ভগবতঃপ্রিয়ঃ । তাসুথা
সন্তি বৈদ্যে তত্তল্লীলার্থাদত ইতি ।

স্বস্বপ্রিয় বস্তুর সংপ্রাপ্তির বিশেষে ॥ সকলের সখপ্রাপ্তি
তউক তাহায । রস জাতীযোচিত পরম শ্রেষ্ঠ তায় ॥ শ্রীরাস
বিহারী গোপীনাথ বংশীধারী । চরণ কমল যুগ্ম যেই সেবা
কারী ॥ সে সব ভক্তুর হইবেক কিবা গতি । সর্ব সাধারণ
ফল প্রাপ্য যুক্ত অতি ॥ শ্রীমদন গোপাল প্রিয়া শ্রীরাধার
দাসী হৈতে বাঞ্ছা যেই সব ভক্তসার ॥ সর্ব সাধারণ প্রেমে
পরিপূর্ণ কায । অতন্ত আত্মাদে শ্রীযুগলনাম গায় ॥ শ্রীরাধা
গোবিন্দ রাধা মুরলীবদন । রাধা প্রাণ পতিরাদা মদনমোহন
রাধা কৃষ্ণ রাধানাথ রাধা দামোদর । রাধাশ্যাম সুন্দর
শ্রীরাধাগিরিধর ॥ ইত্যাদিক নাম সদা করে সঙ্গীভন । অত

এব তাঁহাদের নহেন সাধারণ ॥ প্রাপ্য হৈলে তাঁহাদের অন্য
 র প্রকার । তাহাতে হৃদয় তৃপ্তি নাশায় আমার ॥ গোপী
 নাথ পাদপদ্ম প্রসাদ প্রভাবে । মহাপ্রেম সিদ্ধি সাধিলেক
 ভক্তি ভাবে ॥ সেসব ভক্তের তাদৃশী গতিতে স্থিত । যদ্যপিও
 সাহিব্যে পারিকদাচিত । তথাপি শ্রীনন্দ রশোদাদি বৃজজনে
 কদাপি তাদৃশী গতি নায়ায মনে ॥ অসম্ভব বিবিধ মহি-
 মার অন্ত্যসীমা ॥ রাহাতে পর্যবসানহয়ত গরিমা ॥ মবনদী
 গণয়েন নমুদে নিলয়ে । নন্দাদির তেনত মহিমা গণ হযে
 তাঁহাদের নিমিত্ত উচিত যোগ্য স্থান । অবশ্য বৈষ্ণবোপারে
 থাকিবে বিধান ॥ ময় হইবাছি আমি সংশয় সাগরে
 উদ্ধার আঁমারে সব কহিয়া ময়রে ॥ পৃথিবীর মধ্যে যদ্য-
 পিছ বিরাজতি । সর্বস্থান শ্রেষ্ঠ । শ্রীমথুরা ভগবতী ॥ নন্দ
 রশোদাদি বৃজবাসির সহিত । শ্রীনন্দ নন্দন অতি সুখ বিরা-
 জিত ॥ তথাপিহ প্রপঞ্চান্তর্গতের কারণ । দেহ বিকারাদি
 দেখি অর্ধাচীন গণ ॥ মাষিকত্ব প্রসঙ্গ আশঙ্ক্য করে মনে
 কিন্তু তাহা অভক্তের বধন কারণে ॥ আর নিজ ভক্তগণ স্ব-
 গার্থ হয় । যেন কৃষ্ণ দেখি অভক্তের সখ নম ॥ পরম নিগঢ়
 হৈন্ত সর্বলোকে ক্রত ! মহাত্ম্য বিশেষ তার স্মৃতি নহৈশ্রুত
 করিলা উত্তরা হেন প্রশ্ন সেকারণ । গোলোক মহাত্ম্য রাহে
 হইবে কখন ॥ কিন্তু কাল বিশেষেতে শ্রীনন্দ নন্দন । অখিল
 রূপাদি আর সহ নিজগণ । অন্যত্র অলভ্য ত্রীড়া বিশেষ
 কারণে । স্বয়ং অবতরেণ মথুরা বৃন্দাবনে । তাহে শ্রীগোলোক
 তে নাহাত্ম্য ইহার । শ্রীনারদোক্তিতে অগ্রে হইবে বিস্তার

কেবল বুদ্ধাণ্ড ত্রিলোকের নাশে আর । অন্তর্দান হইবে শ্রীধ-
 তামথুরার ॥ গোলোকের সহিত হযেন এক্যাপত্তি । নিত্য
 বৃন্দাবন শ্রীগোলোক অন্তর্ভুক্তি ॥ গোলোক মথুরা দুই ধানে
 ভেদ নাই । দুইরু মাহাভ্যাসে পুরাণাদিগাই ॥ শ্রীকৃষ্ণ একট
 কালে শ্রীগোলোক ধাম । একট হযেন শ্রীমথুরা বৃজ নাম
 মাতার এমহারম্য প্রসূর শ্রবণ । সূত পরীক্ষিত হৈলা আন-
 দিত মনে ॥ প্রণমিয়া তাঁরে অশ্রু ব্রোমাঞ্চ সহিত । পুত্ৰ হু-
 দিতে আরাধিত সাবহিত ॥ শ্রীকৃষ্ণ জীবিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ
 হইতে । বুদ্ধান্ত্রে পাইলা পূণ স্বগর্ভ রক্ষিতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহা-
 সনে মাতঃ কৃষ্ণমন । তব যোগ্য পুত্র এনাকৈল কোনজন
 কৃষ্ণ গিষ সখা যিঁহ শ্রীসুভদ্রাপতি । শ্রী অর্জুনমহাশয় খ্যাত
 ত্রিজগতি ॥ তাঁহার পৌত্রিত্বে তব উদরে আশার । য়াঁহার
 রূপায় জন্ম হইল বিস্তার ॥ চক্রগদাধরি যিঁহ গভের ভিত-
 রে । দৌণির বুদ্ধান্ত্র হৈতে অভিযত কর ॥ মহামহাশয়ারক্ষা
 করিল আমারে । বাল্যে নিজরূপ দেখাইলা রূপাছারে ॥
 পরম শ্রীভাগবতগণের উচিত । বারম্বার রূপরূপ নিরীক্ষণ
 নীত ॥ পুজার পাশন বুদ্ধাণ্ডতা সত্যসন্দ । দানী শরণাদি
 গুণে মহতানন্দ ॥ বিক্রম তিতিক্ষা শূরত্বাদি গুণ দিলা । ই-
 ক্ষাদ্র আদির অন্তর্ভুক্তি য়েকরিলা ॥ দিগিজযে হরুক্ষেত্রে
 সরস্বতী তীরে । গাবী বৃষ রূপী ভূমি ধর্ম এদুইরে ॥ হিংসা
 করে কলি ইহা করি বিলোকন । কলির নিগ্রহ করিলান ততঃ
 ক্ষণ ॥ বিখ্যাপিত আমারেত করিলেন য়েই । সম্পন্ন করিল
 রাজ্য শ্রীঅদ্ভুত সেই ॥ শক্তিকর শাপের দান করিয়া বিদিত

রাজ্যশ্রী হইতে করিলেন ননিবেদিত ॥ শ্রীমদেকেশিষ্যরূপে পুণ্য
 সে আশ্রয় পশুনা ইয়া মন করি য সুসার ॥ গৃহ অন্ধ্ররূপ হৈতে
 করি আকর্ষণ ॥ বাসুদেব গজাভীরে আনি ততঃক্ষণ ॥ মরণ
 পায় যন্তু ভক্ষ্যপেষ বিবর্জনে ॥ শাস্ত্রেতে প্রায়োগবেশ আছে
 নিরূপণে ॥ সেইবতে সুরধুনী ভীরে দিলা মতি ॥ শুকদেব রূপে
 ভয় দূর করি অতি ॥ মুনীন্দ্র সভার মধ্যে উপদেশি তত্ত্ব
 প্রদান করিলা মোরে প্রমোদ মহত্ব ॥ কৃষ্ণের স্বপ্রিয়া মাতা
 তব সঙ্গদানে ॥ করিলেন সূতপুত্র স্বকথামৃতপানে ॥ সেই নিরু
 পাধি কৃপাকর কৃষ্ণ পায় ॥ সাক্ষী প্রণাম আমি করি শত
 ধায় ॥ নিশ্চের বচন করি আদরে গ্রহণ ॥ নিজ অন্তকাল য়াতে
 কৈল সংবুদ্ধন ॥ একমনে সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র সার ॥ কহিবে
 উত্তর ইবে প্রশ্নের তোমার ॥ শ্রুতি স্মৃতি বাক্য সব যথা
 শ্রুতার্থে ॥ তাৎপর্য বৃত্তিতে পরস্পরায়মর্মেতে ॥ ব্যাখ্যা
 করি প্রশ্নোত্তর প্রবোধি তোমারে ॥ যদ্যপি সক্ষম আমি সন্তো
 ঘ দিবারে ॥ তথাপি স্বগুরু শুকদেবের প্রসনে ॥ প্রাপ্ত ইতি
 হাস এক অত্র উপপন্নে ॥ যাহাতে তোমার হৃদয় সংশয় ছেদন
 আদৌ ব্যক্ত হৈতু কটিকর হ অবগ ॥ কামরূপ দেশে প্রাগৈজ
 তিষ পর গ্রামে ॥ দরিদ্র বাক্ষগ এক করিত বিশ্রামে ॥ অধ্যয়ন
 শ্রবণ শাস্ত্রার্থ নাহি ছিল ॥ অতি মর্থ স্বধর্মাদি নাহি আচরিল
 ধন কামে ভ্রান্তিতা শ্রীকামাখ্যা দেবী ॥ শ্রদ্ধা দ্বারে অনুদিন
 ভঞ্জে তাঁরে সেবি ॥ তুষ্টি হৈলা দেবী তাঁহা হইতে বাক্ষগ ॥
 স্বপ্নে দশাক্ষরি মন্ত্র লাভিল তখন ॥ মদন গোপাল পাদপদ্ম
 পাদ্য রাঘা ॥ ধ্যানাদি বিধান যুক্ত মহানিধি প্রায় ॥ স্বপ্ন

জ্ঞানে বিপ্র তাহা না করে জপন । পুনঃসপ্নে দেবী তারে
আদেশে তখন ॥ তাহে সেই নন্দ সদা জপিষা নির্জনে । ধন
বাঞ্ছা গেল হৈল সুনিবৃত্তি মনে ॥ বস্তুতত্ত্ব অনভিজ্ঞ সেইত
বুদ্ধিগণ । অন্য পার লৌকিকাদি য়ে সাধ্যসাধন ॥ সকল সে
মন্ত্র জপ প্রভাবে নিশ্চিত । বস্তুমান মানিলেক যেন সম্পাদিত
গৃহচেষ্টা আদি পরিত্যজিষা সকল । তীর্থেষ্টে ভ্রমণ বিপ্র
করষে একল ॥ তিক্কার ধারেতে করে দেহ নির্ঝাহন । গঙ্গা
সাগর সঙ্গমে করিল গমন ॥ পথমধ্যে গঙ্গাতটে গোড়ীষ
বুদ্ধিগণ । অনেক দেখিল স্বীয় ধর্মের রত মন ॥ শিক্ষা কম্প ব্যা-
করণ জ্যোতিষের গণ । ছন্দো অবিচিতি আর নিরুক্ত লক্ষণ
এই ছয় অঙ্গ চারিবেদ সে পুরাণ । মীমাংসা ন্যায় বিস্তর ধর্ম
শাস্ত্রাধ্যয়ন ॥ এই চতুর্দশ বিদ্যা বিশারদ সবে । প্রায় সক-
লেতে গৃহী কৈল অনুভবে ॥ নিত্য নৈমিত্তিক আদি সদাচার

। অবশ্য কর্তব্য আর কাম্য রত কর্ম ॥ সেই সকলের
ফল স্বর্গ ভোগ সুখে । শুনিলেক সেই সব বিপুল গণ মুখে ॥
অনেক সংকল্প গঙ্গা জ্ঞানাদি বিষয় । সদাচার অনুষ্ঠানে
নিষ্ঠা বিলোকয় ॥ জাত শুদ্ধ করে কর্ম প্রবৃত্ত হইয়া । গঙ্গাতট
বাসি বিপ্র হইতে শিক্ষিয়া ॥ দেবীর আজ্ঞার প্রতি করিয়া
আদর । রহন্তলে নিত্য মন্ত্র জপে বিশ্রবর ॥ সে মন্ত্র প্রভাবে
সেই সব কর্ম দ্বারে । অন্তরে সন্তোষ নাহি হইল তাহা র ॥
বিরক্ত হইয়া কাশী করিল গমন । সন্ন্যাসি বহুল জন কৈল
বিলোকন ॥ অদ্বৈত ব্যাখ্যাতে তাঁরা বুদ্ধি নিরুপণ । পর-
স্পর বিবাদ করয়ে সর্বজন ॥ আদৌ বিশ্বেশ্বর দেবে প্রণাম

করিষ্য । যতিগণে নমস্করি ঐতিমঠে গিয়া ॥ স্ততিগণ সহ
 সম্ভাষণ আচরিল । তাহাদের পাশ্বে বিপ্র বিশ্রাম করিল ॥
 শুকবুদ্ধি তাহাদের বাদের বচনে । করতল স্থিত ন্যায় মোক্ষ
 বুঝি মনে ॥ তাহাদের মত বিপ্র মানিলেক সার । প্রশংসিল
 মনে২ তাহাদের আচার ॥ সন্ন্যাস উত্কর্ষ পর বেদান্ত বচন
 তাহাদের মুখে বিপ্র করয়ে শ্রবণ ॥ মণিকর্ণিকাতে গুহ্যমান
 আচরিয়া । বিশ্বেশ্বর মহাদেব দর্শন করিষা ॥ তাহাদের স-
 ক্ষেতে অশ্রমাসে ব্রাহ্মণ । মিষ্ট ইষ্ট ভোগ সব করয়ে ভোজন
 সন্ন্যাস করিতে ইচ্ছা করিলেক মনে । শ্রদ্ধা হানি হৈল নিজ-
 মন্ত্রে ততঃক্ষেণে ॥ কামাখ্যা দেবীর বাক্য গৌরবে ব্রাহ্মণ ।
 অন্তঃস্থ লোভে মন্ত্র নাকরে ত্যজন ॥ স্বমন্ত্র দেবতা শ্রীমদ্ভদ্র
 গোপালে । দর্শন করিল বিপ্র যুগ্মে এককালে ॥ তাঁর পরম
 সৌন্দর্যে বশীকৃত মন । পরম আনন্দ যুক্ত হইল ব্রাহ্মণ ॥
 সেইমন্ত্র জপ ভিন্ন সন্ন্যাসাদি কর্মে । প্রবৃত্তিতে নাহি পায়
 চিন্তাত্যাগ শর্যে ॥ সন্ন্যাস কর্তব্য নিজ মন্ত্র জপ কিবা । নি-
 শ্চয় করিতে নাহে ভাবি রাজি দিবা ॥ সন্ন্যাসি সহিত সদা
 তদ্বাক্য শ্রবণে । মনের চাক্ষুশে নাহে কৃত্য নিরূপণে ॥ মনের
 অস্তিত্বে একদিন নিদুরায । কামাখ্যা সহিত শিব যুগ্মে আসি
 তায ॥ কহেন নাকর মূর্থ সন্ন্যাস গ্রহণ । শীঘ্র শ্রীমথুরাধামে
 করহ গমন ॥ তথা বৃন্দাবনে বিপ্র যখন যাইবে । পূর্ণ সর্ব
 মনোরথ অবশ্য হইবে ॥ উত্কণ্ঠা সহিত বিপ্র মথুরা যাই-
 তে । মথুরা২ সদা কীর্ত্তয়ে গাইতে ॥ মথুরা দেশের দিকে
 করিতে গমন । উপস্থিত পথ মধ্যে প্রয়াগে ব্রাহ্মণ ॥ সেই

তীর্থরাজে বিষ্ণু ভক্তি প্রদাতাতে । শ্রীমাধব গাদপদ্ম শোভ
মান য়তে ॥ ভক্তিতে সংগতায়মুনাতে গজ্ঞা য়থা । অতি
মনোহর স্থান হযত সর্বথা ॥ দেখিলেক সেই স্থানে সাধু
শতং । মাঘমাসে প্রাতঃস্থান হেতু সমাগত ॥ গীত নতি
স্তবাদিতে বিষ্ণু পূজোত্সব । নানা উপচারে আচরণে সাধু
সব ॥ অপ্রাজ্ঞ বুদ্ধিগণ জিজ্ঞাসয়ে ততঃক্ষণ । ওরে দণ্ডপ্রায়
নমস্কার কারিগণ ॥ ওরে বন্দিগণ হে মর্তক হেবাদক । ওরে
রামকৃষ্ণ বাদি সব হে গায়ক ॥ রে রম্য তিলক মনোহর মালা
ধর । অসুস্থ ক্ষণেক কোলাহল নাহি কর ॥ কি কর্ম বিধান
কর কোন দেবার্চন । সাদরে আচরকহ করিষ্যে শ্রবণ ॥ একথা
শুনিয়া তত্রস্থিত অন্যজন । উপহাস করি কত কহিল বচন
কেহ কহে ওরে মূঢ় থাক চুপ করি । কহেন বৈষ্ণব গণ কৃপা
দীনোপরি ॥ হে বিপ্রজ মূঢ় বুদ্ধি কিছু নাহি জ্ঞান । হাযং
কিছু মাত্র নাহি তব জ্ঞান ॥ বিষ্ণুভক্তে হেন সযোধন নাহি
কর । এমতজন্মপনা পুনর্বার না আচর ॥ এইমোরা সকলেতে
বিষ্ণুভগবানে । উপাসনা করিষে যেমত আছে জানে ॥ গুরু
হৈতে করি বিষ্ণু দীক্ষার গ্রহণ । যথা মন্ত্র যথাবিধি করিষে
অর্চন ॥ কেহ শ্রীনৃসিংহ তনু কেহ রঘুনাথ । কেহ শ্রীগোপাল
দেব শ্রীরাধিকা সাথ ॥ চতুর্ভূজ মতস্য কর্ম বরাহ বামন ।
য়ার য়েই ভাব মত করয়ে পূজন ॥ এতশুনি সেই বিপ্র হইয়া
লজ্জিত । হর্ষে মাধনয়ে জিজ্ঞাসয়ে সাবহিত ॥ কোথায় থা
কেন কিবা রূপ তিহ হন । কিবা অর্থদানে ক্ষম কহত কখন
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য করুণা করিয়া । কহেন তাঁহার প্রতি

কিছু বিবরিয়া ॥ বাহ্য অন্ত সর্বত্র সর্বদা হন স্থিত । কাল
 দেশ বস্তু তিন পরিচ্ছেদা তীত ॥ প্রপঞ্চ মধ্যে হৈ আর প্রপঞ্চ
 অতীতে । থাকেন কোথায় কেহ নাপায় দেখিতে ॥ অন্ত-
 যামী সকলের হৃদয়ে বসতি । সব জগদীশ্বরের দৈশ্বর্যনিযতি
 মিগূঢ় সচ্চিদানন্দ মনোরম অতি । বৈদ্যুতলোকে প্রকটসর্বদা
 বসতি ॥ চতুর্বর্গ ভক্তি বা বৈদ্যুত বাসাদিক । আপনা পন্ন্যস্ত
 দেন সেবকে অধিক ॥ যারে স্তব করে সদা শ্রুতি স্মৃতিগণ
 তাহার মহিমা কেবা করিবে বর্ণন ॥ এথা হইতেছে যতপুরাণ
 পঠন । মুখঃ ২ সেই সব করহ শ্রবণ ॥ জগত প্রভুর পতি রূপ
 শ্রীমাধব । দর্শন করিয়া নমস্কার সহ স্তব ॥ তাহাতে কথিত
 অকথিত মহিমার । বৃন্দান্ত স্বরায় ভূমি জানিবে তাঁহার
 ততঃপরে শ্রীমাধব করিয়া দর্শন । শ্রদ্ধান্বিতে নমস্কার করি
 ল বাঞ্ছন ॥ ধ্যানে অবলম্ব করি জপের সময়ে । শ্রীমদন গো-
 পাল দেবের কতিপয়ে ॥ মুখ নেত্রাদির তাঁতে স্বরূপ্য দর্শি-
 ল ॥ বৈষ্ণব সঙ্ঘিত কিছু পুরাণ শুনিল ॥ বিবিধ শ্রীবিষ্ণুমূর্তি
 পূজেন বৈষ্ণব । দর্শন করয়ে বিশ্রুতথা সেই সব ॥ তথাপি
 চিত্তের অগোচর সে তাঁহার । নাই য এত্যাভিজ্ঞান বুঝিলাম
 সার ॥ ইহঁ মম দেব জগদীশ শ্রীমাধব । সাধু সকলের প্রভু
 অসংখ্য বৈতব ॥ এই সাধু সকলের উপাস্য নিশ্চিত । মাধব
 জগদীশ্বর অত্র অধিষ্ঠিত ॥ আমি যার উপাসনা করি তিঁহ
 হন । অন্য কেহ এই মনে ভাবয়ে বাঞ্ছন ॥ গ্রিহ শত্ৰু চক্রগদা
 পদ্য বিভূষিত । মাধব হবেনকিনে মদেব প্রতীত ॥ নরসিংহ
 রূপ ধারী মম প্রভুনন । মৌন দ্রষ্টা বরাহ বামন নাহি হন

শ্রীরাম কোদণ্ড পাণি রাজার লক্ষণ । নহেন আমার প্রভুব-
কিলু এখন ॥ ইহাঁদের মধ্যে কোন সুজন অচি-
ত । গোপা-
লের ভল্য বা খাদন সুনিশ্চিত ॥ তথাপি মানিয়ে আমি করি
যা বিচার । নাহি জগদীশ্বর দেব সে আমার ॥ মাঘ মাহা-
অাদিতে যেকন্ত সে লক্ষণ । নাহি করিলাম আমি এথায
শ্রবণ ॥ আমার প্রভুর হয় আশ্চর্য আকার । মনোহর তরু
রূপে গলে মলিহার ॥ নিজ সখাগণ গোপ বালক সহিত
গোচারণ বনেতে করেণ হর্ষান্বিত ॥ ময়ুর পিচ্ছের চূড়া বৈজ
যন্তী হার । গৈরিক তিলক কদম্বের মালা আর ॥ গুঞ্জা অবতংস
নানা পুষ্পবিভূষণী মধুর বংশীকরেণ বাদন ॥ শ্রীরাধিকা
আদি গোপাঙ্গনার সঙ্ঘিত । বিলাসে লম্পট সদা বশীভূত চিত্ত
সাধুগণ ধর্ম পরদার পরিহার । ইতর জনের ভল্য লঙ্ঘন তা
হার ॥ ধর্মের লঙ্ঘনে বনমধ্যে গোচারণে । প্রকট জগদী-
শতা নাহয় সম্মানে ॥ আরাধনে ঐশ্ব্যর আনন্দ লাভ হয়
কামাণ্য দেবীর এই প্রভাব নিশ্চয় ॥ অতএব না ত্যজিব
কদাপি বিস্তার । মদন গোপাল মন্ত দশাক্ষর আর ॥ এতমত
বিবেচনা করি যা বাক্য । পূর্বমত জপে মন্ত নির্জনে আপন
চিত্ত শুদ্ধি সাধু সঙ্গ প্রভাবে হইল । সাক্ষাতের মত নন্দকি
শোরে দেখিল ॥ তাঁর তত্ত্ব আলোচনা নাহি অনুভাব কিন্তু
সর্বানন্দক তদর্শন হুভাব ॥ তাহে প্রাপ্ত কখন আনন্দ মচ্ছা
হয় । উঠি জপ কালগত দেখিয়া শোচয় ॥ এই কোন উপ-
দ্রব আমার হইল । তাহে মঙ্গল্য আসিনিশ্চয় জন্মিল ॥ অদ্য
কার জপ মোর মাগু নহিল । কি করি উপায় রাত্রি আগ

তা হইল ॥ এই অচেতন কিবা নিদ্রাতে প্রভব । কিবা হইল
আমারে ভূত অভিভব ॥ হাহা মম দুঃস্বভাব জানিল নিশ্চয়
শোক স্থানে হৃদয়েতে সুখ যাতে হয় ॥ একদিন উক্তমতে
করিয়া শোচন । নিদ্রিত হইল বিপ্র নাকরি ভোজন ॥ স্বপ্নে
আদেশেন শ্রীমাধব সমাস্ত্রন । কিকারণ বৃথা শোক করহ
ব্রাহ্মণ ॥ উপবাসে মোরে আপনারে দেহ কেশ । শীঘ্র নিদ্রা
হইবে তব মানস অশেষ ॥ উনাপতি বিশেষরু কথিত বচন
আপনার চিন্তে তাহা করহ অরুণ ॥ যমুনার তীর পথে ছুরা
য ব্রাহ্মণ ॥ গ্রাহ ভূমি অনিবচনী বৃন্দাবন ॥ আমার প্রসাদে
সে স্থানে অসাধারণ । তোমার হইবে লাভ হর্ষ বিলক্ষণ ॥ পথ
মধ্যে কোন মতে বিলম্ব কখন । ত্রাপি না করি শীঘ্র করহ
গমন ॥ শ্রীমাধবদেশে প্রাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণ । হৃষ্টচিত্তে প্র-
স্থান করিল ততঃক্ষণ ॥ পথ গতিক্রমে গ্রাম্য শ্রীমদথরায
স্থান করি বিশ্রাম তীরেতে যমুনায ॥ শ্রীযুত শ্রীবৃন্দাবনে
গিয়া ততঃপর । নিজঙ্গপে ধ্যায় মান যত পরিকর ॥ গো
গোপ কদম্ব বৃক্ষ প্রভৃতি সুন্দর । প্রায় দেখি হৈল অতি আনন্দ
নিদ্রিত তর ॥ সেই গো ভূষিত বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ । কোন জনে
নাদেখি ভ্রময়ে অভিমত ॥ শ্রীকেশী তীরের পূর্ব দিগেতে
ব্রাহ্মণ ॥ হঠাত্কারে শুনিবারে পাইল রোমন ॥ সেই দিগে
গিয়া প্রেনে নাম সঙ্কীর্তন । শুনি বারম্বারে তারে করে অনুর
ণ ॥ নিবিড়াকার বনে নাদেখিয়া কারে । কোথা হৈতে
আসে শব্দ অনেববে তারে ॥ সেই সংকীর্তনধ্বনি স্থানে
নিবাপিয়া ॥ যমুনার তীরে বিপ্র উপনীত গিয়া ॥ কদম্ব নিদ্রা

দ্বিধে করিল দর্শন । গোপ বেশ বেণু শৃঙ্গ বেত্রাদি ধারণ ।
 কিশোর সুদমারাজ পরম সুন্দর । সর্ষঙ্গ সৌভব যুক্ত অতি
 মনোহর ॥ নিজের দেবতা ভনে সে গোপ ভ্রমারে । মহা হর্ষে
 গোপালেতি সম্বোধিয়া তাঁরে ॥ প্রণমিয়া দণ্ডতল্য ক্রিতিতে
 পড়িল । তাহাতে তাঁহার বহির্দৃষ্টি সে জন্মিল ॥ সর্ষঙ্গের শি
 রোমনি শ্রীগোপভ্রমার । জানিল মাথুর বিপ্রজনে ভ্রমতার
 কামাখ্যা । দেবীর কাম রূপ নামে দেশ । তথায় নিবাস বিপ্র
 করষে বিশেষ ॥ শ্রীমদন গোপালের উপাসনা করে । দূর
 হৈতে আসিবাছে এথা সমাদরে ॥ ভ্রঞ্জে হৈতে বাহিরিয়া
 করি উত্থাপন । নমস্করি আলিঙ্গিয়া বসাল্য তখন ॥ করি-
 লেন সম্ভাষণ আতিথ্য ব্যবহারে । শ্রীগোপ ভ্রমার করি বক্র
 গা তাঁহারে ॥ দেবী আরাধনাবধি বুঝে আগমন । পর্যন্ত যে
 অনুভব করিল ব্রাহ্মণ ॥ হার্মিয়া সংক্ষেপে তাহা কহিলা ত-
 খন । নিজ বক্ষ্যমাণ বাক্যে বিশ্বাস কারণ ॥ বঝিয়া ব্রাহ্মণ
 গোপ ভ্রমার তাঁহায । অতি হর্ষে আপনার প্রিয়জনে পায়
 বিশ্বাস জানিয়া তাঁরে আপন বৃত্তান্ত । সকল কহিল বিপ্র
 যত আদ্যোপান্ত ॥ সত্তম গোপ নন্দন সর্ষঙ্গের বর । জানি
 যা তাঁহারে বিপ্র হইয়া কাতর ॥ বিনয়ানত দৈন্য সহিত তখ
 ন । পুনর্বার বিশেষিয়া কহেন বচন ॥ স্বর্গ মোক্ষ আদি রূপ
 সাধ্য নানামত । তাহার সাধন কর্ম জ্ঞান আদি যত ॥ গঙ্গা
 তীর বারানসী আদি স্থানে আর । বহুবাদ শ্রবণ হৈল যে আ-
 মার ॥ তার মধ্যে প্রাপ্য কিবা করণীয় হয় । আমিই নাগ-
 রি তাহা করিতে নির্ণয় ॥ দেবীর আজ্ঞা য়ে কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান

নিত্যকরি তার তত্ত্ব নাহি মোরে জ্ঞান ॥ কিবা তার ফল
 কিবা কর্ম প্রযোজন । ধর্ম জ্ঞান ভক্তি ইহা নাজানি কখন
 সাধ্য আর সাধন নির্ণয়ভাবে মনে । বিফল মানিয়ে জন
 বাঞ্ছিয়েমরণে ॥ কেবল কামাখ্যা শিব মাধবরূপায় । জীবন
 ধরিয়ে আমি প্রবল আশায় ॥ আমার উপাস্য শ্রীগোপাল
 দেব প্রায় । দয়ালু সর্বজ্ঞ ভূমি সঙ্গী তাহায় ॥ অদ্য উক্ত
 দেবতারূপায় তোমারে । পাইয়া হইল হৃদয়ে সন্ন্যাস বিস্তারে
 সংশয় সাগরে মগ্ন পীড়িত আমার । রূপাকরি মহাশয় কর
 হ উদ্ধার ॥ সাদরে বিপ্রের বাক্য শ্রীগোপ দমার । শুনিয়া আ
 পন মনে চিন্তেন বিচার ॥ মদন গোপাল দেবোপাসক এজন
 কৃত কৃত্যেই শুদ্ধ মাধুর বাক্য ॥ জন্মিয়াছে পূর্ণ মনোরথ
 সে ইহার । নিশ্চয় ইহাতে নাহি সন্দেহ আর ॥ কেবল তাঁ
 হার পাদ পদ্মের সাক্ষাতে । দর্শন আছয়ে অবশিষ্ট মাত্র
 তাতে ॥ কিন্তু আশঙ্কিত তাঁহার নাম সঙ্কীর্ণনে । যোগ্য হয়
 যেই সেই মানস সাধনে ॥ শ্রীমদন গোপালের দুই শ্রীচরণ
 বাঞ্ছাভীত ফল প্রদ হব সর্বক্ষণ ॥ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল
 এ প্রভৃতি । মধুর স্বরেতে সঙ্কীর্ণনে বৈ বিস্তৃতি ॥ সেই প্রায়
 বল্লভ নিশ্চয় যাহে হয় । ইতি উপাসনার লক্ষণ সূনির্ঘ
 তার লীলা স্থল শ্রেণী যে আছয়ে তাহা । শ্রদ্ধা সংদর্শন আর
 আদর দ্বারায় ॥ সুসম্পদ্য মান যেই হয় অতিশয় । অর্থাৎ
 তাহাতে ভক্তি কারণ নিলয় ॥ সে চরণ উপাসনা হইতে সাধন
 শ্রেষ্ঠ নাহি কিছুমাত্র নিশ্চয় কখন ॥ মদন গোপাল পাদ পদ্ম
 উপাসনা । চতুর্ভুজ বৃদ্ধরূপে করে বিড়ম্বনা ॥ যাহা হৈতে

সম্যক্জন্মযে প্রেমধন ॥ তৎপাদাজ্জবলীকার দ্ব্য কপ হন
 তাহাভিন্ন সাধ্য বস্তু কিছু নাহি আরে । এই সাধ্য সাধন তা-
 হারে বুঝাবারে ॥ সকল সংশয়ছেদি আপন বৃত্তান্ত । প্রথমে
 বর্ণন করি সব আদ্যোপান্ত ॥ কৃষ্ণকথামৃত পানহইবে ইহার
 মম অনুভূত অর্থশুনিবেক আর ॥ তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হই
 বে যখন । সাধ্য সাধনাদি জ্ঞান জানিবে তখন ॥ স্বপ্রশংসা
 ধুবো মৃত্যুঃ শাস্ত্রের বচন । নহে সাধু সমতত্ত্বমাহাত্ম্য কখন
 অন্যের আখ্যান শুনে নহিবেক হিত । শুনিবেক মমাখ্যান
 শ্রদ্ধায় নিশ্চিত ॥ তাহাতে নিরাশ হবে অশেষ সংশয় । হই
 বে ইহার সর্ব হিতের উদয় ॥ শ্রীমতী রাধার আভা মস্তকে
 ধরিয়া । আসিয়াছি এখায় এবিধের লাগিয়া ॥ যারে শীঘ্র
 হিত হয় সেইত উচিত । অতএব দোষ নাহি ইহাতে বিদিত
 নিশ্চয়করিয়া মনে এইতপ্রকার । মহানুভাবক সেই শ্রীগোপ
 কুমার ॥ শ্রদ্ধায় শুনিতে করি বিধে সাবধানে । পৌরাণিক
 ঋষি যেন কহেন পুরাণে ॥ সেইমত নিজ অনুভূত সমাচার
 হইলেন প্রবৃত্ত সকল কহিবার ॥ এই সাধ্য সাধনের তত্ব নিরূ
 পণে । বিদ্যমান আছে বহু ইতিহাস গণে ॥ তথাপি আপন
 সব বৃত্তান্ত নিশ্চিত । অরুণ করিয়া কহি শুন শ্রদ্ধামিত ॥ প্রেম
 তাবোধযে যদি মোহ প্রাপ্ত হই । তথাপি তোমার সব
 আদ্যোপান্ত কই ॥ গোবর্দ্ধন বাসি বৈশ্য বৃত্তি গোপালন
 তাহার নন্দন আমি বালকএমন ॥ বিংশতি যোজনা অক জগ
 ত বিখ্যাত । শ্রীমথুরা মণ্ডল প্রদেশ মধ্যে যাত ॥ যমুনার
 তীরে গোবর্দ্ধনে বন্দাবনে ॥ এইস্থানে আর অতিরম্য মহান

বনে ॥ বালক গণের সহ নিজ গাবোগণ । করিতাম বিপ্রবর
 পূর্বেতে চারণ ॥ বনমধ্যে করিতাম প্রত্যহ দর্শন । দিব্যমূর্তি
 ধর একবিরক্ত বুদ্ধগণ ॥ ইতস্তত কখনকরেণ পর্যাটন । কৃষ্ণ
 মুহূর্মুহু করেণ কীর্তন ॥ কখনো জপেতে রত কখনো বধ্যানে
 কখন করেণ নৃত্য কোন কালে গানে ॥ কদাপি হাসেন আর
 তথা বিক্ৰোশন । কখন ভূমির পরে হযত পতন ॥ উন্মত্তের
 ভল্য লুঠে পড়িয়া ভূমিত । উচ্চৈঃস্বরে কখন বা লাগেন কা
 দিতে ॥ শ্বেয়া লাল অশ্রুধারা হইয়া নির্গম । গোপথের রজ
 সব করেণ কদম্ব ॥ পড়িয়া থাকেন কখনো বা অচেতন । কদা
 পি মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট বচন ॥ আমরা বালক সব কৌতুক
 করিয়া । সেই সাধুবরে সদা দেখিতাম গিয়া ॥ আমরা
 সকলে গোপ দ্বারা পাইয়া । নমস্কার করিতেন অতি আদ
 রিয়া ॥ পাচ আলিঙ্গিয়া প্রেমে সর্বাঙ্গে চুম্বন । পরিত্যাগ
 করিতে নাপারে কদাচন ॥ বহু দিনান্তরে প্রিয় বন্ধুরে পাইয়া
 যেন নাহি ভ্যজেন মোদিগে ধরিয়া ॥ দধি দুগ্ধদান জল
 পাত্র আহরণ । সমীপ বসিত্ত্ব আদি অনেক সেবন ॥ করিয়া
 আমিহ তাঁরে প্রসন্ন করিল । কৃপাকরিবার ভরে উন্মুখী হইল
 একদিন পাশ্চাত্যে যমুনায় তীরে । আলিঙ্গিয়া কহিতে লা
 গিলা ধীরে ॥ সকল অভীষ্ট সিদ্ধি বত্সহে তৎক্ষণাৎ যদিপি
 করহ ইচ্ছা শুনহ বচন ॥ আমাঠহেতে জগদীশ প্রসন্ন কারণ
 কেশিতোর্থোন্মান করি করহ গ্রহণ ॥ এমত কহিয়া মহামন্ত্র
 দশাকরি ভূমিগ্রাহা উপাসনা কর শুদ্ধাকরি ॥ পূর্ণকামান
 পেক্ষ দখালু শিরোমণি । সেটো দ্বিজোত্তম নিজাচন্তে কৃপাগণি

দ্রানোত্তরে করিলেন আদেশ আমারে । গুজাবিধি ন্যাস
 ধ্যানাদিক শিক্ষাবারে ॥ জপে ধ্যেয় মদন গোপাল রূপনার
 উচ্চারণ জিজ্ঞাশ্রী করিয়া একবার ॥ বিরহিনী নারীপ্রিয় বির
 হান্তর্জী হযে । অরণে বিভ্রা মতি যেষ্ট কান্দযে ॥ সেইমত
 প্রেমাদল চিত্তেতে রোদন । করি হইলেন দ্বিজোত্তম অচে-
 তন ॥ কতক্ষণ পরে পুনঃ পাইলা চেতন । ভাষে কিছু জিজ্ঞা
 সিতে নারিল বচন ॥ প্রেমভরা বিভাবেতে বিমনস্ক মন ।
 আপনিও কিছ নাহি কহিলা কারণ ॥ কোথা য গেলেন অনে
 যিষা পুনর্বার । নাহি পাইলাম আমি দর্শন তাঁহার ॥ কি ইহা
 পাইল ফল কিবা বা ইহার । যদি মন্ত্রহয সাধনীয় কিপ্র
 কার ॥ কিরূপে বা সর্ষসিদ্ধি হইবে উদ্দিতে । ইহা কিছু না
 পারিলু আমি জানিতে ॥ সেই মহানুভাবের বাক্যে গো
 রবে । কৌতুকেতে নিরহর অলক্ষিত সবে ॥ কেবল মুখেতে
 সেই মন্ত্র জপকরি । অতি বিরলেতে লোক লজ্জা পরিহরি
 তত্বজ্ঞানা ভাবেতেও মহাপুরুষের । প্রভাবেতে আর দ্বারা
 সে মন্ত্র জপের ॥ চিত্ত শুদ্ধি হৈল কাম ক্রোধাদি নিবৃতি । ইহ
 ল মন্ত্রের জপে প্রকার প্রবৃতি ॥ জগদীশ প্রসাদ গ্রহণ কর
 য়েই । শ্রীগুরু বাক্য অনুসন্ধানিয়া সেই ॥ সেই মন্ত্র জগদী
 শ্বরের সুসাধক । মানি তোম গায়্য হেন জপ প্রকারক ॥
 কিদূশ শ্রীজগদীশ কিবারূপ তাঁর । কবে বা হইবে দৃষ্টি গো-
 চর আমার ॥ ইহাতে লালসা যুক্ত অত্যন্ত হইয়া । জাহ্নবীর
 তীরে গেলু গৃহাদিত্যজিয়া ॥ দূরে হৈতে শঙ্খ ধ্বনি করিয়া
 শ্রবণ । ধ্বনি স্থানে পুলিনেতে করিলু গমন ॥ শালগ্রাম শিলা

চক বাজ্ঞান দেখিয়া । করিলাম প্রণাম নিকটে তাঁর গিয়া
 এত কেকাহার পূজা করিতেছ স্বামি । বাজ্ঞানে জিজ্ঞাসা যবে
 করিলাম আমি ॥ হানিয়া কহিল তবে নাজান বালক । এত
 জগদীশ্বর জগত প্রপালক ॥ তাহা শুনি হইলাম সসংভ্রান্ত
 বিধি । দরিদ্র মানব যেন পাইলেক নিধি ॥ মৃত বন্ধুজনে যেন
 বাজ্ঞব পাইল । তেমত পরম হর্ষ আমার হইল ॥ শালগ্রাম
 কপি জগদীশে বারবার । দেখি প্রাতে করি মণ্ডনত নমস্কার
 বিশেষ রূপায় কিছু নির্মাল্য সহিত । পদোদক পাইলাম
 পরম হর্ষিত ॥ সেই বিপ্র গৃহে যাতে উদ্যত হইয়া । শাল-
 গ্রামে করণেরাখিল শোয়াইয়া ॥ জগদীশে এইমত দেখিয়া
 পীড়িত । করিলু প্রলাপবহু রোদনসহিত ॥ হাযং করুণমন্ডে
 অয়োগ্যস্থানে । নিক্রপ করিল পরমেশ্বরে কি জানে ॥ দুব্যা
 দি সকল আছে কিছু না থাইলা । ক্ষুধায কি মতে নিদ্রাযুক্ত
 সে হইলা ॥ এই শালগ্রাম হৈতে কোন বিলক্ষণ । কোথাও
 জগদীশ্বর আছেন কেমন ॥ প্রকৃত নাজানি আমি ইহা সর্ব-
 থায । মাথুর বাজ্ঞগোত্তম কহিবে তোমায ॥ অকৃত্রিম মন্ত্র-
 পি বিলাপেতে পীড়িত । আমারে দেখিয়া বিপ্র হইললজ্জিত
 প্রেম বিশেষ দর্শনে বিনয়ে অন্বিত । সান্তনা করিবা বিপ্র কহি-
 ল কিঞ্চিত ॥ হে নব বৈষ্ণব শালগ্রামের পূজন । মতুল্যেতে
 ত্রিযমাণ নাকৈলা দর্শন ॥ কিবা পূজা করিবারে পারিবে নি-
 ধর্ধন । জগদীশে করি মাত্র স্বভোগ্য অর্পণ ॥ যদি জগদীশ্ব-
 রের পূজার উত্সব । দেখিবারে চাহ আর তাঁহার বৈভব
 এই গজাঙ্গীর বর্ত্তি দেশের নূপতি । বিষুপূজা অনুযাগী মহা

সাধুমতি ॥ নিকটে তাঁহার পুরী করহ গমন । সাক্ষাৎ সকল
তথ্য করিবে দর্শন ॥ প্রকট সর্বাত্ম শোভা চারু বিশেষক
দুর্দর্শ জগদীশ্বর হৃদয় পূরক ॥ ভোগদ্রব্য পায়ক মন্দিরাদি
দেখিবে । গীত স্তুতি নানামত তথায় শুনিবে ॥ মহানন্দ
সর্বথা করিবে অনুভব । হইবে মানসতব সন্তোষিতমব ॥ যদ্য
পিহ শালগ্রাম রূপী ভগবান । তথাপি সর্বাত্ম শোভা অভা
বেতে জান ॥ আর মম দারিদ্র্যে অভাব পূজোত্সব । প্রেম-
ভক্তে নাই হয় সুখ অনুভব ॥ তথায় সকল ভূমি করিবে দর্শ
ন । হইবে তোমার বহু আনন্দিত মন ॥ ইদানী আমার গৃহে
করি আগমন । বিষ্ণু নিবেদিত কিছু করহ ভোজন ॥ তাঁর
বাক্যে আনন্দিত হইলাম আতি । উপবাসী নাগেল্যাম তাঁর
পুত্র প্রতি ॥ বাক্য লঙ্ঘনাপরাধ ক্ষেমার নিমিত্তে । পুনঃ
প্রণমিয়া সন্তোষিত চিত্তে ॥ তাঁর উদ্দেশিত পথে যাইয়া
দ্রবিত । উত্তরাজ পুরে হইলাম উপস্থিত ॥ অন্তঃপুরে দেব
তা মন্দিরে সবিপুল । জগদীশাক্ষ ন ধুনি অপূর্ণভমুল ॥ দূরে
হৈতে শুনি জিজ্ঞাসিলাম মানবে । কোথা জগদীশ কিবা শব্দ
এই হবে ॥ ধুনির কারণ তার স্থান জানি পরে । শ্রীযুক্ত জগদী
শ্বর দেখিবার তরে ॥ কোন দ্বারিগণ চৈত্রে অব্যাহত গতি
দেবের মন্দিরে প্রবেশিলু বেগে অতি ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম
শোভে পদ্ম করে । দেখিলু সমক্ষে চতুর্ভুজ রূপধরে ॥ সর্বাত্ম
সুন্দর তর অতি মনোহর । নব মেঘ সম কান্তি সুবিস্ম অধর
পট্ট পীতায়র বনমালা বিরাজিত । সুবর্ণ রচিত মণি ভূষণে
ভূষিতাঃ অবর্ণ । কিশোর মূর্তি পূর্ণেন্দ্র বদন । ঈষৎ হাস্য

সুখাতাহে পঙ্কজ নয়ন ॥ নানা বিধ সেবা কার্যে অনুসত্তম
বহু পরিচারক করয়ে সুসেবন ॥ স্তব নৃত্য গীত অগ্রে য়েহ য
তাঁহার । অনিমেষ দৃষ্টি দেব করেন স্বীকার ॥ আছেন বসিয়া
ঈর্গ সিংহাসন বরে । পরিচ্ছেদ সমূহ আছয়ে সুষ্ঠু তরে ॥ পরম
আনন্দে পূর্ণ আমি হইলাম । দণ্ডবৎ প্রণাম মুহূর্মুহুঃ করি
লাম ॥ চিন্তিলাম য়েবা ছিল দেখিতে ইচ্ছিত । করিলাম অদ্য
আমি দর্শন নিশ্চিত ॥ জন্মের সাফল্য ফল পাইলু এখন ।
এথা হৈতে কোন স্থানে না যাব কখন ॥ পাইয়া বৈষ্ণব গণ
কৃপা সমুদয়ে । করিলু নিবাস সুখে সেই দেবালয়ে ॥ বিষ্ণুর
ঈনবেদ্য নিত্য করিয়ে ভোজন । পূজা মহোৎসব সুখে করিয়ে
দর্শন ॥ পূজাদি মাহাত্ম্য নিত্য তথা শুনিলাম । গোপনীয
স্থানে যত্নে মন্ত্র জপিতাম ॥ গোপ ক্রীড়া সুখ বৃদ্ধ ভূমির শ্রী
আর । কখন না যাব মনে হইতে আমার ॥ এইমতে কত দিন
আনন্দ হৃদয়ে । থাকিলাম তথাকারে সন্তোষিত হয়ে ॥ পূ
র্কের কথিত পূজা বিধান আমার । পরমা লালসা মনে জন্মি
ল বিস্তার ॥ কত দিনান্তরে সেই অশ্রুত নৃপতি । বৈদিশিক
আমি তবু প্রিয় করি অতি ॥ সুশীল দেখিয়া মোরে পূজিত
কম্পিয়া । অচির কালেতে গেল শরীর ত্যজিয়া ॥ আমি সেই
রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তথায় । পূর্ক হৈতে বহু গুণ প্রবর্তি পূজায়
বিষ্ণুর প্রসাদ অগ্নে আমি প্রতি দিন । করাইতু ভোজন বৈষ্ণব
সম্প্রদায় ॥ রাজ্য প্রাপ্তি পূর্ক যেন ছিল অকিঞ্চন । রাজ্য
পাইয়াও থাকিলাম সে তেমন ॥ জপি নিজ মন্ত্র দেহ নির্ঝাঁক
কারণ । করিতাম প্রসাদান কেবল ভোজন ॥ মৃত নৃপতির

য়েই ছিল পরিবার । তাহা দিগে বাঁটিয়া দিলাম রাজ্যভার
তথাপি রাজ্য সম্বন্ধে বহুধা প্রকার । নিরন্তর দুঃখ বোধ হইল
আমার ॥ কদাচিত্ত অন্যরাজ্য হৈতে হুহু ভয় । কখনোবা চক্র
বন্তী নৃপতি হুহু ॥ বিবিধ আদেশ গণ পালনে তাহার
নিরন্তর নহে বশীভূত আপনার ॥ জগদীশ্বরের সেবা সিদ্ধের
কারণ । সহিবারে হয় যদি বলহ বচন ॥ তাহার উত্তর কহি
করুশ্রবণ । জগদীশ্বরের প্রসাদান্ন য়েইহন ॥ অন্যস্থানে যদ্য
পিহ কেহলয়্যায় । কোনক্রমে অন্যজনস্পর্শ কৈলেতায়
জগন্নাথ ছেব মহা প্রসাদ ব্যতীত । অন্যস্পর্শ খাভ্যে নাই
একরি নিশ্চিত । কোনবা সজ্জন তাহা না করেভোজন । এই
মর্ম্ম শৈল কৈল হৃদেপ্রবেশন ॥ তাহাতে সেরাজ্যে মহা বৈরা
গ্য জন্মিল । কিন্তু শীঘ্র সেইরাজ্য ত্যজিতে নারিল ॥ তাহে
হেতু জগদীশ সেবা সুখময় । রাজ্য ত্যাগে তাহারো সেবার
ত্যাগ হয় ॥ এমত সময়েতে তৈথিক সাধুবর । মম পুরে
আগমন করিলা বিস্তর ॥ কহিলেন লবন সাগর তীরে থাম
লীলাচলে ক্ষেত্র পুরুষোত্তম য়ে নাম ॥ তাহে বিরাজিত দারু
বৃক্ষ জগন্নাথ । শ্রীমদ্ভদ্রা শ্রীরাম শ্রীলক্ষ্মী দেবীসাথ ॥ ভগবান
পারম বৈভব যুক্ত হন । উৎকলের রাজ্য হয়ং করেণ পালন
সেবক গণের প্রতি অতি মুগ্ধমন । আগন মাহাত্ম্য সদাকরে
প্রকাশন ॥ লক্ষ্মী দেবী আনাদিক করেণ রঞ্জন । স্বয়ং মহাপ্রভ
তাহা করেণ ভোজন ॥ দেবতা গণের তাহা সুদুর্লভ হয় । আ
পন সেবক গণে দেনদয়াময় ॥ নামমহাপ্রসাদসুপবিত্রিতহন ।
স্পর্শ্য স্পর্শ্য দোষ তাহে নাই কদাচন ॥ স্নেহী কোন স্থা

নীত না করি বিচার । ভোজন করিলে সর্ব পাপেতে নিস্তার ।
 আশ্চর্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা । অনন্ত অনন্ত মুখেরিতে
 নারে সীমা ॥ গন্ধর্বাদি চতুর্ভুজ যের্থানে সদা য । প্রবেশ
 না ত্রেতে অন্যাসে নু ক্তিপা য ॥ প্রফুল্ল গুণ্ডরীকাক দেখিলে
 তথা বা আশ্চর্য অশ্রুত নিজ জন্ম ফল পা য ॥ এতে কশুনিয়া হৈল
 ইচ্ছা দেখিবার । তাহে অভিতুত জ্ঞান জন্মিল আমার ॥ সেই
 ক্ষণেরাজ্য ধন জনাদি বৈভব । বাহ্য অন্তরেতে করি পরি-
 ত্যাগ সব ॥ জগন্নাথ করি সঙ্গীত ন । ওড়ুদেশ দিগে শীঘ্র
 করিলু গমন ॥ সেই ক্ষেত্র অচির কালেতে পাইলাম । ক্ষেত্র
 বাসি জনসবে করিলু প্রণাম ॥ পরম বৈষ্ণব সেই সবার কৃপা য
 প্রবেশ করিলু পুর মধ্যেতে তথা য ॥ তথা হি ॥

দূরাদর্শ পুরুষোত্তম বস্তু চন্দ্রে ভাজ দিশালন যনো
 মণি গুণ্ডভালঃ সুক্লাভ কান্তি বরুণাধর দীপ্তিবমো
 হশেষ প্রসাদ বিকসিত স্মিত চন্দ্রিকাচ্যঃ ॥

দূরে হৈতে দেখিলাম অতি শোভাতর । শ্রীযুক্ত পুরুষো
 ত্তম বদনেন্দু বর ॥ সপ্রকাশ মান অতি বিশালন যন ॥ তিলক
 সমান মণি ভালে বিভূষণ ॥ কান্তি অতি স্নিক সহজল জনধর
 অরুণ অধর দীপ্তি কিবা মনোহর ॥ অশেষ জনের প্রতি প্রসন্ন
 তা চিত । তাহে বিকসিত মন্দ হাস্য জ্যোত্স্মান্বিত ॥ দর্শন
 করিয়া প্রেম হইলাম হত । কল্পেতে নিরুদ্ধ দেহ হইল বিতত ॥
 রোমাঞ্চ সমূহে যুক্ত হইলু তখন । তৎক্ষণে মদিত তবে মন
 ধন যন ॥ গমনে মানস কিন্তু নাহি শক্তি তায । গরুড়ের স্তম্ভ
 পাইলাল কষ্ট তায ॥ ততঃপর নিকটেতে করিয়া গমন

কিরিলাম বিশেষ প্রকারেতে দর্শন ॥ দিব্য বস্ত্রালঙ্কার সূমা-
লা বিরাজন । মনো লোচনের করে হর্য বিবর্জন ॥ লীলাক্রমে
সিংহাসনোপরেতে সুস্থিত । ভোজনকরিয়া মহাভোগ মনো
মীত ॥ প্রণাম নৃত্যন স্তুতি বাদ্যগীত আর । য়েই সবলোক
করে ভক্তি পুরস্কার ॥ বিলোকেন তাহাদের প্রতি প্রেমসাধ
মহা মহিমার পদ প্রভুজগন্নাথ ॥ করিয়া দর্শন হইলাম মোহ
রূত । পড়িলাম ভূমিতলে হৈয়া অভিভূত ॥ কতক্ষণ পরে
তবে পাইয়া চেনন । চাহি পুনর্বার তার করিয়া দর্শন ॥ হই
লুঁ উন্নত তুল্য ধরিবারে তারে । বেগে ধাইলাম আগ্রে দ্বাভু
প্রসারে ॥ চিরকাল হৈতে দৃষ্ট ইষ্ট প্রভুবর । এই জগদীশ
অদ্য পাইলু সত্ত্বর ॥ পাইলু জীবন অদ্য পাইলু জীবন । এই
কথা অগ্নেকহি যাইতে তখন ॥ দ্বারী বেত্রাঘাতে তবে কৈল
নিবারিত । বিচার জন্মিয়া হইলাম সলজ্জিত ॥ এই নিবারণ
হৈল প্রভুর রূপায় । ইহা অনুমানি আইলাম বাহিরায় ॥
কোন জন দয়ালু হইয়া রূপাবান । আমারে করিল মহাপ্রসাদ
দান ॥ সেই মহাপ্রসাদান্নকরিয়া ভোজন । ভগবন্দিরে
পুনঃ করিলু গমন ॥ প্রবেশ করিয়া রাঙ্গা হইল দর্শন । হৈল
প্রমোদের পদ আশ্চর্য জনন ॥ হৃদয়ে করিতে তাহা শক্ত
নাহি হই । অনন্ত হেতুক কিপ্রকারে মুখে কই ॥ এইমতে সম
স্ত দিবস দেবালয়ে । থাকিলাম আনন্দানুভব পূর্ণাশ্রমে ॥
রাত্রি প্রহরেক গতে অতি মহোত্সব । বিচিত্র বেশাদি বহুচ্ছ
জার সম্ভব ॥ হইলে সংপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিমহোত্সব । আইলাম
বাহিরেতে সানন্দ বিভব ॥ নৃত্যন আনন্দেতে সাধু সঙ্গে

দিবারাত্রি জ্ঞান নাহি প্রমোদ প্রসঙ্গে ॥ বৃন্দাবন অদর্শনে
শোক ছিল যত ! সে সকল আমাহিতে হইল বিগত ॥ সেব
ক গণের প্রতি উত্তম করুণা ! জগন্নাথ দেবের সর্বত্র যায় শুনা
সেবকের ইচ্ছা প্রভু করুণে পালন ! করিলুঁ একুপা অনুভব
বিলক্ষণ ॥ সর্বদা শ্রীজগন্নাথ দর্শন ব্যতীত ! অন্য কিছু আমা
রে না রোচে কদাচিত ॥ দেবালয় মধ্যে বহু পৌরানিক গণ
করুণ প্রভুর বহু মাণ্ডল্য বর্ণন ॥ তাহাও শুনিত ইচ্ছা নাহি
কষমম । প্রভুর দর্শনে সদা পাই সুখতম ॥ যদি কিছু দৈহিক
চৈতিক দুঃখ হয় । দেখিলে পুণ্ডরীকাক্ষ সদ্য পায় কষ ॥
পাইলাম মল্ল জপ ফল ইহা মানি । থাকিলাম বহুদিন অতি
সুখ জানি ॥ কতদিন পরে মহাপ্রভুর সেবায় । জন্মিল আমার
ক্লিষ্ট একদিন তাষ ॥ বহু স্বত্ব করি সেই সেবা নাধাটিল । তা
হাতে মানসে তাপ আমার জন্মিল ॥ ক্ষেত্র পুরুষোত্তমের
রাজ্য চক্রবর্তি । প্রভুর সেবক মূখ্য সেবা অনুবর্তি ॥ রথ যাত্রা
আদি মহোত্সবের সময়ে । শ্রীমূখ দেখিতে যান নৃপ মহা-
শযে ॥ উদ্যানাди ভঙ্গ হয় হস্ত্যখাদি পাতে । সজ্জন সবার
হয় দর্শন বিষাতে ॥ রাজগণে জনে পথ হয় নিরারিতে । হীন
মোরা নাহি পাই দৃচ্ছন্দ দেখিতে ॥ এই মতে বহু দুঃখ জন্মি
ল হৃদয়ে । নিজ গুরুদেবে দেখিলাম এসময়ে ॥ জগন্নাথ দেব
বাঞ্ছা বিভুল প্রেমে অতি । মহানুভাবক ভাবে বিভাবিতমতি
জগন্নাথ শ্রীমূখ হরিল মমচিত । সংভাষণা করিতে হইল বিল
ম্বিত ॥ করিলেন অলক্ষিত গমন কোথায় । ইতস্ততঃ অনেবিষা
নাপাইলুঁ তাঁয় ॥ অন্যদিন সমুদ্ভূত ভীরেন্ন হাশয় । আনন্দে

কীৰ্ত্তন নৃত্য করেণ সংশয় ॥ একক পাইয়া তাঁরে দেওর স-
মান । করিলাম প্রণাম পড়িয়া ভূমি স্থান ॥ দেখি আশী-
র্বাদ পূৰ্ব্বদিয়া আলিঙ্গন । অনুগ্রহে করিলেন সৰ্ব্বজ্ঞ বচন
মনো বচনাদি দ্বারা যে সঙ্কল্প করি । জপিলে আপন মন্ত্র সয়
তু আচরি ॥ মন্ত্রর প্রভাবে সেইসব সঙ্কল্পিত । প্রাপ্তি হই-
বেক আরোফল বাঞ্ছাভীত ॥ জগন্নাথ দেবের সেবানুরূপতয়
এই মন্ত্র জপ ভূমি জানিহ নিশ্চয় ॥ এমত জানিলে আর বিশ্বা-
স করিবে ! নিম্নমন্ত্র জপ কদাচিত না ত্যজিবে ॥ বলুজপ বহু
নিষ্ঠা বহু ভোগ চয় । বহুকালে ক্রমে সেই সব সিদ্ধ হয় ॥ এই
জ্ঞানসিদ্ধ হাব কথ্য প্রকারে । এই আশঙ্কায় আশীর্বাদ করে
সারে । মন্ত্রজপ প্রভাবেতে চিরজীবী হও । এই গোপ শিশু-
রূপে চিরকাল রও ॥ এই মন্ত্র জপের যে ফলনিরূপণ । শ্রীমদন
গোপালের সাংক্ৰান্ত দর্শন ॥ ক্রীড় কৌতুকাদি রূপেই ফল
সার । তার প্রাপ্তি যোগ্য মন হউক তোমার ॥ পূর্বের অনু-
ক্ত মন্ত্র সাধন যেহয় । যথা অবসর স্থান কব সমৃদয় ॥ আমা-
রে কখনো এই স্থানেতে দেখিবে । কদাপি বা বন্দাবনে দর্শন
পাইবে ॥ এইমত অমৃত্ত করিয়া ততঃকরণ । করিলেন কোন
স্থানে সহসা গমন ॥ তাঁহার বিষোণে হৈয়া দীন ভর মন
জগন্নাথ দেখিবারে করিলু গমন ॥ দেখিয়া পাইলু শান্তি
দুঃখ গেল দূর । কেবল মন্ত্রের জপে রত সে প্রচুর ॥ এইবুজ
ভূদির দর্শনোক্তকথা চয় । যখন আমার মনে হয় অভিশর
তখন শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমা । আমার উপর ক্ষুৰ্ত্তি হয়
গরিমা ॥ সেইত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র উপবন । ক্ষুৰ্ত্তি হয়

আমারে স্নেহত বৃন্দাবন ॥ যমুনাক্ষেপেতে বোধ হইত সাংগরে
 গোবর্দ্ধন কপ স্করে নীল গিরি বরে ॥ এইমতে সুখে তথা
 করি নিবসন । প্রাতঃকালে করি মহাপ্রভুর দর্শন ॥ পশ্চাৎ
 আপন বাসে করি আগমন । জগন্নাথ সেবা প্রাপ্তি করি সক্ষ-
 পন ॥ তার সিদ্ধি হেতু গুরু চরণাজ্ঞ মতে । নিজমন্ত্র জপ
 নিত্য করি অবিরতে ॥ কতদিন পরে চক্রবর্তিনুপবর । কাল
 প্রাপ্তে দেহত্যাগ করিল সত্ত্বর ॥ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি বির-
 ক্ত সত্ত্বক । প্রভুর দর্শন বিনা অনৈক্য নহে শক্ত ॥ নাকরিলা
 কোন মতে রাজ্য অঙ্গিকার । জ্যেষ্ঠ সত্ত্ব কণিষ্ঠের নাতি অধি-
 কার ॥ এইহেতু নিয়ম পূর্বক মন্ত্রিগণ । জগন্নাথ দেব স্থান
 কৈল নিবেদন ॥ আজ্ঞা হৈল গোবর্দ্ধন বাণী সাধুতর । এক
 গোপ কুমার আশার ভক্তবর ॥ মহারাজ চিহ্ন দক্ষ হস্তে চক্র
 হই । দুইপদে পদ্ম কোব তাহার আছই ॥ তারে কর অভি-
 ষেক স্বরাসুত্ত হৈয়া । এতন্তুনি পরীক্ষিবা গেল যোরে লৈয়া
 অভিষেক করিল আমারে নৃপাসনে । সার্বভৌম রাজ্য কার-
 লেক সমর্পণে ॥ আমারে হইল য়েই রাজ্য সমর্পিত । মহা
 পূজামহোৎসব হইল বর্দ্ধিত ॥ বিশেষত মহারাত্রা দ্বাদশ
 প্রভুর । বাড়াইলু অতিশয় করি যত্ন পুর ॥ সন্ধ্যাত্রা হইতে
 শুণ্ডিচা যাত্রা শ্রেষ্ঠ । পৃথিবীর রত সাধু জানিয়া সদেক
 আসিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া যত নর । নৃত্য গীত আনন্দ করয়ে
 নিরন্তর ॥ রাজ্য আর রাজ্যোপভোগাষ দ্রব্যচয় । প্রভুর পদা-
 জ্ঞে সমর্পিয়া সমুদয় ॥ রাখন য়ে সেবা হয় ইচ্ছা । আপনাত
 তখন করিয়ে সেবা সেই প্রকার ॥ নিজ প্রিয়তম নিত্য

সেবকসংহিত । ক্রীড়া কৌতুকাদিপ্রভুকরেণবিদিত ॥ লীলাক্রম
 সৌন্দর্য্যভাব ইয়েন কখন । নানামত বিনোদ কৌতুক আচরণ
 সেই২ লীলা অনুসারি ভক্তগণ । প্রভুর আশ্চর্য্য ভাবে সুকৌ-
 তুক মন ॥ লীলাচল ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ যত । প্রভু সহ কৌতু-
 কাদি করয়ে য়েমত ॥ সেই২ ভাবে হয় আমারে । আশ্রয়
 তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ আমার জন্ময় ॥ আগন্তুক আমি নহি
 সেবক বিরল । লীলাচলনাথে নাহি নিষ্ঠাত নিশ্চল ॥ অত-
 এব সে প্রসাদ ভাগী কিমে হব । তথাপি উত্কল বাসি ভক্ত
 য়েই সব ॥ তাঁদের নর্য্য গোষ্ঠাদি সৌভাগ্য ভাবনে । জন্মি যা
 আশ্রয় হয় তাহে দঃখ মনে ॥ কিঞ্চ শ্রীমথুরানাথ গোবর্দ্ধন
 ধর । বৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীরাধিকা মনে ছর ॥ বংশীধারী ইত্যাদি-
 দিক নাম সংকীর্ণিত । স্তোত্র পৌরাণিক আর কবি বিরচিত
 স্বর ভালাদিক যোগে গাঁথা সুবগান । মথুরা আর কপ্রভুঅগ্রে
 গীষমান ॥ শুনি মথুরাগমনে উত্কণ্ঠা বাড়িয়া । হইতঅত্য-
 ন্ত উপতাপ যুক্ত হিয়া ॥ নাথু সঙ্ক বলে গিয়া রাজীব লোচন
 দেখি সর্ব্ব শোক দূর হইত তখন ॥ ইচ্ছা নাহইত মম দ্রষ্টা
 পি গমনে । তথাপি সান্ন্যাস্য সম্পর্কেতে মম মনে ॥ জগ-
 ন্নাথ দেবের দর্শনানন্দ যত । সম্যক উদয় নাহি হয় পূর্ব্বমত
 রাড্য নহোত্সবে নিজেচ্ছায় নানামত । পথ সন্মার্জনাদি
 বিবিধ সেবা যত ॥ রাঙ্গগণে আবৃত হইয়া সবকরি । তথা-
 পি মানসে সুখ নাহয় বিতরি ॥ রাজার সান আর পাত্র
 নিজগণে । রাজ্য কার্য্য ভার করিলাম সমপণে ॥ পূর্ব্বকৈতে
 ছিলাম উদাসীন য়েই মত । তেমত থাকিল । রাজ্যে হইয়া

বিরত ॥ ততঃপরে রহঃস্থানে সুখে জপ করি । প্রভু পদাজ
 সমীপে দেবাত আচরি ॥ তথাপি রাজ সম্বন্ধে যত সন্ধান
 করষে আমার প্রতি সন্ধান আদর ॥ সেহেতু নাপায়া সুখ
 পূর্ব্বভল্য মনে । তথায থাকিতে হৈলু বিরক্ত তখনে ॥ তবে
 চিন্তে হৈল যাইবারে বৃন্দাবনে । কিন্তু প্রভু আজ্ঞা বিনা যাইব
 কেমনে ॥ করিয়া চিন্তন মনে এমন প্রকারে । গেলাম প্রভুর
 অগ্রে আজ্ঞা মাগিবারে ॥ শ্রীমুখ দেখিয়া পূর্ব্বকৃত দুঃখছিল
 বুজে গমনেচ্ছা আদি সব বিস্মরিল ॥ এতমতে সম্বৎসর তটল
 স্থাপন । আইল তথায মাথুরিক কতজন ॥ তাহাদের বাচ
 নিক করিলু শ্রবণ । মথুরা শ্রীবৃন্দাবন আর গোবর্দ্ধন ॥ গো
 গোপ গোপিকা মৃগ পক্ষি বৃক্ষাদির । বিশেষ বৃত্তান্তে মন হই
 ল অস্থির ॥ শোক আর দুঃখে অতি হইয়া কাতর । রাত্রিতে
 শমন করি আছি শয়্যাপর । জগন্নাথ দেব পর দুঃখেতে কা
 তর । আমারে করিলু আজ্ঞা অনগ্রহ পর ॥ হে গোপ নন্দন
 শুন বাক্য মগীহিত । বৃজ ভূমি বাস তব হয়ত উচিত ॥ এই
 ক্ষেত্র আমার যেনত প্রিয় হয় । জন্মভূমি হেতু শ্রীমথুরা প্রিয়
 চর ॥ নিবাস করিষে আমি যেনত এথায । সেইমত বৃন্দা
 বনে থাকি সর্ব্বদাষ ॥ বিশেষ বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর বয়স
 নানা অনির্বচনীয়লীলা স্নিহেদর্শ ॥ নিরন্তর নানাবিধা লীলা
 নিয়মিতা । তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন ভূমি বিভূষিতা ॥ কি কাণে
 তুমি মতি হইয়া অস্থির । অনুতাপ করিতেছ যেনত অধীর
 সেই বৃন্দাবনে তুমি করহ গমন । নিশ্চয় আমার রূপ মদন
 মোহন ॥ যথাকালে অবস্য পাইবে দেখিবারে । আর শোক

কখনো না কইবে তোমারে ॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা এমন
প্রকারে । প্রাতঃকালে উঠি বসিয়াছে নিজাগারে ॥ জগন্নাথ
দেবের পজক বিপ্রগণ । আজ্ঞামালা আনি মোরে কৈল সম-
পণ ॥ সেই মালাকণ্ঠে বান্ধি দেখি চক্রবর । প্রণমিয়া প্রস্তান
করিলু ততঃপর ॥ উত্কণ্ঠিত মতি অতিকরিয়া প্রয়াসে । এই
বন্দাবনে আঠলাম সজ্জতানে ॥ শ্রীগুরু পদারবিন্দ বন্দি ন'ব
হিতে । যাঁহার প্রসাদে পাঠি হে মনসচিত্তে ॥ শ্রীজয় গোবি-
ন্দ দাস ম'গ এইবরে । ভক্তি দান দেহ তব শ্রীচরণপরে ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্যখণ্ডে বৈরাগ্য
নাম প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীরাধা মদন মোহনৌ জয়তাং । দ্বিতীয় স্কন্ধ
মাহাত্ম্যং স্বর্গাদিনাং যথোত্তরং । সমাধেস্ত বচি-
দৃষ্টে স্তুত্বা ভক্তেশ্চ মূর্তিতঃ ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণধাম । জয়নিত্যানন্দ রৌদ্ৰিণেয
বলধাম ॥ জয় জয়ান্বিত চন্দ্র প্রণমিষে পায় । শ্রীচৈতন্য গুণ
পাই যাঁহার রূপায় ॥ জয় রূপ সনাতন বন্দিয চরণ । শ্রীম
ক্ষৌরাজ্জের কাষ ব্যত দ্বইজন ॥ জয় গৌর প্রিয়বর্গ নাথুভক্ত
গণ । যাঁদের রূপায় পাই গৌরান্ধ চরণ ॥ তবে গোপদ্ধমার
কহেববিবরণ । হেমথর শ্রেষ্ঠ বিপ্রশুনক কখন ॥ যমনাথ বি-
শ্রাম ঘাটেতে করি স্নান । বৃন্দাবন মখে । তবে করিলু প্রয়াণ
বৃন্দাবন যমুনাপুলিন তালবন । ভাণ্ডীর গহন মধুবন মহাবন
রাধাচন্দ্রশ্যামজগুগিরি গোবর্দ্ধন । ইচ্ছামত সর্বস্থলে করি
যে ভজণ । করিয়া গোরস পান আনি কদাচিত । পূর্ব বঙ্গ

গের হইয়া অলঙ্কিত ॥ নিজ জপনীষমন্ত্রকরিয়া ভজন । করি
 লাম সুখে কত দিবস যাপন ॥ এই বৃন্দাবনে নিত্য সন্নিহিত
 করি । নিরন্তর রাখা সহ ফিরেণ বিহারি ॥ কিন্তু সে সময়ে কৃষ্ণ
 রূপা নাহিছিল । বিশেষ বুজের তত্ত্ব তাহে না জানিল ॥
 সেই হেতু শূন্য মত দেখি বৃন্দাবন । পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মনে
 হইল আরণ ॥ জগন্নাথে দর্শনের উত্কণ্ঠা জন্মিল । পুনর্বার
 শুভ্রদেশে প্রস্থান করিল ॥ পথে গঙ্গা তীরে দেখিলাম ততঃ
 ক্ষণ । ধর্ম্মাচার পরায়ণ কত দ্বিজগণ ॥ বিচিত্র শাস্ত্রের বিজ্ঞ
 সেই সবজন । করিলুঁ তাহে মূখে আশ্চর্য্য শ্রবণ ॥ আছে
 উদ্ধে অন্তরিক্ষে স্বর্গ নামে দেশ । দেবতাগণের বাস স্থান সব
 শেষ ॥ বহুতাস উপরে আছে যেসব বিমান । তাহে শোভা
 যুক্ত ভষ দুঃখ বর্জ্যমান ॥ জরা শোক রোগ মরণাদি দোষ
 যত । তাহাতে রহিত মহাসুখ ময তত ॥ ভূমণ্ডলে পূণ্যকর্মা
 উত্তম য়ে করে । সেইজন সুখবাস করে স্বর্গপরে ॥ শ্রীবামন
 দেবের যে জ্যেষ্ঠ সহোদর । স্বর্গের কয়েন রাজা সেই পুরুন্দর
 যদ্যপিহ বিল স্বর্গ যুক্ত শোভা জাল । সন্তলে আছেন বিষ্ণু
 বলিদ্বার পাল ॥ সপ্তম পাতালেতে আছেন শেষরাজ । বিত
 লেতে বর্ত্তমান শ্রীকপিল রাজ ॥ রাবণের নন্দধ্বনী দাসীক
 অতলে । রুদ্র আদি দেবগণে শোভিত নিশ্চলে ॥ ভূমি স্বর্গে
 সপ্তদ্বীপ নববর্ষ আর । সপ্ত সিঙ্ধু নদনদী অনেক বিস্তার ॥
 বিচিত্র রূপেতে কৃষ্ণ পূজার উত্সব । নানা স্থানে নানামতে
 শ্রীবিগ্রহ সব ॥ তাহে শোভমান ভূমি স্বর্গ অতিশব । তথা-
 পিহ উদ্ধতর দেব স্বর্গ হয ॥ বিল ভূমি স্বর্গ হৈতে হযত বি-

শক্তি । দুইর উপরে যেন মুদ্রট গরিষ্ঠ ॥ রাহাতে শ্রীজগদীশ
 অদिति নন্দন । ইন্দুর উপরে ইন্দু আছেন বামন ॥ উপেন্দু
 তাঁহার খ্যাতি সেই হেতু হয় । অদ্ভুত তাঁহার বার্তা বিল-
 ক্ষণাদয় ॥ গরুড়ের উপরিকরিষা আরোহণ । ইতস্তত ক্রীড়া
 রূপে করেণ ভ্রমণ ॥ অঙ্গুর সকলেরে করেণ বিনাশন । মনো-
 হর তর লীলা আর য়ে বচন ॥ তাহে দেবগণে সুখ দেন নির-
 তর । নিজ ভ্রাতৃ ভাষ ইন্দু করেণ পূজন ॥ এতশুনি মনো-
 রথ তাহার দর্শনে । হইলাম তাহে অতি ব্যাদলিত মনে
 স্বর্গে শীঘ্র উপেন্দুর দর্শন কারণ । সঙ্কল্প পূর্বক করি হস্ত
 জপন ॥ স্বপ্নকালেবিমানে করিষা আরোহণ । হর্যে স্বর্গপুরে
 আমিকরিলুগমন ॥ পূর্ব্বেগঙ্গাতীরেনরপতির আগারে । প্রতি
 ঠা য়াঁহার দেখিলাম তথাকারে ॥ সেই বিষ্ণু সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য
 অতিশয় । চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মচয় ॥ শ্যাম কান্তি বহু
 তর ভূষণে ভূষিত । চতুর্দিকে দেবতা গণেতে আবরিত ॥ নি-
 বিড় সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি মহাশয় । রুচির গরুড় কক্ষ সিংহাসনে
 হয় ॥ নারদ বীণাষ গান মধুর মধুর । তাঁহারে সম্মান প্রভু
 করেণ প্রচুর ॥ পাঠিতে উচিত যাহা পাইয়া তথায় । দেখি
 লাম অভিলাস দেখিতে য়াঁহায ॥ দূরে হৈতে পুনঃ দণ্ডের
 সম্মান । করিলাম প্রণাম হইয়া ভক্তিমান ॥ তবে অনুগ্রহ
 মোরে করি শ্রীবামনে । নিকটে আস্তান কৈলা সুস্নিহ বচনে
 ভালঃ আগমন করিলা এখানে । হে গোপ নন্দন এথা মম
 সন্নিধানে ॥ দণ্ডন্তল্য প্রণাম তোমার ব্যর্থ হয় । গৌরব দেখি
 য়া মম নাকরিহ ভয় ॥ করিলেন বিষ্ণু আজ্ঞা ইন্দুর উপর

আন গোপী ক্রমারে ক্রিয়া আদর ॥ অজ্ঞা অনুসারে ইন্দ্র
 ক্রিয়া প্রেরণ । দেবগণে আনাইলা আমারে তখন ॥ অগ্রে
 তে সাদরে যত্নে বসাল্যা আসনে । করাইলা অমৃতাদি দ্রব্য
 তে ভোজনে ॥ নন্দন বনেতে বাস দিলেন আমায় । মনে অতি
 শয় হর্ষ পাইলাম তায় ॥ দেখিলান কোন ভয়নাটক তথা
 ব । শোক রোগ মৃত্যু গ্লানি পীড়া জরা তায় ॥ স্পর্শাদি কত
 কদোষ য়ে আছেনিহিত । তাহা আমি গণনা না করিষেকি-
 ঞ্চিত ॥ রেহেত্তু শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শনে । অনির্বচনীয় সুখ
 করিলু ভজনে ॥ ভাতা আর ঈশ্বর শরণ ইহাজানি । সুহ
 আর গৌরব আদর বহু মানি ॥ সুখ পারিজাত আদি দ্রব্য
 পুরন্দর । পূজন করেণ নিত্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বর ॥ করিতাম মনে
 ইচ্ছা আমি নিরন্তর । অহো ভাগ্যবান ধন্য পুরন্দর ॥ যারে
 শ্রীবামন দেব ক্রিয়া সাধন । দ্রুত উপদ্রব করি সুদ্রী করণ
 করিলেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য অর্পণে । তাহা পায় । দেব-
 রাজ অতি হর্ষ মনে ॥ এই ভগবানে অতি সন্তোষিত মনে
 দিব্য উপচার চেষ্টা করেন পূজনে ॥ স্বয়ং শ্রীবামন দেব হৈষা
 ভক্তমন । গ্রহণ করেণ হস্তকরি প্রসারণ ॥ এইমত ত্রৈলো-
 ক্যের ঐশ্বর্য বৈভব । হইবেক আমার সম্পদ আদি সব ॥
 তাহে শ্রীবামন দেবে সাদরে পূজিব । সুহেতে লক্ষ্মীশ তাহা
 গ্রহণ করিব ॥ এইমত কৃপাকি করিবে ভগবান । এইরূপ
 কামনা ক্রিয়া অনুমান ॥ ক্রিয়া সঙ্কল্প ইষ্ট মন্ত্র আপনার
 থাকিয়া তথায় জপ করি অনুবার ॥ এক মনিবরের প্রিয় রে
 ইন্দুরাজ । গোপনে দ্রুতিয়া তারে পাইলেন লাজ ॥ শাপভাষ

শ্রীকৃষ্ণের মৃণাল মধ্যে গিয়া । লুক্কায়িত থাকিলেন গোপিত
 হইয়া ॥ দেবতা সকলে করিবল্ অনুরোধ । ইন্দ্রের নাপাইলেন
 দ্রষ্টাপি দর্শন ॥ অরাজক হেতু অসুরাদির উত্পাতে । ত্রিলো
 কের মধ্যে হৈল অনেক ব্যাঘাতে ॥ পরে শ্রীউপেন্দ্র মহাশু
 বের আজ্ঞায় । শচী অদ্বিতি আদির অনুমতি পায় ॥ দেবগণ
 শ্রীশুকুর আজ্ঞা অনুসারে । ইন্দ্র দ্বতে অতিবিক্ত করিল আমা
 রে ॥ ইন্দ্র পাইল পদ তথাপি আমার । লজ্জা দি মত নাহি
 হৈল অহঙ্কার ॥ শচী অদ্বিতি শ্রীশুকু আর বিপ্রগণে । করি
 তাম আমি নিত্যপূজা সন্মাননে ॥ নববিধ বিষ্ণু ভক্তি ত্রিলো
 ক ভিতর । সয়ত্রেতে প্রবর্তন করি নিরন্তর ॥ স্বর্গ রাজ্য পা
 ইয়া ও ভক্তির প্রভাবে । থাকিলাম পূর্বমত অকিঞ্চন ভাবে
 নিরন্তর বাস করি নন্দনাথ্য বনে । নিজ জপ ত্যাগ নাহি
 করি কদাচনে ॥ বাঞ্ছাসিদ্ধ হৈলে ত্যাগ করিলে সাধন । ইহ
 অকৃতজ্ঞত্ব এহেতু সে জপন ॥ শ্রীমদন গোপালের করিয়া
 স্মরণ । তাঁর ক্রীড় মাধুর্য্যাদে সদানন্দমন । সেই হেতু এই
 বৃক্ষ ভূমি কদাচন । শক্ত নাহি হইলাম হৈতে বিস্মরণ ॥ বজ্রের
 বিচ্ছেদে শোক দুঃখে অতিশয় । অনুতাপ করি শূক বদনতা
 হই ॥ শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর তাহাত দেখিয়া । আমা প্রতি বারন
 য়ার রূপা প্রকাশিয়া ॥ কর পদ স্পর্শ আর অমৃতবচন । নানা
 মত কহিয়া করেণ সন্তোষণ ॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ লক্ষ্মণের যেই
 আচরণ । গৌরবাদি ব্যবহার হযত করণ ॥ সেইমত করি মম
 তোষের কারণ । মদন্ত সামগ্রী লৈয়া করেণ ভোজন ॥ তাহে
 বজ্র বিরহজ দুঃখ বিস্মরণ । অপূর্ব্ব একারে তাঁর করিয়া পূজন

স্নেহভাবে শ্রীবামনে কণিষ্ঠের ন্যায় । যত্ন পূর্ব্ব করিতাম লালন
 তঁাহায় ॥ এইমতে স্বাস্থ্য চিত্ত করিয়া আনায । নিজ-
 স্থান বৈদ্যভাণ্ড্যে গেলেন কোথায় ॥ লক্ষ্মীর সহিত হইলেন
 অন্তর্জান । নিরন্তর নাহি পাই দর্শন বিধান ॥ তাঁর অদর্শনে
 হয় শোক অতিশয় । তাহাতে মনেতে হয় সর্ব্বদা আশ্রয় ।
 পৃথিবীতে আনি নীলাচলে জগন্নাথ । বলরাম শুভদ্রা শ্রীলক্ষ্মী
 দেবী সাথ । দেখিবারে ইচ্ছা আমি করি মনে ২ । তাহাতে দুঃ-
 খিত চিত্ত হয় সর্ব্বক্ষণে ॥ মধ্যে ২ প্রাদুর্ভব হৈয়া শ্রীবামন ।
 কৃপা প্রকাশিয়া পূজা করণ গ্রহণ ॥ তাহে সর্ব্ব মনঃপাড়া
 বিনাশিত হয় । পুনঃ প্রাপ্তিচ্ছায় বিরহজ দুঃখক্ষয় ॥ এমত
 প্রকারে স্বর্গে নিবাস করিয়া । ত্রিলোক পালনাদি ইন্দ্র
 আচরিয়া ॥ দেবমানে গগনেতে এক সম্বত্সর । গত হৈল
 তথাকারে অতিসুখ ভর ॥ অথকস্মাত্ ভৃগু আদি মহাঋষিগণ
 মহল্লোক হৈতে করিতেছেন গমন ॥ পৃথিবীতে গঙ্গাদিক
 তীর্থে যেরূপে ন । মহাপাতকির স্পর্শে মালিন্য হইলেন । তাঁহা
 দিগে পাদস্পর্শে পবিত্রী করিতে । কৃপাকরি গমন করণ
 পৃথিবীতে । গতিক্রমে স্বর্গে হইলেন উপস্থিত । দেখিয়া সক
 লে হৈলা সসম্মুমান্বিত ॥ সর্ব্ব দেবঋষিগণ গুরুসহিত । অভ্যু-
 থান করি বসাইলেন ত্বরিত ॥ শ্রীবৃন্দাং দেব বিষ্ণু ঋদিগে
 আদর । করণ তাঁদিগে দেখি চমত্কার তর ॥ নূতন আগত
 আমি মহাঋষিগণে । নাহি জানি কিবা দেবঋষি কোনজনে
 বিষ্ণু সেবানন্দে হত আমার অন্তর । কোনদিগে নাহিছিল
 সন্ধান বিস্তর ॥ সেহেতু অধুনা আমি পূজিতে নাহিল । পরে

গুরু আদি মুখে শুনিয়া পুঞ্জিল ॥ শুভাশীর্ষাদে তাঁরা করি
 অভিনন্দন । যথা সুখে করিলেন পৃথীতে গমন ॥ তাঁহা-
 দেব মহিমা শুনিতে হৈল চিত । কিন্তু বিষমু অগ্রে অন্য বার্তা
 অনচিত ॥ পরে শ্রীউপেন্দ্র হইলেন অঙ্কান । দেবগণে প্রশ্ন
 জাব করিলু আখ্যান ॥ মনুষ্য লোকের পুজ্য হন দেবগণ
 দেবতার পুজ্য ইহারা বা কোনজন ॥ মহাতে জোময় নিব-
 সেন কোন স্থানে । কীদৃশ মহাত্ম্য কহ বিশেষ আখ্যানে ॥ ম-
 নেতে হইল এই মানস বিধান । ইহাদেব বাসস্থান হৈলেপরে
 জ্ঞান ॥ তথাকার পুজ্য যেই শ্রীঈশ্বরবর । দর্শনার্থে তাহার
 করিব যত্নতর ॥ কিন্তু মম প্রশ্ন বাক্য করিয়া শ্রবণ । সাহ-
 জিক মহা অভিমানি দেবগণ ॥ মৎসরতা যুক্তচিত্ত হইলা
 তখন । পরের উৎকর্ষ্য বাক্যে নিজাপকর্ষণ ॥ বৃত্তান্ত নাকহি
 লেন লজ্জায়ুক্ত চিতে । তবে গুরু রূপাকরি লাগিলা কহিতে
 স্বর্গোপরি মহলোক বিদ্যমান রয় । ত্রিলোক বিনাশে তার
 নাশ নাহি হয় ॥ বিমুক্তির অধিকারি গণের সেস্থান । বুন্ধার
 আয়ুপর্যন্ত থাকে বিদ্যমান । স্বর্গের প্রাপকপুণ্য হইতে অ-
 ধিক । রাগযোগশুদ্ধকর্মযেই সমশ্রদ্ধিক ॥ করযে তাহার প্রাপ্য
 সেই লোক হয় । ভূমি স্বর্গ চৈত্রে স্থান অতি সুখময় ॥ সকল
 পৃথ্বীর রাজ্য সুখ চৈত্রে হয় । কোটিগুণে অধিক ইন্দ্র সুখ
 চয় ॥ তাহা চৈত্রে কোটিগুণে সুখ সে স্থানের । প্রজাপতি
 ভৃগু আদি মহর্ষিগণের ॥ সেই সুখে মহলোকে সদা নিবসেন
 কোথাও কোন কারণে গমন করেন ॥ সাক্ষাৎ যজ্ঞের অধি-
 ষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বর । তথাকারে স্থানে প্রকটিত তর ॥ সেই

প্রভুরে ভগ্ন আদি মূনিগণ ॥ মহা২ যজ্ঞে নিত্য করেণ পূজন
 এতেক গরুর উক্ত শূনিয়া বচন । হইল ইন্দ্র পদে বিরক্তি
 তখন ॥ মনুষ্য লোকের পূজ্য হন দেবগণ । তাহাদের পূজ্য
 ভগ্ন আদি ঋষিগণ ॥ তাহারা পূজেন য়েই মহাপ্রভুরে ।
 তাহাে দেখিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে ॥ মর্ত্য পূজ্যমান বিষ্ণু
 হইতে স্বর্গেতে । মধুর বৈভব দেখিলাম প্রত্যক্ষিতে ॥ স্বর্গে
 পূজ্যমান বিষ্ণু কৈতে এইমত । মহলোকে থাকিবে মাহাত্ম্য
 বিশেষত ॥ তথায় রাইয়া দেখিবারে যোগ্য হয়ে । আরক্তলু
 জপ এই সঙ্কল্প নিশ্চয়ে ॥ অচির কালেতে যবে চড়িয়া বিমা
 নে । উপস্থিত হৈল উক্ত মহলোক স্থানে ॥ তাবত শ্রীভগ্ন
 আদি ঋষিগণ যত । তীর্থ হৈতে হইলেন ভবনে আগত ॥
 ভগ্নর আশ্রমে তবেকরিয়া গমন । অপরূপ মহলোকে করিলু
 দর্শন ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে য়েই সুখ নাই । সেই সুখ বৈ
 ভবভজন তথাপাই ॥ হইলে বুদ্ধার রাত্রি ত্রিলোকের নাশে
 তথাকার সুখাদির নাহয় উদাসে ॥ স্পর্শাদি রহিত ভেত্ত
 অদুঃখ করণ । আছয়ে এমন সুখ বৈভব ভজন ॥ সেইসব
 নিবচন করা নাহি যায় । এমন ভজন সুখ বৈভব তথায় ॥
 ভগ্ন আদি মহাঋষিগণ ভক্তি পর । মহায়জ্ঞ মহসু শংকরেণ
 রিস্তর ॥ যজ্ঞাগ্নি মধ্যেতে প্রভু হইলা উস্থিত । যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ-
 ভাগ ভোক্তা ক্রীড়ান্বিত ॥ বিব্রাজিত যজ্ঞাগ্নি হইতে তেজো
 ন্যয় । যজ্ঞ মূর্ত্তির বিকোটি জিনিতে জগৎ ॥ জগতের ননো
 কারি সুসুন্দর কায় । হস্ত প্রসারিয়া চক্ৰ লবেন তথায় ॥ নন্ত
 টিহইয়া প্রবতর বরুগণে । প্রদান করেণ সে রাজ্যিক বিশ্রমনে

তাহার দর্শনে হৈল সন্তম বিস্তর । তবে নমস্কার করিলাম
ততঃপর ॥ যজ্ঞেশ্বর আমাপ্রতি হৈয়া দয়াবান । মিষ্টবাক্যে
করিলেন নিকটে আস্তান ॥ আপন উচ্ছ্রিত মহাপ্রসাদ আ-
মারে । স্বহস্তে দিলেন প্রভু করুণা প্রচারে ॥ তাহাতে পরমা
নন্দ অপূর্ব পাইল । ত্রিভুবন মধ্যে যাহা না অনুভবিল ॥
প্রভুর করুণা অতিশয়ের কারণ । সংসিদ্ধ হইল মম অশেষ
বাঞ্ছন ॥ দয়ালু মহাবিগণ সহবাস করি । মহর্লোকে স্থানে
ভ্রমণ আচরি ॥ শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর করিয়া দর্শন । কৃতার্থের
পরিপাক মানিলতখন ॥ নিবাস করিষে সদা আনন্দ সংযুত
কহিলেন ভণ্ডাদি মহর্ষি প্রত্যুত ॥ গোরক্ষক বৈশ্য পুত্র
শুনহ বিষয় । মহর্লোক স্বভাবেতে বিপ্রত্ন জন্ময় ॥ আমরা
দিতেছি ইবে বিপ্রত্ন তোমার । অতি শীঘ্র তাহা শুনি করহ
স্বীকার ॥ মহর্ষি সকল মধ্যে হৈয়া একজন । আমাদের সঙ্গে
করি যজ্ঞ আচরণ ॥ করতনি এই জগদীশ্বরের পূজন । যাঁরে
দেখিনারে তব বাঞ্ছা সর্বক্ষণ ॥ এতেকশুনিয়া চিন্ত করিলাম
সার । বৈশ্যরূপে মহাসুখ হইবে আমার ॥ যজ্ঞেশ্বর রূপি জগ-
দীশ্বরের সেবন । তাঁরভক্ত এ বিপ্রগণের উপাসন ॥ বৈশ্যজ্ঞে
য়েমত হবে বুদ্ধগন্ধে নয় । অতএব বৈশ্যত্ব আমার প্রয়ো-
জ্য ॥ সক্ষু কুর উদ্দেশিত মম মন্ত্রবর । সত্ফল তাহার দেখি-
তেছি বহুতর ॥ কেনমন্ত্র জপে মান্দ্য হইবে আমার । এবিপ্র-
গণের সহ এক হৈলে আর ॥ এবিপ্রগণের নিষ্ঠা যেন যজ্ঞে
সার । হইবেক তেজতি আমার ব্যবহার ॥ তাহে আবশ্যক
নিজ মন্ত্রের জপনে । শৈথিল্য হইবে মম সেইত কারণে ॥ এ

বিচারে বিশ্বস্থ নাকরি অঙ্গীকার । করিলাম ভাঁহা দিগে সমস্ত
 ইচ্ছার ॥ স্বতোজাত পূর্যোক্ত সকল স্থতরে । বাস করি-
 লাম সেই মহলৌক পরে ॥ স্পর্ধা মত সরতা কাম ক্রোধা
 দিক দোষ । শত্রু হৈতে পরাজয় শোক দেহশোষ ॥ তিন-
 লোক নাশে পতনাদিশঙ্কা ভয় । কিছু নাহি তথাকারে বিদ্য
 মান হয় ॥ যজ্ঞেশ্বর প্রীতে যজ্ঞ উত্সবব্যতীত । সেইলোকে
 অন্য কর্ম নাহিক কিঞ্চিৎ ॥ কিন্তু যজ্ঞসমাপন হৈলে সেসময়
 প্রভ অন্তর্দ্ধান হন তাহেদুঃখ হয় ॥ পুনরুজ্জাতরে প্রভু হৈলে
 প্রাদুর্ভূত । সুখ হয় কিন্তু থাকে মন দুঃখযুত ॥ সত্যত্রেতা
 দ্বাপর কলি এ চতুর্থয । যুগের সহস্র মানে ব্রাহ্ম্য দিন হয়
 মহলৌকে সেইমত দিবস গণন । ব্রাহ্ম্য দিনান্তে হয় ত্রিলোক
 দাচন ॥ তাহাতে উত্তাপ মহলৌকে হয় জ্ঞান । সেইকালে
 জনোল্লোকে ভৃগু আদি যান ॥ রজনীর ন্যায় হৈলে যজ্ঞ নিকা-
 রণ । জনোল্লোকে যজ্ঞেশ্বর হয় অদর্শন ॥ সর্গার্গ মূখাগ্নিতে
 ত্রিলোক দহয় । তাহা হৈতে সেই দুঃখ দছে অতিশয় ॥ সেই
 হেতু অক্ষয় বটের ছায়া নিতে । ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম আদি
 যা ছরিতে ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীজগন্নাথ করিয়ে দর্শন । এইমনে অভি-
 রুচি হয় সর্বক্ষণ ॥ মহলৌকে থাকিতে হৃদমন্ত্র জপনে । এই
 শ্রীমথুরা ভূমি হইয়াত মনে ॥ নীলাচলপতি প্রিয় বিলাসের
 স্থান । মথুরা শ্রীবজ্জন্মিনোহরাথ্যান ॥ তাহারদর্শন ইচ্ছা
 হইয়া আমার । পূর্বমত শোক মনে জন্ময়ে অপার ॥ যদ্যপি
 শ্রীভগবান্দয্যার নিধান । প্রাদুর্ভূত আমাহৈতে হইয়া পূজ্য
 যান ॥ প্রীতদ্বারা আমারেত করিয়া আস্থান ॥ মমদন্ত

ভোগদুব্য ক্রপাকরিখান ॥ তবেত আনার সর্বদুঃখনাশহবে
 যেন অন্ধকার ক্ষয় পায়সূর্য্যোদয়ে ॥ দিবাতে প্রভুর সন্দর্শন
 পূজোৎসব । তাঁহার করুণা সব করি অনুভব ॥ ত্রাপি গম
 নে শক্তি ইচ্ছাও নাহবে । রাত্রিতেও যজ্ঞেশ্বর পূজাদি বিষ
 য়ে ॥ আশারূপ যজ্ঞ তেহইয়া বন্ধমন । কোথাও গমনেশক্তি
 নাহয় তখন ॥ মহলোক জনোলোক দুইত সমান । কিঞ্চিৎ
 বিশেষ মাত্র হইল আখ্যান । ত্রিলোক দহনেতাপ মহর্জীকে
 হয় । জনোলোক পরি সেইতাপ নাহিরয় ॥ তাহা অনুভবি
 লাম রাত্রেতথা গিয়া । পুনর্দিনে মহর্জীকেথাকিলু আসয়া
 সেইস্থলে একদিন একদিগয়র । মহভৈঃপূজ রূপ ময কলে
 যর ॥ পঞ্চ বটবৎসরের বালক সমান । কভজন সঙ্কটউদ্ধৈতে
 উপস্থান ॥ মহাঋষিগণ যজ্ঞ কর্ম ত্যাগ করি । ভিত্তিতে উঠি
 যা প্রণমিলেন আদরি ॥ যজ্ঞেশ্বর তুল্য তাঁহাদিগে পূজিলেন
 তাঁরাখ্যান নিষ্ঠবাক্য নাহি কহিলেন ॥ যথা অভিলাস তাঁরা
 করিলে গমন । মহর্ষিগণেরে করিলাম জিজ্ঞাসন ॥ কোথা য
 থাকেন বা হবেন কোনজন । ভৈঃপূজ বয়ঃক্রমবালক যেন
 দেবতার পূজ্য আপনারা মহাশয় । প্রত্যক্ষ শ্রীজ্ঞেশ্বর পূজ
 ই নিশ্চয় ॥ যজ্ঞেশ্বর পূজা কার্য্য করিবা ত্যজন । আপনারা
 কিকারণে করিলা পূজন ॥ মহাঋষিগণ তবে কহেন বিস্তার
 নাম সনত্‌দমার সে হয়ত ঐকার ॥ আমবা সকল য়েই
 বুদ্ধার নন্দন । আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহত্তম হন ॥ আত্মা-
 রাম আশ্রকাম য়েইসবজন । তাহাদের আদ্যাচার্য্য মার্গ
 প্রদর্শন ॥ সূনৈষ্ঠিক বুদ্ধচার্য্য নিষ্ঠ বৃত্তধর । সূর্য্যের সমান

তেজঃপুঞ্জ কলেবর ॥ ইহার উপরে আছে যেই জ্ঞানালোক
 তাহার উপরি আছে নামে তপোলোক ॥ এই সনত্‌দ্বন্দ্ব
 থাকেন সেই তাঁই । সনকসনন্দ সনাতন তিনভাই ॥ সহ নিব
 সেন আরো স্তল্য আপনার । যোগীশ্বর কবিহরিঃ অন্তরিক্স
 আর ॥ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন প্রভৃতি তথায় । বৃহবৃত্তধর যোগী
 শ্বর যোগাশ্রয় । উদ্ধরেতাগণ যোগ্য সুখ যত্র হব । নিরন্তর
 নঙ্গল রাহাতে নিবসয় ॥ মহর্জুনো লোকে প্রজাপতিগণ যত
 তাঁহাদের অনুভব সুখ যেইমত ॥ তাহা হৈতে কোটিগুণে
 সুখাধিক হব ॥ সেই তপোলোকে নিরন্তর ক্ষেমর য ॥ এই
 সনত্‌দ্বন্দ্ব পরম ভাগবত । পরমেশ্বরের অবতার অভিমত
 অতএব বিষ্ণুর যেমত পূজাহয় । সেইমত পূজিবারে সদা যোগ্য
 গ্যাশ্রয় ॥ আবশ্যক নিজ কৃত্য করিয়া ত্যজম । গৃহস্থের মত
 যোগ্য করিতে পূজন ॥ এতক শুনিয়া করিলাম আমি মনে
 তথায় আশ্রয় । সুখহয়বা কেননে ॥ ইহার সমান বা আছেন
 কতজন । ইহাদের পূজ্য বিষ্ণু কীদৃশবা হম ॥ এতচিন্তি সেই
 সব দর্শন আশায় । ধ্যাননিষ্ঠ হৈয়া জপ করিলাম তায় ॥
 পরম তেজস্বী আমি হৈয়া সে কারণ । সেই তপোলোকে
 শীঘ্র করিলুংগমন ॥ দেখিলাম শ্রীমান সনক সনন্দন । আর
 সনত্‌দ্বন্দ্ব চতুর্থ সনাতন ॥ তাঁহাদের স্তল্য তপোলোক
 যতজন । মান্যমান অত্যন্ত করেণ আচরণ ॥ সুখে ইক্‌গোষ্ঠী
 তাঁরা করেণ বিস্তার । আমাদের বোধগম্য নাহয় যাহার ॥
 অতএব বিবেচিয়া বৃক্ষ সমুদায় । মুক্তিভক্তিআদি জ্ঞান নাহিক
 তথায় ॥ রদ্যপিহ তপোলোকে সনকাদিচারি । হবেন

নৈমিত্তিক বুদ্ধিচারি বেশ ধারী ॥ ব্যক্ত ভগবানের রে হযত ল
 কণ । পরমেশ্বর ছ চতুর্ভুজাদি গণন ॥ নাহি অসাধারণ তথা
 পি সন্দর্শনে । মহোন্মাদ জন্মিল আমার স্বতোমনে ॥ তপো
 লোকে দর্শনে আনন্দ হৈল যত । মহালোকে তাঁরে দেখি না
 হইল তত ॥ সেই তপোলোকের মায়াঅ্যে ইহা হয । দেশ
 কাল অধিকারী সর্বত্র যোজয ॥ ততঃপর ধ্যান নিষ্ঠে সেই
 ঋষিগণ । করিলেন নিজ স্থানে তৈগমন ॥ কোথাও আছেন
 বিষ্ণু করিয়া ভাবন । জিজ্ঞাসিতে অবসর না পায়্য তখন ॥
 করিলাম সেইলোকে সর্বত্র ভ্রমণ । ইতস্তত কোনস্থানে নহি
 ল দর্শন ॥ তবে মহামুনিগণে করিলু জিজ্ঞাসা । কোথায
 শ্রীভগদীশ কহ সত্য ভাষা ॥ করিলাম অগ্রে বল প্রণামস্তবন
 তথাপি না করিলেন তাঁরা অবলোকন ॥ প্রায়সবে নিরন্তর
 সনাধিতে রত । উর্ধ্বরেতা নৈষ্ঠিক করেণ সদাবৃত ॥ পূর্ণকাম
 অন্যান্য করেণ সবে রতি । সেবে অনিমাди সিদ্ধিগণ মূর্ত্তি
 মতী ॥ ভগবদ্দর্শন আশা সুমহতী য়েই । তথায কলিতা নাহ
 ইল মম সেই ॥ কিন্তু আত্মারাম গণ সঙ্গ স্বভাবেতে । সেই
 আশা হৈল মম বিরাম ন্যাযেতে ॥ তথাপি সে স্থানে আমি
 কৈলু নিবসন । তাঁদের প্রভাবে সব দর্শন কারণ ॥ গৌরব করি
 যা নিজ গুরুর বচন । আর তার সার ফল হৈয়াছে দর্শন ॥
 এই হেতু নিজ মন্ত্র জপ না ত্যজিয়া । থাকি কিন্তু পূর্ব ভুল্য
 প্রীতি না করিয়া ॥ স্থানের স্বভাব হেতু হইল সে জাত । চি
 ত্তের প্রাণ তায আনন্দ সম্পাত ॥ সেকারণে সম্পন্ন অধিক
 জপ করি । বিষ্ণুদর্শনেচ্ছা মম বাড়িল বিস্তরি ॥ ভগবান্থ দেব

নীলাচলে বিরাজিত । তাঁর দর্শনেচ্ছা সদা হয়ত নিশ্চিত ॥
 এমত বুঝিয়া নব যোগেন্দ্র প্রধান । ঋষভ দেবের পুত্র মহা-
 নতিমান ॥ করিয়া করুণা কিছু আমারে তখন । কহিতে লা-
 গিল পিপালায়ন বচন ॥ প্রাজাপত্য সুখ কোটিগুণ সুখ
 চর্য! সম্পদ হেতুক শ্রেষ্ঠ এই স্থান হয় ॥ উদ্ধরেতা যোগীন্দ্র
 গণের এই স্থান । ছাড়িয়া অন্যত্র কেন রাতেই চ্ছাবান ॥ নেত্রা-
 দির অগোচর সে পরমেশ্বর । দেখিবারে তাঁরে কেন ভ্রম নির-
 স্তর ॥ সন্নাধিতে বৃত্ত কর আপনার মন । অন্যাসে পাইবে
 সে তাঁহার দর্শন ॥ যেমত দর্পণ অতি করিলে মার্জন । সুখে
 প্রতিবিম্বে মুখ হয় নিরীক্ষণ ॥ অন্তর্বাহ্য সদা সর্বত্র সাক্ষাত
 কার । দেখিবে ভ্রমণ মিথ্য কর অনিবার ॥ পরমাত্মা বাসুদেব
 চিত্তে অধিষ্ঠাতা । বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ সর্বফল দাতা । মনিতা-
 স্ত্র শোধিত চিত্তে অবশ্য স্কুর্য । পরব্রহ্মদান ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত
 হয় ॥ চিত্তে ভগবান স্ফুর্তি হইবে যখন । নাথাকিবে অন্যবৃত্তি
 তাহাতে কখন ॥ সুনিদ্ধ হইবে তবে মানসে দর্শন । নেত্রের
 দর্শন হৈতে অতি সুশোভন ॥ মনের হইলে সুখ আপনা হই-
 তে । সর্বেশ্বর গণসুখ পায় সুবিধিতে ॥ চক্ষুঃশ্রবণাদির
 যেসব বৃত্তি হয় ! মনোবৃত্তি মধ্যবৃত্তি সেসব নিশ্চয় ॥ ইন্দ্রিয়
 সবার বৃত্তি হয় যেসকল । মনোবৃত্তি বিনা তাহা নিতান্ত নিষ্ফল
 যদ্যপি ইন্দ্রিয়গণ করষে বাসনা । চিত্তবৃত্তি বিনা তাহা বিফল
 কামনা ॥ ভক্ত বাত্সল্য হেতুক যদি কদাচিত । হয়েন চক্ষুর
 প্রভু গোচর বিহিত ॥ সেহ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা দর্শন নিশ্চয় । পরি-
 শ্লেষেন্দ্রিযে তাঁর গ্রহণ না হয় ॥ চক্ষুরা করিলানুভূত দর্শন

এই অভিমান মাত্র করে জীবন ॥ তাহার করুণা শক্তি অত্যন্ত প্রবর । তথাহি ।

মুকুং করোতি বাচালং পশুং লক্ষ্যমতে গিরিং ॥

তাহে যদি হন চর্য্য চক্ষুর গোচর ॥ তথাপি দর্শনানন্দ হৃদয়ে জন্ময় । যাহে সুখদুঃখ জন্ম স্থানহুদি হয় ॥ নেত্রজ্ঞানে দ্রিষ দর্শনজ সুখতায় । কিন্তু সে পার্য্যবসান মনোমধ্যে পায় যেমত নৃপের মহাপাত্র য়েই নর । দ্ব্য বিশেষের উপরুক্ত সে প্রবর ॥ সেইমত সব সুখ গ্রহণে উচিত । মহাপাত্র হন মন জানিহ নিশ্চিত ॥ মনোপরিচ্ছিন্ন মুখ কিমতে বিস্তর । ইহা যদি কহ তার শুনহ উত্তর ॥ শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা হইলে উদয় । যত পরিমাণ সুখ বিবজ্জিত হয় ॥ সূক্ষ্মরূপে আত্মার আকার হেতু মন । ততপরিমাণে বাড়িবারে শক্ত হন ॥ অন্তরেতে ব্যান যোগে দেখিলে প্রভুরে সাক্ষাত দর্শন ভুল্য করুণা প্রদুরে ॥ কারণ তাহার প্রতিবিশেষ প্রকার । পদ্মায়োনি বুদ্ধাহন প্রমাণ ইহার ॥ নাতিপদ্ম মধ্যে বুদ্ধা জন্মিয়া সত্ত্বর । আজ্ঞা মতে করিলেন সমাধি বিস্তর ॥ পরি স্তুট হৈয়া তবে দেব ভগবান । দিয়া নিজ দর্শন করিল বরদান ॥ সাক্ষাতদর্শনে ভক্ত গণ সুখী হয় । কংস দুর্য্যোধনাদির ভয় দোষচয় ॥ শ্রীনন্দ নন্দন মুখ চন্দ্রের দর্শনে । নন্দাদির প্রেমরস হইল বদ্ধনে ॥ সেই রজ্জ মধ্যে কংস করি আলোকন । ভয় ক্রোধ তাপে পূর্ণ হৈল তার মন ॥ কৌরব সভায় ক্রোধে করিয়া দর্শন । ভীষ্ম বিদুরাদি হৈলা অতি সন্তোষণ ॥ সেই দ্রুপদংশ জাত রাজা দুর্য্যোধন । হৃদয়ের তাপে পূর্ণ হইল তখন ॥ শ্রীমহা

রাষণ রূপ যুক্ত শোভাচয় । ঘনোভূত পরম আনন্দ পূর্ণময়
 সর্বেন্দ্রিয় গণে গুণে করেণ রঞ্জন । এমত আশ্চর্য্য রূপ করি
 যা দর্শন ॥ মধুকৈটভাদি যত দূরাগাগণের । অপগত না হই
 ল দুষ্টতা ননের ॥ সে দুষ্টতা সকল পীড়ার আকর । আর সর্ব
 জগতের হয় পীড়াকর ॥ শ্রীমন্নরাষণ দেব পরম ঈশ্বর । দুর্বি
 ভক্য অত্যন্ত বিচিত্র শক্তিধর ॥ আনন্দ স্বভাব ভঞ্জে করিতে
 হবিত । আর দেখাবারে ভক্তি মাহাত্য নিশ্চিত ॥ দুর্ঘট য়ে
 কার্য্য নাহি ঘটে কদাচন । তাহাও করেণ প্রভু নিশ্চয় কখন
 নববিধা ভাঙ্ত য়েই হয়ত প্রধান । কীর্ত্তনাদ্যেচাহি সদা মনে
 র প্রদান ॥ সকল ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ হয় য়েই মন । তার বৃত্তি সম
 পণে করিয়ে আরণ ॥ অতএব সর্বভক্তি মধ্যেতে আরণ । শ্রেষ্ঠ
 তম ইহাতে নাহিক সংশয়ণ ॥ জ্ঞান বৈরাগ্যাদি অন্তরঙ্গ য়ে
 সাধন । তাহা হৈতে অন্তরঙ্গ প্রেমভক্তিহন ॥ সমাহিত হৈলে
 মন সেই প্রেম ভক্তি । কুচি অনুসারে নরোপায় অভিব্যক্তি ॥
 পদার্থ প্রেম সংজ্ঞক অতিসুখময় । অশেষ সাধনে দ্বারা সাধ্য
 বস্তুর হয় ॥ চতুর্বর্গ হৈতে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু উপাসন । তার ফল রূপ
 হেতু অধিক সে হন ॥ ভগবানে বংশীকার করণে সমর্থ । অদ্বি
 তীয় সুগাঢ় উপায় এই অর্থ ॥ তাঁর মুখ্য প্রসন্ন হৈতে লাভ
 হয় । তদ্বক্তৃগণের শ্রেষ্ঠ মহানিধি ময় ॥ বিচিত্র পরমানন্দ
 গণে য়ে মাধুর্য্য । অতিশযেতে তাহার পুত্রিত প্রাচর্য্য ॥
 পরিচ্ছিন্ন রহিত মহত্ অনির্দোষ । মাহাত্য পরমরস রহস্য
 বিবাচ্য ॥ চিত্তের বৃত্তির পরিণাম বিশেষেতে । সেই প্রেমপ্রকা
 শিত হয় উদযেতে ॥ ইহাতে তাত্পর্য্য হৈল মন সমাধানে

সর্বত্র দর্শন পায় শ্রীল ভগবানে ॥ মন সমাধান যদি মানহ
 দূর কর । নেত্রের সাফল্য কামে দর্শনেচ্ছা কর ॥ তবেত ভারত
 বর্ষে যাই সেইস্থান । আমাদের ঈশ্বর তথাষ রাজমান ॥
 গন্ধমাদনপর্বতে শ্রীমন্নারায়ণ । নরসখ দেবে তত্র করহদর্শন
 আমরা সকলে সমাধিতে পরায়ণ । অন্তরে বাহ্যেতে তাঁরে
 করিয়ে দর্শন ॥ অতএব বিচ্ছেদের দুঃখ নাহি হয় । এইকন্ত
 তথাগেলা প্রভু মহাশয় ॥ ধনুর্বিদ্যা গুরু কোদণ্ড মণ্ডিত কর
 বৃক্ষাচরি বেশ মস্তকেতে জটায়ুর ॥ লোক সকলেয়ে তপ-
 স্চর্য্য শিদ্ধিপ্রদারে । করণ তথাষ মহা তপস্য্য আচারে ॥
 এতেক শুনিয়া গন্ধমাদনে যাইতে । হইলাম উদ্যত আমিহ
 স্মরণিতে ॥ তবে সনকাদি মহাঋষিচারিজন । তাঁরে দেখ
 এখানে কহিয়া এবচন ॥ শ্রীল ভগবানের মূর্তির বহুরূপ । আ-
 মারে দর্শন করাইলেন স্বরূপ ॥ একজন হৈলা নারায়ণ অন্য
 নর । কেহ হৈলা উপেন্দ্র বিষ্ণুর মূর্তিধর । মহর্জ্যকে যজ্ঞে
 স্থর য়ে কৈল দর্শন । কেহ সেইরূপ তথা করিলাধারণ ॥ নৃ-
 সিংহ বামন আদি বহু অবতার । হইলেন ক্রমে সেনসব আ-
 কার ॥ এতদেখি হইলাম ভয়ে কম্পমান । প্রণমিষা কর
 যোড়েকিল বিভান ॥ দৃঢ় অপরাধ আমি করিলাম ইবে
 হে দানবত্সল সব দয়াধর্ম্মবে ॥ মন মস্তকেতে স্পর্শ করি
 লা রূপায় । চিত্তের একাগ্রতা সমাধি পায়্যাতায় ॥ স্বর্গা-
 দিতে দৃষ্ট ভগবানের যে রূপ । সমাধিতে দেখিলাম সাক্ষাত
 স্বরূপ ॥ বহির্দৃষ্টে সমাধি ভঞ্জেতে কদাচিত । ধ্যানবেগে
 সমীপে দেখিয়ে প্রত্যক্ষিত ॥ সমাধিতে আর বিষ্ণু দর্শন কা-

রণে। সুখে মম জপে নিষ্ঠা স্বতো হৈল মনে ॥ জপের কালেক্তে মনেকরিতে অরুণ। মনে হৈয়া এই নিত্য সুখ বৃন্দাবন ॥ এই বৃজ ভূমির মাধুরী সুবিপুল। আমার মানস অতি হইল ব্যাভ্রল ॥ সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তি লোপ সমাধির দশা। কদাচিত নিদ্রা সম করষে বিবশা ॥ তাহা হৈতে হৃদয় মম জপে অন্তরায়। আর বিষ্ণু মূর্ত্তির দর্শনে বিম্বিতায় ॥ তাহে আমি বিলাপ করিষে অধিরত। অহো মম কি দৌভাগ্য উপদ্রব যত ॥ তাহাতে কামনা মম হৃদয় নিরন্তরে। নীলাচলে জগন্নাথ দেখিবার তরে ॥ এত দেখি তত্রবাসি সকলে অমারে। জিজ্ঞাসিল সে বৃত্তান্ত লালুনা আচারে ॥ শোকের সহিত দশা সকল কহিল। শুনি সনকাদি লবে মোরে প্রশংসিল ॥ আশ্চর্য্য ইহার এইমত সে হইল। পরমদুর্লভ দশা বিস্তৃদ্ধা জন্মিল ॥ আমি তাহাদের ভাব না করিলু জ্ঞান। কেবল নিষ্কণ্টক দুঃখ হৃদয় অনুমান ॥ অভাগ্য বলিতে দেখি বাহিরে অন্তরে। প্রত্যক্ষ পূর্ণোক্ত রূপ শ্রীজগদীশ্বরে ॥ কদাচিত সনকাদি ধ্যান পরায়ণ ॥ ভাব অনুরূপ রূপ করণধারণ ॥ চিত্তাভি নিবেশে সদা করিয়া চিন্তন। তথাহি ॥

কীটঃ পেশক্ৰূতা রুদ্ধঃ অভ্যাষাং তমনুস্মরন্। সংরম্ভ

ভয যোগেন প্রাপ্যতে তত্শ্বরূপতাম্ ॥

সেই স্বরূপ হইবে ততঃকরণ ॥ সেই সব রূপ আমি করিষা দর্শন। পরম আহ্লাদ যুক্ত হইতাম মন ॥ সে রূপ দর্শনের রহিত কালে প্রায়। বিষন্ন নহিত পুন দর্শন আশায় ॥ এইরূপে চিরদিনে সুখেতে তথায়। থাকিলাম কোনদিন

দীর্ঘ মনে ভাষ ॥ একদিন চতুর্মুখ কৃপাকরিত্তি চিতে । পুঙ্কর
 দ্বীপে স্বতন্ত্রগণেরে দেখিতে ॥ গমন করিয়া ছিল। হংস আ
 য়োহণে । সেই তপোলোকে করিলেন আগমনে ॥ সেই বৃদ্ধ
 পরম ঐশ্বর্য্যেতে সম্মত । দেখি নমকাদি সবে হইলা প্রপন্ন
 ভক্তিতে হইয়া সকলোতে নমস্কর । সসন্ত্রমে প্রণমি পূজিলা
 সবিধান ॥ আশীর্ষাদে সকলেরে করিয়া বন্ধন । সেহেতে
 আঘাণ নিরেকরিল। তখন ॥ বিষ্ণুভক্তিরহস্য শিক্ষায়া বার
 বার । পুঙ্কর দ্বীপেতে বেগে করিলা প্রসার ॥ না জানিয়া
 আমি তাঁর তত্ত্ব বিবরণ । নমকাদি সবারে করিলু জিজ্ঞাসন ॥
 বিশেষেহাদিয়া তাঁরা কহিলা বচন । করিয়াছ এতকাল এথা
 আগমন ॥ পরম প্রসিদ্ধ হন এই মহাশয় । ওহে গোপবালক
 নাজানহ বিষয় ॥ প্রজাপতি ভৃগু আদি যতক আছেন । তাঁ
 হাদের পালক জনাকান্ধেহয়েন ॥ ঐহ আমাদের পিতা বিশ্ব
 সৃষ্টিকারী । পরমেশি শ্রেবসতম পদঅধিকারী ॥ স্বয়ম্ভ্রীবিষ্ণু
 নাভিপদ্মেতেজনন । জগতের করণপালন সংহারণ ॥ বেদ প্র
 বর্ত্তনেধর্ম্ম শিক্ষায়া শাসন । করণ বৃত্ত্যাদি দানেজগত পালন
 সর্বলোক আরএই লোকের উপরি । বৈসেন সত্য্যথ্য লোকে
 ঐহনিরন্তরি ॥ শতজন্মকৃত শুদ্ধ স্বধর্ম্মের বলে । সেইকোলাভ
 হয় মানব বিরলে ॥ সেই লোকে বৈহতী নামেতে লোক চর
 স্নাহাতে সতসুশীর্ষা সেইমহাশয় ॥ শ্রীযুক্তজগদীশ্বর অনির্বচ
 নীয় । সদা মহাপুরুষ থাকেন শোভনীয় ॥ তাঁর পুণ্ড্রলব্ধ্যা
 করিয়ে অবণ । কিন্তু ভেদ জ্ঞান কিছু নাজানি করণ ॥ লীলায়
 বজ্রাই তথাধারি দুইমূর্ত্তি । বিরাজেন আমাদের মত এই

ক্ষুধিত্ব ॥ এতশুনি আমি সেই লোকে যাইবারে । আর সেই
 মহা পুরুষের দেখিবারে ॥ জপকরি তপোলোকে হইয়া নি
 বিষ্ট । সমাধিতে অন্তর্মম করি সমাধিষ্ট ॥ মুহূর্ত্ত অন্তরে চক্ষু
 করি উন্মীলন । আপনারে বুঝলোকে কৈল আলোকন ॥
 শ্রীমুক্ত জগদীশ্বর বর য়ে তাঁহারে । করিলাম দর্শন আমিহ
 তথাকারে ॥ শ্রীমন্ত মহশ্চ ভুজ শীর্ষ পদ আর । নীল মেঘ
 আভা বহু প্রমাণ আকার ॥ অঙ্গ অমুরূপ বিভূষণেতে অস্থিত
 তেজোনিধিনাভি হৈতে কমলউৎখিত ॥ অমন্ত দেবের ভোগে
 করিযাশয়ন । অভিরাম অখিলজনের চক্ষুমন ॥ করণশ্রীলক্ষ্মী
 দেবী পদ সম্বাচন । বক্রাঞ্জলি গুরুড়ে করণ আলোকন ॥
 আপন বৈভবে বিধিতস্ত্র যুক্ত মন । পৌমঃপুন্য়সমুত্তেতে ক
 রেণ পূজন ॥ শ্রীকর কমল স্পর্শ করিযা তাঁহারে । করিছেন
 লাগন সুবহুত প্রকারে ॥ নারদের প্রণয় সংযুক্ত নৃত্যগীতে ।
 ইর্বানিত হইয়া তাহাতে দর্শিতে ॥ নিজভক্তিমাগ বৈদ্যথের
 তত্ত্বসার । কমলাসনেতে এত করিযা বিস্তার ॥ মহা রহস্য
 হেতুক অতি অস্পষ্টরে । উপদেশ দেন প্রভু অতি স্নেহভরে
 আলম্ব গণের শ্রেষ্ঠ নিজ সুশোভিত । তার মধ্যে লীলা ক্রমে
 এতু বিরাজিত ॥ ততঃপরে বুঝাশুনি সেই তত্ত্বসার । এমনোদ
 সম্পাদে হৈয়া বিবশ আকার ॥ অস্পেহ কহি তাহা অনুমোদ
 মান । চরণ বন্দন বহু করণ সম্মান ॥ এতেক দর্শন করি প্রমো
 দবেগেতে । চৈতন রহিত হৈয়া পড়িনু আগেতে ॥ দেখিযা
 শ্রীলক্ষ্মী আগ্র করি আগমন । নিজ শিশুন্যায় বহু করিযা ল
 লন ॥ কর স্পর্শাদিতে সচেতন করিলেন । আপনভর্তার পাশে

তবে আনিলেন ॥ মূৰ্খমূৰ্খঃ ভগবানে করিষ্য দর্শনে । প্রণমিষ্য
কহিলাম তবে নিজমনে ॥ অদ্যপাল্যে নিজাভিলাষের অন্ত
হল । স্থির হৈয়া হৃদয় ভূমি হওত নিশ্চল ॥ সত্যলোক নামে
শ্রেষ্ঠ হই এইস্থান । নানা শোক ত্রাস দুঃখহীন শোভমান ॥
পরম বিভূতি আর পরম আনন্দে । ব্যাপ্ত যার পূজা করে
জগতের বৃন্দে ॥ ওহে মন জগদীশে উচিত যাদৃশ । এইস্থানে
সুপ্রকাশ আছেন তাদৃশ ॥ অাকৃতি সৌন্দর্য্য গুণ বৈভবাদি
য়েই । নানা মহত্ত্বের সীমা প্রাপ্তব্যক্ত সেই ॥ চৈতন্য প্রাপণ
লালনাদি রূপ সব । শ্রীলক্ষ্মী দেবীর স্নেহ কর অনুভব ॥ তাপে
লোকাধিতে দেখিষ্যাহ রেই ঈশ । তাহে বিলক্ষণ নেত্রে দেখ
জগদীশ ॥ মাথুর শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বিরহ । ত্যজ শোক নীলা
চলে গম্যেচ্ছা ত্যজহ ॥ বুদ্ধাধিকার প্রাপ্তে বুদ্ধার উপ
রে । জগদীশ্বরের যেন অনগ্রহ ভরে ॥ সেইমত লালন যদ্য-
পি ইচ্ছাকর । তবেত আমার বাক্য ওহে মনধর ॥ সেই মহা
পুরুষের আদিষ্ট মন্ত্রে । শক্তি দ্বারা ফলিবেক ইতে নাহি
ফের ॥ নিদুলীলা অবলম্ব কৈলা প্রভুপরে । যদ্যপি চিহ্নন
রূপে নিদা দূরতরে ॥ প্রভুর নাভি জলোক পক্ষে বুদ্ধাতবে ।
তদুদারী সৃষ্টির বিধি শিক্ষা করি সবে ॥ বুদ্ধাপ্তের চর্য্য নি-
জাবশ্য প্রযোজনে । তথাহিহতে বাহ্য বুদ্ধা কৈলা আগমনে
আমি সে প্রভুর মহাত্ম্য রূপ সার । পরম মহত্ত্বতে প্রসিদ্ধ
দেখি আর ॥ নাভিপক্ষে চতুর্দশ ভুবন জগত । সূক্ষ্ম রূপে
হেরিলাম একদা একতঃ ॥ গুঢ় ভক্তি রহস্যের রেই উপদেশ
কহিলেন ভগবান বুদ্ধারে বিশেষ ॥ তাহা শুনি বুদ্ধার রেপ্রে

যের প্রবাহ । দেখিয়া সুখেতেবাস করিলুতথাই ॥ সত্য ত্রেতা
 দ্বাপর কলি এচারি গণি । তাহার সহস্রে দিন তেমত রজনী
 বুদ্ধার দিবস রাত্রি এইমত হয় । প্রভাতে করৈণ সৃষ্টি সন্ধ্যা
 কালে লয় ॥ বুদ্ধার দিনান্তে যবে তিন লোক নাশে । জন-
 ময় হয় সব একাণ্বে ভাসে ॥ শেষোপরি ভগবান বুদ্ধার স-
 হিত । শয়ন করিয়া প্রভু থাকেন নিশ্চিত ॥ জনঃ তপঃ সত্য
 লোক বাসি ঋষিগণ । বিচিত্র বাক্যে বিষ্ণুর করণ শুবন ॥
 বুদ্ধলোক প্রভাবেতে আনিথাকি তথা । সেইমহা কৌন্তকাদে
 খিষে সুখ যথা ॥ অন্তর্দান হইয়া যদ্যপি ভগবান । কদাচিত
 গমন করৈণ কোন স্থান ॥ শোক হয় পুনঃ প্রভুকৈলে আগ-
 মন । মূলের সহিত ক্ষয়পায় ততঃক্ষণ ॥ এইমতে বুদ্ধার কত
 কদিন গত । প্রাতঃকালে একদিন বুদ্ধা কৌন্তকতঃ ॥ মহা
 প্রলয়াণ্বেতে ক্ষেণ পুঞ্জ জাত । স্পর্শ করিলেন বুদ্ধা তৎনি-
 সাক্ষাত ॥ তাহে মহাবলী এক জন্মিল অসুর । বুদ্ধারে নারি
 তে যায় সেই দুই ক্রুর ॥ লুকাইল বুদ্ধা কোন স্থানে তার
 ভয়ে । ভগবান করিলেন সেই দৈত্য ক্রয়ে ॥ তবু ভয়ে বিধি
 নাকরিল আগমন ॥ বুদ্ধাছে আমারে প্রভুকৈলা নিযোজন
 আমি ভগবানের ভক্তির বৃদ্ধি হেতু । সঞ্জিলাম বৈষ্ণব সকল
 ধর্ম্মসেতু ॥ তবেত সর্ব্বত্রেতে বৈষ্ণব সবাচারে । করিলাম
 নিযুক্ত সকল অধিকারে ॥ অশ্বমেধ আদি মহায়জ্ঞে ইত্যন্ততঃ
 অগদাশ্বরের পূজা করিষে সন্মত ॥ সমূহ আহ্বাদ আর চিত্ত
 সন্তোষণে । করিলাম বুদ্ধাও সকল প্রপূরণে ॥ মূর্ত্তিধর বেদ
 যজ্ঞ আগম পুরাণ । ইতিহাস তীর্থ মহাঋষিগণাখ্যান ॥

বুদ্ধাধিগণ বহুস্তব মম করে । তাহে মতা মন্ততায় ব্যাধি
কলেবারে ॥ সর্বদৈতে মন্তম বুদ্ধাধিকার । হৈল সে পরম
মৈশ্বর্য যদ্যপি আমার ॥ নিজ অকিঞ্চনতা নাত্যজি কদ
চন । তথাপি বুদ্ধার যেই করণীয় গণ ॥ তদ্দ্যপি সমুদ্র যেই
অনন্ত গভীর ! তাহার তরঙ্গে মগ্ন হইলু অস্তির ॥ তদনুসন্ধা
নেতে ব্যাধিল হৈল মন । পূর্বমত ভক্তি সুখ নাহি প্রাপণ
দ্বিপারাদি আমু নিজ করিলে অবণ । কাল হইতে ভযাত্তর হয়
নিজ মন ॥ নিজমন্ত্র জপি যদি নাশিবারে ভয় । এই বুদ্ধ ভূমি
র বিরহে দুঃখ হয় ॥ শ্রীযুক্ত জগদীশ্বরপুত্রের সমান । করণ
লালন মম মহাসুখ দান ॥ তাহা অনুভব করি আমার নিশ্চয়
চিত্তের বৈকল্য তা সকল নাশ হয় ॥ পিতৃরুদ্ধেকরিতাম আমি
য়ে সেবন । অত্যন্ত নৈকট্য তাহে হইয়া কারণ ॥ কদাপি
অপরাধজন্যেতামার । ক্ষমণ করিয়া কৃপা প্রভুদোষতার
তথাপি অন্তরে হয় মহোদ্বৈগ তার । মহালক্ষ্মী দেবী করি
কৃপাত প্রচার ॥ জননী সমান স্নেহ করেণ প্রকাশ । তাহে
হই হৈয়া কৈনু চিরকাল বাস ॥ একদিন মুক্তি প্রাপ্ত দেখি
কোন জনে । সত্যলোক বাসি সবে করে প্রশংসনে ॥ আগি
তাহা শুনি আমি পরম অদ্ভুত । জিজ্ঞাসিলু কিবা মুক্তি কহত
প্রস্তুত ॥ মুক্তি অতি উৎকম্ব দুলভ তর বর । তাহাদের মুখে
আমি হইয়া গোচর ॥ সর্বজ সকলকে সে মুক্তি প্রাপ্তীচ্ছায়
প্রশ্ন করিলাম মুক্তি সাধন উপায় ॥ বহু উপনিষত শ্রুতি
স্মৃতি সে কহয় । অদ্বয় জানেতে মুক্তিসাধ্য সুনিশ্চয় ॥ বিষ্ণু
ভক্তি প্রবর্তনে চতুর পুরাণ । পঞ্চ রাত্র্যাদি আগম হৈয়া এক

তান ॥ অক্লোভত্বগাম্ভীর্য সহিত ভবেকন । মোক্ষজ্ঞানসাধ্য
য়েই কহিলা বচন ॥ সত্য কিন্তু সেই অতিশয় দুঃখ সাধ্য
বিষ্মু ভক্তি দ্বারা তাহা সুখে হয় বাধ্য ॥ কিহা সেই ভক্তি যদি
নিষ্কামে নিঃসঙ্কে । অনুষ্ঠায়ে তবে মোক্ষ সুলভ প্রসঙ্গে ॥
কোন২ ক্রতি অতি ধর্ম শাস্ত্রগণা বিষ্ণু পর যাতাদের তাত
পয়্য বচন ॥ উক্ত বাক্যে করিলেন তাঁহারা স্মৃতি । অর্থা-
ভ্যাপয়্য বৃত্তে ভক্তিঃ সুসিদ্ধ্যতি ॥ যথাপাশ্বে ॥

অপত্যং দ্রুবিণং দার্য হার্য হর্ম্যং হযা গজঃ । সুখা
নি স্বর্গ মোক্ষৌচনদূরে হরি ভক্তিতঃ ॥ নদূরে ভবন্তি
অপিত্ত নিকট এব ইতি তাতপয়ে য়াতিঃ ॥

এতেন শুনিয়া তবে হৈয়া ক্রোধ ভর । মহোপনিষদ বিষ্ণু
নাহা অ্য তত্পর ॥ আপনার অনুবর্তি আগম পুরাণ । সহি
তে কহিতে তবে লাগিলা আখ্যান ॥ কেবল শ্রীবিষ্ণু ভক্তি
করিলে সাধন । মোক্ষ হয় সুলভ এ সুব্যক্ত বচন ॥ যথা বৃহদা
রদাযে ।

ধর্মার্থকাম মোক্ষার্থ্যঃ পুরুষার্থ্যঃ দ্বিজোত্তমঃ । হরি
ভক্তি পরণাং যৈসংপদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥ শ্রীবিষ্ণু পুরা
ণেচ ভগবত্স্থতো । ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তম্য
করে স্থিতা । সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা
ভূযি ॥ ইতি ॥

কোন উপনিষদগণ বিষ্ণু ভক্তি পর । পরম রহস্য রূপ সুদু
র্লভ হর ॥ কোন২ গুঢ় মঙ্গাগণের সহিত । সাহিত সিদ্ধান্ত
ভক্ত দৈক্ষ্য নিশ্চিত ॥ ভাগবত আদি মহা পুরাণ সংহতি ।

ঐহারা সকলে দৈবত্ হাঙ্গিলেন অতি ॥ পরম আশ্চর্য্য বিষ্ণু
 মাযার বৈভব। ব্যক্ত তত্ত্ব সর্বজেরো নহে অনুভব ॥ যেই
 শ্রীভক্তির হৃদ মহিমা অপার। মুক্তি দাতৃ স্ব মাহাত্ম্য জানি
 তেছে সার ॥ অতএব অসদৃশ এইসব হয়। ইহাদের সহিত
 কখন যোগ্য নয় ॥ আর ভক্তি তত্ত্বসুহস্য সে কখন। যোগ্য
 নহে সভামধ্যে তার নিরূপণ ॥ এতক বিচার তাঁরা করি মনে
 মন। মৌনে রহিলেন কিছুনা কহি কখন ॥ মোক্ষের সুসিদ্ধ
 বিষ্ণু মন্ত্রের জপনে। হয় কি না হয় এই সংশয় বচনে ॥ কোন
 বেদ ধর্ম্ম শাস্ত্র পুরাণেতি হাস। সহিতবিবাদ আগমাদিতে বি
 কাশ ॥ উত্কট হইল তাহে বচনাবচন। কলহলাগিল দুট দলে
 তে তখন ॥ উপরোক্ত সন্দেহ না সহিতে পারিষা। আমৃত্যু
 ত্যাকি স্বরায় উঠিষা ॥ গুটোপনিষদ সহ কর্ণ আচ্ছাদিষা
 সভা হৈতে বাহিরেতে গেলেন চলিষা ॥ তবে মহাপুরাণে
 পনিষদের গণ। মধ্যস্থ স্বরূপে করিলেন বিচারণ ॥ বিষ্ণু মন্ত্র
 জপনাত্রে মোক্ষ হয় সিদ্ধ। সুষ্ঠুরূপে এই পক্ষ হইল সুসিদ্ধ
 আগম গণের তাহে হইল সে জয়। তাহা মন্ত্রজপপর মমপ্রিয়
 হয় ॥ তবে আমি দৈবদাস্য গান্ধীশ্বের ভাব। গুট অভিপ্রায়
 সব করি অনুভাব ॥ ভাগবত সাত্ত্বত সিদ্ধান্ত আদিচবে। সভা
 মধ্যে আনিলাম করি অনুনয়ে ॥ স্তব পাঠে বশীভূত তাঁহা
 দিগে করি। জিজ্ঞাসিনু সাদরে তে শুনিতে বিবরি ॥ দৈবদাস্য
 থাকি কেন মৌনাবলম্বনে। কর্ণ আচ্ছাদিষা কেন করিলে
 গমনে ॥ মোক্ষের স্বার্থার্থ্য তত্ত্ব কিবা মত হয়। রূপাকরি
 কহ গোরে সব মহাশয় ॥ এতশুনি সাত্ত্বত সিদ্ধান্তাগন পদ

মহাশক্তি নিরোধার গুণোপনিষদ ॥ আত্মপ্রতি অনুগ্রহ
 ভবে প্রকাশিতা ॥ ভক্তিশাস্ত্রগণ পরে কহিতে লাগিল ॥ লক্ষ
 লক্ষাধিকার হে জিজ্ঞাসিলে যাহা ॥ মহানিধি হইতেও মহা-
 গোপ্য ভাহা ॥ বুঝারেত্ত ইহা কহিবারে নাহু যায়ে ॥ কহিব
 তোমার প্রতি কিবা অভিপ্রায়ে ॥ তবভক্তি শীলতাদি সদা গুণ
 সঞ্চয়ে ॥ চঞ্চল হইয়া কহি শুন মহাশয়ে ॥ বিষ্ণুভক্তি তত্-
 পার আমরা সব হই ॥ মোক্ষ নিরূপণ কথা আমরা না কই
 কুচিত্‌নিদ্দি বিশেষেতে জ্ঞানের সহিত ॥ ত্যাগ করাইতে
 মোক্ষ করি নিরাপিত ॥ কোনস্থানে মোক্ষের করিয়ে প্রশং
 সন ॥ অবগ করহ কহি তাহার কারণ ॥ প্রথমত মোক্ষের প্র
 কাংসা করি চয় ॥ এমত পরমোত্তমুষ্টি মোক্ষ সুখ হয় ॥ তাহা
 ইহতে কোটিগুণে মহাসুখ ময় ॥ বিষ্ণুভক্তি সুখ ইহাজানিবে
 নিশ্চয় ॥ অন্য নিদর্শনভাবেনহে নিরূপণ ॥ এ হেতু মোক্ষের
 কিছু করিয়ে বর্ণন ॥ কুস্তির আকাঙক্ষাকারি য়েজন হইবে
 তাহাদের মতানুসারে ইহাও জানিবে ॥ সাধ্য ফলরূপে নাহি
 কহি সেকখন ॥ সুখগন্ধ মোক্ষেতে নাহিক য়ে কারণ ॥ অরো-
 গিতে রোগাভাব য়েন সুখ হয় ॥ সুষুপ্তিতে নিদ্রাভাব দুঃখ
 নাহি রয় ॥ সেইমত মোক্ষ সর্বশূন্য রূপময় ॥ জন্ম মরণাদি
 দুঃখহীন সুখ হয় ॥ কেবল অজ্ঞানসংজ্ঞহৃৎতরাতক ॥ অনাভিজ্ঞ
 সকলের সৃষ্টি কারক ॥ তথাপি তাহার কিবা ইয়ত ল ধন
 ইহায়দি জিজ্ঞাসহ করহ অবগ ॥ ভগবদ্রাহ্মের সেবা থাকক
 তাবত ॥ নামের আভাস প্রতি বিশ্বশক্যমত ॥ যদি পরিণামে
 জ্ঞানহেলন সৃক্ষেতে ॥ একবার কোনমতে কহয়ে মুখেতে ॥

কিহা কোনমতেইদিকণেপ্রবেশয। অনায়াসে সেকনের মোক্ষ
প্রাপ্তি হয় ॥ যথা বচক্কে।

বিক্রুশ্য পত্র মদ্যবান যদজ্ঞানি লোপি নারায়ণেতি
মুখমান ইষায মুক্তিমিতি ॥

এ মুক্তিকে মুক্তি বাঞ্ছা কারি যতজন। পরম পুরুষার্থ
কলি করেণ গগন ॥ কিন্তুচাতুর্য্যভাভিন্ন কৈলেবিচারণ। মনো
হর হয কর এ অবধারণ ॥ মোক্ষের প্রধান্য য়েই বেদ পুরা
ণেতে। হযত প্রমাণ সেই মোক্ষ মহাশ্রোতে ॥ এক বিংশতি
প্রকার দুঃখের বিনাশ। নৈয়ায়িক মতে মোক্ষ হযত প্রকাশ
তদুক্তং নৈয়ায়িকৈঃ। আত্মেত্যক্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি
মুক্তিরিত্যাদি ॥

কর্ম আর অবিদ্যার ক্ষয় মোক্ষ হয়। কোন বৈদান্তিক
দেখীযের মতে কষ ॥ মায়া দ্বারা কৃত য়েই অন্যথা স্বরূপ
সংসারিত্ত কিবা তার তেদ অনুরূপ ॥ ত্যজি আত্ম স্বরূপ
বুদ্ধানুভব য়েই। বিবর্তবাদি বৈদান্তি মুখ্যমত সেই ॥ যথা দ্বি
তায় ক্কে ॥

মুক্তিহি ত্বেহন্যথা কপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি রিতি।

তাতে আদ্য পক্ষদ্বয়ে মোক্ষের বিস্তার। দুঃখাভাবতা
হার কারণাভাব আর ॥ তাহাদের মতে দিক হৈল এইমত
সুখনাই মোক্ষে ইহা বুঝাইব রত ॥ আত্মস্বরূপানুভবে তৃপ্তি
সুখ হয়। বিবর্তবাদির মতে এইত সাধয ॥ জীব য়ার স্বরূপ
সক্তিদানন্দ ঘন। স্বয়ং ভগবান সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হন ॥ তাহার
পাদার বিন্দ হৈলে অনুরূপ। ভক্তিসুখ সাগর য়ে লাভ হয়নব

তদপেক্ষা মোক্ষোক্তে অতাপ্প সুখ ইয । দুঃখাভাব কেবল
মোক্ষোক্তে সুনিশ্চয় ॥ যদিকহ বুদ্ধপরিচ্ছিন্ন শূন্য কথ্য । তদ
নুভবে অপরিচ্ছিন্ন সুখ ইয । তাহার উত্তর কহিকরহ শ্রবণ
শুদ্ধ পরমাত্মা তত্ত্ববস্ত্ত য়েইহম ॥ তাঁহাকেই বুদ্ধবলে
তত্ত্ববেত্তা জন । ক কণ্যাংগি গুণহীন সেই বুদ্ধ ইন ॥ নিরন্তর
উক্তজন সঙ্গাদিরহিত । চিত্তাদিত্তা আদিমাহবিকারকূটত ॥
বিচিত্র শ্রীমূর্ত্তি বৈভবাদি বিরহিত । বিচিত্র মধুর লীলা হীন য়ে
নিশ্চিত ॥ এবং ভগবদ্ভাভাবে অনুভবেত্তার । সুখে সেইমত
অপ্প ইযত প্রচার ॥ যদ্যপি বলহ শান্দ সুখ অনুভবে । ইহ
বেক কি প্রকারে শুন কহিতবে ॥ ভগবদ্ভক্তিতে ইয সম্পন্ন
তাহার । সেইবাক্য কহি শুন করিয়া বিস্তার ॥ সাক্ষাত পর
মবুদ্ধ ভগবান য়িহ । সর্বজীব অন্তর্যামী পরমাত্মা তিহ
বুদ্ধাদিরো নিযন্তা শ্রীবৈষ্ণবাধিষ্ঠাতা । পরম পরমেশ্বর সর্ব
ফল দাতা ॥ সুখন সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি । অচিন্ত্য আশ্চ
র্য মহিমা সাগরপূর্ত্তি ॥ সগুণত্ব অগুণত্ব আদিবিরোধাহ । তাঁ
হাতেপ্রবেশে য়েন সমুদেপ্রবাহ ॥ নিঃসঙ্গি সঙ্গিত্বনির্বিকার সবি
কার । নিরীহত্ব ইহাবস্ত্ত নিবিশেষ আর ॥ বিশেষত্ব আদি য়ত
বিরোধ বিশেষ । তাঁহাতে সকল য়াই করয়ে প্রবেশ ॥ বুদ্ধত্ব
হেতুক নিগুণত্বাদি সকল । তাঁহাতে বৈসম্যেবুঝইয়া নিশ্চল
পরমাত্মা । পরমেশ্বরত্বের কারণ । সগুণত্বাদিক তাঁহেকর বিবে
চন ॥ অনাম অকপত্বাদি য়েকর শ্রবণ । তাহার বিশেষ আছে
নিশ্চয় বচন ॥ তথাহি ।

অপ্রসিদ্ধে সঙ্গুণত্বাদি নামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ । অপ্রা-

কৃতত্বা দ্রুপস্যাপ্য রূপেয উদীয়তে ॥

নিগুণ যে বুদ্ধ উপাশয়ে যোগীগণ । ভক্ত ভগবানের ক
রয়ে উপাসন ॥ সেই দুই পৃথক নাজান কদাচিত । শ্রীবিষ্ণুর
তেজ সেই হয়ত নিশ্চিত ॥ বুদ্ধতত্ত্বরূপ মহাবিজুতি ইহার
বুদ্ধ ভগবানের ত ভেদ প্রকার ॥

বুদ্ধসংহিতাষাং । যস্য প্রভা প্রভবতে, জগদণ্ডকাটি
কোটিষু শেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং । তদ্বুদ্ধ নিষ্কল
মনস্তমশেষ ভূতং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহংভজামি ।
তাথে ভগবানের শ্রীপাদানুজ দ্বয় । শ্রীপরম শোভায়ুক্ত
ঘন সুখময় ॥ ভক্তিদ্বারা অনুভব য়েই করে মনে । নিশ্চয় নি-
বিড় সুখ পায় সেইজনে ॥ যথা বিষ্ণু পুরাণে ।

একদেশ স্থিতস্যেন্দো জ্যোত্সা বিস্তারিণী যথা ।

পরস্য বুদ্ধঃশক্তি স্তুত্বৈদ নখিলং জগত্ ॥ গীতাষাং ।

বুদ্ধোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্য ব্যাস্যচ । শাস্ততস্যচ

ধর্মস্য সুখসৈ কান্তিকস্যচ ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণ দ্বন্দ্ব সুখের আধার । সুখরূপ শরৎকরার পি
ণ্ডের আকার ॥ বুদ্ধ সুখ কেবল নহেত সুখাধার । শ্রীকৃষ্ণ
রূপের তেজ হয় বুদ্ধাকার ॥ জীব স্বরূপ নিশ্চয় য়েই বস্তু হয়
সেই যদি পরবুদ্ধ হয়ত নিশ্চয় ॥ শ্রীযুক্ত সচিদানন্দ ঘন
ভগবান । তাঁহারি স্বরূপ তাহা জানিহ আখ্যান ॥ যথা প্রথ
ম ক্ষণে ।

বদন্তি তত্ত্ববিদ স্তুত্বং যজ্ঞানমদ্বয়ং । বুদ্ধোতি পর-

মাশ্রুতি ভগবানিতি শক্যতে ।

এপ্রকার হইলেও জীবের স্বরূপ ! সেই পরম বুদ্ধর হয়

অংশকপ ॥ পদ্মাশর আদি তত্ত্ববেত্তা মুনিচর্য। তাঁহাদের
এই মত জানিবে নিশ্চয় ॥ ঘন তেজঃসমূহ আদিত্য য়েটমত
তেজঃসব তাঁর অংশ হয় প্রকাশত ॥ মায়া দ্বারা জীবতত্ত্বভি
মানেক হন ॥ মোক্ষ হইলে মায়া গেলে অভেদ তখন ॥ এমত
না হয় শুন তাহার উক্তর ॥ তত্ত্ববাদি মতানুসারেতে বাক্যবর
পরবক্ষ হৈতে জীব অংশত্বে প্রাসিদ্ধ ॥ অতএব ভেদ প্রাপ্ত হয়
নিত্যসিদ্ধ ॥ মায়া দ্বারা জন্মেতে নহেত উত্পাদিত ॥ তাহা-
তে দৃষ্টান্ত শুন কহিষে বিদিত ॥ সূর্যের কিরণ যেন হইয়া সম
বেত ॥ ভিন্নত্বেত নিত্যসিদ্ধ খ্যাত বিশেষত ॥ আর য়েইমত
হয় ক্ষলিঙ্গ অগ্নির ॥ তরঙ্গ সকল যেন হয় বারিধির ॥ মায়া
বিনা সদাভেদ নহেত সম্ভব ॥ এমত না কহ শুন বিবরণ সব
বিষ্ণুর য়েশক্তি মহাযোগমায়া নাম ॥ চিহ্নিলাস স্বরূপা অনা
দি সিদ্ধ কাম ॥ তাঁহা দ্বারা জীবসদা হয়ত ভেদিত ॥ অর্থাৎ
শরূপে পৃথকুত সুবিদিত ॥ তাথে জীবস্বরূপের অনাদি সি-
দ্ধত্ব ॥ নিশ্চয় জানিবে এই কহিলাম তত্ত্ব ॥ এই হেতু পরবক্ষ
হৈতে ভিন্ননয় ॥ ভিন্ন হইয়া ও এই সাধুমত হয় ॥ সচ্চিদা-
নন্দত্ব বুদ্ধ সাধর্ম্মে অভিন্ন ॥ রবির কিরণ মত অংশত্বেত ভিন্ন
যুক্ত হইলেও এইমত ভেদপ্রায় ॥ থাকয়ে নিশ্চয় দৃঢ়বুদ্ধিবে
তাঁহা ॥ স্বথা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বচনং ॥

নুত্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তীতি

স্বত্বাচ মহাপুরাণ বচনং ॥ নুত্তামা নপি সিদ্ধান্যং নারী

যণঃ পরায়ণঃ সুদলভঃ প্রাশান্তা আ কোটিবৃষিমহামুনে ॥

অন্যথা মুক্তিতে এক টেলে বুজলে য়ে ॥ লীলায় বিগ্রহ

করা ক্রিপেতে হয়ে ॥ নারায়ণ পরায়ণ কেমনেবা হয় । শ্বে
হেতুক মোক্ষ যদি পৃথক হই নারায়ণ ॥ না বলিহ এবচন জীব-
মুক্ত পর । অবগ করহ কহি তাহার উত্তর ॥ জীবমুক্তদের দেহ
থাকে বিদ্যমান । সংগত নাহি দেহ করণ ব্যাখ্যান ॥ কার্ত্তি-
ক মায়াশ্বে আছে শ্রীপদ্মপুরাণে । ঐ মহামুনি হৈবা লয়
ভগবানে ॥ পুন হৈল নারায়ণ রূপে প্রাদুর্ভাব । তথা বৃহন্নর
সিংহে কর অনুভাব ॥ নরসিংহ চতুর্দশীবভতে কথিত । আ-
ছয়ে সংক্ষেপ তার কহিয়ে বিদিত ॥ বেশ্য সহ বিপ্রকরি সু-
সাধন চয় । নিজকর্ম ফলে হৈল ভগবানে লয় ॥ পুনর্বার
ভায়্যাসহ প্রভাদ রূপেতে । আদিভাব হইলেন তত্ত্ব প্রকারে
তে ॥ এই অভিপ্রায়ে প্রায় পদ শ্লোকেদান । কভূরিষ্টিচ্ছাষ
পাষ সাযুজ্য নির্বাণ ॥ যদি কহ মুক্তিভেদ ভেদ যদি রয়ে ।
তবে বল জন্ম কৃত প্রমাদ নিচয়ে । সাধামান মুক্তি হৈতে
হৈল কিবা ফল । তাহার উত্তর কহি শুনহ নিশ্চল ॥ শ্রীকৃষ্ণ
মায়ায় অনাদি অবিদ্যা হয় । তাহাতে সচ্চিদানন্দ রূপ জীব
চয় ॥ পরম বুদ্ধের অংশভূত নিজ তত্ত্ব । বিমূর্তি সন্ধানহী
হয় বিশেষত্ব ॥ তাতে সংসারিত্ব রূপ ভ্রম উপজয় । ইহার
সাধার্থ্য এই হয় মহাশয় ॥ ত বিদ্যা হেতুতে যেই সংসারিত্ব
হয় । ভ্রমাত্মক কেবল সে জানিবে নিশ্চয় ॥ মুক্তি হৈলে নিজ
তত্ত্ব জ্ঞান যবে হয় । মায়া নাশ পাইলে তত্ত্ব নিবর্তয় । ঘনা
নন্দ বুদ্ধাংশ যে আত্মার স্বরূপ । বিশেষত হয় তার অনুভব
রূপ ॥ মুক্তিতে সুখাংশ প্রাপ্তি সিদ্ধ এই হৈল । ভক্তগণে কৈদু-
শঙ্কর যদি কৈল ॥ তথাপিহ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণে

অনুভব হয় সদা তাঁহার চরণে ॥ তাহে ভক্তি সুখ প্রাপ্তি নি-
ত্যা নন্দ ময় । মুক্তি হৈতে বিশেষ ভক্তির এ নিশ্চয় । যেমত সা-
ধন করে সদৃশ তাহার । ইহ পরলোকে ফল সিদ্ধ হয়
তার যথা ॥

নহি সত্‌পরশুনা সাধ্য্য কর্ত্তরিকয় সিদ্ধ্যন্ত ॥

সেহেতু বুদ্ধাংশভূত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানে । সাধ্য্য মোক্ষে অম্প
সুখ জ্ঞান পরিমাণে ॥ কেন তবে মোক্ষে সুখ পরাকাষ্ঠা হয়
কেহ কহে তার শুনহ বিষয় ॥ জন্ম মরণাদি য়েই হয়ত সং-
সার । তার যাতনাতে চিত্ত উদ্বিগ্ন যাহার । রস আর চিত্ত-
দুঃকারক দুব্যহীন । মুক্তিবাঞ্ছা বারি তত ঠৈয়া অতিদীন
তাঁহার। করণ স্তব অতি সুখ ময় । মোক্ষ ইত্যাদিক কহিবচন
নিচয় ॥ স্বর্গ কামীজন যেন স্বর্গ শুব করে । গতনাদি ভয় তাহে
য়দ্যপি বিহরে ॥ পরাকাষ্ঠা সুখের ভক্তিতে সুনিশ্চয় । আপ-
না হইতে নিষ্ক অনায়াসে হয় ॥ সুখ পরাকাষ্ঠা ময় শ্রীকৃষ্ণ
চরণ । সেবা দ্বারা অনুভব করে য়েইজন ॥ তাহার সাধনো-
চিত সুখ প্রাপ্ত হয় । যাদৃশ সাধন সাধ্য্য তাদৃশ ফলয় ॥ পর-
মাতিশয় প্রাপ্ত য়ে মহত্ব হয় । তাহার বোধনজন্য পরাকাষ্ঠা
কয় ॥ তাহে অনন্ত সুখের সীমা কভুনাই । যতেক সাধয়ে তত
সুখ সদাপাই ॥ প্রতীক্ণ নূতন মধুর শ্রীচরণ । ভক্তি রদ্বারায়
করিলে অনুভবন ॥ অনন্ত ভক্তিজ সুখ পরম মহত । নিরন্তর
বৃদ্ধি পায় নাহি নীমা তত ॥ মুক্তি প্রাপ্তে বুদ্ধ সুখ বৃদ্ধি নাহি
পায় । য়েহেতুক সীমায়ুক্ত আছয়ে তাহায ॥ ইথে পরবুদ্ধ
আর পরশ্রদ্ধা গত । সজ্জাতীয় ভেদ আছে নাকহ এমত

সর্ব জীব অন্তর্গামী পরমাণু যিনি । নিশ্চয় জানিবে পর-
বুদ্ধ রূপ তিনি ॥ তিনিই হয়েন পরমেশ্বর নিশ্চয় । গুণলীলা
ভেদে বহু রূপ তাঁর হয় ॥ পরমাণু পরবুদ্ধ পরমেশ্বরের
আর তাঁহা হইতে প্রকাশিতাবতারের ॥ ভিন্নত্বপ্রত্যয়ে এক
হেতু ভেদ নয় । অতএব সজাতীয় ভেদ নষ্ট কয় ॥ পরিচ্ছিন্ন
স্বাদি ভেদয়ে বিজাতীয়ত্ব । তাহাপ্রাপ্ত জীব সকলেরো বুদ্ধ
তত্ত্ব ॥ বুদ্ধাংশ হেতুক অংশি সহ ভেদ নয় । ইথে বিজাতীয়
রূপ ভেদ নষ্ট হয় ॥ এই উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত বিশেষতঃ । বিষ্ণু
ভক্তি পর আমাদের সুস্মৃতে ॥ বিচারেতে ব্যাখ্যা দ্বারা হৈ
লে প্রকাশিত । উক্তানুক্রম সর্ব ভক্তি মার্গধিষিতি ॥ ব্যাখ্যা
সব নির্গত নির্দোষ তাহে হয় । য়েহেতু সন্দেহগণমাত্র নিরসয়
তথাহি ।

এবমেব বুদ্ধাংশ এবোত্পাদ্যন্তে তন্মিনেব জীযন্তে ॥

ইহাতে বুদ্ধের সহ অভেদ জীবের । য়ে কেহ মানয়ে দেখ
মতে তাহাদের ॥ বুদ্ধের অংশে স্বরূপ অনুভাব বে । মুক্তি
তেও অংশ সুখ সিদ্ধি অনুভাবে ॥ য়েন সমুদ্রের একদেশ হৈতে
হয় । তরঙ্গ সকল পুন একদেশে লয় ॥ জলময় হেতু সিন্ধু
হইতে অভিন্ন । রত্ন গাভীর্যাদি গুণাভাবে হয় ভিন্ন ॥ সিন্ধু
জলে লয় হেতু পৃথক নাহিরয় । এক্য হৈয়া সমুদ্র প্রাপ্ত
ইহাকয় ॥ তেন স্বকারণে বুদ্ধাংশেতে জীবগণ । মোক্ষ লয়ে
বুদ্ধে এক্যগত ইহাকন ॥ কিন্তু স্বভাবেতে জীব পরিচ্ছিন্ন হয়
বুদ্ধ সে অপরিচ্ছিন্ন সুখ ঘন নয় ॥ জীবের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি কথ
ন নাহয় । তাতে বুদ্ধ হৈতে জীব ভিন্ন সদায় ॥ যথা শঙ্করা
চায়ৈ গোক্ত ॥

মত্যাপি ভেদাপমে নাথ তবাহং ন মাযকীলস্তঃ।

সামুদ্রোহি তরঙ্গকুচন সমুদ্রানতারঙ্গঃ ॥

নাযাকৃত জীবন্তের ভেদ নষ্ট হয়। তদীয়ত্ব রূপে পুন-
র্জীব ভেদর য ॥ যদি কহ এক্যাপত্তি হয় অতিশয়। তবে নাথ
তবাহং একাক্য নাহি রহ ॥ যেন নদী প্রবাহাদি সমুদ্রে মিলিয়া
রাহি বিদ্যমান জ্ব নদীর তাহে হয় ॥ বিচিত্র অপরিচ্ছিন্ন সুর
ত্বাদি ময়। সমুদ্রত্ব নদীত্বের কদাপি নাহয় ॥ এমত বিচারে
মোক্ষে কেবল অভায়। দীপ্য নির্কারণের ন্যায় কর অনুভাব
মুক্তি হইলেহ ভেদ থাকে পরিমাণ। পূর্বমত একদেশে করে
অবস্থান ॥ আত্যাশ্রিত প্রলযেতে এমত প্রকার। মোক্ষ হয়
জীব পুনঃ সৃষ্টিতে প্রচার ॥ মোক্ষে সুখ অতিভক্তি পরাযণ
মত। এরূপ নাকহ শুন উত্তরাভিমত ॥ সর্বদা প্রমাণ ভূত জ্ঞা-
নরা য়ে হই। শ্রীমদ্ভাগবতাদিক শাস্ত্রগণকই ॥ যথা।

আত্মারামাশ্চ মনযো নিগ্রহা অপুরুক্রমে। দর্শন্ত্য
দৈহতকীং ভক্তি মিত্যতুত গুণোহরিঃ ॥ ভক্তিঃ সিদ্ধে
গরিষসী ॥ নারায়ণপরা সর্বেনদ্রতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ নরকেযুপি ভল্যার্থ দর্শিনঃ ॥ ইত্যাদী
নিবহনিসন্তি ॥

মহত শ্রীনারদ প্রহ্লাদ হনুমান। চত্বঃসনব্যাসশুক আদি
ব্রহ্মাখ্যান ॥ তাঁহা দর বাক্য বহু আচ্ছয়ে প্রমাণ। যথা।

ভববন্দচ্ছিদে তম্মৈ স্পৃহয়ামিন মৃত্যুযে ভবান্ প্রভু
রহং দাস ইতি যত্র বিমুপ্যতে ॥

ভক্তির অগ্রেতে মুক্তি অতি শুদ্ধাখ্যান ॥ মুক্ত্যহ

পাসুপাদিতি বেদান্তচ ॥ সেইমত সাধুদের দেখ ব্রহ্ম

হাঁস । ভগবান মুক্তিদিলে নাকরে স্বীকার ।। অতএব এই সব
 ইহাতে প্রমাণ ।। অন্য প্রমাণাৎ কক্ষা নাহিকপরিমাণ ।। মোক্ষা
 ধিক ভক্তির বাহা অঙ্গ নিকপণে । অনবুল পুরাদৃত আছে
 অগণনে ।। দ্বারকানিবাসি বুদ্ধের পুত্রগণ । মুক্তি প্রাপ্তি
 হৈয়াছিল ত্যজিয়া জীবন ।। কিন্তু বিশ্র আত্মল হইয়া শোক
 তার । রক্তক পার্শ্বের নিন্দা করিল বিস্তার ।। অজুন হইয়া
 তাহে দ্বিষাদিত মম । স্বর্গমর্ত্য রসাতল কৈল অন্বেষণ ।। কো
 থাও নাপায়েয়া অতি বিষমবদন । শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসি ক
 হিল কথন ।। শ্রীকৃষ্ণ আপনি লৈয়া অজ্ঞানেতখন । উত্তর দি
 আতে প্রভু করিলা গমগ ।। সন্তুষ্টীপ সন্তুষ্টীক্ষু অতিক্রমক
 স্বর্ণময়ী আর অন্ধকার ময়ী হাঁস ।। পশ্চাতে রাখিয়া কঙ্কণ
 গবের তীরে । উপস্থিত হৈয়া বাঁপ দিলেন সেনীরে ।। অজুন
 জলের মধ্যে পাড়িয়া তখন । অপকণ স্থান এক করিল দর্শন
 অনন্ত শয়্যায হরি আছে মশয়নে । বক্ষ্যকরিতেছেন শ্রীপদ
 সম্মুখনে ।। বহুতর স্তব তবে তাঁহার করিল । জিজ্ঞাসানুসারে
 পার্থ সকল কহিল ।। বিশ্রুত মুক্ত হৈয়া সুদেহ ধারণে । প্র
 ভুকে করিতেছিল চানর ব্যজনে ।। অজুনের স্তবে প্রভু হৈয়া
 সন্তোষণ । বিশ্রুতে লৈয়া যাতে কৈলা আজ্ঞাপণ ।। তাঁরে
 লৈয়া পুন ভগবানের সহিত । দ্বারকায় আসি বিশ্রু করিলা
 অর্পিত ।। মুক্ত বিশ্রুত আসি পুন দ্বারকায় । ভক্তি আচরণ
 বহু করিলা তথায় । ইত্যাদি অনেক আছে বহু পুরাতন । পার্শ্ব
 মহাপুত্রাণ করিলেত অবগ ।। সেই হেতু ইহাতে সঙ্গত নাহি
 হয় । অর্থবাদ কল্পনা শুভ নহাশয় ।। অর্থবাদ কল্পনা লে

য়েকরে আচার । রাহাইহেতে নাস্তিকত্ব হয়ত বিস্তার ।। কম্প
না কন্তু মানব হয়সে পতিত । দুষ্টর নরক ঘোরে জানিহ নি
শ্চিত ॥ অতএব দ্রষ্টকর্কশ মিথ্যাচয় । প্রৌঢ়বাদ আদি
ত্যাগ করিযা নিশ্চয় ॥ মোক্ষ হৈতে ভক্তির মাহাত্ম্য সবি-
শেষ । এইপক্ষ করিবেক স্বীকার নিঃশেষ ॥ অন্যথা নরক
পাত অবশ্য হইবে । এইকথা সুসিদ্ধান্ত নিশ্চয় জানিবে
মোক্ষ কোন প্রকারেতে শূন্যনাহি হয় । অসুরগণেরো দেখি
ভেছি মুক্তিচয় ॥ গোবিপ্রাদি ঘাতি কংসাদিক দৈত্যগণ
মুক্তিপূর শাস্ত্রেকরে তাদের নিন্দন ॥ সেই সব অসুর শ্রীকৃষ্ণ
হস্তেমরি । মুক্তিপদপাইলেক আয়াসনা করি ॥ সাধুত্ব শ্রীকৃষ্ণ
পদে ভক্তির আচার । অসুরত্ব নিরন্তর দেখকরে তাঁর ॥ গুণ
কর্ম প্রভৃতিক অশেষ প্রকারে । বিপরীত নিরন্তর দুইতে প্র
চারে ॥ অতএব তাহাদের সাধ্যসাধনেতো বিপরীত নিশ্চিত
উচিত বিধানেন্তে । সাধুদের কৃষ্ণ পদোপাসনসাধন । দৈত্যদের
অদ্বৈতাত্ম তত্ত্বজ্ঞানমন ॥ সাধু সকলের সাধ্য প্রেমভক্তি হয়
দৈত্যদের তার বিপরীত মুক্তি কয় ॥ ভগবানে দ্বেষাদি করিলে
আচরণ সমফল একত্রে যে আছয়েগণন ॥ যথা সপ্তমক্ষত্রে ।

কামাদ্বেষাদ্ভয়াত্ স্নেহাদ্বা তন্ত্যেস্থরে মনঃ । আ

বেশ্য তদঘং হি ত্বা বহবস্তদ্বাতিং গতাইত্যাदि ॥

সে কেবল জন্মমরণাদিক সংসার । প্রবাহের অভাবেতে সমতা
আকার ॥ জ্ঞান বৈরাগ্যাদি গৌণ সাধুত্ব নিশ্চয় । পরম সাধুত্ব
কৃষ্ণভক্তি দ্বারা হয় ॥ য়েহেতুক সেইভক্তি পরম সাধন । শ্রীকৃষ্ণ
চরণ দ্বন্দ্ব প্রাপ্তির কারণ ॥ ভক্ত্যারম্ভে কর্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি

সব। তদঙ্গ হেতুক গৌণ হয়ত সম্ভব।। অতএব তাহা হৈ মাধ্য
 পরম সুফল। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র চরণ যুগল ॥ পরম পুরু-
 ষার্থ মোক্ষ ফলত্ব উচিত। ইহা নাকহি য শুন উত্তর বিদিত
 শ্রীকৃষ্ণ পদাজ দ্বন্দ্বে যেই ভক্তি হয়। তাহাতে রসিক যেই
 সেই মহাশয় ॥ কৃষ্ণভক্তি স্বরূপ সমগ্র হয় জ্ঞান। তাঁহাদের
 মাধ্য ফল রূপা ভক্তি জ্ঞান ॥ শ্রীকৃষ্ণ পদার বিন্দু দ্বন্দ্ব মকরন্দ
 সারভূত মধুগন্ধি রস পরানন্দ ॥ ভদ্রাকার। সেই ভক্তি হয়
 সুনিশ্চয়। ইহার তাত্পর্য কহি শুন মহাশয় ॥ শ্রীভগবা-
 নের সাক্ষাৎকার হয়। দর্শনমাত্রে যাদৃশ সুখ উপজয় ॥ তা-
 হার অধিকাধিকতমীয় সেবায। সুখ প্রাপ্তি আর ভক্তিমিত্য
 কল পায় ॥ আত্মারাম জীবমুক্ত সিদ্ধ যতজন। মৃত্ত সহ
 দুঃখাভাব মাত্র প্রাপ্ত হন ॥ শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত শ্রীবৈষ্ণবগত হয়
 কিবা পাঞ্চভৌতিক শরীর ধারী হয় ॥ তাহাদের সান্দ্র সুখ
 বিশেষানুভব। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে হয় সব ॥ স্বধর্ম্যচরণ
 আদি কর্ম্মতে আখ্যান। আত্ম অনাত্মের তত্ত্ব বোধ হয় জ্ঞান
 বিষয়েতে বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য কহয়ে। ইহাসবে অপেক্ষা
 আশক্তি যার হয়ে ॥ তাহার সে ভক্তি কত সিদ্ধ নাহি হয়
 শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কেবল সুসিদ্ধ ॥ ভক্তিমাত্রা পেক্ষক যেরূপ
 সুনিশ্চিত। সেই কৃপা তার প্রতি হয় প্রকাশিত ॥ অতএব ভ-
 ক্তির বিরুদ্ধ কর্ম্মাদিক। ভক্তিপর জন্ম ত্যজিবেক সার্বদিক
 ভক্তি বিক্রমক কর্ম্ম হয় সর্বকণ। নানা ব্যাপার শতভে-
 দ করয়ে চালন ॥ বৈরাগ্য তদ্বিষয়ক রসের শোষক। অর্থাৎ
 মন্থকীয় রাগ নিবারক ॥ ভগবত্ সেবায হয় নির্বিন্যত। তাহ

বৈরাগ্যেতে এই সব দোষ ব্যক্ত পায় ॥ জ্ঞান হয় সেই তত্ত্বিত্তির
 হানিকর । তাহে ভক্তি ক্রীণতা পায়েন নিরন্তর ॥ আত্মত
 ত্ত্বাদিক বোধ হইয়া বিস্তার । ভক্তিতে হৃদয় অতিশয় করে
 শীর্ণ ॥ সেই কর্মাদিক যদি হয় ভক্তিপূর । তবেত সার্থক কিছু
 করিয়ে গোচর ॥ কর্মকরি তার ফল করিনিরসন । কেবল ভগ
 বত-প্রীতে করে তদর্পণ ॥ বৈরাগ্যেতে মোক্ষতেহ বিতৃষ্ণা
 করিয়া । কৃষ্ণ সেবা রাগে থাকে সে অনুবর্তিযা ॥ জ্ঞানেতে
 অদ্বৈত তত্ত্ব বোধ ত্যাগ করি । কেবল ভগবদীয় আত্মা মানে
 ধরি ॥ এইরূপে কর্মজ্ঞান বৈরাগ্য যদিহে । তত্ত্বগল হীন হৈয়া
 হয়ত শোধিত ॥ তবেত ভক্তির হয় অনুবর্তমান । অর্থাৎ
 প্রথম সাধনাক্রম বিধান ॥ আত্ম রাম গণ হৈয়া কৃষ্ণ নুগ্ধ
 হীত । ভক্তসঙ্গে বুদ্ধানিষ্ঠা করিয়া ত্যজিত ॥ কৃষ্ণ গুণ মাহি
 মাতে আকৃষ্ট হইয়া । উজ্জয়ে, বহুধা ভক্তি নার্গে প্রবেশিয়া
 প্রাপ্তে মোক্ষ ব্রহ্ম লয় নাহি কলেবর । কিমতে ভ্রমে তার
 শুনহ উত্তর ॥ যোগমায়া বিষ্ণু শক্তি দ্বারা মুক্তসব । পাইয়া
 সচ্চিদানন্দ ময় দেহ ভব ॥ পরমার্থক গুণ শ্রীল ভগবানে
 তাদৃশ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভজয়ে নানানে ॥ ভক্তি বিনা কিছু আত্ম
 নাহি নিদ্ধ হয় । ভক্তিপূর সকলের মত অনিশ্চয় ॥ ব্রহ্মলোকা
 দিক মহা বিভূতির চয় । প্রাপ্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ আত্মারামত্ব হৈয়
 ভক্তি বিনা তাহা নিদ্ধ কি প্রকারে হয় । ভক্তি দ্বারা হয় যদি
 কহ মহাশয় ॥ তবে উপপন্ন নাহি হয় কদাচন । আত্মারাম
 ত্ত্ব হৈয়া ভজ এবচন ॥ য়েহেতু তাদের ভক্তিপূর হৈতে হয়
 উক্ত হৈয়া এবচন উপপন্নয় । যদি কহ ভক্তি হৈতে হয়

সিদ্ধগতাঃ পরম পুরুষার্থরূপে আত্মারামতাঃ। তাহাতে
তত্ত্ববিষয়ের বাসনার ন্যায়। ভক্তির বাসনা তথা নিবৃত্তি
পায় ॥ তাহাতেই ভক্তির প্রকৃত ফলাভাব। সেইহেতু পুন
র্বার প্রবৃত্তি সম্ভাব ॥ বাসনা হতাবে ঘটে অনবৃত্তি তাঁর।
কৃষ্ণগুণ মহিমার এই চমৎকার ॥ আত্মারামত্ব ভক্তের ফল
মাত্র নয়। মুক্তিও ভক্তির অবান্তর ফল হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ পদার
বিন্দে প্রেমের সম্পত্তি। এই মুখ্যফল দান করণে সে ভক্তি
মহা আরাধনা তাহে বিরুদ্ধ প্রচার। ইহা আশঙ্কিত্য করিছেন
পরিহার ॥ অহঙ্কার ত্যাগ মাত্র সে আত্মারামত্ব। সিদ্ধিহর
ভক্তির নাহিক অপেক্ষ ॥ সেই অহঙ্কার ত্যাগ হইত সুকর
ভক্তবেদি সব ইহা কহেন বিত্তর ॥ তথাচ বাশিষ্ঠে।

অপিপূষ্যাবদজনা দপিনেত্র নিমীলনাং। সুক-
রোহং ক্রান্ত ত্যাগোমতস্তত্ত্ব বেদিভিঃ ॥

সকল কর্মের মূল হয় অহঙ্কার। তন্মতে ভক্তি ও বৃত্তিহয়
কিপ্রকার। এমত নাকহ শুন তাহার সিদ্ধান্ত। যাহাতে স-
ন্দেহ দূর হইবে নিতান্ত ॥ কৃষ্ণশক্তি বিশেষে সচ্চিদানন্দ ময়
দেহযুক্ত হয় ভক্ত নাহিক সংশয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের দাস এ সচ্চি-
দানন্দ ময়। অহঙ্কার বিশেষের উপলব্ধি হয় ॥ তাহাহইতে
মূর্ত্তরাং ভক্তি সিদ্ধ হয়। এই সুনিদ্ধান্ত ইথে জানিহ নিশ্চয় ॥
আত্মারামত্ব ভক্তের আছে কিবা নয়। এই জিজ্ঞাসায় শুন
উত্তর যে হয় ॥ মোক্ষ আত্মারাম যোগ সিদ্ধি জ্ঞানাদিক।
অবান্তর ফল সে ভক্তির নিরূপিত ॥ ব্রহ্মনার্থে ও জ্বলিত
অগ্নিতে যেনমত। শীত অহঙ্কার আদি হইত বিহত ॥ তেন্ত্র

ভক্তির অবাস্তুর ফল হয়। মোক্ষাদিক এই তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয়
তথাপি আত্মারামত্ব তত্ত্ব গ্রাহ্য নয়। যোহেতুক প্রেমের
বিরোধি সেই হয়। ভক্তির পরম ফল প্রেম সর্বদায়। তপ্তি
র অভাব হয় স্বভাব যাহায। অতএব প্রেমে আর আত্মারাম
তায়। অত্যন্ত বিরোধ ব্যক্ত বুঝাইয়া। অবাস্তুর ফল সব
মধ্যেতে নিশ্চিত। অতি ছেয় হয় আত্মারামত্ববিদিত। অতি
পরি হরণীয় সেইত সতত। সাধুভক্তি রসিক গণের এইমত
ভক্তি থাকিলে আত্মারামত্ব সিদ্ধিতে। মন অসন্তোষ নাহি
হয়ত নিশ্চিত। দোষাভাব বরণ মহাগুণযুক্ত সেই। শ্রীযুক্ত
বৈষ্ণবেন্দু গণের মত এই। ভক্তি বিনা আত্মারাম তার সিদ্ধ
নয়। এইকথা অযুক্ত সর্বতে ভাবেহয়। মহারত্ন বিনা
প্রাপ্তি নহে ত্বষকণ। পণ্ডিতের অম্মত সদা এবচন। তবে
ভক্তি ব্যতিরেক কিছু সিদ্ধ নয়। কোনো বৈষ্ণবের মত এহো
সত্য হয়। তাহার সিদ্ধান্ত শুদ করি নিবেদন। চিত্তশুদ্ধি আ
ত্মারামত্বের সেকারণ। সেই চিত্তশুদ্ধি হয় স্বধর্মাচরণে।
আত্মারামত্বের প্রতি প্রবল সাধনে। স্বধর্মাচরণে আত্মা
কৈলা ভগবান। তৎপরিপালনে হয় ভক্তিতে আখ্যান। স্বধ
র্মাচরণ রূপ অঙ্গ ভক্তি তায়। আত্মারামত্বক অতি শুদ্ধ
ফল পায়। শ্রবণ কীর্তন রূপ ভক্তি আনন্দয়। পরোত্কৃষ্ণ
ফল প্রেম সম্পত্তি প্রাচয়। হৈলে আত্মারামত্বের সিদ্ধি যেই
জন। কৃষ্ণ রূপা হেতু তাহা করিয়া ত্যাজন। কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব
করে ভক্তিতে ভজন। নির্বিঘ্নেতে মহাসুখ সিদ্ধ সেইজন।
কেহ কেহ ভক্তি করিবারে আচরণ। উত্তমাদিকারি হয় আত্ম

ব্রহ্মি গণ ॥ তাহা নহে ভক্তিতে সকলে অধিকারী । যেমত গ
জ্ঞান স্নানে নাহিক বিচারি ॥ বর্ণাশ্রমাচার প্রভৃতির বোঝ
রীতে । অপেক্ষা নাহিক সেই ভক্তি আচরিতে ॥ আমাদের
মতে যেই জনের উপর । কৃষ্ণ তত্ত্ব কৃষ্ণা হয বহুতর ॥ শ্রীকৃষ্ণ
পদার বিন্দু মাত্রাপেক্ষা করে । সুখেতে সম্পন্ন ভক্তি হয় সেই
নরে ॥ তত্র ভক্তি সুখানুভাবক তত্ত্বগণ । আর অনুভবনীষ
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ অনুভব ক্রিয়া বাহ্যে ইন্দ্রিয়ের মাধন । বহু মতে
প্রকারেতে হযত ক্ষুরণ ॥ অহংদাস সেবাকারী ইত্যাদি প্রকা
র । অনুভাবকের ক্ষুধা বিস্তার ॥ বিচিত্র মধুর রূপ মধু
র বিলস । অনুভবনীষ ক্ষুধা এতাদি প্রকাশ ॥ শ্রবণ কর্তৃনা
দিক ক্ষুধা ইন্দ্রিয়ের । তাহাতে বৈচিত্র্য ক্ষুধা অনুভূতিষের
সমাধিতে চিত্তাদিক ইন্দ্রিয় সবার । বৃত্তির অভাব হয় শূন্য
তা আকার ॥ সেইহেতু কেবল একরূপ সুখ হয় । ইন্দ্রিয়ের
বৃত্ত্যভাবে বিস্মৃত সেনহ ॥ সেইত অক্ষুট হয় শূন্যের সমা
ন । অনুভব তাহেত্ত সর্ব শূন্যাত্মন ॥ ভক্তিতে ইন্দ্রিয়গণ
বাহ্যান্তঃকরণে । কোটি চিত্র বৃত্তি বর্তমান অনুক্ষণে ॥ বিচিত্র
পরমাশ্চর্য্য সুখ সবিশেষ । স্বয়ং সম্পন্ন তাহাতে হযত আশে
ষ ॥ সমাধিতে যেই ছিল অক্ষুট আকার । সেইত ভক্তিতে
হৈলে বৃত্তি স্রাব্যাকার ॥ ক্ষুধা পাষ অধিক হইয়া দীপ্তমান
তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখ সাক্ষাৎ প্রমাণ ॥ সূর্য্যাদির তেজ যেন
আকাশ মণ্ডলে । ততোধিক দীপ্তমান ক্ষাটিক তচলে ॥
অতএব সমাধিতে অনুভূয়মান । যত সুখ হয় অজ্ঞাতত্ব কৈলে
জ্ঞান ॥ ততোধিক অধিক সুনিবিষ্ট সুগম্য । শ্রীচরণ পদা যক্ষ

ভজনে নিশ্চয় ॥ প্রতিফল নূতন বিচিত্র বাহ্যান্তরে । ক্ষুণ্ণি
 হয় সে পদার বিন্দ নিরন্তরে ॥ সেহেত্ত অধিকাধিক সৰ্ব্বাঙ্গাঙ্গ
 ময় । সম্পন্ন পরম সুখ নিরন্তর হয় ॥ সমাধিজ মোক্ষ সুখ
 ইহত একাকারে । পরম মহত সুখ ভক্তিৰ আচারে ॥ কৃষ্ণের
 ভক্ত তুঙ্গল্য কপার মাধুর্য্য । ইহিতে বাক্তিত সদা সে সুখ
 প্রাচুর্য্য ॥ পরব্রহ্ম রূপ হেত্ত সদা একরূপ । কৃষ্ণধর্য্য বিশেষ
 তত্ত্ব ত বহুরূপ । বিশিষ্ট । সাধু জ্য কপা যেই মুক্তিহয় । তার
 সুখ হেতে বিপরীত অচরয় ॥ মোক্ষ সুখ একরূপ বহুরূপ
 ইহ । তার সীমা আছে সীমা রহিত এনিহ ॥ পরিপূর্ণ হেত্ত
 তৃপ্ত জনক সেহয় । তৃপ্ত নিরাশক এই তৃপ্তি কভু নয় ॥
 শ্রীশ্রীর মহাভক্তি বিলাস মাধুরী । তার অতিশয়াত্মক এই
 সুখপুরী ॥ ভক্তি বিলাস মাধুরী সুখ যেনা জানে । তাহাদের
 ভক্তের গোচর নহে জানে ॥ সদা একরূপ ইহিয়াও বিস্তৃত
 অভক্তের দূর্বীতক স্বশক্তি ন যায় ॥ আপনার তথা নিজ
 ভক্তির সে আর । অনঙ্গনবনব বিচিত্র প্রকার ॥ শত২ মাধু
 র্য্য করণ প্রকটন । ভক্তি দ্বার কৃত স্বতসেই রূপহন ॥ নব২
 বিচিত্র মাধুর্য্য অনুকণ । জনন হেত্ত কপারব্রহ্ম নিকপণা মাধু
 রূপ বিলাস বৈভব । পরমেশ্বরতা যেই সেই এই সব ॥ ভক্তসব
 প্রতি য়েই করুণা প্রবর । তাহার সীমার অস্ত্য প্রকটন তর
 ভক্তদের নিবিড় মধুর যে আনন্দ । তার সমূহের অনন্তব সুখ
 ক্ষয় ॥ তাহার চরম সীমা স্বভাবকথিত । বুদ্ধানুভবিক সুখ
 স্বাধাতে ভুচ্ছিত ॥ স্বভক্ গণের পরমা নির্বচনীয । বিবিধ
 কথুর আনন্দের লক্ষ্যীয ॥ তার নিরন্তর সম্পত্তির সে কারণ

বহুতর বিশেষকরণে বিস্তারণ ॥ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে স্তম্ভ
ভক্তগণ। একরূপ হয় তবু আছে বিশেষণ ॥ শ্রবণ কীৰ্ত্তন
প্রভৃতির পরায়ণে। ভক্তদেব বহুভেদ হয় বিস্তারণে ॥ নানা
বিশেষ স্বভাব রহিত আপনে। নিত্য একরূপ কার্যে। হন বি
স্তারণে ॥ সেইমত ভক্তদেব বিচিত্র অনেক। ইন্দ্রিয় বৃত্তি বি
ভব হয় বিস্তারেক ॥ নিত্য। দ্বৈত্য। বৃক্ষরূপকৃষ্ণকৃপাময়। নিত্য।
নানা বিশেষ সৌন্দর্য। গুণাকর ॥ নিত্য। স্বর্য। নিত্য। শ্রীক
নিত্য। ভক্তিময়। নিত্য। ভূত। সহ সঙ্গ একক্ট অব্যয় ॥ নিত্য।
য়ার লোক কভু নাহিক অপায়। ভক্তি ঘি হেতে রক্ষা করণ
তোমায় ॥ এই বিষুভক্তি রূপ মহারস হয়। অতি সুকোমল
তাহে পণ্ডিত নিচয় ॥ কর্ণ তর্ককণ্টক হোগ নাহি করে। অ
ন্যথা মূর্খতা পুনঃ হয়ত বিস্তরে ॥ তথাপি নির্দোষরত স্তম্ভ
ক নরের। প্রবৃত্তি নিমিত্তে ইথে হেতু বিস্তারের ॥ দৃঢ় যুক্তি
বিনা মুক্তি ত্যাগ না করয়ে। ভক্তি মাগে তাহাদের প্রবেশ
নাহয়ে ॥ কণ্টকে কণ্টক বিদ্ধ করয়ে নিগত। কহিনু কিঞ্চিৎ
ভর ইথে সেইমত ॥ হৃদয়ে মুক্তি কণ্টক লাগিয়াছে হার
এই তর্কবিচারিলে হয়ত উদ্ধার ॥ আর যতনবান শ্রীবিষুভক্ত
জন। অর্থাৎ অপ্রাপ্তনিষ্ঠা যাহাদের মন ॥ মুক্তি হেতে ভক্তি
র মাহাত্ম্য সবিশেষ। শুনি তাহাদের হবে আশাদ অশেষ
আপনি যদ্যপি মনে বিচারিয়া সব। মোক্ষ অতিভূচ্ছ ইহা
করি অনুভব ॥ বিহঙ্ক প্রেম লক্ষণায়েই বিষুভক্তি। তার নিষ্ঠা
লক্ষণ ইচ্ছা আনুরক্তি ॥ তবে তব গুরুর আদিষ্ট ব্রহ্মবর
নিজোপায় ভজন করহ নিরন্তর ॥ সেই মোক্ষে এই মহা

নিগূঢ় বচন । ভক্তের হৃদযজ্ঞম করহ অবগণ ॥ এইত বুদ্ধাণ্ড
 কোটি পঞ্চাশ যোজন । তাহার বাহ্যেতে আছে অষ্ট আব-
 রণ ॥ মহা জল তেজ বায়ু আকাশ ইহার । মহত্ প্রধান অষ্ট
 কারণ প্রকার ॥ অতিক্রম করি শেষ অষ্ট আবরণ । কার্য-
 কারণাদি সব করি বিলোপন ॥ মহাকাল পুর নাম নির্মাণের
 স্থান । প্রপঞ্চাতিরিক্ত অনন্তর তাহাপান ॥ ঈশ্বর স্বরূপ নহে
 বাক্যের গোচর । কেবল জানেতে যত পণ্ডিত প্রবর ॥ কোন
 প্রকারেতে করে বর্ণন তাঁহার । কেহত সাকার কেহ কহে নি-
 রাকার । কিন্তু পরবুদ্ধ হন পুরুষ আকার । সুন্দর শরীর কোটি
 সূর্য তেজঃসার ॥ ভক্তিদ্বারা ভক্তদের নিভয় লোচন । সেইত
 স্বরূপ সুখে করে নিরীক্ষণ । শুদ্ধ জ্ঞানীগণ সেইতেজে অন্ধহব
 আকার না দেখি তারা নিরাকার কহা ॥ ভগবত্ সেবকগণ আ-
 পন ইচ্ছাষ । সেইপদে গমন করি যা সুখাশায় ॥ ঘনীভূত বুদ্ধ
 রূপ মনোহরাকার । সাক্ষাত্ দর্শন করে কেবল তাহার ॥ অত
 এবে সে স্থানে নিশ্চয় আপনার । দীর্ঘ বাঞ্ছা যেই আছে কৃষ্ণ
 দেখিবার ॥ তার মহা ফল ইবে সাক্ষাত্ সম্পন্ন । স্বীয় মহামন্ত্র
 প্রভাবেতে সুনিষ্পন্ন ॥ এই বুদ্ধ লোকগত রাগিয়ত জন । হয়
 সেই সকলের পুন রাবর্তন । বিবরজ্জ সবার মহাপ্রলয় সময়ে
 দ্বিপরাঙ্গপরে বুদ্ধ সন্তমুজি হয়ে ॥ বহুকাল বিলম্ব হইবে এ
 প্রকার । নাকর যদ্যপি ভূমি অপেক্ষা তাহার ॥ তবে শ্রীমথুরা
 মধ্যে অতি মনোহর । নিজ প্রিয়া বৃজভূমি গমন সেকর ॥ ভক্তি
 র মহাত্ম্য প্রতি পাদক বচন । তাহাদের এই সব করি যা অবগণ
 প্রভু পাদ পদ্মে ভক্তি হৈল বৃদ্ধিগত । হৃদয়েতে বিচার জন্মিল

এইমত ॥ দৈদৃশী মুক্তি দাসিকা ভক্তি হয় য়ার ॥ সাক্ষাত পা
ইলুসেই প্রভু পিতৃকার ॥ তারে পরিত্যাগ আনি করি এই
ক্ষণে ॥ অন্যত্র যাইব আমি হাহা কিকারণে ॥ এইমত উদ্বিগ্ন
দেখিয়া মোর মন ॥ সেই ভগবান রূপাকারী ততঃক্ষণ ॥ মক
লের অন্তরাঙ্গ বৃত্তিজ্ঞ আপনে ॥ সমাদেশ করিলেন শ্রীমথ
বচনে ॥ অনির্বচনীয় মম পরম ক্রীড়ন ॥ রাসাদিক লীলা তার
স্থলী শ্রেণিগণ ॥ তাহে বিভষিতা নিজ প্রিয়তমা অতি ॥ মা
থুরিক বৃদ্ধ ভ্রমে ভ্রমি কর গতি ॥ যেই স্থানে বুদ্ধাত্ম জন্ম
বাঞ্ছাকরে ॥ বুদ্ধপদ হৈতে তথাবান প্রিয় তরে ॥ করিয়াছ
পূর্বে ভ্রমি যাদৃশ দর্শন ॥ বহুকাল গতেও তাদৃশ ধাম হন
আমার পরম প্রিয় নিজ গুরু বরে ॥ পাবে পুণর্বার সেই বৃন্দা
বনান্তরে ॥ তাঁহার রূপায় ভ্রমি সর্ব তত্ত্বসার ॥ নিশ্চয় জানি
বে বৎস তথা সবিস্তার ॥ মহাকাল পূরে মুক্তিপদে ততঃ
ক্ষণ ॥ আমারে সম্যক শীঘ্র করিবে দর্শন ॥ এইস্থান হৈতে
অতি আনন্দ উত্তম ॥ পাইবে চিত্ত পূরক নিজ মনোরম ॥ আ
মার প্রসাদ প্রভ বেতে যথা কাম ॥ অষ্ট আবরণ মুক্তি পদে
অবিরাম ॥ শ্রীবেদ্রষ্ঠ লোকা দিতে করিবে ভ্রমণ ॥ অনুভবিলে
পরমাস্চর্য্য শত গণ ॥ কতক কালেতে পুত্র শ্রীগোলোকধামে
শ্রীমদন গোপালের দর্শনাভিরামে ॥ পরিপূর্ণা সর্ব বাঞ্ছা
হৈয়া বৃন্দাবনে ॥ আমা সহকৃড়াঃ বসে নিজ ইচ্ছা মনে ॥ এই
ত প্রকার শ্রীমদ্ভগবদজ্ঞায় ॥ হইলাম হর্ষশোকে আবিষ্ট ত
থায় ॥ তাঁর সহকৃড়া আশে হৈল হর্ষমন ॥ তদ্বিরহ জাত
শোকে হরল চেতন ॥ তবে এই শোভাস্মৃত্ত শ্রীমদ্বিন্দাবনে

মনোবেগন্তল্য আইলাম সেই ক্ষণে ॥ প্রণমিয়া শ্রীল সনাতন
তনের চরণ । দ্বিতীয় অধ্যায় ভাষা চল সমাপন ॥ শ্রীগুরু
শ্রীপাদ পঙ্ক সদা অভিনাস । ভক্তিমাগে শ্রীজয় গোবিন্দ বসু
দাস ॥ ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোক মাহাত্ম্য খণ্ডে জ্ঞান
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অর্ঘ্যবরণতো মুক্তি পদে প্রাপ্তেশিবাশ্রিতঃ । বৈদ্য
পাশদৈরুক্তং তৃতীয়ে ভক্তি লক্ষণং ॥

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । জয় নিত্যানন্দ সদয়
হৃদয় ॥ জয় জয়দ্বৈতাচার্য করুণার সার । যাঁহা হৈতে অ
বনীতে চৈতন্যবতার ॥ জয় শ্রীগুরু পদার বিন্দসার । তৃতী
য় অধ্যায় কথা কহিয়ে বিস্তার ॥ মথুর বুদ্ধানে তবে করি
সম্বোধন । কহিতে লাগিল গোপদমার তখন ॥ বুদ্ধলোক
হৈতে এই পৃথ্বীতে আসিয়া । দেখিলু আশ্চর্য সব দগনেহা
রিয়া ॥ পূর্বদেব মনুষ্যাদি য়ে স্থানে য়ে ছিল । কোথাও তা
হার গন্ধমাত্র না দেখিল । কেবল শ্রীমথুরা সে পূর্বের সমান
ভরুগুলুলতা গিরি আদি বিদ্যমান ॥ রাধাদ্রু শ্যামদ্রু
কালিন্দী পুলিন । পশুপাক্ষ মনুষ্যাদি কানন প্রবীণ ॥ পূর্ব
য়েই স্থানে যাতা ছিল য়ে প্রকার । সেটরূপ বিরাজিত নহে
অন্যকার ॥ শ্রীমদ্রুগবদাজ্ঞা করিয়া সুমরগ । বৃন্দাবন মধ্যে
আসি করিয়া ভ্রমণ ॥ অনুষঙ্গ করি এই দ্রুঞ্জাতে আইলু
প্রোষেতে মর্চ্চিত নিজ গুরুর দেখিলু ॥ জল সেচনাদি বহু
প্রদান করিয়া । সুস্থ করিলাম তাঁরে বহুত সেবিয়া ॥ প্রণত
দেখি আমারে কৈলা আলিঙ্গন । মন বাঞ্ছ বুঝিলেন সর্বজ্ঞ

তখন ॥ নির্ভর প্রেমাভিভাবে শ্রেয়সুৎকৃষ্টজল । বর্ণাপ্ত ছিল
কলেবরে দেখিলা সকল ॥ যমুনাতে স্নান করি হৈলা পরি-
ষ্কার । আমারে করিয়া তবে করুণারসার ॥ স্বদত্ত মন্ত্রেরধ্যান
ন্যাস মুদ্রাদিক ॥ উদ্দেশ্য দিলেন যথা বিধি বিশেষিক ॥ মুখে
তে কিঞ্চিৎ কিছু সংক্লেত দ্বারায় । শিক্ষা করাইলেন সকল
সরুপায় ॥ কহিলেন নিজ এই সৰ্ব্ব প্রকরণ । প্রিয়তম ভূমি
তাহে দিলাম প্রকরণ ॥ ইহার প্রভাবে আরো অনুভূত সকল
জানিবে পাইবে ইথে মনোমত ফল ॥ মহাশয় আমি তাঁর
পড়িলু চরণে । অন্তর্দ্বার হইয়া কোথায় সেইকণে ॥ গেলেন
শ্রীগুরুদেব হৈয়া অলঙ্কিত । তাঁহার বিচ্ছেদে মন হইল পীড়ি-
ত ॥ যত্নে স্থির করি মন প্রভু অজ্ঞামত । স্বমন্ত্র জপে প্রবৃত্ত
হৈলু আদরতঃ ॥ মন্ত্রের প্রভাবে হৈল অতিক্রম সার । পাঞ্চ
ভৌতিকতা হৈতে শরীর আমার ॥ অর্থাৎ শরীর ত্যাগ
বিনা ততঃকণে । চিন্ময় পাইয়া দেহ মন্ত্রের উপানে । মুক্তি
দ্বার রবির মণ্ডল নির্ভেদিয়া । চতুর্দশ ভুবন দেখিলু উদ্ভে-
গিয়া ॥ সকল ভুবন বহু দোষেতে দূষিত ॥ বিনা পরমার্থ
সুখাভাসেতে ভূষিত ॥ মায়াময় মনোরথে জপে দৃষ্ট যেন
বিশেষ অনিত্য সা দেখিলাম তেন ॥ পূর্বে বহুকালে ক্রমে
আয়াস করিয়া । সংপ্রাপ্ত হৈল যেই লোক সব গিয়া ॥ এ
কণে মনের বেগ সমানগমনে । একেবারে নিমেষে সকল উল্ল-
সনে ॥ ততঃপরে পাইলাম আবরণ গগ । ব্রহ্ম লোক হৈতে
সুখে কোটিগুণ হন ॥ দশাংশ গুণাধিক উত্তর উত্তরে । সেইমত
বৈভবেতে হয় মহত্তরে ॥ কার্যের উপাধি অতিক্রম যেকরিল

ক্রমে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তা যাহার হইল ॥ সেই জীব জীবন্তের
উপাধি কারণ । লিঙ্গ দেহ অতিক্রম করিতে তখন ॥ পৃথি
ব্যাদি আবরণ রূপে প্রবেশয । যথা অভিলাস তত্তত্ত্বানে
ভোগ হয় ॥ পৃথিবী আদিত্যে যত দুব্য উপজয় । তার সংপূর্ণ
সুখ সবার সারস্বয় ॥ কহিলু সামান্য এই আবরণ গণ । ইবে
শুন বিশেষেতে কহিয়ে কখন ॥ সেই সব আবরণ মধ্যেতে
প্রথমে । পৃথিব্যা বরণে আমি গেলাম অশ্রমে । শ্রীমহাশঙ্কর
রূপী প্রভু ভগবানে । দেখিলাম আমি বিরাজিত সেই স্থানে
তাঁর প্রতি লোমে ভ্রমে বুদ্ধাণ্ড বৈভব । চতুর্দশ ভুবনেতে
যুক্ত য়েই সব ॥ তথাকার । ঐশ্বর্য্যাদিকারিণী ধরণী । মূর্তি
মতী শ্রেষ্ঠ দুবে । করেণ পূজনী ॥ এই সব কারণেতে বুঝ
নিশ্চয় । ব্রহ্মলোক হৈতে সর্ব মতেতে বিশেষ ॥ তথাকার
ধরূপ সেই ধরণীতে । কার্য্যরূপ এজগত আছে প্রণীতে
যটের মূর্তিকায়ের কারণোপাদান । দেখিলাম সকল তথায়
ক্ষুতি মান ॥ পূজা ভগবানের করিয়া সমাপণ । করিলেন
আতিথেয় আমারে সন্মানন ॥ কহিলেন কত দিন থাকি
এই স্থানে ॥ চিত্তের সুখেতে কর ভোগ সুবিধানে ॥ কিন্তু আ
মারে যেমন আকর্ষণ করে । মূর্তি পদ প্রাপক সাধন নী
তরে ॥ সেই হেতু ধরণীর অনুজ্ঞা লইয়া । পৃথিব্যা বরণ তবে
অতীত হইয়া ॥ পাইলাম ক্রমে ছয় আবরণ । মহাকপ ধর
বারি তেজঃ সমারণ ॥ গগনকায় মহত এই আবরণ । তাতে
ছয় বিষ্ণু মূর্তি পূজ্যমান হন ॥ মতস্য সূর্য্য ও দ্যুম্না নিক্ক
সকর্ষণ । বাসুদেব ক্রমে এই ছয়ের অঙ্গন ॥ পূজ্য মতস্যাদিক

আর জলাদিপূজক । ভোগ শ্রীমহত্ত্ব সর্ব সুখের ব্যঞ্জক ।
 তাহে পূর্ব হৈতে উক্তর ২ । অধিক ২ সুখ সুবিশিষ্ট তর ॥
 পূর্বমত আতিথ্য ভোগাদিক সত্কার । সর্ব আবরণে মোরে
 দিলেন বিস্তার ॥ থাকিতে কহিলা সবে কিন্তু না থাকিয়া ।
 ক্রমেতে গেলাম সর্ব অনুজ্ঞা লইয়া ॥ ক্রমে অতিক্রম আমি
 করিয়া তখনে । উপস্থিত হৈলু যাম্য প্রকৃত্যাবরণে ॥ পরমা
 বরকের ভারিকা য়ে প্রকৃতি । তার পরিণাম রূপ তমোময়
 অতি । সুনিবিড় শ্যাম কান্তি স্বরূপেতে তাঁর । নেত্র মনো-
 হরণ করিল য়ে আমার ॥ শ্রীমদন গোপালের য়েইশ্যাম ধাম
 তার ভল্য বর্ণ তথা দেখি অভিরাম ॥ অত্যন্ত হইয়া হৃষ্ট
 তথাহৈতে আর । গমন করিতে ইচ্ছা নাহয় আমার ॥ শ্রীমো
 হিনী মূর্ত্তিধর ঈশ্বর ভাপন । করিলা প্রকৃতি তাঁর পূজ সমা
 পন ॥ সু কৃষ্ট মূর্ত্তি তিঁহ আমার গমনে । অর্ঘাদিক হস্তে
 দেবী আইল তখনে ॥ অনিমাদি মহাসিদ্ধি করি আনয়ন
 আমার আগ্রহে তবে দিয়া উপায়ন ॥ পৃথিব্যাদি ন্যায
 দেবী মন অবস্থিতি । করিলেন প্রার্থনা তখন যথা রীতি ॥
 স্নেহের সহিত কথা কহিল তখন । যদ্যপি করহ তুমি মুক্তি
 ইচ্ছন ॥ তবে তাঁর দ্বার রক্ষাকারিণী আমারে । অনগ্রহ কর
 এই কহিলু বিস্তারে । যবে আমি পরিত্যাগ করিব তোমারে
 তবেত প্রবেশ শীঘ্র হবে মুক্তি দ্বারে ॥ শ্রীবিষ্ণুর দাসী আমি
 তদধীনা আর । যশোদা গভজা হস্ত ভগিনী তাঁহার ॥ শক্তি
 রূপা ভক্তি দাত্রী আমারে ভজন । করহ রূপায় ভক্তি বঞ্ছনা
 এখন ॥ এতক শুনিয়া তার উক্ত বাক্যগণ । আর উপানীত

দ্রব্য নাকরি গ্রহণ ॥ রিকুশলি তিহ এই রুদ্ধিতে তখন । নম
 স্কার করিলাম করি আদরণ ॥ প্রাকৃত্যবরণ সেইবর্ণ মনোহর
 দেখিবারে ইতস্তত ভ্রমিলু বিস্তরা ॥ হেতু রূপা প্রকৃতি ময়য়ে
 জীবগণ ॥ তাহার। ভগ্নয়ে অতি মনোরম হন ॥ স্থলসূক্ষ্ম কার্য
 আর কারণ হইতে । সর্ব মায়া স্মাধিক্যেত স্বয়ং বিলসিতে
 বহু রূপ দুর্বিভাব্য অচিন্ত্য প্রচার । মহা মোহ কারিণী সে
 বিভূতি যাতঁর ॥ যদ্যপি নাহিক তাঁর স্বয়ং প্রকাশিতা । অ
 বরিকা রূপে তথা কয়েন শোভিতা ॥ পরম সুন্দর বর্ণ দেখি
 যা তাঁহর । অতিক্রমে ইচ্ছা নাহি ছিল সে আশার ॥ তথাপি
 ঈশ্বরেচ্ছায় দুঃখরাতি ঘন ॥ করিলাম প্রকৃতিজ তম উল্লঙ্ঘন
 ততঃপরে দেখিল মতেজঃপুঞ্জ ঘন । যাহার দর্শনে চক্ষু হয
 নিশীলন ॥ পরমভক্তিতে যত্ন করিষা তখন ॥ করিলাম অগ্রে
 আমি দৃষ্টি প্রসারণ ॥ তথায় পরমেশ্বর করিলু দর্শন । কোটি
 সূর্য সম দীপ্তি রূপ বিলক্ষণ ॥ মনো নয়নের হর্ষ বিশেষ বা
 ডান । বিচিত্র মাধুর্য বিভূষণ ব্যাপ্ত মান ॥ দ্বাত্রিংশত য়েই
 মহ পুরুষ লক্ষণ । তাহাতে অনিত বিভবাপক সেহন ॥ মায়া
 অবরুণাভবে সদাদীপ্তমান । পরবুদ্ধ ময় মাত্ত্রুত ভগব ন
 পরবুদ্ধ হেতু প্রাকৃতিজ গুণাতীত । তত্ব বাত্সল্যাদি অতি
 সদাশূণে অনিত ॥ প্রাকৃত আকার তাঁর রহিত সতত । বোঁক
 মনোরমাকৃতি হয অভিমত ॥ প্রকৃত্যধিষ্ঠান রূপে বিলসি
 তদ্রুত । প্রাকৃত সম্যক স্পর্শ বিহীন অচুত ॥ এরূপ দেখিষা
 হৈলু বিবশ পারতে । মহা সন্তুষ্ট সংক্রাম প্রমোদ ভরেতে ॥
 কি করিব সেইকালে কর্তব্য তাহা জানিতে নাহিলু কোন

প্রকারেতে তাহা ॥ দয়্যাপি পরমেশ্বর হয়ঃ প্রকাশিত । সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি চর্চিতে অতীত ॥ তথাপি তাঁহার করুণার প্রভাবেতে । দেখা মন সৌন্দর্য্যাদি প্রত্যক্ষ সাধ্যতে ॥ নিশ্চয় করিতে ইহা নারিলু তখন । চক্ষুদ্বারা কিম্বা চিত্তে করিষে দর্শন ॥ কিম্বা বাহ্যাস্তর যত ইন্দ্রিয় সকল । তার বৃত্তি অতিক্রম করিয়া বিরল ॥ কোন অনির্বচনীয় চেৎ না বিশেষে । দর্শন করিষে এহো ভাবিমনে শেষে ॥ অতি হেজোমত হেতু বিশেষ গ্রহণ । নাহি হয় কিম্বা মুক্তিপদম্ভাবন ॥ নিরাকার মত তাঁরে ক্ষণেক দেখিষে । নীলাচলনাথ রূপাঙ্গরূপ করিষে ॥ ক্ষণপরে মহাতেজঃপুঞ্জ পূর্বমত । সাকার দেখিয়া হর্মহৈল অবিরত ॥ সেই স্থান স্বভাবেতে আমিহ কখন । সেই তেজঃপুঞ্জ লীন হই সেই ক্ষণ ॥ কভু নিজ পাদ পদ নথের কিরণ । স্পর্শ হেতু প্রভু করি রূপা বিতরণ ॥ পূর্বমত শরীর সহিতে আশ্রয়িত । করণ অবলোকন রূপায় সংপ্রতি ॥ কদাপি সংসিদ্ধ মুক্তি যত জীবগণ । তদংশ কারণে ভিন্ন অভিন্ন কখন ॥ মুক্তি হেতু ব্যক্ত রূপে অপৃথক দর্শন । হেতু সূক্ষ্ম মূর্তি যেন সূর্যের কিরণ ॥ ভক্তগণ ভল্য তাঁর চতুর্দিকে বৃত । কদাপি দেখিয়া হয় মনঃপ্রীতি কৃত ॥ সেবাদিক নাহি সেই মুক্তিপদ স্থানে । সূর্য্যতেজোমত মাত্র আছে বিদ্যমান ॥ এ প্রকারে আনন্দের সমূহ সাগরে । নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধি থাকিলাম পরে আত্মারাম ন্যায় কিবা পূর্ণকাম ন্যায় । হইলাম সে প্রভুর দর্শন বিধায় ॥ তর্কেতে আশ্রিত করি সমূহ বিচার । জানিলাম এই মহাকাল পুরসার ॥ পরংপদ অল্য সীমাপ্রাপ্ত ইহা

ইষ । আশ্রিতে পরম ফল মানিলু নিশ্চয় ॥ শ্রীমদন গোপাল
 দেবের উপাসক । জানিয়াছ সৌন্দর্য শ্রীমুক্তি বিষয়ক ॥ এতা
 দূশ হৈল কেন কহত নিতান্ত । এমত পুছই যদি শুনহ বৃত্তান্ত
 স্থান স্বাভাবিক সেই আনন্দ তরঙ্গ । তার ক্ষোভে বিভুলিত
 চিত্ত অনুঙ্গ ॥ তাহে সেই স্থান কিনে দীপ্তর হইতে । অন্য
 কিছু নিজ প্রাপ্য আছয়ে পাইতে ॥ সেই জ্ঞান আমার হইল
 অন্তর্ধান । কিন্তু মম শরীরের রহিল সংস্থান ॥ শ্রীমদ্ভাগ
 বত গুরু উপদেশে । সম্যক্সের সেবা বল তাহাতে বিশেষে ॥
 নিজ পূজ্য দেবতা শ্রীমদন গোপাল । তাঁহার শ্রীপাদ পদ্ম
 অতি সুরমাল ॥ তাহার সাক্ষাৎ অবলোকন লাগনা । লীলা
 নাহি হৈল কভু জাগি অন্তর্দশা ॥ মুক্তিপদ অধিষ্ঠাতা সেইতে
 জ্ঞানযে । পুরুষের চিরকাল অবলোকাশ্রয়ে ॥ নিজেই দেব
 তা শ্রীমদ্ভদ্রন গোপালে । সাক্ষাৎ দর্শনে যেই লোভ চিরকা
 লে ॥ বরণতাহা বিশেষেতে হইল বর্জিত । প্রকারেতে স্মৃতি
 পথ যেন হৈল নীত ॥ তে কারণে সেই মুক্তি পদাধিষ্ঠাতায়
 সাক্ষার কপোতে ব্যক্ত দেখিয়া তথায় ॥ তথাপিহ পূর্বমত
 প্রীতি নাহি পায় । অর্থাৎ পূর্বেরে যেন দোঁগিয়া তাঁহায়
 নিজেই দেব স্মরণে যেন হৈত প্রীত ! ইদানী তে মত নাহি হব
 কদাচিত ॥ সে স্থান স্বভাবে পাছে নিজ লয় হয় । এই আশ
 কায় হৈলু বিষন্ন নিশ্চয় ॥ অতএব এই বুজ ভূমিতে আসিয়ে
 স্ব বাঞ্ছিত ইষ্ট দেব দর্শন সাধিয়ে ॥ এইমত মনে বিচারিয়া
 মনুদয় । কিছু অগ্রে গিয়া মহাপুরুষ আজায় ॥ গীত বাদ্য
 দির ধ্বনি আছুত সেস্থানে । শুনিলাম হেনকভু না শুনিয়ে

কানে ॥ চক্ৰদিগে দৃষ্টিপাত করিতে তখন । দেখিলাম কোন
 বৃষাকৃৎ বিলক্ষণ ॥ উপরিস্থিত প্রদেশ হইতে তখন । সেই
 মুক্তিপদে করিছেন আগমন ॥ কপূরের সম স্বেত দেব সুল
 লিত । দিগম্বর তদ্বৎ চন্দ্র মস্তকে ভূষিত ॥ গঙ্গাজলে অমান
 য়ে জটার আনলি । করেণ ধারণ শিরোপরি দত্ত হলী ॥ ত্রিশূ
 লী অঞ্জেতে ভস্ম আছে বিলোপিত । মৃত বৈষ্ণব শিরের মালা
 তে ভূষিত ॥ গৌরী তাঁর ত্রোড়াশ্রিতা তাহে সুশোভিত ।
 দিব্য হৈতে দিব্য চামরা দিতে কলিত ॥ নিরুপম সেই সব পরি
 ছদ হয় । উপযুক্ত তাঁর মস্তকাদির নিশ্চয় ॥ মনোহর আ
 কার চেষ্টিত সুলক্ষণ ! হেন পরিবারগণ করেণ সেবন ॥ তাঁরে
 দেখি পাইলাম পরম দিগম্বর ! হইল হর্ষভ চিত্তে ঐষ্ট চিন্তা হয়
 কেবা ঐহ নিজ পরিবারেতে অন্তিত । মুক্তি পদোপরি য়ে
 তাছেন বিরাজিত ॥ জগদ্বিলক্ষণ নিকপ মৈশ্বর্যাদিক । মুক্ত
 বর্গ সব হৈতে কয়েন অধিক ॥ দিগম্বর হইবাও শ্রিয়া আলি
 জ্ঞানে । অতি ক্রান্ত সদাচার হয়ত লক্ষণে ॥ মহাবিশেষেতে যুক্ত
 ন্যায়ত সাক্ষাতে । বিচিত্রে বিভূতিমান দেখিযে যাহাতে ॥
 ধর্মপরি পালক য়ে পরম জৈশ্বর । পরম মুক্ত স্বভাব সুবিদিত
 তর ॥ তাহার বিষয় ভোগ করিয়া দর্শনে । বিতর্ক হইল নানা
 বিধ মম মনে ॥ সেই গৌরী পতি কৈ করিয়া আলোকন । পু
 রম আনন্দ ভরাক্রান্ত হৈল মন ॥ সহ পরিবার তাঁর কৈলুনম
 স্কার । রূপায় করিলা অবলোকন আমার ॥ সে গৌরী পতি
 র গণাধ্যক্ষ নন্দীশ্বর । নিকটে গেলাম হর্ষ বেগে শীঘ্রতর ॥
 করিলাম জিজ্ঞাসা কহিবে সমুদায় ! কে ঐহ থাকেন কোথা

যাহেন কোথায় ॥ হাস্যকরি कहিলেন তিঁহ বিশেষক । গোপ
 পালোপাসনাপর হে গোপ বালক ॥ শ্রীশিব জগদীশ্বরে
 ভূমিহ নাজান । তাহে সদাচার ত্যাগে দোষ নাহি মান ॥
 ভোগ মুক্তি দাতা কৃষ্ণে ভক্তি বিবর্জন । মুক্তগণ পূজ্য বৈষ্ণ-
 বের প্রিয় হন ॥ শিব কৃষ্ণে অপূজ্যক দৃষ্টিভক্তি য়েই ! তাহেন ভ্য
 নিজ লোক উপযুক্ত সেই ॥ তাহা হৈতে সখা দ্ববেরের বশী
 ভূত । এই নিজ প্রিয়তমা পার্শ্বী সৎযুত ॥ অঙ্গ পিষ পরি
 বার লইয়া সংহতি । কৈলাস পার্শ্বতে রাইতেছেন সংপ্রতি
 এতশুনি হইলাম অত্যন্ত ইর্ষিত । কোন প্রসন্নতা তাঁর যাহা
 মনোনিষ্ঠ ॥ সেই মহেশ্বর হৈতে ইচ্ছা পাইবারে । করিলু মা
 নসে সে অভেদ জ্ঞান দ্বারে ॥ সর্বজ্ঞের শিরোমণি জানি মহে
 শ্বর । করিলেন আদেশ সেন্দীশ্বর পর ॥ সেন্দীশ্বর আমারে
 দিলেন উপদেশ । তাহাতে সুখেতে স্বয়ংস্কুরিল বিশেষ
 শ্রীমদ্ভগবান গোপাল স্বপ্রাণেই দেব । তাহাতে নহেন ভিন্ন এই
 মহাদেব ॥ শ্রীমদ্ভগবান গোপালের যুগলচরণে বিশেষে কারণ
 এঁহ ভক্তি বিবর্জনে ॥ শিবগণমধ্যে সুখে হইয়া প্রবিষ্ট । শিব
 সব সহ হৈল অতি ছুটি নিষ্ঠ ॥ শ্রীমদ্ভগবান হইতে তথা করিলু
 শ্রবণ । কথ্যমান বৃত্তান্ত সকল বিলক্ষণ ॥ শিবভগবান সদা
 এক রূপ হন । নিজ লোকে প্রকট করণ নিবসন ॥ শিবলোক
 বাসে ভুক্ত যত প্রিয়জন । ভদেকনিষ্ঠ সকলে করয়ে দর্শন
 শ্রীমদ্ভগবানের সে ভক্ত অবতার । বটেন শ্রীশিব তাহে নহে
 ভিন্নাকার ॥ তাহে নিজ হইতে অভিন্ন ভগবান । তাঁর ভক্তি
 বিষয়ক রসিকতা মান ॥ আপনার ভক্তগণে করণ গ্রহণ

কৃষ্ণ নামগীত নৃত্যাদিতে অনুক্ষণ ॥ শেষ মূর্ত্তি ভগবান সহ
 লুবদন । তম অধিষ্ঠাতা হেতু নিজ প্রিয় ছন ॥ হইয়া ও জগৎ
 তের ঈশ্বর আপনে । প্রেমে দাস মত নিত্য করণ অর্চনে
 এমত শিব লেকের মায়া অ্য অশেষ । সর্ব হৈতে অধিক শূনি
 যাস বিশেষ ॥ পরম প্রমোদ প্রাপ্ত হইলু তখন । দিক্ত পূর্ণ
 না হইল তাহে মম মন ॥ তাহার নিদান নাহি বুঝিয়া তখনে
 পরামর্শ করিলাম আপনার মনে ॥ শ্রীমদ্রূপ প্রসাদেতে
 প্রাপ্ত দশা করি । মহামন্ত্র তার সেবা প্রভাবে সজ্বর ॥ সেই
 ক্ষণে পারিলাম আমি জানিবারে । যেই হেতু হুই নহে মন
 বারে ২ । শ্রীমদ্ভদ্র গোপাল বুজেন্দ্র নন্দন । পাদপদ্ম দ্বয়ের
 স্নেহ সব লীলাগণ ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদির যেই অনুভব । তা-
 হার অভাব মোরে পীড়া দেয় সব ॥ মম মন বুঝি করিলেন
 শ্রীমহেশ । লীলা বিশেষ বৈচিত্রী স্বমূর্ত্তি বিশেষ ॥ প্রবোধ
 দিলেন বহু আমারে তখন । তাহাতে ও স্বাস্থ্য নাহি হৈল মম
 মন ॥ এইমত রাখন আমিহ দেখিলাম । আপনার চিত্ত প্রতি
 ভবে কহিলাম ॥ যদি করিতেছ এই শিবে অনুভব । তাঁর গুণ
 লীলা মধুর্য্য প্রভৃতি সব ॥ তথাপি স্বরায় দীর্ঘ বাঞ্ছাতে তো-
 নার । সিদ্ধ হইবেক অনুগ্রহেতে ইহার ॥ ওহে মন মান ইহা
 কহিলুনিঃশেষ । যেহেতুক তোমা প্রতি প্রসাদ বিশেষ ॥ এমত
 প্রবোধে হইলাম তুষ্ট মন । তবে কোন কারণেতে মহেশ তখন
 সেই মূর্ত্তিপদে করিলেন বিশ্রামণ । তাঁর পাখে সুখে থাকি-
 লাম একক্ষণ ॥ সেই ক্ষণে দূরে কোন সব মহা আয়ার । অত্যন্ত
 অধুব সংকোভ ন ধুন পার ॥ আবিভাব হৈল মহেশ্বর শুনিলেন

পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন । মহাপ্রেম বিকারেতে চৈয়া
 বশীভূত । নাচিতে প্রবৃত্ত স্বয়ং হইলা কৃত্ত ॥ পতিবৃত্তান্ত
 মা সেই দেবী ভগবতী । নন্দ্যাদির সহ উঠিলেন স্বরাবতী
 বাদ্য সঙ্গীত ন আদি করিয়া তখন । করিলেন প্রভুর সে উত্
 সাহ বন্ধন ॥ সেইক্ষেণে সেইস্থানে কৈলা আগমন । চারু চতু
 ভূজগণ করিল দর্শন ॥ শ্রীযুক্ত কৈশোরমূর্তি অতি মনোভিত
 সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিভবেতে বিভূষিত ॥ অলঙ্কার বিভূষিত
 গাত্রের কিরণে । অচ্ছাদিত করিলেন সব শৈবগণ ॥ নিজে-
 স্বর বৈষ্ণব নাথের মহাকীৰ্ত্তি । গানানন্দ রসে মগ্ন নাচি পরি
 চ্ছিত্তি ॥ অনির্বচ্যতম রূপ গুণাদিক সব । চিত্তহারি সর্ববস্ত্রা
 লঙ্কার বিভব ॥ পূর্বে তপে লোকে য়ারে করিলু দর্শন । মন
 কা দিচারি ঋষি সহিত মিলন ॥ তাহাঁদের দর্শন হৃদ্যবোত
 উথিত ॥ প্রকৃষ্ট হর্ষেতে মনো হইল হর্ষিত ॥ অহুবাচ্য কিছু
 অন্য নিজ প্রিয় আর । নাহি হইলাম তাহে শক্ত জানিবার
 ক্ষণকাল পরে তবে পাইয়া চেনন । মনেতেও তাহাঁদের দা
 সত্ব যাচন ॥ করিতে নারিলু ভয় লজ্জার কারণ । সদুর্ঘট সেই
 পদ হয় সর্বক্ষণ ॥ উচ্চপদ প্রার্থন নীচের যোগ্য নয় । তাহে
 অপরাধে ভয় লজ্জা সত্ত্ববয় ॥ আমি দাস্য প্রার্থনে অশক্ত
 দীন মন ॥ নিশ্চয় এলাল সাবাধে অনুক্ষণ ॥ শিবের ক্রুপায়
 এই চতুভূজগণ । একবার করিবে কি মমসংভষণ ॥ কোথায়
 থাকেন কেবা হয়েন ইহঁরা । ক্রুপা পাঞ্জে রক্ষা নারে করি
 বে কি পারা ॥ ইহঁরা পরম মহত্তম কোন্জন । হইবেন নিশ্চ
 যসে জানিলু তখন ॥ গ্রাহাঁদিগে আলিঙ্গন করি আশ্রয়

হইলেন রুদ্র দেব প্রেম মূচ্ছাময় ॥ ইত্যাদি আমার মনোমুগ্ধ
 য়েই ছিল। শিবানু বন্তি নী উমাদেবী সে জানিল ॥ সঙ্কেত
 গণেশ প্রতি দেবী করিলেন। তবেত আমারে গণপতি কহি-
 লেন ॥ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈষ্ণব নাথের। পার্শ্বদ ইহার হন
 বসি ফিকটের ॥ তাঁহার সমান রূপ চইল। প্রাপণে। নিশ্চিত
 বৈষ্ণব চৈতে কৈল। আগমনে ॥ দেখহ করণ এই পার্শ্বদেব
 গণ। চতুর্মুখ বুদ্ধার বুদ্ধাণ্ডেতে গমন ॥ ভাষাতে বিগুণ অষ্ট
 মুখ বুদ্ধা জান। শত কোটি যোজন বুদ্ধাণ্ড পরিমাণ ॥ তাহ
 ঐ পার্শ্বদগণ যান বেগবান। তাহার দ্বিগুণ যোল মুখ বুদ্ধা
 নান ॥ তাহে ঐ পার্শ্বদগণ করণ গমন। এইমতে কোটি ২
 বুদ্ধা অগণন ॥ কোটি ২ মুখ পাছ অতি গুরুতর। তাদৃশ বুদ্ধা
 ণ্ড তাঁহাদিগের বিস্তার ॥ সেট ২ বুদ্ধাণ্ডানুরূপ সিংহভব। মনো
 নৈত্র হরণ করণ রূপে সব ॥ সকলে গমন করিতেছেন লীলায়
 গণেশ অনেক দেখাইলেন ভাষায় ॥ এসব পার্শ্বগণ আপন
 ইচ্ছায়। ভ্রমণ সর্বত্র পরহস্ত নাভায় ॥ মৃত্যু কালেতেও
 জিহ্মাণ্ডেতে জেনার। শ্রীকৃষ্ণের নামাভাষ হযত উচ্চার
 কিম্ব কোন প্রকারেতে যদি একবার শ্রবণে প্রবিষ্ট হয় কৃষ্ণ
 নাম যার ॥ সর্ব যি ভয় হৈতে সেইভক্ত গণে। করণ পার্শ্বদ
 সব সর্বথা রক্ষণ ॥ উজ্জ্বলা বিহঙ্গা ভক্তি করণ বিস্তার। যে
 হেতুক ভক্তি এক প্রিয়া এসবার ॥ সনকাদি এইচারি নৈষ্ঠিক
 উত্তম। বৈষ্ণব নাথের ভক্ত অবতারণাগম ॥ ততএব শ্রীপতি
 পার্শ্বদেব নাথ। লোকের হিতার্থে মাত্র ভ্রমণ সদায় ॥ তাপো
 লোকে উদ্ধারতা যোগিগণ যত। শ্রীমন্নারায়ণ বিনা অন্যথের

মত ॥ তাহাদের মঙ্গলার্থে কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন । করি তপোলোকে
 বাস করণ কখন ॥ সম্প্রতি বৈষ্ণবে তৈকরিয়া গমন । তথা
 সর্বাঙ্গ সঙ্গ না রাখণ ॥ ভগবানে দেখি যেই আনন্দ
 আশার ॥ মোক্ষ বিষয়কানন্দে করযেধিকার ॥ তাহা পায় ক
 রিয়া আশার সংযোজন । হরিভক্তি মহরস পিয়ে অনুকরণ
 তদীয় কীর্তন গাণামৃত রস পানে । ভক্তগণসহ আইলেন এই
 স্থানে ॥ বৈষ্ণবে লোকের সে কহিব কি মহিমা । শত্রু নাহি হই
 যাত্র কহিবারে সীমা ॥ নিত্য পরিচ্ছিন্ন হান মহাসুখ যেই
 তার অন্ত্য পরিপাক বিশিষ্টতা সেই ॥ সে একার পরিচ্ছদ
 আর পরিবার । গণনার হত নিত্য বৈভব সাহার ॥ সাক্ষাৎ
 শ্রীরমানাথ পদ পঙ্কজের । ক্রীড়াভরে সদা বিভূষিত অঙ্গসুর
 েইরমানাথের য়েজন প্রেমভক্ত । তাহার স্নাত সেইলোক
 অতি ব্যক্ত ॥ আত্মসহ ভগবানে অভেদ বাসনা । নিশ্চয় জা
 নিহ সেই হয় দূরীকরণ ॥ তাহার দ্বারা যেই মুক্তির বাঞ্ছন
 সুবিক্ষ সর্বদা হয় তাহাদের মন ॥ তাহাদের মনেরো দুলভ
 সেইস্থান । মনোরথে তুণ্ডশতনহেত প্রায়াণ ॥ যথা বাশিষ্ঠে।

অজস্যাক্ষং বুদ্ধস্য সর্বং বুদ্ধেতি যোবদেত্ । মহা
 নরক জালেষু তেনৈব বিনিয়োজিতঃ ॥ বুদ্ধািববত্তে ।
 বিষয় স্নেহসংযুক্তো বুদ্ধা হিমিতি যোবদেত্ । কম্প
 কোটি সহস্রাণ নরকে সত্তপচ্যতে ॥

যদি তোমা প্রতি এই আমার পিতার । আত্মভিত বন্ধ
 শীত হযত বিস্তার ॥ তবেও বৈষ্ণবে হবেগমন তোমার । অনু
 ভবিত থায মহিমা তাহার ॥ গণেশের মুখে শুনি এল

কখন । ওহে দ্বিজ শ্রীবৈদ্য প্রাপ্তির কারণ । মহতী সানসাত
অঙ্গিন অতিশয় । লেহন্ত চিত্তা সাগরে অপার রেহয় ॥ তা-
হার তরঙ্গ রূপ যেইরঙ্গ স্থলী । তাহাতে নর্তিত আমি হইলু
একলী ॥ মনেতে বিচারতথ্য বহু করিলাম । বৈদ্য প্রাপ্তিতে
নিজা যোগ্য দেখিলাম ॥ শোকের বেগেতে উচ্চ করিয়া রো-
দন । মোহপ্রাপ্ত হৈয়া পড়িলাম সেইক্ষণ ॥ তবে মহাদেব
মহা দয়ালু জৈশ্বর । পর দুঃখাদহী বৈদ্যবৈক শ্রিয়বর ॥ উঠা
ইয়া আমারে করিয়া আশ্বাসন । কহিতে লাগিলা কিছু বরুণ
বচন ॥ ওহে শ্রীবৈদ্যব শুন কহিয়ে প্রকাশ । সেই বৈদ্য লো-
কেতে সৰ্বদা নিবাস । আমিও তোমার মত পার্শ্বতী সহিত
করিয়ে কামনা ইহা জানিহ নিশ্চিত ॥ সেই লোক বৈদ্যে দু-
র্লভ অতিশয় । মুক্ত সকলের প্রার্থনীয় সুনিশ্চয় ॥ ভগু আদি
বৃদ্ধ পুত্র সাধনা করেন । তথাপিহ তাহাদের সাধিত নহেন
বৃদ্ধা আর আমার সে লোক সাধ্যহয় । বিশেষ কহিয়ে তত্ত্ব
শুনহ নিশ্চয় ॥ নিকাম বিদ্যুৎ স্বীয় ধর্মো য়েই নর । নিষ্ঠাপ
রিপাক প্রাপ্ত হয় বহুতর ॥ শ্রীহরির রত রূপা তার প্রতি
হয় । তার শতগুণ হৈলে বৃদ্ধত্ব লভয় ॥ তার শত গুণ রূপা
হয় যদি নরে ! তবে সমভাব সে শিবদ্ব প্রাপ্তিকরে ॥ আমার
উপরেতে যাদৃশ পরিমাণ । অনুরূপ প্রকাশ করেন ভগবান
তার শতগুণা রূপা হয় যদি নরে । তবেত বৈদ্য লোক প্রাপ্ত
হয় পরে ॥ হে বৈদ্যব ভূমি বট মথুরেশ ভক্ত । মদন গোপাল
দেব মন্ত্রেতে অশক্ত ॥ তাঁর একান্তিত্তি প্রিয়তময়ার হয় । হেন
বাক্যের শিষ্য ভূমি মহাশয়া । গোবর্দ্ধনে গোপ পুত্র কহিলু

তোমারে । তথাপি তুমি যোগ্য হও পাঁচবারে । মালো
ক। সাক্ষি নাকপ্য নাযুক্ত্য লিখয় । এই চতুর্বিধ মুক্তি জানিহ
নিশ্চয় ॥ সায়ুজ্য হান এই পায় যতিগণে । অদ্বৈত বুদ্ধ
ভাবনা ভাবে যারা মনে ॥ মহাসংসারের দুঃখ অগ্নি জ্বালা
হুয়ে । অতিশয় শূন্য চিত্ত তাদের আছয়ে ॥ অন্তরেতে সারা
সার বিবেক বহিত । অসার গ্রাহি সে সব জনিবে নিশ্চিত
শ্রীকৃষ্ণর তাদেশে আমিহ সুনিশ্চিত । তাহাদিগে ভবান্বে
করিলু পতিত ॥ তদুক্তংতে নৈবপদ্য পুরাণেত্তর খণ্ডে ।

মায়াবাদ মনচ্ছাত্ত্বং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে । ময়ৈব
বক্ষ্যতে দেবী কলৌ বাক্ষণ রূপিণী ॥ বুদ্ধশচ পুরং
রূপং নিগুণং ক্যতে ময়া । সর্বস্য জগতোপ্যস্য
মোহনাথং কলৌয়ুগে ॥ তথাচ । স্বাগমৈকম্পিত
ঔঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ ব্রহ্ম । ইত্যাদি ॥

য়েহেতুক নিজ পাদায়ুজ প্রেমভক্তি । সংগোপনে শ্রীকৃষ্ণর
ছিল আনুরক্তি ॥ তাহে আজ্ঞা করিয়াছিলেন আমা-তি ।
সেহেতু অদ্বৈত মার্গে পাড়িলাম ব্রতি ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজনানন্দ
অমৃত রসের । এক মাত্র অপেক্ষা আছয়ে যে দাসের ॥ তাঁহা
দের উপেক্ষিত হয় এই স্থান । ভক্তি বিঘ্ন ভল্য ত্যাগকর হে
সুজ্ঞান ॥ দ্বারকা নিবাসি বিপ্র ইচ্ছাতে প্রমাণ । কৃষ্ণভক্তি রসা
ধী পরমভক্তি মান ॥ হুচাতুর্য বিশেষ করিয়া প্রকাশন
এথা হৈতে দ্বারকায় লৈল পুত্রগণ ॥ তোমাশ্রিত সঙ্গুরু
কৃপা যে আছয় । শ্রীকৃষ্ণ দেণিতে ইচ্ছা ভাব তাহে হয়
তাহে এই মুক্তিপদে করিলা দর্শনে । সুন্দর আকার ভগবানে

স্বনয়নে ॥ এইরূপ শঙ্করের প্রসাদ কারণ । পাইলাম পরা-
 নন্দ ভর সেইক্ষণ ॥ ইচ্ছিয়া পার্শ্বদগণ সহ সত্ৰাষণ । লজ্জা
 কহিতে কিছু নারিলু কখন ॥ বৈদ্রুণ পার্শ্বদগণ শ্রীউমা-
 পতির । কাঁথত বচন সব শুনিয়া সুস্থির ॥ কৃষ্ণ প্রেম বিশেষ-
 বিভাবের কারণ । শোকাঙ্গল দেখিয়া শ্রীশিবে ততঃক্ষণ ॥
 সাদরে প্রণম প্রীতে করিতে শান্তন । বিনয় সহিত বাক্য ক-
 হেন তখন । বৈদ্রুণ নাথের সহ ওহে ভগবান । নাটক তো-
 মার কিছু ভেদ বিদ্যমান ॥ লক্ষ্মীসহ গৌরীর সমত ভেদনাই
 তাঁদের ভক্তাবতার তোমরা দহাঁই ॥ অতএব সেইলোকে বাস
 আপনার । যুক্ত হয় সুনিশ্চয় দেবী সঙ্কর ॥ 'শ্রীভগব-'
 নের আপনি প্রিয়তর । মহাঅবতার তাঁর কি কব বিস্তর ॥
 কহিলেন তথাপি এক্ষণে যে কিঞ্চিৎ । কৃষ্ণপ্রিয় তমত্বের স্ব-
 ভাব উচিত ॥ তাঁর ভক্তির স সমূহের প্রবর্তক । বৈষ্ণবগণের
 স্তুত ভক্তি প্রচারক ॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণর যত অবতার । সব
 হৈতে মহিমা অধিক সে তোমার ॥ শুনি মহাদেব নিজ স্তুতি
 এইমত । তুষ্টী হৈ'যা থাকিলেন প্রভু লজ্জাগত ॥ ৩ বে ভগ-
 বানের সে পার্শ্বদের গণ । নিহেতুক রূপাকারি মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন
 রূপ । প্রকাশিয়া দিয়া সবে আগিঙ্গন । কহিতে লাগিলা আ-
 মাশ্রতি সুবচন ॥ আমাদের ঈশ্বরের তন্মাত্রোপাসক । ওহে
 উমাপতি প্রিয় হে গোপ বালক ॥ ভক্ত নামদায়কের মধ্যে
 আপনারে । গণিয়ে আমরা জান নিশ্চয় ইহারে ॥ গঙ্গাতটে
 জন্ম গৌড় উত্তম ব্র জ্ঞান । মাথুর জয়ন্ত নামে খ্যাত যিঁহ হন ॥
 ইয়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মহা অবতার । তিঁহত তোমার গুরু জানি

যে প্রচার ॥ সত্যজ্ঞান এইস্থানে তোমার কারণ । করিলাম
আমরা সকলে আগমন ॥ শুন কহি তব নিজ কৃত্য যেই হিত
বৈদ্রুগ যদ্যপি ইচ্ছা করহ নিশ্চিত ॥ মন্ত্র জপাদি আশক্তি
পরিত্যজি নব । কেবল মন্ত্র জপে সোলাত অসম্ভব ॥ প্রেমের স
হিত ভক্তি যেনব প্রকার । কর শ্রদ্ধা যুক্ত হৈয়া অনুষ্ঠানতার
তাহার জাপক ভজ শাস্ত্র ভাগবত । লীলা কথা কৃষ্ণের শুনহ
নিত্যততঃ ॥ কর্ণপথে শ্রবণেতে প্রবেশি সেনব । সদ্য হরি
পদ দিতে হযত প্রভব ॥ যথাশ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশে । সংসার
সিদ্ধু মতি দন্তুর মৃত্তিতীর্থোন্নান্যঃ পুৰ্বো ভগবতঃ পুরুষাত্ত
মস্য । লীলা কথা রস নিষেবণ মন্ত্রেণ পুংসোভবে দ্বিবিধ
দুঃখ দবাদিতস্য ॥ দ্বিতীয়েপি । পিবন্তি য়ে ভগবত আত্মনঃ
সত্যং কথা মৃতং শ্রবণ পুটেষু সন্ততং । পুনন্তিতে দ্বিষয় বিদু
ষিতা শযং বজন্তি তচ্চরণ সরোরুহান্তিকং ॥ সেনব প্রকার
মধ্যে একই প্রকার । সমুদায় সাধনের মধ্যে ইষ সার ॥
তাহা হৈতে সুসিদ্ধ হযেত অভিরাম । সাধ্যের সন্তম সেই
শ্রীবৈদ্রুগধাম ॥ ফলব্রতাদি অপর অনেক আছয় । মহত্তম
রূপে খ্যাতি তাহাদের হয ॥ কিন্তু বিচারেতে সেই সব তুচ্ছ
হয । মহদ্রুত্তগণ সে সবে না আদরয় ॥ এক বিধ ভক্তি আচর
ণের আশ্রয়ে । যদ্যপিহ শ্রীবৈদ্রুগ লোক সিদ্ধহযে ॥ তথাপি
সেনব ভক্তি রসজ্ঞ য়েজন । শ্রবণ কীর্তন আদি য়েবছ গণন ॥
তার রস মাধুর্যের প্রাপ্তির কারণ । সাক্ষ নববিধা ভক্তিকরে
আচরণ ॥ অনিবার্য মহারস সুবিশেষ মযী । সেই নববিধ
ভক্তি জানিহ নিশ্চয়ী । তথাহি মূলং ।

তেষাং কল্মাশ্চিদেকমিন্ শঙ্কযানুষ্ঠিতে সতি । স্বয়ং

মাবিভবৈত্ প্রেমা শ্রীমৎকৃষ্ণপদাজ্যেঃ ॥

তার মধ্যে কোন এক প্রকার শঙ্কায় ! অনুষ্ঠান করিলে
সে বিশ্বাস দ্বারায় ॥ শ্রীযুক্তশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাদপদ্ম দ্বয়ে । স্বয়ং
প্রেমা তারচিতে আবির্ভাব হয়ে ॥ তথাপিহ কলাস্তরে যেই
কাম হয় । বৈদ্রুণ্য প্রাপ্তির প্রতি বিরোধী নিশ্চয় ॥ হৃদয়ের
রোগরূপ ত্যাগ লাগি তার । প্রেমদ্বারা সাধিবেক সেই ভক্তি
সার ॥ যদ্যপি সপ্রেম ভক্তি যেনব প্রকার । যেই স্থানে হয়
উপপন্ন তার ॥ সেই স্থান হয় বৈদ্রুণ্য নিশ্চয় । শ্রী বৈদ্রুণ্য নাথ
তত্র তত্র নিবসয় ॥ তথাপি সৌন্দর্য্যগুণ লীলাদিক ময়
অন্যত্র সাক্ষাৎ শ্রীশ দৃষ্ট নাহি হয় ॥ এই হেতু শ্রী বৈদ্রুণ্য
লোক সনিশ্চয় । অবশ্যত ভক্তগণ অপেক্ষা করয় ॥ বৈদ্রুণ্য
লোকীয় ভক্তি মর্মে প্রকারিকা । কিয়ৎ প্রেম পরিপাক যুক্ত
বিশেষিকা ॥ ভক্তি নিষ্ঠে বহু মহ নিরিখে সদায । অন্যস্থানে
কোন রূপে সম্পন্ন নাপায় ॥ বৈদ্রুণ্যেত কলাদির কৃত বিঘ্ন
নাই । সাহজিক প্রেমভক্তি রসিক সদাষ্ট ॥ বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ
নিত্যসবগণ । সম্পন্ন তাদৃশ ভক্তি হয় প্রতিক্ষণ ॥ অতএব
বৈদ্রুণ্যের অপেক্ষা সতত । অবশ্য করয়েইহা জানিহ সম্মত ॥
কাষিকাদি চেষ্টা রূপা নাজান তাহারে । প্রাকৃত ইন্দিয়
লইবারে নাহি পারে ॥ নিত্য সত্য ঘনানন্দ রূপা সেই হয়
সত্ত্ব রজঃ তমো গুণাতীত সনিশ্চয় ॥ কৃষ্ণ প্রসাদেতে যেই
শুদ্ধ জীব তত্ত্ব । নিগুণ সচ্চিদানন্দ রূপে হয় সত্ত্ব ॥ তাহাতে
স্মৃতিয়া বিলম্বয়ে সে সতত । স্বসেবক গণের হর্ষার্থে বহুমত

বিচারেতে জীবন্তত্ব হৈলে বিশুদ্ধিত । দেহেন্দ্রিয়াদি সহজ
 হইতে রহিত ॥ তবে অপ্রাকৃত হরি স্থানে প্রাপ্তি হয় । তার
 হৃদে নানাবিধ ভক্তিবিলসয় ॥ অন্যথা যদ্যপি প্রাকৃতভেদর
 কারণ । ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের রূপ ভক্তি হন ॥ তবে কাযে
 ন্দ্রিয়াঙ্গার চেষ্ঠাত হইতে ! জ্ঞান বিবেকেতে আত্মা হইলে
 শোধিতে ॥ ইতর কর্মের মত নাহয় সঙ্গত । অকর্তৃত্ব জ্ঞানে
 মনে প্রাপ্ত বিশেষতঃ ॥ বিষ্ণুভক্তি বিষয়েতে কর্ম তাহে
 যত । সে সকল হইতে ইতর কর্ম মত ॥ বিবিক্ত হইলে নাহি
 শ্রীবৈদ্য ঠায়া । নৈক্যম্ হেতুক কিন্তু মুক্তি পদ পায় ॥ ইহা
 তে তাৎপর্য এই হইলে নিশ্চয় । বিষ্ণুভক্তি নিরন্তর অপ্রা
 কৃত হই ॥ ইতর কর্মের মত ভক্তির কর্মত্ব । নামানিহ কহি
 লাম এইসার তত্ত্ব ॥ দেহশব্দে ভক্তের সচ্চিদানন্দ কায ।
 আর প্রাকৃত শরীর তাহাতে বুঝায় ॥ মণি শব্দে চিন্তামণি
 কাচমণি আর । দুইকে বুঝায় যেন বিভিন্ন প্রকার ॥ সেই স্বধ
 র্মাচরণাদিক সব আর । কর্মও ভক্তিশব্দেতে হয়ত প্রচার
 বহির্দৃষ্টে কখনবা করয়েজ্ঞাপন । কিন্তু বিচারেতে ভক্তি কর্ম
 নাহি হন ॥ বৈদ্য ঠায়া অন্যত্র বস্তুমান যতহন । বৈদ্য ঠায়া
 আর অন্য ভক্তগণ ॥ তাহাদের অজ্ঞেন্দ্রিয় আত্মা আদি যত
 নিবিড় সচ্চিদানন্দ রূপ অভিমত ॥ তাদৃশ ভক্তিসদৃশ হন ভক্ত
 গণ ॥ স্বত হয় শ্রবণ কীর্তনাদি ঘটন ॥ পঞ্চভূত ময় দেহীয়েই
 ভক্তগণ । তাহাদেরো শ্রীভক্তির ক্ষুণ্ণতার কারণ ॥ সচ্চিদানন্দ
 রূপেতে সুপরিব্রাজ্য । হয় এই জানিহ বিশেষ সমাধান ॥
 ভক্তির কারণ শক্তি বিশেষদ্বারা । কর্ণাদিতে শ্রবণাদি ভক্তি

ক্ষুদ্রিণায় ॥ কিম্বা ভক্তি ক্ষুদ্রিণায় বহুত আত্মায় । অক্ষ-
দিক সচ্চিদানন্দ রূপতাপায় ॥ ভক্তির অপ্রাকৃতত্বে আনন্দ
প্রমাণ । বৈদ্রষ্ট্য পার্শ্বদগণ সবিশেষ জ্ঞান ॥ প্রাকৃতের গুণস্পর্শ
নাহিক কখন । বহুবিধ ভক্তি বিস্তারিত সর্বক্ষণ ॥ সেই ভক্তি
নবীন সেবকের মনন । প্রীতি পার্শ্ব সমুদয় প্রবৃত্তি কারণ ॥
নিজেন্দ্রিয় ব্যাপারের মত দীপ্তি পায় । অন্যথা তাহাতে
পাছে ওদাশীন্যভায় ॥ ভক্তি নিষ্ঠে মাধু সুমহান্ত যতজন । ভ-
ক্তিকে স্বাধীনা কভু নাকরে মানন ॥ প্রভুর মহাপ্রসাদ রূপা
ঐহ চন । এইমত অন্তর্য করে সর্বক্ষণ ॥ শিবলোক প্রাপ্তি
পারে মহেশ্বর রূপায় । শ্রীবৈদ্রষ্ট্য লোক প্রাপ্তি ক্রমে যদি ভাষ
তথাপি তোমার মনে বৈদ্রষ্ট্য লোকনে । ত্বরায় যদি বিদ্যমান
আছে যে এক্ষণে ॥ তবে সর্বাভীষ্ট প্রদা শ্রেষ্ঠা বুদ্ধ ভূমি । শ্রীবি-
শিষ্টা তাহাতে গমন কর ভূমি ॥ সদা শ্রীমত্পাদ পদ্য দ্বয়ে
সম্প্রতি । করহ কামনা যদি কর অবগতি ॥ জ্ঞান কর্যাদি
অন্যমিশ্র ভক্তি যেই । নাম সংকীৰ্ত্তন প্রায়া আচরহ সেই
তাহা দ্বারা ভাদৃশীক প্রেমের সম্প্রতি । অতিশীঘ্র হঠবেক
জুদয়ে উত্পত্তি ॥ রাহা দ্বারা শ্রীবৈদ্রষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণ দর্শন । সং-
তে হইবে তব পুলকিত মন ॥ তপোলোকে পিপ্পলায়-
নাদি যতগণ । যোগীন্দ্র সকল এই প্রকার সেকন ॥ অরুণ প্রে-
মের অন্তরঙ্গ সুনিশ্চয় । সাধন উত্তম পুনঃকীৰ্ত্তন নাহয় ॥
সর্বেন্দ্রিয় মধ্যে জিহ্বা রূপেন্দ্রিয় যেই । কার্যেন্দ্রিয় হৈন্ত
হয় অচেতন সেই ॥ তাহাতে কীৰ্ত্তনাত্মিকা ভক্তি অনায়াসে
শীঘ্র ক্ষুদ্রিণ হইবে সেই হৈন্ত অস্পর্শ ॥ অরুণ রূপাশে ভক্ত

সুংকট হইবে। তাহার কারণ শুন করিয়ে নিশ্চয়।। সর্কেন্দ্ৰি-
 য় মধ্যে অধিপতি হইবে মন। অনর্থোৎপাদক হেতু ভয়ানক হইবে
 পরম দুর্দশ হেতু বলিষ্ঠ সেহই। পরম চঞ্চল মন জানিয়ে নি-
 শ্চয়।। প্রমোদেতে সংকরি টেলে বিশোধিত। স্মরণ তাহা-
 তে পায় দীপ্তি সুশোভিত।। তাহে অম্বাদেব মত করহ অবগণ
 সর্ক ভক্তি হেতে মানিয়ে কীর্তন।। চঞ্চল স্বভাব এক হৃদয়ে
 ক্ষুরণ। যেন স্মরণ তাহা হেতে সহায় কীর্তন।। বাক্য আর
 তাহে যুক্ত মনে দীপ্তি পায়। আর সর্কেন্দ্ৰি য় মধ্যে প্রবেশে
 সদয়।। যেন ই সব শুনে কীর্তনের ধ্বনি সার। সেব কর মত করে
 তাহে উপকার।। ইহাতে স্মরণ হেতে অধিক কীর্তন। যথা
 শ্রীভাগবতে।

কৃতে বৃদ্ধাযতো বিষ্ণুং ত্রুতাযাং যজতো মথঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায় কলৌতদ্ধরি কীর্তনাং।।

ধ্যান যোগ পূজা ফল কীর্তনে ঘটন।। যেন কেহবা শ্রীভগ-
 বদ্ভ্যানেতে রসিক। কীর্তনের ফল ধ্যান করে মাননিক।।
 তাহাদের মত করি চাতুর্য্য বিচারে। অজ্ঞাকার করি তারে
 করে পরিচারে।। অন্তর্বহ্যেন্দ্রি য় ক্ষোভ কারী বাক্যেন্দ্রি য়
 কীর্তনের সহ যদি মিলে সদাপ্রিয়।। তবে চিত্ত স্থির হইয়া
 শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে। প্রবর্ত্তে তাহে জ্বলিত কীর্তনে।। ধ্যান
 রত গণের সমত প্রকার। বুদ্ধিধারা তাহে বিবেচনীয় এস'র
 অকেশ পাদান্ত শ্রীকৃষ্ণের অবস্থ।। তাহার মাধুর্য্য সৌন্দ-
 র্য্যাদি অনূভব।। তার পরিষ্কুরণে সাক্ষাত্কার মত। চিত্তে
 তে প্রকাশ তার পরিপাক গত।। তার নাম ধ্যান শুনশুন

সঙ্গ। মনের সহকারী হইত লক্ষণ ॥ দামোদ্রীতি প্রভৃতি
প্রকার ভগবানে । মনেতে সম্পর্ক মাত্র স্মৃতির আখ্যানে ॥
সঙ্কীর্্তন দর্শন স্পর্শনাদিক স্মৃতি । ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সবহয় অতি
মত ॥ ধ্যানের প্রাবল্য হেতু সে সব নিশ্চয় । চিত্ত বৃত্তি গাধ্য
সদা অন্তর্ভাব হয় ॥ ধ্যানে কীর্্তনাদি হয় সম্পন্ন অন্তরে । তা
হাতে কীর্্তন হৈতে ধ্যান হয় বরে । যদি কহ ধ্যানে নাহি
হয়ত উত্পত্তি । সঙ্কীর্্তন স্পর্শনাদিকপা মনো বৃত্তি ॥ কেবল
শ্রীমূর্ত্তে চিত্ত বৃত্তির বিস্তার । কীর্্তনাদ্যে ইচ্ছা হৈলে কিসলি
তাহার । উত্তর কহিয়েশুন হৈয়া একমন যাহাতে বসিকচিহ্ন
হয় যেইজন ॥ যাতে শ্রীতি তার সুখ হয় সমুদয় । প্রিয়তম
সে সাধন তাহারে নিশ্চয় ॥ সুখ সের্য বরং গাধ্য রূপসে
তাহার । সাধু সকলের মত এইত প্রকার ॥ সঙ্কীর্্তন হৈতে
ধ্যান সুখ বিবর্দ্ধন । ধ্যান হৈতে সুখের সাধুরী সঙ্কীর্্তন ॥
পরম্পর সম্বন্ধক পরিপোষকত্ব । অনুভব আমরা করিষে
এই তত্ত্ব ॥ সেই হেতু সঙ্কীর্্তন ধ্যান এই দ্বয়ে । একই কর্তব্য
মনঃপ্রীতি যাতে হয়ে ॥ সঙ্কীর্্তনে যেই মত সুখ প্রাপ্তি হয়
ধ্যানেতেও সেই সুখ পাষ সুনিশ্চয় ॥ যেহেতুক এক বস্তু
অভীষ্টতরের । চিত্তে অনুভব দ্বাৰা ইচ্ছা নুসারের ॥ তার এক
প্রাপ্তে চিত্ত আশক্ত যাদের । হয়ত উদ্ভব সুখ সব তাহাদের
যেন জ্বর রোগেতে পীড়িত যার কাষ । শীতল অমৃত তল্য
জল যদি পাষ ॥ মনে পান করিলেও বৈকল্য তৃষ্ণার । হ্রাদ
পাষ তাহাতেও সুখ হয় তার ॥ সেইই প্রিয়তম বস্তুর কী
র্ত্তনে । সেইমত শান্তি যদি শক্তসে করণে ॥ যথা ! নিবেদ্য

দুঃখঃ সুখিনোভবন্তীতি ॥ মানসিক অধিগার্য য়েহয উক্তব
 বাক্য শ্রুত্ব্য সেইসব গ্রহণাসম্ভব ॥ যত্ন বিশেষেও যদি শঙ্ক
 হয় তায় । তথাপি পরম গোপ্য অর্থেষ্টনায় ॥ কোন অর্থ
 একাকীও স্বচ্ছন্দ কৌতুবে ॥ বিরলেও লজ্জা পান যত সাধুজনে
 এইরূপ ধ্যানের করিয়া প্রশংসন ॥ নিজ পরম স্মৃত ৩ নাম
 কৌতুবে ॥ তার সর্বোত্তকৃষ্ণ হয় মাহাত্ম্য প্রতিশয় । কহিতে
 লাগিলা তবে করি ক্রমান্বয় ॥ একাকিত্তে নিজেই প্রদেহেতে
 নিশ্চয় । ধ্যান সিদ্ধ হয় ইথে অন্যথ্য নাই ॥ নির্জন প্রদে
 শে আর বহুর সংগেতে । সিদ্ধ হয় সঙ্কীর্ণে সর্বত্র রঞ্জেতে
 বেদপুরাণাদি পাঠ শুভিকথা গীত । কৃষ্ণের কৌতুবে হয়বহুবিধ
 স্থিত ॥ তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ণে ॥ শীঘ্র প্রেম সম্পা
 দ্বিজনে শক্ত হন ॥ অতএব শ্রেষ্ঠতম নাম সঙ্কীর্ণে ॥ সুখ্য
 সাধন এই মত বিলক্ষণ ॥ প্রেমের হৃদয়ঙ্গম কৃষ্ণ নামামৃত ।
 রাহা রসাস্বাদনের ভঞ্জন পূর্বকৃত ॥ জিহ্বা দ্বারা অবিরাম কর
 য়ে সেবন । তার মাহাত্ম্য অন্তর কেকরে জম্পন ॥ যদ্যপিহ
 সব কৃষ্ণনামের মচিমা । সমান শ্রুত্ব্যকেনাহি ন্যূনাতি গরিমা
 তথাপি তাপন প্রিয় নামে শীঘ্রতর । স্বীয় অর্থ সিদ্ধি সুখ
 হয়ত বিস্তর ॥ এক স্পর্শে মণিতেই কার্যে সিদ্ধ পায় । বহু
 স্পর্শে বিনিব্যর্থ বহন তাহায় ॥ যেমত শ্রীরাম নাম পুণ্য
 মশায় । তথা । নকসু নামভিস্তল্য রামনাম বরাননে ॥
 উদ্যাপতি কহিলেন এই বাক্যচয় । কুচির বৈচিত্র্য হেতু কো
 নো নামে কার । কারো নামদ্বয়ে কারো নামত্রয়ে আর ॥
 পিণ্ড । সকল নামে ক্রমেতে জন্ময় । এমতে সকল নাম পিণ্ড

ভব হয় ॥ একেশ্বরে পূজিত নামামৃত হয় । নিজরসমধু
রে প্লাবয়ে অক্ষয় ॥ বর্ণময় হেতু তার জিহ্বে মুখ্যাদয় ।
বক্তৃশ্রোতৃগণের হৃদয় সুনিশ্চয় ॥ এই সব হেতু ধ্যান হইতে
নিশ্চয় । প্রভুর শ্রীনাম সঙ্কীৰ্ত্তন শ্রেষ্ঠ হয় ॥ তথাহি ।

নাম সংকীৰ্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেম সম্পাদি ।

বলিষ্ঠং সাধনং শ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষনম্ভবত্ ॥

সর্বোত্তমের অন্তর্দীপ্য প্রাপ্ত ফল । সংকীৰ্ত্তন হইতে
হয় জ্ঞানিক নিশ্চল ॥ কৃষ্ণের প্রেম সম্পাদে নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।
বলিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাধন নিশ্চিত কথন ॥ পরমাকর্ষনম্ভবত্ দুলভ
প্রযোজন । দূরে বৈতে আকর্ষিয়া ঘটায় যেনন ॥ সেইমত
জ্ঞানিহ শ্রীনাম সঙ্কীৰ্ত্তন । শ্রীকৃষ্ণের বলদ্বারা করে আকর্ষণ
সাধন ভক্তির রত আছে প্রকার । সকলের প্রেম ফল অভি
প্রেরিত সার ॥ নাম সংকীৰ্ত্তনে প্রেম আবশ্যক হয় । এহেতু কী
ৰ্ত্তন সাধনের ফল কয় ॥ কৃষ্ণ প্রেম সম্পত্তি সুসম্পন্ন হইলে
অবশ্য সর্বদানাম সঙ্কীৰ্ত্তন মিলে ॥ নাম সঙ্কীৰ্ত্তনেতে বুদ্ধি
রত জন । কহেন সাধনের ফল নাম সংকীৰ্ত্তন ॥ কৃষ্ণ প্রেম ভরে
সে উৎকৃষ্ট লক্ষণ । কোনর রসজ্ঞ কহেন একথন ॥ য়েহেতুক
প্রেম ভরে ক্ষুণ্ণ আতি কারণ । ক্ষুরযে আপন ইষ্ট নাম সঙ্কী
ৰ্ত্তন ॥ মেঘ বিনা বর্ষাকালে চাতকের গণ । আত্মদ্বরে প্রিয়
করে আক্ৰোশন । চক্রবাকীগণ যেন বিরহে পতিব । রাত্রি-
কালে আত্মনাদ করয়ে অস্থির ॥ দরদীবর্গত পতি বিরহিত
হয়ে । রাত্রি আক্ৰোশন আত্মনাদেতে করয়ে ॥ সেইমত
আত্মির গৌরবের কারণ । নাম সঙ্কীৰ্ত্তন হয় জ্ঞানিহ লক্ষণ

ইথে পরম আন্তিতে সংযোগ হইয়া । বিচিত্র মধুর গাথা
প্রবন্ধ করিয়া ॥ করিবেক শ্রীকৃষ্ণর নাম সংকীৰ্ত্তন । এইত
তাত্পর্য্য ইথে বুঝ করিমন ॥ যথা ।

সিদ্ধস্যসঙ্গণং যতস্যাত্মসাধনং সাধকস্য তদিত্তি
ন্যাযাত্ ॥

বিচিত্র লীলারসের সাগর প্রভুর । বিচিত্র হৃসাদ যদি
হইত প্রচুর ॥ সঙ্কীৰ্ত্তন বিচিত্রমাধুরী সে ক্ষুরযে । স্বীয় যত্নে
কিছু নাহি সাধু সিদ্ধ হইবে ॥ যেই সদা করে কৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্ত্তন
ভোগোন্মুখ পাপোক্ষয় হয় ততঃক্ষণ ॥ ইচ্ছাধীন হেতুপূণ্য
থাকযে তাহার । যে কারণ শুভকর তাহাতে হেচার ॥ সংকী
ৰ্ত্তন উপাসক গণের ইচ্ছায় কর্ম থাকা আর নাশ জানিহ
সদায় ॥ যথোক্তং হরিভক্তি সুখোদয়ে ।

কর্মচক্রন্তু যৎপ্রাপ্ত মরিলক্ষ্যং সুরাসুত্রেঃ । : ভুক্তি
শ্রবণৈর্মতৈঃ বিদ্ধি লজ্জিত মেবতত্ ॥

উপাসক ব্যতিরিক্ত জন কদাচিত । নাম সঙ্কীৰ্ত্তন যদি
করে সবিহিত ॥ সব নাশ হয় প্রারব্ধ মাত্র থাকযে । তা অব
শ্য ভোগিবার ভোগে যায় ক্ষয়ে ॥ উপাসক ভরত আদির
ভোগপরে । কর্মক্ষয় দেখি তার শুনহ উত্তরে ॥ পরম গম্ভীর
ভাব যেই মহাশয় । হরিনাম নিরন্তর সেবনে নিশ্চয় ॥ তাঁহা
রাও সুগোপ্য শ্রীভক্তি মহানিধি । প্রকাশের ভবে ভঞ্জন
বহুবিধি ॥ হরিণ বালক পোষণাদিব্যবহারে । দুঃসঙ্গাদি দোষ
দুঃখ দেখান সবারে ॥ পরম ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণভক্তি হয় । তার
আচ্ছাদন হেতু তাদৃশ করয় ॥ সর্ব লোক নিস্তারার্থ ভক্তি
প্রকাশন । উচিত যদ্যপি কহ করহ শ্রবণ ॥ কেবল শ্রীহরি

নাম করিলে কীৰ্ত্তন। শ্রীহরি চরণভণ্ড হৈয়া সবজন ॥ বিনা
শিত দুঃখ দোষ যদ্যপিহ হয়। তথাপিহ কৃপাঙ্গলকাহারো
হৃদয় ॥ দুঃসজ্জ দি পারিহার রূপসদাচার। লোকে শিক্ষাদেন
নিজে করিয়া প্রচার ॥ নৃপতি ভরত মুনি গৌতরি প্রভৃতি।
দুঃসজ্জের দোষ দেখাইলেন আকৃতি ॥ যুধিষ্ঠির নল আদি
নৃপতি বিখ্যাত। দুষ্ট দু্যত দোষ দেখাইলেন সাক্ষাৎ ॥
নৃগ আদি বৃদ্ধস্বের ভয় দেখাইল। বস্ত্রত সেমল হৈতে শুদ্ধ
তারা ছিল। ॥ যদি কহ বিদ্বান্জন হেতুককীৰ্ত্তনে। নিষ্ঠানাহি
হবে তবে করছ শ্রবণে ॥ সমুদায় জন্মিতেছে যে ভক্তি ও ভাব
তাহাতে বিচার সব হৈতেছে সদ্ভাব ॥ সেহেতু বিঘ্নাতি বিঘ্ন
সকল নিশ্চয়। অন্যাসে তুমি সব করবে সে জয় ॥ অন্যত্র
সৰ্বত্রনিরন্তর সৰ্বদায়। আমরা তোমার অতিআছিষেসচায়
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মহা অনুকম্পাচয়। তোমা প্রতি স্থির তর
আছে সমুদয় ॥ করিয়াছি আমরা ত এ অবধারণ। ব্যক্তকরি
কহি শুন তাহার কারণ ॥ তপোলোক বাসি পিপ্পলায়ন
তোমাতে। কহিল সাক্ষাৎ দর্শনের পরিহারে ॥ চিত্তেরদর্শন
প্রশংসিল তাহে সব। সাক্ষাৎ দর্শন ইচ্ছা নাহি গেল তব ॥
পিপ্পলায়নের বাক্যপূর্বের কথিত। কহিছেন অনুবাদ
করিয়া কিঞ্চিৎ ॥ নিবিড় সচ্চিদানন্দ সত্যের স্বরূপ। শ্রীঃ ভৃগু
বানের নিশ্চিত নিত্যরূপ ॥ ইন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দ রূপ যোগ্য
হুই। তাহার প্রাণ যোগ্য হয় রূপসেই ॥ তাঁহার কারুণ্য
শক্তি দ্বারা কিবা আর। সদ্যোলঙ্ঘ জ্ঞানশক্তি হইলে প্রচার ॥
নেত্রদ্বয়ব্যাপারেতে তবে ঘটবে ॥ তাঁহার দর্শন শুদ্ধমাংস

চক্ষুর্যে ॥ জ্ঞান চক্ষুরাভগবানের দর্শন । য-যের মধ্য-
 দেশে জন্মায় রঞ্জন ॥ এই অভিমান হয় মনেতে রঞ্জন । চক্ষু
 দ্বারা করিতেছি আমিহ দর্শন ॥ সেই অভিমান হয় বন্ধি নি-
 মিভেক । ক্লমরূপা প্রভাবের বিশেষ জ্ঞাপক ॥ প্রভুর রূপা
 সমূহ বলে কিবা আর । ভক্তির প্রভাব হয় দর্শন তাঁহার ॥
 এই চেতু পরিচ্ছিন্ন চক্ষুর দ্বারায় । মিলে হয় কিন্তু তাহে আছে
 অনুরায় ॥ রঞ্জন শ্রীভগবানহন অহঙ্কান । নেত্রের দর্শনতবে
 হয় বাবধান ॥ সর্বোজ্জ্বলাবন্যাদিক গ্রাণ পূর্বক । মনেতে দর্শ-
 ন হয় নিবিঘ্নে সম্যক ॥ ক রূপ্য বিশেষ ভক্তি প্রভাবতে আর
 এদ্বিতে যদি নহে দর্শন তাঁহার । তবে স্বয়ং প্রকাশিত হৈবে
 দর্শন । মনেতেও সম্ভব না হয় কদাচন ॥ য়েতত্তক পরম স্বতন্ত্র
 মহাশয় । মনোবৃত্তি সকলের নাহন বিষয় ॥ স্বয়ং ঘন সুখ স্বাক
 সুখে বিরাজিত । মনোধ্যানাদি প্রকারে হৈলে উপাশিত ॥ ঘন
 সখদেন ভক্তগণে সূনিশ্চয় । ইত্যাদি পিপ্পলায়ন উক্তবাক্য
 হয় ॥ কিন্তু ধ্যানে দর্শন হইতে সমুদয় । সাক্ষাদর্শনে ফল
 বিশেষ নিশ্চয় ॥ কদমাত্রিধুব আদিসাধু ভক্তজন । চক্ষুদ্বারা
 প্রভুর করিয়া বিলোকন ॥ প্রভুর প্রসাদ শ্রেণী অনেক পাইল
 সর্বত্র সাক্ষাৎ ইহা প্রকণ করিল ॥ সমাধি বিষয়ে বুদ্ধা পাই
 যা দর্শন । প্রসন্নতা প্রভুর পাইল ততঃক্ষণ ॥ কহিল পিপ্প-
 লায়ন এই য়ে বচন । তাহা বুদ্ধা প্রতি নহে প্রায়িক কথন ॥
 নেত্রে দৃষ্টে সর্বাধিক ঘন সুখ পায় । সাধ্য তাহা অবগাদি ভ-
 ক্তির দ্বারায় ॥ অতএব ধ্যান ধারণাদি মানসিক । ভক্তির সা-
 ক্ষাৎ দৃষ্টি বল বিশেষিক ॥ সব সাধনের হয় সৎফল নিশ্চয়

শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকাবোদয় ॥ তৎকালেতে ভগবান
 প্রেম বৃদ্ধি পায় । তাহাচৈতে আমলত মায়া নাশ হয় ॥ ভগ
 বদ্বিস্মৃতি মূল মায়া সেপার'ন্তু ; মায়া নাশ পায় এই স্বর্গস্থানা
 অস্ত ॥ প্রভাদাদি প্রভুরে দেখিয়া ওহুদয়ে । নেত্রৈ দখিবারে
 ইচ্ছা সর্বদা নিশ্চয়ে । ইহাই প্রমাণতথ দর্শনানন্তর । প্রেম
 ভর বিশেষের লাভ শ্রেষ্ঠতর ॥ কোন ভক্ত গণের শ্রীকৃষ্ণের
 সাক্ষাতে । চক্ষু'য় নিমীলন হয় সে তাহাতে ॥ ধ্যান সেই
 নহে কিন্তু হৃদয়ের সার । চক্ষু কাম্পাদির মত প্রেমের বিকার
 অতএব রে তেত্তক ধ্যানের সমান । ধ্যান কহে রাখার্থতে
 নহে সেই ধ্যান ॥ এই প্রকারে প্রভুর যে সাক্ষাৎকার । পর
 ম কলহ তার হইল বিস্তার ॥ খাদ্যক সাক্ষাৎকার ধ্যানের
 নূনতা । সঙ্গীতন হৈতে আছে বুঝ প্রকৃততা ॥ পারোক্ষেতে
 ধ্যান নহে প্রভুর সাক্ষাতে । পারোক্ষা পারোক্ষে যুক্ত সংকী
 র্ত্তন যাতে ॥ সখ্যদশমে রাস শ্রীভগবাং ।

গায়ন্ত্যন্তং তড়িত্তইবতা মেঘচক্রে বিরেজুর্বিতি ।

বিষ্ণু পুরাণেচ । কৃষ্ণঃশরচ্চন্দ্রমসংকৌমুদী দ্রুমদা
 করঃ । অগৌ গোপীজনৈকং কৃষ্ণনামপুনঃ ২ ॥ পরো
 ক্ষে কীভূতং গোপাগাতাদৌজযতিতেহধিকমিত্যাদিক
 প্রসিদ্ধমেব ॥

৥বৈদ্যেশ্বর প্রভুশ্রী ব্রজীনাথ । তাঁহার শ্রীমুর্তিচৈতে অতি
 প্রিয়ধাম ॥ অধিকারী অনধিক রীনাধিবিচারি । উচ্চ ব্রহ্মাত্ম
 জগতের হিতকারি ॥ জিহ্বা প্রোচ্চায়' তেত্তসুখোপাস' হয়
 সন্নস সচ্চিদানন্দ নিত্য ব্রহ্মস্ব ॥ নামের সন্মান নাম নিরুপ

পম তায । নমস্কার তাঁহারে করিয়ে সর্বদায ॥ উক্তন্যায় হৈতে
 আর শিবাজ্ঞানানিহা । মুক্তিপদ হৈতে যাহ সঙ্গর করিষা ॥
 কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীমন্নথুরা মণ্ডলে । রাইব তোমারে লইয়াত
 দ্রুতহলে ॥ পার্শদ গণের এই সকল বচন । মন বর্ণ রসায়ন
 করিষা শ্রবণ ॥ প্রমোদ ভাবেতে পূর্ণ হইয়া তখন । পার্শদ
 গণেরে করিলাম শ্রণমন ॥ শিব আর শ্রীবে তবে অক্ষাঙ্ক হই
 যা শ্রণনিলু সবা করে আদর করিষা ॥ তত্কালে পার্শদগণ
 শীঘ্র হইলেন । এই বুজ ভূমি নম প্রাপ্তা করিলেন ॥ আমার
 হইল তাহে অত্যন্ত বিস্ময় । মকুবুদ্ধি হইলাম নাকরি নিশ্চয়
 করিতেছিলাম অক্ষাঙ্কেতে নমস্কার । চক্ষুর নিমেষে আই-
 লাম এথা কার ॥ তৃতীয় অধ্যায় কথা হৈল সমাপন । নম-
 স্করি শ্রীল সনাতনের চরণ ॥ অক্ষাঙ্কে প্রণমি শ্রীগুরু পদার
 বিন্দ । তাহে ভক্তিরস মাগে শ্রীজয়গোবিন্দ ॥ ইতি শ্রীভাগ
 বতান্তে গোলোক মাহাত্ম্য খণ্ডে ভজন নামা তৃতী
 যোহধ্যায়ঃ ॥

তুর্য্য বৈদ্রষ্ট্য বর্ণনাং রূপাদে স্তব্ধমুচ্যতে । প্রতিমা

মহিমা পূর্বে হ্রস্বোধ্যাতো দ্বারকাগম, ॥ জয় শ্রীচৈত
 ন্য গুণধাম । জয় শ্রীমমিত্যনন্দরাম ॥ শ্রীকৃষ্ণৈতচন্দ্র পদে
 নমস্কার । রাঁহা হৈতে শ্রীচৈতন্য অবতার ॥ শ্রীচৈতন্য প্রিয়
 শ্রীচন্দ্র শেখর । আচার্য্য সকল ভক্তি তত্ত্বধর ॥ তাঁর বংশা
 দ্রব সর্বগুণ ময় ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ মহাশয় ॥ গোস্বামী
 সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতার । শ্রীমক্তিদানন্দ ময় দেহ রাঁহা ॥ মম
 প্রভু তিঁহ করুণ করিষা । মূঢ়ে উদ্ধারিলা পদরজ দিয়া ॥

কোটিঃ শ্রীচরণে নমস্কার । ত্রিভুবনে নমস্কার নাহি আর ।।
 শুন ভক্তগণ হৈয়া একমন । চতুর্থ অধ্যায় কথা রসায়ন ।।
 শ্রীগোপ ভ্রমার কহেন তখন । অতঃপর বিপ্র শুনহ কখন ।।
 একাকী এথায করিতে ভ্রমণ । দেখিলাম বৃন্দাবনের শোভন
 বৃন্দাশ্রেণীর মধ্যে বাহিরে স্থানে । হেন শোভা না দেখিলু
 কোনস্থানে ।। এহেতু প্রমোদী হৈয়া বলুতর । বনমধ্যে বাস
 করি নিরন্তর ।। পার্শ্বদোস্ত বৈদ্য লোক সাধন । মুকুমত সব
 কৈল বিস্মরণ ।। ক্রীড়ায় ভ্রমণ ক্রমেতে গমন । শ্রীমদ্ভগবত্রে
 করিয়া তখন ।। মথুরা বান্ধগ মুখেভাগবত । আদিত
 শাস্ত্র শুনিলাময়ত ।। তাহে নববিধ ভক্তি সমুদয় । সাধ্য
 সাধনাদি সেই রূপ হয় ।। অনুভল প্রতিভল হৈয় আর ।
 উদ্যেব আর বিবেচনা সার ।। জনিয়া বিশেষে আমি
 এইবনে । করিলাম সেইক্ষণ আগমনে ।। এইস্থানে তবে
 সহসাসঙ্করে । দেখিলাম নিজ শ্রীমদ্ভগবত্রে ।। এইবজ্রে
 বিরাজিত পূর্বসমত । ইহানিত দেখি আমারে প্রণত ।। আশি
 র্যাদ সহ করি আলিঙ্গন । অতিরূপা কৈলা সর্বজ্ঞ তখন ।।
 পরম রহস্য ভক্তি তত্ত্ব যত । উপদেশ করিলেন বিস্তারতঃ
 মহাগুরু ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক । তাহার প্রসার পাইয়া সম্যক
 নিত্যভক্তি রোগ আমি সাধিবারে । প্রবৃত্ত হইলু আজ্ঞা অনু
 সারে ।। বিশেষে জন্মিল শীঘ্র প্রেমপূর । তাহাতে বিবশ হইয়া
 প্রচুর ।। পূজাদিক কিছু নাহি করিবারে । কেবল কীর্তন করি
 যে তাঁহারে ।। তৎকীর্তনং যথা ।।

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুদ্রন্দ গোবিন্দ হে নন্দ কিশোর
 কৃষ্ণ । হাশ্রীরাশোদা তনয় পুসীদ শ্রীবজ্রবীজীবন রাধিকেশ

এইমতে করি সুষ্মরোতে গান । করিয়ে তাঁহাদের বহুত আশ্রয়
 কোথা আছ ওহে বুজেন্দু নন্দন । দেখাদিয় মম রাখহ জীবন
 ইহাবলি পুরুষোত্তম নাটকগণে । ক্ষণ উচ্চস্বরে করিয়ে রোদনে
 দেহ দৈহিকাদি সকল আপন । উন্মত্তের মত হইল বিস্মরণ
 যথা অতিলাষ আমি ইতস্তত । ভ্রমণ করিয়ে মাত্র বাহ্যহত
 একদিন নিজ গুণনাথে যেন । দেখিলু অগ্রেতে দাঁড়াষা
 আছেন ॥ ধাষা ॥ ধরিবারে হৈষা মোহগত । পড়িলাম প্রেমে
 বিভুল তাবত ॥ সে পার্শ্ব গণ আসিয়া তামারে । শ্রীবৈদ্য
 লোকে লৈষা রাইবা র ॥ করাইল বিমানোত্তম আরোহণ । আমি
 উঠি তবে পুসারি নখন ॥ সর্ব স্থানাদিক দেখিলাম অন্য
 নিজ বৃক্ষ ভূমি ব্যতিরিক্ত গণ । বিস্মিত হৈষা সুহৃৎ হইলাম
 আপনার পশ্চৈতবে দেখিলাম ॥ পূর্ব পরিচিত পার্শ্বদত্ত
 গণ । য়ারা মমপুত্র কৈল আচরণ ॥ মহাতেজস্বী শ্রীসূর্যদিক
 রত । তাঁহাদের ভেজোহরণে নিযত ॥ যোগ্য শ্রেষ্ঠ অনুপম
 রে বিমান । তাহে আরোহিত সুশোভিত মান ॥ সংভ্রমেতে
 করিলাম গুণমন । কৃপায় তাঁহার দিলা আলিঙ্গন ॥ মূঢ়
 মূঢ় বহু করি আশ্বাসন । দেখাইবা শত যুক্তিগণ ॥ চন্দ্র-
 ভূজাদিক যুক্ত রূপ য়েই । আমারে দিবারে ইচ্ছিলেন সেই
 করিলাম অমিতাহা অস্বীকার । গোবন্ধন ভববপু রাখি
 আর ॥ তাঁদের পভাবে হইল গুণগণ গুণ কাস্ত্যাদিক তাদৃশ
 তখন ॥ তবে দুবিতক পথ য়েই হৈষা পরম আনন্দ যুক্ত সুনি-
 শ্চয় ॥ জগতের বিলক্ষণ সাধারণ । সুউৎকৃষ্টতর না হৈষা বন
 মপথে পার্শ্বদত্তের সহিত । শ্রীবৈদ্য ধামগমনে বিনীত

স্বর্গাদিক লোকে বাহ্যে আর তার । অষ্ট আবরণ সর্ম্মতঃ প্র
কার । মুক্তিপদে আরোহণের সময়ে । মানিলাম পূর্বে শ্রেষ্ঠত্ব
বিষয়ে ॥ এক্ষণে সে সবে করি দৃষ্টিপাত । তুচ্ছ জ্ঞানে লজ্জা
হইল সে জাত ॥ মুক্তি অতি তুচ্ছ হইল তবে জ্ঞান । অতিশয়
ঘৃণা হৈয়া অবধান ॥ তবে হিন্দু আদি লোক পালয়ত । অঙ্ক
লি মস্তকে ধরিয়া সংযত ॥ উদ্ধমুখে অতি বেগেতে তখন
পুষ্প লাজা আদি করিয়া বর্ষণ ॥ লাগিলেন সবে পূজা করি
বারে । জয় শব্দে স্তব করেন আমারে ॥ সেই স্থানে করিষে
গমন । সেইত পদের অধিকারিগণ ॥ স্তব প্রণামাদি করে আ
চরণ । বহুতর আর করয়ে পূজন ॥ অগ্রে মুক্তিপদ হইল দৃ
শন । করিলাম তুচ্ছরূপে আলোচন ॥ তবে সেই মুক্তি পদের
র উপরে । পাইলু শ্রীশিব লোক ততঃপরে ॥ সেই স্থানে
শিবে উমার সহিতে । হর্ষে করিলাম প্রণাম বিহিতে ॥ তাঁর
প্রেমাদর সুমিষ্ট বচনে ! হইল আমার আনন্দিতমনে ॥ তথ্যে
শ্রীবৈদ্যে করিলু গমন । যে মহিমা নাহি জানে বাক্যমন
কহিলা আমারে পার্শ্বদেবগণ । বহির্দৈশে ভূমি থাক এককণ
শ্রীবৈদ্যে করে করি বিজ্ঞাপন । করিব পুরীর মধ্যে প্রবেশন
অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্য যেসব । তার সমুদুর তরঙ্গ বিভব
সৃষ্টির হইয়া করহ গণনে । কৃষ্ণ ভক্তি দীপ্ত যুক্ত দুনবনে
এতকহি সেই পার্শ্বদেবগণ । পূরের মধ্যেতে কৈলা প্রবেশন
দেখিলাম একজনে সেইক্ষণে । শ্রীবৈদ্যে মধ্যে করে প্রবেশনে
শত বুদ্ধাণ্ডের ঐশ্বর্য্যে অনিত । এমন বিমানে আছে আরো
হিত ॥ গীতসংকীর্তন সহিত বিনয়ে । হর্ষেতে আদিত আছে

অতিশয়ে । শ্যামবর্ণ অবয়ব অঙ্কারে । প্রভুর সদৃশ দেখিয়া
 তাহারে ॥ মানি হরি করি তারে নমস্কার । পাহি নাথ কহি
 লাম বহুবার ॥ এতশুনি তিঁহ কণ আচ্ছাদিয়া । কহিলেন
 শঙ্কেতোত নিবারিয়া ॥ দামোদ্রিঃ দাস দামোদ্রীতি । কহি
 পুরমধ্যে করিলা প্রস্থিতি ॥ পুন তাঁহা হৈতে বৈভবে মহত
 একজন হইলেন সমাগত ॥ তারে দেখি আশীর্ষক মাণিল
 জগদীশ প্রিহনিস্চয়জানিল ॥ লীলায় কোথায় করিলা গমনে
 আগমন পুরে করিলা একগণে ॥ এতভাবি প্রণমিলাম সন্তুমে
 স্তুতিবাদ বহুকরিলাম ক্রমে ॥ সেহ পূর্বমত সে সেহেকহিয়া
 গেলেন পুরেতে প্রবেশ করিয়া ॥ কেহ এক অনে দুই সমা
 শ্রয় । অগুর অনেক জন তাঁরা চয় ॥ পূর্ব পূর্বাধিক শ্রীযু
 ক্তাহিশয় । পুরমধ্যেতে প্রবেশন চয় । তাহাদিগে দেখি
 পূর্বমত । নমস্কার স্তবকরি সন্তুমতঃ ॥ সেহ যুক্ত বাক্যমূতে
 নিবারণ । করি করিলেন পুরে প্রবেশন ॥ তারমধ্যে কেহ স্ব
 সেবা সম্বন্ধি । সামগ্রী গ্রহণ করি পরিসন্ধি ॥ অগ্রেথায় ছত্র
 চামরা দিলেয়া । কেহ ভক্তি সুধারসে মত্ত হৈয়া । উক্ত প্রকা
 রেতে আপনন । করণীষ সেবা রাহার য়েহন ॥ তাহে ব্যগ্র
 অন্তঃকরণ প্রভৃতি । ইন্দ্রিয সকল যাদেব একৃতি ॥ বিচিত্র ভ
 জন আনন্দ প্রভব । বিনোদাতিশয়ে বিভূষিত সব ॥ ভূষার
 ভূষণ সর্বাঙ্গ ফলেতে । নিজ প্রভুবরোচিত সকলেতে ॥ শ্যাম
 চতুর্ভূজ লাবন্য পূরিত । মৌন্দর্য্যতিশয় কান উর্ধ্বরিত
 পুণাম স্তবন নর্তন কোর্টন । বিচিত্র চেষ্টিত কার সর্বজন
 লক্ষ্যপতি য়েই চক্রবর্তী ন্যায় । মহালীলা কোঁতকা দি বিস্তা

রায ॥ সে ভগবানের পাদ পদ্ম রস । দেখিবার লাগি সবার
মানস ॥ কেহবা বৈদ্যনাথ সেবাকার । সহপুত্র কলত্রাদি
পরিবার ॥ ছত্রচামরাস্ত্র আরতবাহন । পরিচ্ছদসহকোনজন
কেহ নিজ পরিচ্ছদপরিবার । পুরীর বাহিরেরাখিয়া বিস্তার
কেহবা বিলাপ করয়ে বিস্তর । আপন সকল পারিকর পর
আকিঞ্চন মত একাকি হইয়া । ধ্যান রূপে মন নিমগ্ন করিয়া
পশুপাক্ষি বৃক্ষ প্রভৃতি আকার । কেহ ধরিধরি পুনঃ পুনর্বার
বিচিত্র ভূষণ আকার বিস্তর । মনোহর তর ধারণ কাচার
কেহনর বানরাদি দৈত্যদেব । ঋষি বর্গ শ্রমচার দীক্ষাসেব
ইন্দ্র চন্দ্রাদির সম কোনজন । ত্রিনয়ন কেহবা চতুরানন
চতুর্যুগ ভূজ সহস্র বদন । পুরীর মধ্যেতে করে প্রবেশন
ইন্দ্র চন্দ্রাদিক যতেক আকার । শ্রীভগবানের নহে অবতার
রূপ সাম্যমাত্রে তাহার সমান ! বৈদ্যনাথির হইল আখ্যান
বৈদ্যনাথে সচ্চিদানন্দ দেহ সব । চরাদি আকার হইয় অসংখ্য
তথাপি প্রভুর হর্ষের কারণ । বিচিত্র শরীর করে ধারণ
এসব পরম বৈচিত্র্য কারণ । অগ্রে নারদোক্তে হইবে কখন
বানরাদি দেহ সৌন্দর্য্য বিরহ । যুক্তি স্থানহে তেননাহিকহ
কৃষ্ণ ভক্তি রসাস্বাদ বানগণে । কি বান সুন্দর হইত দশনে
মাযিক সকল বস্তুর অভীত । বৈদ্যনাথবাসি গণ সুনিশ্চিত বৈ
দ্যনাথলোকের তারনাযকের । প্রপঞ্চাতিরিত্তমাহা অর্পকের
প্রপঞ্চ লুপ্ত দৃষ্টান্তে কহিতে । শক উপযুক্ত নাহয়নিশ্চয়
তথাপি তোমার প্রপঞ্চান্তর্গতাদুর্বা দৃষ্টে চিত্ত আছে অভিমত
অতএব সে দৃষ্টান্ত সমুদয়ে । সুখেতে প্রবোধ দিবার আশঙ্কে

গুহে দ্বিভুজকহি সেই মত করি। ক্ষমাকর সেই অপরাধ করি
 বৈদ্রুণি নিবাসিগণে নিরন্তর। সমতা সবার হয় পরস্পর
 অম্প বৈভবাদি প্রকট কারুণ। তার ভয় পুন হয়ত লক্ষণ
 কিন্তু তথাপি হবিরোধকাহার। নাহি আছে তত্রকহিলামসার
 মাতস্যস্য অসূয়াস্পর্ধা। তিরস্কর। দোষনাহি তথা মध्येতে
 কাহার। সহসুং স্বভাবিকশুণ। নিত্য সত্য আছে তাঁহাদের
 পুনঃ ॥ প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগপরায়ণ। বিষয় সকল আছে যে
 য়েমন ॥ সেই মত বহির্দৃষ্টির দ্বার য। শ্রীবৈদ্রুণিবাসি গণেরে
 দেখায় ॥ কিন্তু নিরন্তর তাঁদের চরণ। মুক্ত ব্রহ্ম নিষ্ঠে করণ
 সেবন ॥ নির্দ্বন্দ্বিতার তার প্রান্ত সীমা তাঁরা। পাষাছেন প্রভু
 লীলা অনুসারা ॥ শ্রীযুক্ত প্রভুর সম্বোধ কারণ। বিচিত্র রূপ।
 দি করণ ধারণ ॥ এই হেতু শ্রীবৈদ্রুণি বাসিগণ। ব্রহ্ম ঘনজন্য
 একরূপ হন ॥ শ্রীভগবানের লীলা অনুসারে। হযেন তাঁহারা
 পৃথক প্রকারে ॥ বিমান সমূহ সহ সেই স্থান। তত্র স্থিত সব
 এই মত জ্ঞান ॥ কদাচিত স্বর্ণ রত্নাদিক ময়। ধাম বিমানাদি
 প্রতীতি সেহয় ॥ ঘনীভূত চন্দ্র জ্যোত্স্না কঠিনতা। সমান
 প্রবেশ হয় কখনতা ॥ কথঞ্চিৎ সে স্থানের করুণার। প্রভা
 বে বিশেষ জ্ঞান হয় তার ॥ অন্যথা। তাঁদের রূপের গ্রাণে
 মানসের শক্তি নহে কদাচন ॥ বিনা নিজ সদা নিষ্ঠা অনুভব
 বুঝিবারে কেহ নাহয় প্রভব ॥ অনায়াসে এইমাত্র নিরূপণ
 করিবারে শক্তি হয় কো নজন ॥ ব্রহ্মানুভবেতে সুখ যেই হয়
 বৈদ্রুণাদি দর্শনেতে সমুদয় ॥ সুন্দর ভূচ্ছতা পাইয়া আপনি
 লজ্জাতে বিরামপায় সে তখনি ॥ আত্মারামপূর্ণ কামজন্য

সৰ্বাপেক্ষা হৈত বিবৰ্জিত হয় ॥ বৈষ্ণবের সঙ্গ হৈত সারাসার
 বিচার সকল পাইয়া প্রচার ॥ আত্মারামত্বাদি ব্রহ্ম সুখয়ত
 যাহে আছে অনুভূত অবগত ॥ সবত্যাগি ভক্তিমাগে সৰ্বক্ষণ
 প্রবেশ করেন তাঁরা যেকারণ ॥ সেহেতু তথায় গিয়া সে আ
 মার ॥ হৈল নিশ্চয়েতে অনুভব তার ॥ পুরীতে গমন আর
 নিঃসরণ ॥ পারায়ণ দেখি সেবকের গণ ॥ মনে চিন্তি
 যার সেবক ঈদৃশ ॥ সে প্রভুবা পুনঃ চয়নকৌদৃশ ॥ এই
 মত হর্ষ প্রহর্ষ আখ্যানে ॥ পুরীদ্বারে বসি আছি বর্তমান
 আদিয়া বেগতে পার্যদের গণ ॥ পুরীমধ্যে করাইল প্রবেশন
 তদ্রূপ হইতে তদ্রূপ য়ে সব ॥ তথায় হইল দৃষ্টির প্রভব
 দ্বিপরাঙ্ক কালে সহস্র বদন ॥ বলিতে নহেন ক্রম কদচন
 দ্বারে২ দ্বারপাল গণ নীয়া ॥ নিজ নিজাধ্যক্ষে জ্ঞাপন করিয়া
 প্রবেশ করানলটয়া আমারে ॥ এইমতেয়া প্রত্যেক সেদ্বার
 সেই২ দ্বারে অধ্যক্ষ য়ে হয় ॥ যত দ্বারিগণ তারে প্রণময়
 দেখিতারে২ আমি সে নিশ্চয় ॥ মানিলাম এই জগদীশতয়
 পূৰ্বমত সন্তু মাবেশেতে তাঁরে ॥ প্রণাম স্তবন করি বাবরবারে
 তদনন্তরে সে পার্যদের গণ ॥ স্বভাবেতে অতি স্নিক্ত তাঁরা হন
 অসাধারণ য়ে প্রভুর লক্ষণ ॥ করিলেন আমারেত বিজ্ঞাপন
 প্রণামান্তর আপন নবনে ॥ রাখিয়া প্রভুর যুগল চরণে ॥ এক
 পার্শ্বে থাকি হইয়া নিশ্চল ॥ স্তব করা বাক্সি অঞ্জলি প্রবল
 এই সব রীতি পার্যদের গণ ॥ শিক্ষাদিলা করি করুণা লক্ষণ
 নভামহা চিত্র বিচিত্র রচিত ॥ গৃহদ্বার সব প্রদেশ বিদিত
 ক্রমে২ সব করিয়া লজ্জন ॥ অতি বেগে তবে করিয়া গমন

পরম উত্তম এক অস্ত্রপুৰে । তাহে অতিশয় শোভিত প্রচুরে
 পাইলাম এক মন্দির উত্তম । চতুর্দিকে বহু মন্দির সুষম
 পরম মহত্তা সমূহেবিশিষ্ট । কোটি সূর্য চন্দ্র তুল্য কান্তিনিষ্ঠ
 মনো নয়নের বৃত্তি চুরি করে । অন্যত্র প্রবৃত্তি আর নাহি ধরে
 তারমধ্যে রত শ্রেষ্ঠ শ্রিয়ুত । স্বর্ণ সিংহাসন বিরাজে তদ্রূপ
 তারোপরে হংস তুলিকা সুন্দর । অতি সুকোমলা নির্মালা বিস্তর
 তাহে চন্দ্রা কৃতি মৃদু উপধান । বাম কক্ষ তলে করিয়া আধান
 সুখে উপবিষ্ট শ্রীমদ্ভগবান । শ্রীবৈদ্য নাথ বিরাজিত মান
 দূরে হৈতে অগ্রো করিনু দর্শন । নব যৌবনেশ নিত্য সম হন
 সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সমু অঙ্গ কান্তি । নবমেষ শোভা হরে যে
 অশ্রান্তি । দীপ্তিময় স্বর্ণ রত্নে বিরচিত । কীরীটাদি অলঙ্কারে
 বিভূষিত ॥ বনমালা পীতাম্বর পরিধান । ভূষণের ভূমা অঙ্গ
 শোভমান ॥ চতুর্ভুজ মূল কিবা বিলসয়ে । কক্ষণ অঙ্গদে বিভূ
 ষিত হয়ে ॥ পীত পট্ট বস্ত্র দ্বয়েতে সৈবিত । চারু দণ্ড লতে
 কপোল শোভিত ॥ পীনবক্ষঃস্থলে কৌন্তভাভরণ । কন্যুকণ্ঠে
 ধৃত মন্ত্রাবলিগণ ॥ মুখ চন্দ্র ক্ষিত অমৃতে সহিত । নেত্র পদ্ম
 দৃষ্টি ভাঙ্গ্য উল্লসিত ॥ রূপাভরণাদ্যত শ্রেষ্ঠ ভুরু দ্বয় । নত
 ধনুকের আকার নাচয় । নিজ বাম পাশে মহালক্ষ্মী স্থিত ।
 আত্ম যোগ্য । সদা উপমা রহিতা ॥ তিঁহ দিতেছেন তামূল
 উত্তম । লইয়া গায়েন লীলায় বিভ্রমে ॥ সে তামূল রাগে
 অরুণিত তর । তই যাছে কিবা শোভা বিখ্যাত ॥ জন্দ পুষ্প
 জিনি অতি সুনির্মল । দন্ত পাণ্ডিত্য দ্বয় শোভয়ে বিরল ॥
 তাহার দীপ্তিতে হৃদয় প্রকাশ । উজ্জল সুন্দর মুখে ক্রীড়াহাণ

কৌশলের উদ্ভি ভঞ্জন দ্বারা য । আকর্ষয়ে ভক্তগণ চিত্ততায়
ধরণী নামিকা য়ে দ্বিতীয় প্রিয়া । করে পতঙ্গ হ ধারণ করিয়া
কটাক্ষ ভঞ্জন দ্বারা য তখন । বারম্বার যত্নে করেণ সেবন
সুদর্শন গদাশঙ্খাদি য়েসব । মূর্তিমান শিরে চিহ্ন সুপ্রভব
চতুর্দিকে সবে করয়ে সেবন । স্তুতি নতি অতি বিনতি লক্ষণ
ভক্তিতে সেবয়ে সেবকের গণ । প্রভুর সমান আকারাদি হন
চামর ব্যজন পাদুকা দি য়াচা । শ্রীবিশিষ্ট পরিচ্ছদ গণ তাহা
করেতে করিয়া আছে দাঁড়াইয়া । চতুর্দিকে সব তাবৃত হইয়া
শেষ খগরাজবিয়ুকসেন আদি । পার্যদ বর্গে য়ে মুখ্য অনুবাহি
তথাচার্য্য সঙ্ক্ষে ॥

নন্দঃ সুনন্দোথ জ্যোঃ বিজয়ঃ সুবলোবলঃ । ভ্রমরঃ
ভ্রমরাক্ষশ বিয়ুকসেন, পতত্রিরাট । জয়ন্তঃ ক্রতদে
বশ পুষ্পদন্তোথ সাত্ত্বক ইতি ॥

এই সব রত গণাধ্যক্ষগণ । ভক্তিতে আনত হই সর্বক্ষণ
মস্তকে অঞ্জলি করিয়া তসবে । প্রভুর অগ্রেতে দণ্ডাইয়া তবে
নানাবিধ চিত্র বিচিত্র বচনে । করেণ প্রভুর সকলে স্তবনে
নারদ করেণ তদ্রূত নর্তন । বীণাগীত আদি ভঞ্জন প্রকটন
সে চাতুরী শুনি লক্ষ্মী ধরণীর । সহিত হাসেন উচ্চে কড়ু স্থির
স্বভক্তে যাহার নিজ শ্রীচরণে । চিত্ত আছে প্রসারণ সমর্পণে
তাদের আনন্দ বিশেষ বন্ধন । হেতু কড়ু নিজ যুগ্ম শ্রীচরণ
প্রসারণান্তর করি সমর্পণ । তদ্রূত বিলাস করেণ কখন
এপ্রকার করি প্রভুরে দর্শন । আনন্দ ভরেতে হইয়া মগ্ন মন
মোরে লৈয়া গেলা য়ে পার্যদগণ । তাঁহাদের শিক্ষা করি দিক্স

৩৭ ॥ হে গোপাল হে জীবিত নম এই । বাক্য বারম্বার বলি
তথাতেই ॥ আমি করিবারে তাঁরে আলিঙ্গন । খাইলাম বাহু
করি প্রসারণ ॥ পৃষ্ঠেস্থিত সেই বিজয়বরুণ । ধরিলেন আমা
দীনেরেতখন ॥ করিয়া অত্যন্ত বিনয়বিগ্নত । হইলাম অতি
প্রেমে বশীকৃত ॥ অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইলাম । শ্রীভগবা
নের অগ্রে পড়িলাম ॥

তবে সে পার্বদগণ বলে উঠাইলা । বহুক্ষণে প্রণয়েতে
বোধ জন্মাইলা ॥ দর্শনের বিঘ্ন নেত্র অশ্রু ছিল । তাহা মাজি
আমি নেত্র প্রকাশ করিল । তবেত দয়ালু শ্রেষ্ঠ স্নেহে বিন-
ক্ষণ । গম্ভীর মৃদুস্বরেতে বলিলাবচন ॥ সুস্থ হও শীঘ্র আসে
হেবত্স এখন । সন্তুমাতি ত্যজ আমাসহ আলাপন ॥ এতেক
শুনিয়া আনন্দের অন্ত সীমা । পাইলাম রাহাহেতে নাহিক
গরিমা ॥ মহোন্মাদ গ্রাসন্যায় নৃত্য বারম্বার । করিয়া পতিত
হইলাম পুনর্কমর ॥ সে পার্বদগণ বহুপ্রযাসের দ্বারে । ষ্টয়
আর বোধযুক্ত করিলা আমারে ॥ করিতে সুস্থতাধরি অতি
ধি বিধান । কহিলেন পরম দয়ালু ভগবান ॥ স্বাগতং স্বাগতং
বত্স মঞ্জল ২ । তব দর্শনার্থে ছিল উত্কণ্ঠা প্রবল ॥ এইক্ষণে
তোমাসহ হইল মিলন । শুনহ বিস্তারি কহি উত্কণ্ঠা কারণ
হে অঙ্গ হেসখে বহুজন্ম গোঁয়াইলা । আভিমুখ্য আমাতে
কিছুই না করিলা ॥ এই২ বর্তমান জন্মে এইজন । আমাতে
উন্নত হইবেক সহমন ॥ অত্যন্ত তোমার এই প্রকার আ-
শায় । বহুকাল নতিত আছিযে অজ্ঞপ্রায় ॥ মন্যমান কীৰ্ত্তন
আদি ছিল কোনো এক । কিস্তি না পাইলাম দেখিয়া

প্রত্যেক।। যাহা দ্বারা স্বকৃত নির্যাক্ত পুরাতন। পালিয়া বৈদ্র
 ঠে হোমা করি আনয়ন।। আগাতে উপেক্ষারূপ অরূপা
 দেখিয়া।। ব্রহ্ম অনগ্রহে আঁম কাতর হইয়া।। অনাদি নিব
 দ্র সেত্ত করি উলঙ্ঘন। নিজপ্রিয়ভম য়েই শ্রীমদোবর্দ্ধন।। তা
 হাতে তোমার এই জন্ম করাইলুঁ। জঘন্তাখ্য তব গুরু আপ
 নি হইলুঁ।। ইথে করিলাম বহু তব উপকার। বাঞ্ছা চিরকা-
 লের পূরাহ সে আমার।। তোমার আমার সুখ করিয়া বি-
 স্তার।। করবাস বৈদ্র ঠে সুস্থিরে অনিবার।। কহিলা য়ে নারী-
 যণ এতেক বচন। তাহার তাত্পর্য' শুন কহিবিবরণ।। রূপা
 হয় শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাহার। সেইত তাঁহারে পায় জানিহ
 এসার।। কৃষ্ণ রূপা হওনের সত্তাবনা রায়ে। সর্কা আতে সে
 জন শরণ লয় তাঁরে।। প্রভুর এবাক্য রূপ মহামুপপানে। হই
 লাম মন্ত বিস্মরণ সব জ্ঞানে।। যথা দ্বিতীত্বক্কে।।

যেযাং সএব ভগবান্ দযেদনন্তঃ সর্কাঅনা শিত
 পদোন্নাদি নিব্যালীকং। তে দুষ্টরা যাতত্বাস্তচ
 দেব মাযানৈযাং যমাহমিতিখাঃ স্বস্ফাণান্যক্যে।।

'ভগবানে স্তব করিবারে না পারিলুঁ। কিছুই করিতে
 আর জানিতে নারিলুঁ।। তাঁহার অগ্রেভে আছি নেন কত-
 জন। বেণু প্রবাদক আমাগদৃশ সেহন।। গোপবালকের বেশ
 স্নিগ্ধতরমন। আমাষ সান্তানা সুস্থ করিয়া তখন।। করিয়া
 উত্পন্ন সখ্য মোরে আকর্ষিয়া।। বেণু বাদনে দিলেন প্রবর্ত
 করিয়া।। এই গম করস্থিতা নিজ বংশী য়েই। গোবর্দ্ধন পর
 ত প্রভবাহ্য এই।। অতএব মহা। প্রম তমাত আমার। নিনা

দন করিলাম বহুধা ইহার ॥ শ্রীমাদ্ধনমহাবৈদ্যাদিকু সগল
 রূপানিধি পাইলেন তাহে সন্তোষন ॥ তবেবহির্গমনের হই
 লে সময় ॥ মহাশ্রীযুক্ত বাহিরে আল্যামুদয ॥ নির্গমে আ
 মার ইচ্ছা রদ্যপি নাছিল ॥ তথাপি শ্রীমহালক্ষ্মী আজ্ঞা প্রকা
 শিল ॥ ভোজনাদি কালে মহালক্ষ্মী বিনা আর ॥ অন্যের উ
 চিত নহে স্থিতি তথাকার ॥ এই হেতু তাঁরা বহু যুক্তির দ্বা-
 রায় ॥ আনিলেন সেইকালে বাহিরে আমায় ॥ অন্য বৈদ্রষ্ট
 বাসিতে স্বয়ংরূপ স্থিতা ॥ মহাবিভূতী সর্বদা আছেন ব্যাপি
 তা ॥ তাঁহারে করিয়া আমি দূরে পরিহার ॥ গ্রহণ না করি-
 লাম আমি একবার ॥ শ্রীবৈদ্রষ্ট লোক প্রাপ্তিযভাবেতে যেই
 মহাবিভূতী আনাতে বর্তমানা সেই ॥ প্রকাশ না করি গোপ
 বালক রূপেতে ॥ অকিঞ্চন থাকিলাম সেই বৈদ্রষ্টেতে ॥
 তথা সর্ব বিভূতি সচ্চিদানন্দাকার ॥ স্বাধীন প্রকাশহয় নিজে
 ছানসার ॥ এপ্রকার বিভূতির অভাবের সার ॥ বৈভব ঘটবে
 পুন বৈভবেত আর ॥ অকিঞ্চন হইবে বৈদ্রষ্টে নিশ্চয় ॥
 শ্রীবৈদ্রষ্ট স্থানের স্বভাব এইহয় ॥ তথাপিই পূর্বাভ্যাস যেই
 মনছিল ॥ নিষ্কিঞ্চন রূপে স্থিতিঅতি নিরবিল ॥ তাঁরা বলেদীন
 রূপে প্রভুর ভজন ॥ সদাসুখ নিশ্চিত মানিয়ে সর্বক্ষণ ॥ তবে
 জ্ঞদে ইহা কৈল সর্বতো নিশ্চিত ॥ স্বকীয় অখিল জন্ম কর্মায়ে
 বিহিত ॥ তার লভ্য শ্রেষ্ঠফল সম্পূর্ণের সীমা ॥ পালু প্রভু
 রূপাভর হইতে মহিমা ॥ অহো বৈদ্রষ্টে যে সুখ অনুভবমান
 কারভল্য অর্থায় ইকাহারো সমান ॥ অশক্য সেমন দ্বারা
 তর্ক করিবারে ॥ পরমানিবর্তনীয় জানিলাম সারে ॥ অহো

মহত্তম এই বৈদ্য ঠাখ্যস্থান । কীদংশ অর্থাৎ নাহি যারন্তল্য
 ঠাখ্যাম ॥ অহো মহাশয়্যতর শ্রী বৈদ্য ঠেখর । কীদংশ তেমত
 তাঁর রূপাশয়্যতর ॥ তবেত নিরুক্ত হৈলুঁ প্রভুর রূপায
 চমর বীজন রূপ সমীপ সেবায ॥ নিজ বংশী বাদন করিষা
 নিরন্তর । পাইলাম তাঁহার দর্শনে হর্ষ ভর ॥ পূর্বাভ্যাসবশে
 করি কখন কীর্তন । হে রুক্ম গোপাল বারম্বার অনুক্ষণ ॥ এই
 প্রভু গোদলে য়ে কৈলা আচরণ । বাল্য লীলাদিক মহামাহা
 ত্ম্য দর্শন ॥ পরম উত্কর্ষ সঙ্কীর্তন রূপে তাঁর । সাক্ষাৎ করি
 যে গাণ সদা অনিবার ॥ এতশুনি প্রভুর সেবক যত সব । বৈদ্য
 ঠে নিবাসি হাসি করিষা প্রভব ॥ বাহিরে আসিয়া হাসি সু
 হৃদ হৃদয । শিক্ককের ভ্রম্য তবে আগারে কহিষে ॥ বুঝা দি
 আচ্ছন্ন যত ভগতে ঈশ্বর । তাঁদের ঈশ্বর এঁই শ্রী পরমেশ্বর
 সাক্ষাতে অযোগ্য নাম এঁইহার গ্রহণ ॥ হে রুক্ম কহিষা নাহি
 কর সম্বোধন ॥ তথা বুজ কৃত বাল্য লীলাদি প্রকারে । সঙ্কী
 র্তন নাহি কর এথা অনুবারে ॥ কিন্তু চিত্ত চমত্কার হইতে
 শুদ্ধৃত । অনন্ত মহাত্ম্য শ্লোক দ্বারা কর স্তুত ॥ দুষ্ট পুতনা
 দি সব করিতে সংহার । শিষ্ট বসুদেবাদির পালন নিস্তার
 করিবারে কংসের বঞ্চন্য সে মায়ায । গোপাত্ম স্বীকার প্রভু
 করিলা লীলায ॥ এই পরমেশ্বরের মাযার বর্ণন । ভক্তগণ না
 হিক কারণ আদরণ ॥ যদি কহ বুদ্ধ বাক্যে আছেত প্রমাণ ।
 যথা ॥

মায়াং বর্ণমতো মুষ্য ঈশ্বরস্যান মোদতঃ । শণতঃ
 প্রদয়ানিত্যং মায়ায়া আননহ্যতি ॥

ভক্তগণ গুরু তিঁহ ইথে কিবা আন ॥ ইহার উত্তর শ্রীম আ
রম্ভে ভক্তির । উপযুক্ত হয় তাঁর মাযার উক্তির ॥ ভক্তিকল
রূপ শ্রীবৈদ্য হৈলে প্রাপ্ত । উপযুক্ত নহে মাযা বর্ণন ন
সম্পাপ্ত ॥ অতএব সেই মাযাবর্ণন দ্বারা ব। কিম্বা গোদল চ
রিত সঙ্কীর্ণনে ভাষ ॥ শ্রীভূতবৈদ্যগোপাল শ্রীমদভ্যাস ॥ এই
তত্ত্ব তোমারেকহিলসমুদয় ॥ তারমধ্যে কেহকহিলা কখন
গোপালন আদি কোনো লীলা তাঁরহন ॥ পাণ্ড ভৌতিকের
য়েই হয়ত নির্মাণ । এইলীলা নহে সেই মাযার সমান ॥ যদি
কহ কণ্টকারণে তে ভ্রমণাদি । কিবা সুখ যাহে লীলা হৈবে
অনুবাদী ॥ তাহে শুন দুর্জোধ চরণ হয় তাঁর । তাহার কার
ণ কেবা শক্ত বঝিবার ॥ তিঁহত পরমেশ্বর জানিহ কখনে ।
অতএব দোষ নাহি মাযার কীৰ্ত্তনে ॥ কেনন মহত্তম মুখ্য
সোঁদজন । সেই সকলেরে ভবে করি নিবারণ । ক্রোধে কহি-
লেন আই কি অবোধমত । কহিতেছ তোমরা এসকল না-
স্পাত ॥ ভক্ত বাত্সল্য তাহেত্তকৃতলীলাচয় । মাযাকৃততার
নিরর্থক নাহি হয় ॥ যথোক্ত ভগবতা ॥

মুক্তেনাপি সংকীর্ণ শান্তো যদ্যপি দানবান্ । নতু

স্ত্রান্যং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥

সে সবার সঙ্কীর্ণনে মহাপুণ হয় । শ্রীবৈদ্য নাথের তোষণ
সুনিশ্চয় ॥ তাহাদের এতাদৃশ বাক্যের শ্রবণে প্রথম সিদ্ধা
ন্তে লজ্জা জন্মিল তখনে ॥ শেষের সিদ্ধান্তে তৃপ্তি হৈল কিন্তু
মন । অন্তরে নাহিল তৃপ্ত সর্ব প্রকারণ ॥ নিজেই দেবতা শ্রীম
দাদন গোপাল । চরণপদ্ম অসাধারণ বিশাল ॥ রূপবিনাদ

বিহার ক্রিড়া পরিবার । পরিচ্ছদ করুনাসে বিশেষ পুকার
সেই সব তথ্য না দেখিয়া মম মন । দীন মত সেই স্থানে থ
কে সৰ্বক্ষণ । সেই ক লে পুভু সৰ্বজ্ঞের শিরোমণি । মম মনে
দুঃখ সব জানিলা আপনি ॥ তবে দেখি বৈদ্রুণাথে নন্দনন্দ
লক্ষ্মীরে রাধিকা রূপা করি আলোকন ॥ চন্দ্রাবলীর স্বরূপ
ধরারে দেখিষে । তাঁর সব গুণে বুঝ বালক ছেরিষে ॥ এ প্রক
র দেখিলেই এই বৃন্দাবনে । করণ সপরিবার যেন বিহরণে
সে প্রকার বৈদ্রুণাথ নাকরি আলোকন । খেদ যুক্ত মম মন হয়
সৰ্বক্ষণ ॥ কখন গোপনে ব্যাপ্ত বৈদ্রুণাথ পবনে । দেখি গো
পালন লীলা করে বিহরণে ॥ কখন বালকী ধরা আদির স
হিত । দেখি সিংহাসনে প্রভু পূৰ্বমত স্থিত ॥ স্ব প্রভু শ্রীমদন
গোপাল দেবাকারে । কখনো দেখিষে তাঁরে সকল প্রকারে
তথাপি শ্রী বৈদ্রুণাথে নাকরে অনুক্ষণ । পরমেশ ঐচ্ছ এই বো
ধের কারণ ॥ আর বৈদ্রুণাথ লোকেতে নিজ আগমন । আরণ
হেতুক জন্ম যেই আদরণ ॥ তদ্ব্যক্ত গৌরবে সেই প্রেম জানি
হয় । তে কারণে মম মন তৃপ্ত কভন যু ॥ গোপাল দেবের কৃপা
বিশেষ সন্ধানেন । আবিজ্ঞান চুহুনা দি পাইল য়ে ধ্যানে ॥ ইব
দ্রুণেশ হৈতে তাড়াইছা করি মনে । না পাইয়া অবশন হই
ক্ষণে ॥ কখন ঈশ্বর যান নিভূতে বিহিত । অভ্যন্তর বর্তি
শেষ আদির সহিত ॥ সেই কালে করণ বৈদ্রুণাথ বাসি সব
প্রভুর দর্শনাভাবে শোক অনুভব ॥ প্রভু দর্শনাভবের বৃত্তান্ত
স্বাধারে । জিজ্ঞাসা করিষে অতি গৌরব প্রকারে ॥ পরম রহ
স্য ন্যায্য করি সঙ্কোচন । কেহ নাহি কহে ব্যক্ত করি উদঘাটন

আমার প্রভুর গোপনীয় লীলা য়েই। অযোগ্য তার প্রকাশ
 কহে মাত্র এই ॥ কিন্তু সে লীলা প্রকাশে বৈদ্রুণের বাসে। না
 রবে আদর এই হেতু নাহি ভাষে ॥ যান য়েইকালে প্রভু পুনঃ
 সে সময়ে। হযেন জগদীশ্বর সে স্থানে উদয়ে ॥ সূক্ষ্ম হৈতে
 অতি সূক্ষ্ম সে কালতথ্য। মর্ত্যলোকে বহুকাল তার মধ্যে
 যায় ॥ তবেত তাঁহারে দেখি সন্তাপ নাশবে। হৃদয়সিন্ধুনাড়ে
 যেন চন্দ্রের উদয়ে ॥ মনের স্বভাবে জাত বিকলতা চয়। যত
 তত পরিমাণ উত্পন্ন সে হয় ॥ বৈদ্রুণ লোকের মহিমার উদ্দে-
 কেতে। ক্রয় হয় যেন তমঃ সূর্য উদয়েতে ॥ শ্রীবৈদ্রুণ প্রাপ্তি
 হৈতে আপন অশেষ। প্রাপ্য সিদ্ধ হইলেই যেমত বিশেষ
 নিজ ইচ্ছা অসিদ্ধিতে বিঘ্নতা হয়। তেমত যেকালে কভু আ-
 মার হৃদয় ॥ পূর্ক্স মত ব্যথা পায় সে সময়। ইচ্ছায় পূর্ণ
 ভাবাব রোগ য়েই হয় ॥ তাহার উত্পন্নের কারণ বিশে-
 যতঃ। অর্থাৎ বৈদ্রুণাধিক প্রাপ্তি স্থানান্যতঃ ॥ লাভেচ্ছা
 স্বরূপ সব বক্রিয়া আপনি। আপন হইতে করি নিরাসতথনি
 অনিবার্য শ্রীবৈদ্রুণ বাস হৈতে অন্য। কিছু প্রাপ্য নাহি
 ইহা সুনিশ্চিত মন্য ॥ এদিকান্তে সন্দেহ নাকর অঙ্গ মন
 অন্য ইহা হৈতে কিবাকর জিজ্ঞাসন ॥ রে চঞ্চল চিত্ত তাহে
 বিচার করিয়া। এখনো দ্ব্যভাব দূরে দেহতে যাগিয়া ॥ শ্রীবৈদ্রু-
 ণলোকে বাস হইতে অপার। উৎকৃষ্ট নাহিক ফল এই সর্বো-
 পর ॥ সেই হৈতু শতঃ করিয়া বিচার। শ্রেষ্ঠ উপশম প্রাপ্ত
 হও এইবার ॥ এইমতে নিজমনে করি প্রবোধন। বৈদ্রুণ লো-
 কেতে য়েই প্রভুর ভঞ্জন ॥ সে হৈতু সাক্ষ্যদান্দ ময় আপ-

নারে । করি বিলোকন আপনি সে সাক্ষাৎকারে ॥ তার য়ে
 পরম সুখ বিচিত্র প্রকারে । তাহাও আপনি করি মন মধ্যে
 নারে ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীমদন গোপাল দেবেনন । আকর্ষিত হৈলে
 দ্বাষ বিচার যখন ॥ তখনি বিষয়ন হযত আপনি । ইহাও
 হইল বাক্ত উক্তবাক্যে ধুনি ॥ এইত প্রকারে হই উদ্বিগ্ন কখন
 কখনবা হর্ষযুক্ত হয মন মন ॥ বৈদ্রষ্ট্যে নিবসি একদিন সুনি
 জনে । শ্রীনারদ গোষ্ঠামিরে করিলু দর্শনে ॥ মহাপ্রিয় ক্লেশ
 র দখালু চূড়ানি । যত ভক্তিরস গন্ধু নারদ আপনি ॥ বীনা
 যুক্ত হস্তে মন মন্তক স্পর্শিয়া ॥ কহিতে লাগিলা শুভাশিষে
 হর্ষ দিয়া ॥ হে গোপ নন্দন কহি শুন দিয়া চিত । ভুমি বৈদ্র
 ষ্ট্যেরে সদানু গৃহীত ॥ মুখ নান শূন্য দৃষ্টি স্থাসাদি লক্ষণে
 দীন মত শোকী তোমা করিয়ে দর্শনে ॥ শোক আর দুঃখের
 প্রবেশ এই স্থানে । কি প্রকারে হয কহ তাহার নিদানে ॥ যে
 হেতু এথায শোক দুঃখ প্রবেশন । কাহারো নম্র হৈ না করি
 লাম দর্শন ॥ অতএব মন অতি কৌতূহল হবে । এমত বচন
 তাঁর শুনি আমি তবে ॥ নিহেতুক রূপা করি আছে যতজন
 তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইথে সূহৃদেষ্টি হন ॥ পরমাণু নিজগুরু ভল্য
 পায়্য তাঁরে । নিজ মনঃকথা সব কহিলু বিস্তারে ॥ আমার
 কথিত এত বৃত্তান্ত শুনিলা । আপনিও তাঁহার অগ্রাণ্ডে দীন
 ছিল ॥ বিশেষত এক্ষণে তাহার স্মরণে । শোকে তেনি স্থান
 কিছু করিয়া তাজনে ॥ মন শোক বৃদ্ধি ভষে আপনার শোক
 নম্রি সকল দিক করিয়া বিলোক ॥ গুঢ় কথা ব্যক্ত ভষে পা
 ণ্ডিতে আনিলা । অপ্সরে সকরণে কহিতে লাগিলা ॥ এই

শ্রীবৈদ্যঠাকুর ইহাতে অপর — এতৎকল বিহু তার নাই
 অন্যতর ॥ মানিতেছ যেই যুক্তি শ্রীশ্রীর দ্বারা যাঁসে সত্য
 নিশ্চিত নাই অন্যথা ইহা য ॥ কিন্তু নিজ ইচ্ছা, শ্রীমদন গো-
 পাল । দেবের বিনোদ লীলা বিশেষ বিশাল ॥ ধ্যানে যে মি-
 লিত তাহা সাক্ষাত দর্শনে । সর্বথা একারে ইচ্ছা কর যেই
 মনে ॥ সেইত বিনোদ কৃষ্ণ সুখ প্রদায়ক । মনোহারী প্রীতি
 বিশেষের গোচরক ॥ আমাদের সুলভ কখন তাহানয় । তাঁ-
 হারি নিগুঢ় মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই হয় ॥ কিন্তু এসিদ্ধ লক্ষ্মী যেই
 ব্রজজন । তাঁহাদের মত মহাপ্রেমে লভ্যহন ॥ প্রপঞ্চ প্রপঞ্চা-
 তীত যত লোকচয় । তাঁহাদের উপরেতে কোনোলোক হয়
 তাহাতে প্রসিদ্ধ সেই লীলা বিরাজিত । নিজ ভক্তগণে লোভ
 দিয সুবিহিত ॥ অতএব জগদীশ বুদ্ধে করি ভক্তি । বৈদ্যঠা-
 কাসিয়া তাহা দেখিতে কি শক্তি ॥ অতি প্রিয়তম বুদ্ধে যে
 প্রেম বিশেষ । তার সম্পাদনে সেই লোক সর্বশেষ ॥ পাই-
 য়া পরম গোপাল বিনোদ সেসব । অন্যায়সে হবসে সাক্ষাৎ
 তনুভব ॥ পরম ঐশ্বর্য প্রাপ্ত সীমায়ে নিশ্চিত । তাহা ভগ-
 বানের এলোকে প্রকাশিত ॥ মহা গোপনীয় সুরহস্য লীলা
 যেই । এবদ্ব্যক্টিপ্রকারে ব্যক্ত হবে সেই ॥ সকল মনের শোক
 করি যা ত্যজন । শ্রীযুক্ত শ্রীবৈদ্যঠা নাথকে করি মন ॥ নিজ ইচ্ছা
 দেব বুদ্ধে করহ দর্শন । উভয়েতে ভেদ নাই কর আশ্রয়ণ
 অভেদ দর্শনে সুখ মন তৃপ্তকর । অনির্বচনীয় বর্দ্ধমান নির-
 ন্তর ॥ পরম মহত পরিচ্ছেদ নাই তার । হেন সুখ এখানেও
 পাইবে বিস্তার ॥ তবে শ্রীনারদের উক্তি রপটুতায় । মনেতে

অশ্বাস মত পাইলাম ভাষা ॥ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মহারত প্রকা
শেন। অশেষ সংশয় উপদ্রববিনাশনে ॥ মানস করিয়া কো
নো সিদ্ধান্ত নিচয়। যে সকল নিজ বুদ্ধি গোচর আছয় ॥ বৈষ্ণ
ব বৃন্দের প্রিয় সে সব শুনিতে। অংশ ইন্দ্রিয় হঠে করিল প্রে
রিতে ॥ ইচ্ছানান নারদের মুখে শুনি আরে। অন্যথা প্রবণ
সুখ না হয় প্রচারে ॥ তাঁহার গৌরব হেতু নজ্জার কারণে।
নাহি পারি তাঁরে সেই সব জিজ্ঞাসনে ॥ নরকজের শ্রেষ্ঠ সেই
ভাগবতোত্তম। অস্তিত্বাথে জানিলেন সব ননোত্তম ॥ আপ
ন জিহ্বার কণ্ঠস্থের আনার। সুখ হেতু মন ছাড়ি স্থিত য়েই
সার ॥ সকল সিদ্ধান্তে ব্যক্ত সংক্ষপারদ্বারে। শ্রীনারদ মুনি
লাগিলেন কহিবারে ॥ গোষোটক গজ আদি কৃত পশুগণ
পারাবত কোকিলাদি পক্ষিরে গগন ॥ মন্দার হ্রদাদি বৃক্ষ
লতা গুল্ম ভৃগু। কীট আদি এবড়তে যে দেখন যন। তমো
য়োনি গত পৃথিবীতে জাত মত। নামান হ এসকলে শুনহ
নয়ত ॥ এসব সিদ্ধিদানাদরূপ সুনিশ্চয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহার।
পার্বদ হয় ॥ বিচিত্র সেবাতে ইষদিবার ধারণে। পশুপক্ষি
আদি রূপ করেণ ধারণে ॥ এই ভগবানের ধরূপ যে আকার
য়ে বর্ণনিজ প্রিয়তম হেতুসার ॥ ভাবন করি যা য়েই তত্তগণ
বৈদ্য নাথের করিয়াছেন ভজন ॥ ইচ্ছার আদ্যাকার বর্ণ স্বরূ
পতা। পাইয়াছে নানাবিধ শোভা আকারতা ॥ শ্রীল যমু
নাথাদির ভজন করিল। তাঁদের সারূপ্য প্রাপ্তে মনুষ্য হইল
শ্রীকপিল দেবাদির য়ে ভক্তি করিল। মূনিরূপ সারূপ্য বৈদ্য
তে সে পাইল ॥ অনন্তরাবতার শ্রীবিভ সত্যসেন। তাঁদে

সারূপ্যে হৈল দেবাকার যেন ॥ পরশুরামাদি সারূপ্যেতে
 ঋষিকপ । মতস্য কচ্ছপাদির সারূপ্যে তত্শ্বরূপ ॥ বরাহ
 নৃসিংহ আরবামন দেবেয় । সারূপ্যেতে সেই আকার সবেয়
 শিব বৃক্ষা ইন্দ্র শেষ সূর্য চন্দ্র আর । বায়ু বহ্নি আদি ঈশ্বরের
 অবতার ॥ ইহাজানি যেই জন করয়ে ভজন । তাঁদের সারূপ্যে
 সেই মূর্তিহন ॥ মহাপুরুষ বিদ্রোহ প্রথমাবতার ! তাঁ-
 হার সারূপ্যে প্রাপ্তে হয় তদাকার ॥ অর্থাৎ সহস্রবাল্লবহসু-
 চরণ । সহস্রমস্তক নেত্র যুক্ত দেহ হন ॥ চতুর্ভুজাদির সাদৃ-
 শ্যেতে সে আকার । সমুচিত মত ধরে বেশ তলকার ॥ যদি
 কহ শ্রবণ যেন হে অবতার । কারে কেন দেখি কপি দৈত্য
 দি আকার ॥ তাথেষ্টন যের জন সংসারের শেষে । যের বন
 ভাব বেশ আকার বিশেষে ॥ সেবি কৃষ্ণ পাদ পদ্ম বৈদ্রুণে আ-
 ইল । প্রভুর পিষ সেসবরসাদি হইল ॥ শ্রীযুক্ত সে রসাদিক
 সেই নব জনে । কৃষ্ণ প্রিয় হেতু হয় প্রকৃষ্ট রোচনে ॥ অতএব
 নিজের অন্ত দেহ হিত । দেহাদির করে অনুকরণ বিহীত ॥ নি-
 রন্তর সেই মত দৃষ্ট হয় । ইথে এই সিদ্ধান্ত জানিহ সুনিশ্চয়
 শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরে তাহার । যুক্ত হৈয়া নিজ প্রিয়
 বেশাদি আকার ॥ আপন উপাঙ্গ্য দেবতার তুল্যরূপ । দেখে
 মনোহর নব দেবাদি স্বরূপ ॥ পূর্বের চরম দেহ মত নব । অ-
 নীম ভজনানন্দ প্রাপ্ত হয় সব ॥ এই বৈদ্রুণেতে এক্ষণেতে বি-
 শেষত । কোন বিশেষেতে পায় অধিকত ॥ যাঁরা ইচ্ছা দেবে
 পূর্বকার উপাসিতে । তাঁর মনোরম অসাধারণ বিদিতে
 সর্বপরিবারে যুক্ত দেখি প্রভুবরে । পূর্বমত ইচ্ছা সেবিতে

নিরন্তরে ॥ তাহার প্রভূতে যে অত্যন্ত নিষ্ঠাহয় । তাহার চর-
ন সীমা প্রাপ্ত মহাশয় ॥ নিজের উপাস্য যে প্রভু আছিলেন
যেইরূপে তঁহা বাস করিলেন ॥ তাহার সমান স্থানে বৈষ্ণ-
ব প্রদেশে । যুক্ত নিজ পরিবার আদিসবিশেষে ॥ নিজনাথে
পূৰ্ণমত করিয়া ভজন । তাহারাত সুখ বিস্তারয়ে সদাক্ষণ
একরূপ প্রীতি যার নিষ্ঠানাতিহয় । বিশেষ আকার আদ্যে
আগ্রেহ নাহয় ॥ অর্থাৎ প্রভুর সব অবতার রূপে । সে সব আর
মধ্যে এক কোন বা স্বরূপে ॥ উপাসনা করিলে তাহার প্রাপ্তি
হয় । এইবিবেচনা করিলেন তে নিশ্চয় ॥ এক দুইতিনিকি স্বাভাবিক
রূপ তাঁর । সেবারে যেইনব হৈয়া নিষ্ঠাচার ॥ আর যারা
শ্রীলক্ষ্মীপতির মন্ত্রার । অষ্টাঙ্গর পঞ্চাঙ্গর দ্বাদশ অঙ্গর ॥
উপাসনা করে তারানবেদেহশেযে । এই বৈষ্ণব আশ্রয় কর
য়ে বিশেষে ॥ যথা অভিলাস সুখ পায় তারাসব । পূর্বকোভ
অধিকতর বিভব ॥ তাহাদেব নিজের অনৈক্য রসের । শ্রবণ
কীর্তনাদিক ভাব বিশেষের ॥ তাহাতে আচ্ছৈত্যরতম্য পর
স্পর । তাহাতেও নিজের রস অনুসর ॥ সে রস জাতীয় সুখ
সবার যথেষ্ট । লাভহয় তাহে মনে ভল্য হবে প্রেষ্ঠ ॥ যেমন
ধরার আলম্বন রত্নরূপ । নর নারায়ণ আর দত্তের স্বরূপ
জামদগ্নি কপিলাদি কৌতুকেতে আর । উলাবৃতে শঙ্কর
আদি অবতার ॥ ক্ষেত্রপুরে রঞ্জনাথ আদি স্ততিত । প্রতি
মাসরূপ সব ইচ্ছার নিশ্চিত ॥ স্বর্গ লোকা দিতে বর্তমান যে
ভুতনে । বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর আদি করিলে দর্শনে ॥ এক মহামান
সুগাংস্তে অবতরিল ॥ মহাপ্রলয়মাগরে বেদ উদ্ধারিল ॥ অন্য

মীন মাযিক অকাণ্ডের প্রলয়ে। সত বতে রূপা হেতু অবতার
 হয়ে ॥ এক কূর্ম সমুদ্রেতে অমৃত মন্থনে। মন্দার পার্বত পৃষ্ঠে
 করিলা ধারণে ॥ অন্যকূর্ম সদাক্রিতি বহেন অশ্রমে। এমত
 বরাহ এক সৃষ্টির প্রথমে ॥ বুদ্ধার নাশিকা হৈতে হৈয়া আবি
 ভূত। পৃথিবী উদ্ধারি জলে হন অন্তর্ভূত ॥ অন্য শ্রীবরাহ
 সিদ্ধ অকাণ্ড প্রলয়ে। নিমগ্না পৃথীর উদ্ধারণের আশয়ে ॥ আ
 বিভূত হৈয়া হিরণ্যাক্ষে ক্ষয় করি। আপনার কোকে গত হ
 যেন শ্রীচরিত্র ॥ অন্যকূর্ম যজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞাদি প্রবর্তনা। ধরণীর
 প্রতি তিহ পুরাণ কহিলা ॥ যোগধারণাথে হইলেন অন্তধান
 অন্যকূর্ম পৃথিবীরে করিতে সন্ধান ॥ অবতীর্ণ হৈয়া নিজ দ
 ঙ্গের আঘাতে। চূর্ণ করিলেন যত পার্বত পশ্চাতে ॥ বরাহ রূপ
 ঋগিধরার সহিত। পুত্র জম্বাইল করির মর্গাবহিত ॥ পশ্চাৎ
 নৃসিংহ দেহে লীন সে হইলা। অন্য কূর্ম পৃথিবীরে নিম্নোত
 থরিল ॥ নৃসিংহ দেবের। মাতৃচক্র প্রথমন। আর হিরণ্য ক
 শিপু দেহ বিদারণ ॥ মার্জার আকার ধারণাদি বহুরূপ। বৃহ
 ত্সহস্র নামাদে। প্রসিদ্ধ স্বরূপ ॥ করিবারে যুদ্ধ আর বলির
 ছন। বারদ্বয় অবতীর্ণ হইলা বামন ॥ চয় গ্রীষ্ম হংস দেব
 এমত প্রকার। অবতীর্ণ হইলেন দুই বার ॥ এইমত হযেন
 অনেক অবতারে। তাঁহাদের প্রত্যেকেরে ভেদ চেষ্টা দ্বারা
 তাঁহারা সকলে শ্রীমাদানন্দঘন। নানা হইয়াও একরূপ
 সদা হন ॥ যেমত যথার্থ জীব এক বস্তু হয়। অবিদ্যা উপাধি
 ভেদে নানা দৃশ্য ॥ অথবা মাযিক দেহ বিদ্যমান যত। নানা
 হৈষ্য জীব রূপে বুদ্ধ সবে গত ॥ তেমত ভগবদ্রূপ সবার নি-

শচ্য। নানাত্বমাযিক কভুনা কর প্রত্যয় ॥ কিন্তু ভগবানের
সে চিহ্নিলাসময়। শক্তি দ্বারা প্রকটিত নানা রূপ হয় ॥ নানা
বিধ উপাসক যতেক আছে। তাহাদের ভাব সব নানাবিধ
হয় ॥ সেই ভাবে দর্শনের উত্কণ্ঠা জন্ময়ে ॥ সেকালে সেক্রপে
প্রভু আবির্ভাব হয়ে ॥ অতএব যত অবতার নিত্যসবে। মায়া
সম্বন্ধ রহিত সুসত্য বৈভবে ॥ এই হেতু বিশ্ব প্রতি বিশ্ব ভেদ
ন্যায়। সব অবতারের নানাত্ব নাহি ভাষ ॥ জলে আর প
ণাদে। রাবির যেন মত। বিশ্ব প্রতি বিশ্ব হয় সে মায়া সম্মত ॥ তে
মত নহেন কিন্তু গগণেতে স্থিত। এক সূর্য দেব যেন হন উদ
যিত ॥ নিজ ২ স্থানে সর্ব উপাসক গণ। কেহ ভাবমত দেখে
সূর্য তেজোঘন ॥ কেহ দেখে চতুর্ভুজ রক্তবর্ণ রূপ। কেহ দুই
বাহু পদ দেখে যেন রূপ ॥ সেই মত নানামত দেখে ভক্ত জন নাহি
নাযিক নিত্য সত্য সর্ব রূপ ॥ যদ্যপি হসবার পৃথক জ্ঞান হয়। সুখ
ও পৃথক জ্ঞান ভবেত নিশ্চয় ॥ তথাপি য়ে হেতু জ্ঞান সুখ বন্ধ রূপ
সে হেতু দুইর এক্য সুসিদ্ধ রূপ ॥ এই উক্ত প্রকারেতে নানা
দেশ স্থানে ॥ স্বপ্ন মনোরথাদিতে হয় দৃশ্য মানে ॥ শ্রীকৃষ্ণ
পের আর তাঁহার স্থানের। আর শেষ গরুড়াদি পাশ্চদগণের
হইয়াও একত্ব সে অনেকত্ব ময়। সবার সত্যত্ব সদা সুসঙ্গত
হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের একরূপ করিলে তোষিত। তুষ্ট হয় সব রূপ
তাঁর সুনিশ্চিত ॥ একের ভজনে সকলের প্রীতি হয়। পরস্পর
প্রীতি ভক্তগণেরো জন্ময় ॥ এক শ্রীবৈষ্ণবনাথ সেই ২ স্থানে
নারদাদি স্বভক্তের করি র্যদানে ॥ নর নারায়ণ আদি রূপে

তে বৈসেন ! নিজভক্ত গণেরে কৃপায় দেখাদেন ॥ বৃন্দাবনে
 কৃষ্ণ সখা শিশু বৎসগণ । বুক হবে করিলেন সকল হরণ ॥
 শিশু বৎসকণ সব শ্রীকৃষ্ণ তখন । গোপ্যাতির হর্বহেতু করি
 ল ধরণ ॥ বর্বন্তে আদিয়া পুনঃ বৃন্দা মহাশয় । দুই স্থানে
 শিশু বৎস দেখি সবিম্বয় ॥ ক্ষণপরে সেই বৎস পালাদি স
 কলে । দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ অবিকলে ॥ অধিষি বিবাহ
 কালে তামি দ্বারকায । ভ্রমণ করিয়া সব নন্দিরে তথায
 এককালে কৃষ্ণ যোল সহস্র হইয়া । করেণ বিবাহ সব কন্যা
 রে লইয়া ॥ দেখিলাম সমুদায় সত্য সেইসব । আবার প্রপঞ্চ
 তাহা নহে অনুভব ॥ সৌভরী আদির শক্তি তাদৃশ সে হয়
 পরমেশ্বরেতে ইতা নহেত বিম্বয় ॥ পারমেশ্বরী সে শক্তি অ
 ত্তা নিশ্চয় । তদীয়গণেরো দুর্বিভক্যা সমাশ্রয় ॥ কিন্তু শ্রীকৃ
 ণের সে একান্ত ভক্তগণে ॥ গোপনীয় নাহি কিছু করে প্রকা
 শনে ॥ শ্রীরূপ প্রভৃতি রুক্মিণ্যাদি কিবা হয় । পত্নী সহস্রের
 দত্ত য়েই দ্রব্যচয় ॥ এককৃষ্ণ য়েইকালে করেণ ভোজন । তাঁহা
 রা সকলে হবৈকরেণদর্শন ॥ মম দত্ত দ্রব্য অত্রেকরিয়া গ্রহণ
 ভোজন করেণ এতু হতু করণ ॥ কভুকোন জীবে তাঁর শ-
 ক্তির প্রবেশে । আবেশাবতার হয় তেমত বিশেষ ॥ এসব নি
 জৈশ্বর্য মাধুরী প্রকটন । শ্রীকৃষ্ণাবতারে প্রায় সুব্যক্ত সেজন
 পরমাবতারী তিঁচ জানোদ্রুতর । সর্বোৎকৃষ্ট নহিম বি-
 শেস নিরন্তর ॥ যাদৃশ শ্রীমুখ এতু কৃষ্ণভগবান । মহালক্ষ্মীও
 হযেব তাদৃশ বাখ্যান ॥ বৈজ্ঞানিকেরে দিযু আদি অবতার

মহত্তম হেতু মহাদিষ্ণুসজ্জাতার ॥ তেজত লক্ষ্মীর মহালক্ষ্মী
 আদি নাম । বৈদ্রগ্ধের নিত্য শ্রিয়া অভিধাম ॥ নিবিড়
 সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁহার । প্রভুর সে বক্ষঃস্থলে বাস অনি-
 বার ॥ স্বর্গাদিতে বামন আদির সন্নিধানে । অপরায়ে লক্ষ্মী
 সব সেই হানে ॥ তাঁহার গুহন এলক্ষ্মীর অবতার ॥ যেন
 নানা অবতার কৃষ্ণের প্রচার ॥ নীন কুর্মাাদিকল্পত অবতার
 তাঁহার সদৃশ সব অভিন্ন প্রকার ॥ কিন্তু ভগবত্তা একটেনেতার
 তন্যে । তার তন্য হয় সব অবতারে গমে ॥ সেই মহা শ্রীলক্ষ্মী
 দেবীর অবতার । তার তন্য ঐশ্বর্য প্রকাশেতে বিস্তর ॥ কিন্তু
 মুক্ত ভক্তাদির উপেক্ষা ঘেহ ॥ তাহার বৃহত্ত শুন ন্যূনতা
 সে নথ ॥ মহালক্ষ্মীর সকল নৃন্তির ভিতরে । অনিম্মাদি মহা-
 সিদ্ধি বর্তে য়ার পরে ॥ বহুবিধ সব সম্পদের অর্থ স্বরী । ঐশ্ব-
 র্য দাযিনী তিনি অধিষ্ঠাত্রীপারি ॥ মুক্তির ইচ্ছু কুমুভক্ত
 গণ আর । উপেক্ষা করেন সেই লক্ষ্মীর সুসার ॥ যে চঞ্চলা
 লক্ষ্মী হৈতে সর্বত্র প্রায । নবভক্তগণে কৃষ্ণ প্রবতাধিকায
 দুর্কাসার শাপাদির ছলে ইতস্ততঃ । তিরোভাব আধিভাব
 তাঁহারি হুত ॥ কিন্তু মহা লক্ষ্মীর তিহ সে অবতার । প্রভুর
 গৃহীতা বক্ষঃস্থলে বাস তাঁর ॥ শ্রীকৃষ্ণের শ্রিষত্তমা মহালক্ষ্মী
 দেবী । সদা তাঁর বক্ষঃস্থলে বাস পদসেবী ॥ অতি স্থিরভরা
 ভগবানের নমাম । তাঁর আরাধয়ে ভক্তগণ সদা জান ॥ কোন
 প্রকারেতে কদাচিত সে তাঁর । উপেক্ষা মন্তব নহে কহিলাম
 সার ॥ ধরণীও এইকপ জানাবশেদিয়া । অন্য পরমতী আদি

শ্রীপ্রভুর শ্রিষা ॥ সচ্চিদানন্দবিগ্রহা নিত্য পাশ্চাত্যস্থিতা ॥ প্রভু-
 র শক্তিস্বরূপ জ্ঞানিহনিশ্চিতা ॥ মহাবিভূতিশব্দেতে যোগ
 শব্দে আর ॥ কোন স্থলে যোগ মায়া শব্দেতে প্রচার ॥ একুতি
 শক্তি শব্দ প্রভূহিতে যাহারে ॥ বেদ পুৰাণাদি শাস্ত্র বহে
 ব্যক্ত দ্বারে ॥ নিবিড় সচ্চিদানন্দবিলাস বৈভব ॥ যার আত্মা
 তিহ নিত্য সত্য্য্য বিভব ॥ অনাদ্য তনুস্তা নিজরূপেতে
 রহে ॥ যার শক্তিসব কেহিবারে শক্যনহে ॥ প্রভুর ভক্তমানন্দ
 বৈচিত্র্য গণন ॥ তার মাধুর্য্যের আবির্ভাব্যত্রিন ॥ নানা
 বিধ বিশেষ প্রভুর প্রকাশেন ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য একছাদি বিশে-
 যেন ॥ ভক্ত আর ভক্তির শ্রীবৈষ্ণবোক্তের ॥ তার ভগবানের
 আচরণ সবে ॥ অনির্বচনীয় বিশেষের বিচিত্রতা ॥ যার শক্তি
 হৈতে হয় নিত্য সম্পন্নতা ॥ জীলক্ষ্মী দেবীর চেষ্টা অনির্বচ-
 নীয়া ॥ বিশুদ্ধ ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তুর জ্ঞানীয়া ॥ নীরস দহক
 জ্ঞান মিলিত মনের ॥ তর্কিবারে শক্তি নাহি সে চেষ্টাগণের
 পরাপর শক্তি দ্বয় মধ্যে পরাশক্তি ॥ মহালক্ষ্মী দেবীহন পুরা
 ণাদ্যে ব্যক্তি ॥ তথাচ বিষ্ণুপুরাণে এতদ্ভূত ॥ সর্বভূতে
 যু সর্বা অন রাশাহির পরাভব ॥ গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাস্ত্রতা
 যৈ সুরেশ্বর ॥ যাতীত গোরা বাচ্য মনসাধ বিশেষণা ॥
 জ্ঞানে জ্ঞান পরিচ্ছেদ্য বন্দেতানীশ্বরীং পরামিতী ॥ অপরা
 মায়াখ্যা জড়রূপাশক্তি হয় ॥ পরাশক্তি মহালক্ষ্মী দেবীশাস্ত্রে
 কথ ॥ স্বাভাবিকী শক্তি সেই প্রভুর সে কথ ॥ পৌরাণিক গণে
 তাঁরে একুতিও কথ ॥ ভক্তি ভক্ত ভজনীর ভেদের কারণ ॥ সে
 পরাখ্যা শক্তির অনেক অংশ হন ॥ মায়া শক্তি প্রতিচ্ছায়া

রূপ। সে তাঁহারি । সত্ত্ব রজঃ তমো গুণময়ী সূত্রচারি ॥
 নিখ্যা প্রপঞ্চ কার্যকারণের জননী । নিখ্যা ভাস্তি তমোময়ী
 মায়া সে আপনি ॥ এইমত এই মায়া নিদেশ না হয় । অ-
 নিত্যা যেন্তে জানোদয়ে পায়নয় ॥ চিহ্নতির ছায়াবর্ণনা
 হেন্তে আদ্যা তিনি । জীব সকলের সনা সংসার কারিণী ।
 যিহ অষ্টম বরণের অধিকারিণী । মূর্ত্তিমতী সতী প্রকৃতি
 হবেন তিনি ॥ কার্যরূপ বিকারের অপ্রাপ্তি তাঁহার । এই
 হেন্তে প্রকৃতি তাঁহারে কছায়ার ॥ যেই মায়া অতিক্রম করি-
 লে নিশ্চি ॥ মূর্ত্তি আর ভক্তি সিদ্ধ হয় সুবিদিত ॥ তিহ এই
 বিশ্বের কারণ উপাদিত । নিখ্যা ইন্দ্রজালে যেন দ্রব্যদি
 দর্শিত ॥ সামর্থ্যের দ্বারা যেই বস্তু উপজয় । তাহারেও চির
 স্থায়ি সত্য দৃষ্ট হয় ॥ কন্দমের তপো-যোগে কাম্য বিমান
 সৌভরির দিব্য তটালিকা দিনির্মান ॥ ইচ্ছামতে উপভোগ
 করেন তাঁহার । সহস্র নিত্য সত্য দেখি দৃষ্ট দ্বারা ॥
 জীবের তপেতে কৃত স্থির সত্যরয় । পরমেশ্বরের কৃতে কি
 আছে বিশ্ব ॥ নিঃশেষ সৎকর্ম ফলদাতা রে অদ্বয় । যোগী
 স্বর গণ যার পাদোজ পূজয় ॥ এসত কৃষ্ণর চিহ্নিলাস মহা
 শক্তি । তাহার জন্ম যেই দ্রব্য সব ব্যক্তি ॥ তার সেই
 শক্তি ন্যায় কিয় কৃষ্ণ ন্যায় । পরং নত্য পরং সত্য হয় সমু-
 দায় ॥ এইমতে এসজের কথা সমাপিয়া । কৃষ্ণ স্বরং ভগবান
 শুন বিবরিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোলকনাথ সর্ব অবতারী । স্বরং
 ভগবান আর অবতার তাঁরি ॥ অতএব যতক আছেন অব-
 তার । তবে কৃষ্ণত্বল্য নিত্য সত্য জানো সার ॥ অভিনু বৈশ্র

লেও সিদ্ধ পরমোৎকর্ষতা । অবতারী হেতু শ্রীকৃষ্ণের সে
 নিত্যতা ॥ স্বয়ং অবতার সূক্ষ্মরূপে দেহৈর্য । নরীকৃত্যবতারের
 বীজ এক কৃষ্ণহৃৎ ॥ বিবিধ মহত্ত্ব সর্ব্ব শ্রেষ্ঠানস্তাখ্যান ।
 জযতি গোলকনাথ কৃষ্ণ ভগবান ॥ যদি কহ শ্রীবৈদ্যনাথ
 নারায়ণ । অবতারী এইকথা করিয়ে শ্রবণ ॥ তাঁহা হৈতে
 কৃষ্ণের মহিমাধিক তর । কেমনে ত হই তার শুনহ উত্তর ॥
 নারায়ণ হইতেও অবতার ভাবে । ননোন্নত মধুর মাধব্যা
 অনুধাবে ॥ কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দ্বারা আর্দ্র য়ে হৃদয় । সেইজানি
 বারে পারে অন্য বেদ্যনয় ॥ নিরন্তর ব্যক্তহই য়ে মাধব্যা
 অতি । তাহাতে বহু বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ জযতি ॥ নর নারায়ণ
 আদি অবতার গণ । অবতারী শ্রীবৈদ্যনাথ নারায়ণ ॥ কৃষ্ণ
 চন্দ্র অবতার এবং অবতারী । অবতারে বিবিধ লীলা নাথব্যা
 তাঁরি ॥ অবতারি রূপে পরমৈশ্বর্য প্রকার । স্বয়ং ভগবান
 কৃষ্ণ কিকিহব আর ॥ সেসব অবতারের দেবক য়ে সব । নিজ
 নিজ প্রিয় সেবারন অনুভব ॥ পরম মহত সুখ তাথে লাভ
 হয় । ভাবমত্ত রসজতি হই উপজয় ॥ উপাসনানত ফলদৈন
 মহাশয় । নিজসাধ্য লাভেত অপরিতোষ নয় ॥ বিচিত্র
 লীলা বিভব শ্রীকৃষ্ণের হয় । কোটি সমুদ্র হইতে গহন আশ-
 ন ॥ বিচিত্র কুচিদারক তাঁর লীলা হবে । তাহা বুঝিবারে শক্ত
 কোন জন হবে ॥ যদি কহ ভক্ত সুখ তারতম্য তাহ । পরম
 দয়ালুতা কিকপে সিদ্ধপায় ॥ তাথে শুন কলদৈন কুচি অনু-
 সারে । ইথে রূপার মহিমা পরম বিস্তারে ॥ সুখগত তার-
 তম্য হইলেও স্থিত । নিজ দ্যভাবতে স্পর্ধা আদি বিরহিত ॥

ভক্তির স্বভাবে পরস্পর প্রতিরয়। সেবাসুখ অন্তঃসীমা যথ।
 কুচিপায় ॥ রাদিকহনু্যন সুখে পূর্ণ বৃদ্ধিপায়। অজ্ঞানের
 হেতু ঘটে শুন কহিতায় ॥ বিষয় লম্পাট য়েই সংসারিক চর
 ভুচ্ছ বিষয়ের সুখে বহুন্নতি হয় ॥ কিবা সন্ধ্যাদিগণে স্বরূপ
 মাত্র জ্ঞানে। মোক্ষ প্রাপ্তে ভুচ্ছ সুখ চরভ বিধানে ॥ তেমত
 সচ্চিদানন্দ ঘন ভক্তগণ। নান সুখে পূর্ণ বৃদ্ধি না করে মনন ॥
 নান সুখ প্রাপ্তি ও নাহয় কদাচনে। হেহেতু অজ্ঞান ঘন সেই
 ভক্তগণে ॥ হৃদ্য সেবা অনুসার রস সজাতীয়। গমনা সুখা-
 পেক্ষা তারতম্য হয় স্বীয় ॥ অধন কীর্তনাদিক ভক্তির প্রকার
 পাদ সম্বাহন কেশ সংস্কার সেবার ॥ স্বয় কুচি অনুসারে
 নাথন করয়। নিম্ন প্রাপ্তে সুখ লাভে তারতম্য হয় ॥ বৈদ্য
 ঠ নিবাসি শেষ গুরুত্ব এভতি। ইহেন নিত্য পার্শদ সেবক
 প্রকৃতি ॥ জয়বিজয় প্রিয় বৃত্তাদিক মাধিয়া। বৈদ্যে লাই-
 ল বক্ষ্য রূপাত পাইয়া ॥ নিত্য আর আধুনিক দেই প্রকার
 পার্শদগণের ভক্তানন্দ বিস্তার ॥ সম চাইলেও স্বপ্ন ভেদ আ
 ছেতায়। নাহ্য অনুরাগ দরশ পাশ্ব হুতায় ॥ কারো মতে
 প্রাক্ক বা সেবাদির ভেদে। কলভেদ তথাপি অত্যন্ত নাহি
 ছেদ ॥ প্রভু যবে করে ভক্তের অবতার। নিত্য পার্শদের
 গণ যায় সঙ্গে তাঁর ॥ এমতে নাথন করি পার্শদ য়েহয়। সেই
 সব আধুনিক সচ ভেদ রয় ॥ শেষ গুরুত্বাদি য়ে নিত্য পার্শদ
 গণ। রম্যপি ও প্রভুনহ সম তাঁরা হন ॥ স্বভাবত নিত্য সত্য
 দেব্যতা প্রভুর। শেবাদির সেবকতা তেমত প্রচুর ॥ নিবিড়
 সচ্চিদানন্দ ঘন ভগবান। ইহিলেও শেবাদিক তাঁহার সমান

ভক্তনানন্দমাধুর্য্যবিদ্যা আকর্ষক। অনির্বচনীয় কৃষ্ণবশী
 স্বকারণক। তাতে অতর্ক্য নানা মাধুর্য্যের সাগরে। কৃষ্ণপা
 দাজ্জৈষটে দাসত্ব নিরন্তরে ॥ সচ্চিদানন্দ ঘন অশেষ অব-
 দ্যার। নারায়ণ আদি যত সহিত তাঁহার ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোলো-
 কনাথ দেবের সমতা। থাকিলেও মাধুর্য্য মহন্তে বিশেষতা
 অবতারিত্ব শ্রীকৃষ্ণ দেবের য়েহয়। অবতারগণ হৈতে শ্রেষ্ঠ
 খ্যাতরয় ॥ অতএব সেসবার য়ে পার্যদ চয়। তাহা হৈতে
 ভগবত্তাবিধেয় নিশ্চয় ॥ মধুর্য্য সৌন্দর্য্যাদির কারণ। ঘট-
 য়ে মহাবিশেষ তাহে সর্বক্ষণ ॥ অন্যেতে কহয়ে শ্রীল বৃষ্ণ
 ভগবান। শোভন সচ্চিদানন্দ ঘন দেহা ধ্যান ॥ তিঁহ পরং
 বুদ্ধ আর পার্যদ তাঁহার। বুদ্ধ স্বরূপ সকলে বিমুক্ত সুসার
 ভক্তি রূপ আনন্দ বিশেষের কারণ। লীলাতে বিগ্রহ তাঁরা
 করেণ ধারণ ॥ চিহ্নিলাস স্বরূপ প্রভুর শক্তি যিঁহ। বিগ্রহ
 ধারণ প্রতি কারণ সে তিঁহ ॥ কহে গোপ ভ্রমার করিয়া এশ-
 বণ। পুনঃ শ্রীনারদে করিলাম জিজ্ঞাসন ॥ ওহে ভগবান শ্রীনা-
 রদ ধরা তলে। শ্রীমহাপ্রভুর যতপ্রতিমা অচলে ॥ সকল সচ্চি-
 দানন্দ ঘন মূর্তিহন। নীলাচল নাথ পুরুষোত্তম যেনন ॥ আ-
 পনি কহিলে এক শ্রীল ভগবান। নিবিড় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ
 বিধান ॥ জগন্নাথ দেব কিবা কৃষ্ণ দেব আর। নীলাচল বর্ষ-
 পুরী আদিতে প্রচার ॥ নিজভক্তজন প্রতি অনুগ্রহ করি।
 লীলায় আছেন সেইরূপ ধরি ॥ উদাসীন হৈয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম
 রোগাদিতে। কিবা দোষ সেই সব প্রতিমা পূজিতে ॥ বরং

কোন প্রকারেতে করিলে পূজনে। মহালাভ হয় এই বোধ
নম ননে ॥ একস্থানে অশেষত ভক্তির প্রকারে। সিদ্ধি হয়
এইগুণবুঝিবে বিচারে ॥ যদি লাভ নাত্র হয় তবে কি কারণে
পুত্রাণ সকলে শুনি সে সব বচনে ॥ তথাহি।

অচ্ছাদ্যামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। নত
দ্রুতযচ্চান্যেষু নভক্তঃ প্রাকৃতঃ সত্যইতি ॥ যোমাং
সর্কেষভূতেষু শতমাস্থানমশ্বরং। হিহ্নাচ্ছাদ্যভজতে
মৌঢ্যাদ্ভ্যন্যেব জুহোতিস ইত্যাদি ॥

এইসব উক্তি নাহি হয় অপ্রমাণ। মহতের মুখ হইতে নির্গ-
ত আখ্যান ॥ যেত দ্বীপাদিকে সঙ্কষণ আদিকরি। ভারতব-
র্ষেও রজন্যথ আদিকরি ॥ যদ্যপি তাঁদের পূজা করিবে শুদ্ধায-
তাহাতে বিমতি নাহি আছে অভিপ্রায় ॥ তথাপি পূর্বের
উক্ত সকল বচনে। প্রতিমা পূজন শব্দ আছে যে অরণে ॥ তাঁ-
হারাও লীলা হেতু প্রতিমা সমান। প্রতিমা বর্গের মধ্যে হয়
অনুমান ॥ তাঁহাদের পূজনেও হয়ত সংশয়। এহেতু নানা
ন্য প্রশ্ন করিলু নিশ্চয় ॥ আমার কথিত এইসব বাক্যশুনি
প্রভুর পূজা পথে আদিগুরু মুনি ॥ পরমানন্দেতে উঠি
করি আলিঙ্গন। কহিতে লাগিল। এই উত্তর তখন ॥ আছেন
প্রতিমা যত ক্ষেত্র আদি স্থানে। কহিলাম সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ
সমানে ॥ তাঁহাদের পূজনের মাহাত্ম্য ভাবত। সূদূরেতে থা-
দক কিকব বিশেষত ॥ পুরাতনীকিয়া সংহতিক প্রকাশিত
কল্পুর প্রতিমা যোবা আপন নির্মিত ॥ স্বয়ং ভগবান গ্রহ এই
বুঝি করি। স্বধর্ম্য ভূত্বিতে আশঙ্কি পারি হরি ॥ যেরূপ গজ

যে তার ধর্ম ভ্যাগাদিতে । পাতিভ্যাদি দোষ নাই হয় কদা
চিত্তে ॥ যথা ।

মতকর্মদ্বর্ষতাং পুংসাং ক্রিয়া লোপো ভ'রদ্যদি ।

তেয়ং কর্মাণি দ্বর্ষন্তি তিসুঃ কোট্যে মহর্ষয় ইতি ॥

ভক্তিতে প্রবৃত্ত যেই জন হয় । তাহাদের কর্ণে অধিকার
নাই রয় ॥ ভক্তি সাধনেতে প্রবৃত্তের পূর্বকাল । কর্ণের পর
স্ত সেই জানিহ এ ভাল ॥ কৃষ্ণ প্রতিমা পূজনে মহাগুণ হয় ।
সেই সে উত্তম ভক্তি ভক্ত সব কয় ॥ ভক্তি শাস্ত্রের মূখ্যার্থ
সেবা শাস্ত্রে গায় । অশেষ ভক্তি প্রকার অনুবৃত্তিতায় ॥ যেই
ভক্তি পরম মহত ফলমত । চতুর্বর্গ ইহঁতে অধিক বিশেষত
অন্তর্য়ামি রূপে কৃষ্ণ আছেন ইহঁরা । এতজ্ঞানে কৃষ্ণে যদি করে
মাননায় ॥ আর কৃষ্ণ নামাভাস এক বার কয় । কিম্বাশুনে তা
দের সর্বার্থ প্রাপ্ত হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের যেই প্রমিতা আকার
আবাহন আদি মন্ত্রে ক্ত সংস্কর ॥ কৃষ্ণ সমাকার ছেত্ত আ
রুত তাঁগরা । শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি পদ সার । সেবনে সর্বজ
ভক্তি সিদ্ধ সমবায় । তাহাতে সে দোষাদির বিচার কোথায়
যদি কহ বৈষ্ণব পুরাণে পূজাকল । নাহি পায় শুনতার উত্তর
নিশ্চয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমা পূজা করে যেই সবে । কভু বৈষ্ণবেতে
অনাবর না সম্ভব । যেহেতুক ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ । বৈষ্ণ
বের সহ প্রীতি হয় উপজন ॥ কৃষ্ণ প্রতিমা পূজনে আশক্তি
কারণ । যদি অন্যদের কভু হয় ঘটন ॥ বৈষ্ণব সে অপরাধ
নাকরি গ্রহণ । পূজাব আসক্তি ছেত্ত কারণ শাস্ত্রম ॥ যদি কহ
দোষ ক্ষতি যেসব বচনে । কোনবিষয়ক তাহা শুন সে কখনে

ধরিতর প্রভিনা এই স্বয়ংধরিনয় । এইকপ ভেদদৃষ্টে যেনব পূ
জয় ॥ কিম্বা শৈলদারু লৌহ আদির নির্মিত । এই বৃদ্ধ য়েই
সব পূজয়ে নিশ্চিত ॥ কৃষ্ণভক্তগণে সংমানন না করয় । এণি
সকলের অবদান কর্তা হয় । পূজা গর্বে স্বধর্মাদিকরিয়া ত্য
জন । প্রভুর বেদান্ত য়েবা করয়ে লজন ॥ সেইসব জন অতি
শয় নুন হয় । নিগুণ সগুণ ভক্ত হইতে নিশ্চয় ॥ সেই সব
মন্দবুদ্ধি শাস্ত্রোক্তানুসারে । পূজাকল নাহিপায় নিশ্চিত বি
চারে ॥ যদি জিজ্ঞাসহ ভগবানের পূজন । বিফল হইতে দোগ্য
কিনতে হেন ॥ সফল হইলে বা কিনতে নিন্দা হয় । তাহার
উত্তর শুন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ॥ উক্তমতে য়েই সব প্রতিমা পূজয়
নির্দোষ নষ্টাবিষয় ভোগকন হয় ॥ অশেষ সত্কার্য ফল
হইতে গুরুতর । আপনা হইতে ফলে সেইতৎস্বর ॥ বর্গভো
গাদি বিষয় দোষ বিরহিত । উক্ত নষ্টাবিষয় ভোগে নিশ্চি
ত ॥ কিন্তু কৃষ্ণভক্তি যোগ্য য়েইফল চয় ॥ ৫ম সম্পত্তি ত্রিকৃষ্ণ
চরণ বিষয় ॥ তাঁর ধাম লাভ সদা তাঁহার দর্শন । ত্রিকৃষ্ণসহি
ত নিতা বিচার করণ ॥ এফল নাজান্য সে পূজায় একারণ ।
সাধবর নিন্দে পুরাণতে সে পূজন ॥ অতএব সেই সব পুরাণ
বচন । প্রতিমা পূজকের ন্যূনতা সংপাদন ॥ উক্তরূপ প্রতি
মা পূজক প্রতি সেই । সকল পূজক পর নহে মানো এই ॥
পূর্বোক্ত সকলে যদি সেরূপ পূজন । সর্বথা নিশ্চিত যদি
না করে ত্যজন ॥ তবে তাহাদের নিষ্ঠাপূজাতে জন্ময় । নিষ্ঠা
হইতে চিত্তের শোধন ক্রমে হয় ॥ গুণ দর্শিকৃষ্ণভক্ত গণের
কুপায় । অমিতান আহিদোষ সবক্ষীণপায় ॥ কিছুকাল মধ্যে

ভারা পরম উত্তম। শুদ্ধ ভক্তিমন্ত সব হয়েন সন্তম ॥ তাহার
দৃষ্টান্তদেখ কানি ভক্তগণ। ভক্তকল ভোগকরি বাঞ্ছায় আ-
গন ॥ ভক্তির প্রভাবে কালান্তরে তারা সব। শাশ্বত কৃষ্ণভক্তি
যোগ্য ফল অনুভব ॥ ভক্তিযোগ্য সত্ফল তৎকাল নাহি হয়
এহেতু নিকামি ভক্ত তাহারিনিন্দ্য ॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ পদ্ম সদা
সন্দর্শন। কীড়ানন্দ বিশেষ্যমগ্রাহের প্রাপণ ॥ এই সব সত্ফল
ভক্তির যোগ্য হয়। শুদ্ধভক্তিমন্ত গণমানেন নিশ্চয় ॥ প্রেম
ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণর সন্দর্শনে। না সঙ্কেন এককষমাত্র বিলম্বনে ॥
ভগবানো সেই সব প্রেমভক্তগণে। অম্পকালো নাপারেণ ক-
রিতে ত্যজনে ॥ অতএব অন। সর্ব কামফল যত। সবতচ্ছবু
ক্তিও নিশ্চয় তচ্ছামত ॥ সে সব শ্রীকৃষ্ণহৈতে সন্তুষ্ট নিশ্চয়।
ভক্তি প্রেম লক্ষণা সন্তুষ্ট কভুনয়। সেই প্রেম ভক্তির প্রসাদে
ভগবান। ভক্তের অধীন হন শুনহ ব্যাখ্যান ॥ এই হেতু পরা
ধীন লাগি সাহসর। সেই প্রেমভক্তি নাহি দেন নিঃস্বর ॥
ইহা পরমত কিন্তু আমি মানি এই। মহাপ্রিয়তনের অধীন
কৃষ্ণ সেই ॥ কোনোদুঃখ দোষ নাহি করেণ বিধান। অর্থাৎ
ভক্তর মনে নাহয় ব্যাখ্যান ॥ কৃষ্ণ পরাধীন তাঁর কি ঐশ্ব-
র্য হয়। এতাবি দুঃখ দোষ কদাচিত নয় ॥ কিন্তু মহাপ্রের্ত
অনাধীনতা তাঁহার। লোকের প্রমোদ সদা করেণ বিস্তার ॥
আর নিজ ভক্ত বত্সলত দিচ্ছকণ। মহাকীর্তি রূপ গুণ করে
বিস্তারণ ॥ বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নাগর শেখর। ভক্তাধীনতা
তাঁহার অতিপ্রিয়তর। শ্রীমদ্ভগবদ্ভা স্বভাবের সীমা যেই।
তাঁহার অস্তুর পরিপাক রূপা সেই ॥ আত্মারান পূর্ণকাম

মহায়োগেশ্বর । এইসব গুণ হৈতে শ্রেষ্ঠ নিরন্তর ॥ বিরহ অ
 গ্নিতে গুবৈদল্য মহাভাব । তাহার সম্পত্তি সে অনিরাচ্য প্র
 ভাব ॥ প্রেম ভক্তির পরীপাকে তাহা হয় । পরমার্থ বিচা-
 রেতে তিহ সে নিশ্চয় ॥ মহাপ্রহর্যের য়েই সাক্ষীভৌম হয় ।
 তাহার মন্তকোপরি সর্কদা নাচয় । যদ্যপি এরূপ হয় তাহা-
 ভে আছয় । তথাপি স্বভাব হৈত মহা আতিচয় ॥ শোক স
 ন্তাপাদি চিহ্ন বাহ্যে বিস্তারয় । মনে তাহা নহে রাহে নিত ॥
 নন্দ ময় ॥ সে বাহ্যদশাও প্রিয়তমের কখন । সহিতেনারেন
 কৃষ্ণ রাতে প্রিয়জন ॥ সেইভাব প্রেম ভক্তি পরিণামে জাত ।
 মর্থ সকলের ভ্রম জন্ময়ে তাহাত ॥ অতিদুঃখময় কিণা অতি
 সুখময় । রহিদ্ যিপর লোক হেন বিলোকয় ॥ বুঝিতে না
 পারি তত্ব সেইভক্তগণে । করে পরীহাস ভক্তিতে অনিচ্ছা-
 মনে ॥ এইহেতু ভগবান সেইসব জনে । প্রেম সহ ভক্তি নাহি
 দেন কদাচনে ॥ প্রেমের সহিত ভক্তি অতন্ত দুলভ । স্বর্গা-
 দির ভোগ আর মুক্তি ও সুলভ ॥ চিন্তামণিরত সর্কজন নাহি
 পায় । কাচ আদি কিয়া স্বর্ণ কভু প্রাপ্ত তায় ॥ স্বর্গাদির
 ভোগ হয় কাচাদি উপম । মুক্তি তাহা হইতে দুলভ স্বর্ণময়
 কদাচিত কোনজন স্বর্ণ প্রাপ্ত হয় । চিন্তামণি পরম দুলভ
 লভ্য নয় ॥ সেইমত প্রেমভক্তি জানিহ নিশ্চয় । কদাচিত
 কোন জন পায় ভাগ্যদয় ॥ একপ্রেম ভক্তি রূপে স্পৃহা য়ার
 হয় । লোকাভীতরীতি য়েই অতিমহাশয় ॥ হেন কোনজনে
 কদাচিত ভগবান । প্রেমের সহিত ভক্তি করণ প্রদান ॥ প্রেম
 পরীপাকে য়েভাব জন্ময় । তার তত্ব নিকপণে শক্তি নাহি

হয় ॥ যোগ্যও নহেত যেন সাধুশাস্ত্র বর। যে সব প্রভুর ভক্তি
 প্রবৃত্তি পর। ॥ তাহে অজ জনের বিরুদ্ধ ভল্য হয়। প্রেমের
 স্বভাব শুনি ভয় উপজয় ॥ তাহে প্রেম ভক্তিতে অজের মতি
 নয়। দুখাভাব জানে মোক্ষ প্রবৃত্তি জনয় ॥ সেতাবের উৎ
 কৰ্ষ সাধুর জানে সেই। সেই ভাব রূপ রস সেবা করে য়েই
 ক্রমিও শ্রীগোবিন্দ নাথের প্রসাদেতে। ভ্রায জানিবে রাহে
 জন্ম গোহনেতে ॥ তথাচ গ্রীষ্ম কারো নারদ প্রণমতি। গুট
 বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মণি মঞ্জরিকা হঠাৎ। স্কুট মূদ্ঘাটি
 তা যেন তৎপ্রপন্নোন্মি নারদ ॥

শ্রীগোপ ভবান্নর তবে কহেন বচন। প্রকার বাক্য তাঁর ক
 রিয়া শ্রবণ ॥ নিজেই দেবতা শ্রীগোপাল শ্রীচরণে। অত্যন্ত
 দর্শনোৎকণ্ঠা বাড়িল তখনে ॥ প্রেমভক্তি জাতভাব বিশেষ
 তৎকালে। আশাবাস্য সমূহ জন্মিল মম মনে ॥ এই দুয়ে শো
 কাণবে পতিত আনারে। দেখিয়া কহেনমুনি সান্ত করিবারে
 স্বদ্যপিহ এই মহা গোপন বচন। উপরুত্ত নহে এই বৈদ্রষ্ট্য
 কখন ॥ তথাপি তোমারে অতি কাতর দেখিয়া। হইলাম
 বাচাল কহিয়ে এলাগিয়া ॥ শ্রীমন্নায়কের পুরীর অদূরেতে
 আছে শ্রীরামের পুরী অয়োধ্যানামেতে ॥ তাহার অদূরে
 আছে পুরী দ্বারাবতী। শ্রীরুত্ত মধুর মধুপুরী ভল্য অতি ॥
 শ্রীরূপাতিরপ্রিয়া ভূমি সেইস্থানে। গিয়া নিজইষ্টদেবেদেখ
 সন্নিধানে ॥ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মের সেবাদ। রসিকের
 সম্মত যে হয় সদুপায় ॥ উত্তম প্রকার য়েই অয়োধ্য ॥ গমনে
 প্রথমত কহি তাহা করহ শ্রবণে ॥ শ্রীকৃষ্ণ গোলোক নাথ বহু

দীপ্যমানী। সাক্ষাৎ শ্রীভগবান সর্ব অবতারী।। প্রকট পুরুষ
মেধয় যুক্ত সে অশেষ। তাঁর চরণের উপাসনার বিশেষ
শ্রীমদন গোপাল দৈবত দশাক্ষর। মন্ত্ররাজ্য অবতার দ্বারা
নিরন্তর।। রঘুনাথ পাদ পদ্মাদিক সমদয়। যদ্যপি সাক্ষাৎ
লাভ হয় নিশ্চয়।। তথাপিহ শ্রীরঘুনাথের শ্রীচরণ। সরোজ-
য়েহয় অত্যন্ত অসাধারণ।। তাহে রস বিশেষের লাভের
কারণ। উপদেশ কহি যত্নে করহ শ্রবণ।। অর্থাৎ যদ্যপি
আদি সর্ব অবতারে। শ্রীমদন গোপাল দেবের ভক্তি দ্বারে।।
তথাপিহ অবতার যত্নে অশেষ। তাহাতে শ্রীরঘুনাথ কি-
ঞ্চিৎ বিশেষ।। তাঁর ভক্তি বিশেষ না করিলে অশ্রয়। তদাত-
রস বিশেষ নাভি নাহি হয়। এই হেতু উপদেশ বিশেষ করিয়ে
গুহ গোপ আমার শুনহ মন দিয়ে।। তথাহ।।

সীতাপাতে শ্রীরঘুনাথ লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠপ্রভৌ শ্রীহনুমৎ

প্রিয়েশ্বর। ইত্যাদিকং কীর্ত্তয় বেদশাস্ত্রতঃ খ্যাতং

অরংস্তুদগুণরূপবৈভবং।।

সীতাপাতে আদি নায় করহ কীর্ত্তন। বেদশাস্ত্র দ্বারা যাহা
খ্যাত সর্বজন।। তাঁরকপ গুণ আর বৈভব চরিত। স্মরণ কর
হ যাহা জানহ নিশ্চিত।। যদি কহ যদন গোপাল দেব মন
করণ করিল অন্য নহেত রোচন।। কেমনে অন্যের প্রেম করি
ব গ্রহণ। তাহার উত্তর কহি করহ শ্রবণ।। যে প্রকারে নিজইকি
দেব লাভ হয়। তাঁর অনুষ্ঠান হয় চাক্ষুশ নিশ্চয়।। তথাহ
স্বকার্য মকরত প্রাজ্ঞ কার্য ধসেন মৃগতা।। শিবের রূপ
য ছেন বিষ্ণুপদপায়। শ্রীগোপালপ্রাপ্ত তেনরামের রূপায়

যদি কহ মম এক পত্ন্য বৃত্ত ভঙ্গ । হইবেক তাহে শুন উত্তর
 প্রশঙ্গ ॥ আপন ইষ্ট দেবের যাহাতে সে গন্ধ । অর্থাৎ য়ে
 কায়ে, আছে অঙ্গ ও সম্বন্ধ ॥ তাহাতে উত্তমা প্রীতি করে
 অনুকণ । নিজ এক ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপরজন ॥ শ্রীরাম পাদাজ
 যুগ করিলে দর্শন । দর্শনোক্তকণ্ঠতা যদি নাইযসান্তন ॥ তবে
 রাম রূপাভরে দ্বীভূত মন । সুখে দ্বারকায করিবেন প্রহা-
 পন ॥ দ্বারকায গমন করিয়া যথোদিত । তাঁর নাম সঙ্কীর্তন
 করিবে নিশ্চিত ॥ সুস্বর গাথায় উচ্চ নাম উচ্চারণ । গুণকীর্ত
 নাদি গান করিয়া শুবন ॥ সুখে দ্বারকায গিয়া নিজ প্রিয়ে
 শ্বর । যদুগণে বৃত্ত কৃষ্ণ চন্দ্র মনোহর ॥ দেখিতে ইচ্ছিত য়ার
 যুগল চরণ ॥ তাহারে অচিরে তুমি করিবে দর্শন ॥ অয়োধ্যা
 দ্বারকা পুরুষোত্তম আদিক । এই শ্রীবৈষ্ণবের প্রদেশ বিশে-
 ষিক ॥ তথায যাইতে বৈষ্ণবের ত্যাগ নয । এলাগি প্রভুর
 আজ্ঞা অপেক্ষা নাইয ॥ যদি কহ তথাপি অনুজ্ঞা লৈয়া তাঁর
 গমন উচিত শুন উত্তর ভাহার ॥ সর্ব হৃদ্বত্তি দশী শ্রীদেব
 নারায়ণ । করিলেন আমারেত প্রভু আজ্ঞাপণ ॥ হে নারদ
 ব্রহ্মহলে করিয়া গমন । গোপদ্রমারের কর মানস পূরণ ॥
 এ আজ্ঞায আইলান মম বদনেতে । তাঁর আজ্ঞা হৈল জান
 এঅনুমানেতে ॥ এক মহাভক্তে অনুগ্রহ করিবারে । গেলেন
 শ্রীতগবান স্বয়ংকোথাকারে ॥ আসিতে বিলম্ব তাঁর হবে
 কতক্লণ । নাপারিবে তুমি ব্যাঙ্গ করিতে সহন ॥ এইসেকার
 ণে তব গমন বিধায়ে । এই অবসর জানিহ নিশ্চয়ে ॥ আজ্ঞা
 হেতু প্রভু সন্নিধানেন্তে যাইবে । তাহার দর্শনে পুন ত্যজিতে

নারিবে ॥ অন্যত্র যাটতে ইচ্ছা নাহবে তোমার । চিরকাল
ভীষ্ট সিদ্ধ না হইবে আর ॥ ইত্যাদিক পরামর্শ করি ভগবান
করিল পূর্বোক্ত মত কর অনুমান ॥ কহে গোপচন্দ্রনার শুনি
যা এবচন । অতিশয় হর্ষ যুক্ত হৈল মমমন ॥ শ্রীনারদে বার-
ম্বার করি প্রণমন । লৈয়া আশীর্বাদ গেলু আরিষা শিক্ষণ ॥
দূরে হৈতে দেখিলাম বানর সকল । অনিবার্য মাধুর্য অত্য-
ন্ত সুচঞ্চল ॥ লক্ষ্যদিয়া ইতস্তত করয়ে গমন । রামও ইহাবল
যে বচন ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অসাদৃশ্য নাসাহিয়া । লৈলা মম হস্ত
হৈতে বংশী আকর্ষিয়া ॥ তাঁহাদের সহ অগ্রে করিয়া গমন
দেখিলাম মনুষ্য সকল বিলক্ষণ । বৈদ্রষ্ট্য পার্যদয়েই চতুর্ভু-
জাকার । তাহা হৈতে সুন্দর রামের সমাকার ॥ সেই সব নর
আর বানরের গণ ॥ মম প্রণামাদিনাচি করিলা সহন ॥ পুরী
মধ্যে করাইলা মম প্রবেশন । প্রথমে গেলাম বাহ্য প্রকো-
ঠে তখন ॥ পরম বিনীত মত তাঁদের আচার । মোরে নীতে
আসিহিলা আজ্ঞায় তাঁহার ॥ অন্যথা শ্রীরাম পদ সেবে সর্ক-
ক্ষণ । দূরগমনেতে নহে সম্ভব কখন ॥ তবে দেখিলাম অতি
মনোহর রীত । সূত্রীব অঙ্গদ জায়ুবানাদি সহিত ॥ শ্রীমান
ভরত সুখে বসিয়া আছেন । বামে তাঁর পত্নী অগ্রে শত্ৰুঘ্ন
রহেন ॥ নরৈ যুক্ত দেখি তাঁরে মানি রঘুবর । তাঁর যোগ্য
স্তব তবে করিলু বিস্তর ॥ মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র জয়
জানকী বজ্রত দশবদন বিজয় ॥ ইত্যাদিক স্তবে কণ আচ্ছা-
দন করি । আমিৎসবলি মুক্ত নিষিদ্ধ আচরি ॥ তাঁর অস-
ম্মত কর্মে অপরাধে ভীত । হইলু অঞ্জলিবদ্ধ অগ্রে অবস্থিত

পুরমধ্যবর্তি রঘুনাত্ত সন্নিধান । হঠাতে বাহ্যেতে আসি শীঘ্র
 হনুমান ॥ তুরায়গমন হেতু হস্ত আকর্ষণে । করাইলা অস্তঃ
 পুর মধ্যে প্রবেশনে ॥ তথায় তদ্রূপ হৈতে তদ্রূপ স্বরূপ
 দেখিলাম রাম নরবরাকৃতি রূপ ॥ অখিল আধুরী ময় মন্দি
 রে সগণে । মহারাজাধিরাজের যোগ্য সিংহাসনে ॥ সৃখে
 অধিষ্ঠান করি আছেন বসিয়া । মহাপুরুষ লক্ষ্মণে যুক্ত হই
 হিয়া ॥ কোন প্রকারেতে নারায়ণের সমান । সর্ব প্রকারেতে
 নহে উপমা আখ্যান ॥ আকার সৌন্দর্য বয়োবর্ণাদি শোভান
 ভূষণাদি ক্রীবৈদ্রষ্ট্য নাথের সমান ॥ তাঁহা হইতে ও অতি মধু
 রু বিশেষ । দ্বিভুজ আদি স্বরূপে মনোরমা শেব ॥ কোদণ্ড না
 মেতে ধনু হস্তেতে শোভন । সিবিনয়লজ্জায় রমিত আলো
 কন ॥ রাজেন্দ্রুর ন্যায় প্রজা পালনাদি কর্ম । আশ্রিত সত্
 কার্য্য করণাদি কথ্য ধর্ম ॥ তাঁহার দর্শনানন্দ ভরেতে মন
 স্থিত । দণ্ড প্রণামার্থ অগ্রে হইল পতিত ॥ কিন্তু সেই মোহ
 সর্ব পুরুষার্থে শ্রেষ্ঠ । যেহেতু তত্ত্বিতে সর্ব সাধন যথেষ্ট ॥
 সে মোহে হইল দর্শনানন্দে বঞ্চিত । দেখিলু রূপায় তাঁর
 হৈয়া উত্থাপিত ॥ মোরে তথ্য রাখি নিজ সেবন বিধান ॥
 একলক্ষে হনুমান গেলা সন্নিধানে ॥ অর্থাৎ শ্রীরাম সচ জান
 কী লক্ষ্মণ । অগ্রে হনুমান এইরূপ সুশোভন ॥ ভক্তেরো হই
 বিশেষত্ব হয় সন্দর্শনে । এলাগিয়া হনুশীঘ্র করিলাগমনে ॥
 প্রভু প্রিয়া অনু রূপা জানকী বাসতে । অনুজলক্ষণ বরশোভে
 দক্ষিণেতে ॥ হনু অগ্রে থাকি হস্ত চান্নের কখন । করণ বা
 জনগাই তাঁর গুণগান ॥ কখন বা স্বনির্মিত বিচিত্র স্তবকে

করিল প্রভুর স্ববজ্রলি পুটেতে ॥ ক্রণেকেকারণে তেতছত্রের
 ধারণ। ক্রণে বা প্রভুর পাদদ্বয় সম্বহন ॥ ক্রণে একবারে বহু
 সেবার প্রকার। শ্রীরামে ব্যগ্রতা বিনাকরণে বিস্তার ॥ অতি
 হর্ষভরে আমি হৈয়া পূর্ণাধার। জয় কহি প্রণমিলুঁ বারম্বার
 ভগবান হইয়া রূপায় দ্বিক মনে। পরম অদ্ভুত মদ অমৃত
 বচনে ॥ করিলেন আপ্যায়িত মোরে অবগন। ওহে গোপ
 নন্দন আমার সুহৃদ ॥ তাঁমাদের প্রতি স্নেহ বিধান দ্বারা
 করিলা শুভাগমন এই অয়োধ্যায় ॥ সাধু অতএব বৈস এই
 স্থানে। ত্যজি ইতস্তত যাতায়াতের বিধানে ॥ ইহাতেই পরি
 পূর্ণ হইল সকল। প্রণামাদি বহুতর প্রয়াসে বিফল। চিরকাল
 দুঃখ নাহি দিও ভগি আরে। আপন বাক্য জান, নিশ্চয় আ
 মারে ॥ উত্তীর্ণ হইল মঙ্গল তোমার। ত্যজ মম গৌরবের স
 ত্ত্ব বিস্তার ॥ য়েহেতু তোমার প্রেম সমূহে সতত। বশীকৃত
 আছি সখা নহে অম্যমত ॥ তথাপি পরমানন্দভার বিবশতঃ
 প্রণাম হইতে নাহি হইলুঁ বিরত ॥ প্রভুর আজ্ঞা তবে আসি
 হনুমান। করাইযাভূমি হৈতে আমরে উত্থান ॥ শ্রীযুক্ত চরণ
 পদ পীঠ সন্নিধানে। বল করি লৈয়া গেলা মোরে সেই স্থানে
 তবে আমি করিলাম আপনার মনে। দীর্ঘ আশা আমার
 ফলিল এইক্রণে ॥ বাঞ্ছাতিত ফল মম সম্পন্ন এক্রণ। কোথা
 এথা হৈতে আর করিব গমন। নিজগোপ বালক বেশেতে
 পূর্বমত। করি চামরান্দোলন আদি সেবা যত ॥ কিছুকাল
 করিলাম নিবাসতথায়। হৈয়া আনন্দভরেতে বশীকৃত প্রায়
 অনন্তর শ্রীঘৃসিংহের সেই স্থানে। মহারাজাধিরাজ দ্বী-

লার বিধানে ॥ ধর্মানুসারিণী দেখি অনুকম্পতার । নাহিভক্ত
 বাত্ সল্যেতে ধর্ম্যতাগাচার ॥ ইন্দ্ৰদেব মদন গোপাল চরণ
 গের । বেণু বাদ্য গোপী মোহনাদি ক্রীড়নের ॥ বিহার মাধুরী
 অনির্কচনীষ সব । ধ্যানাবেশে স্বয়ং যাহা হয় অনুভব ॥ সেই
 সব তথায় নাহয় আলোকন । আলিঙ্গনাদিক রূপা নাহয়
 লভন ॥ শ্রীরামের পাদাজ্ঞের মাহিমা নিচয় । লজ্জা নমুতা
 সরল স্বভাব বিনয় ॥ ইত্যাদিক হনুমান মুখেতে শ্রবণে ।
 দেখি সাক্ষাতে ও শোক ন্যায্যপ্রাপণে ॥ কৃষ্ণ প্রেম হেতুসেই
 শোক যেকারণ । বস্ততঃ সে শোক নহে পরানন্দ হন ॥ মনো
 দুঃখ নিবারি শ্রীরামে আরোপণ । ধ্যানে করি নিজেই দেবে
 র গুণগণ ॥ পূর্বাভ্যাস বশের কারণ যেনময়া ব্রজভূমি আর
 শ্রীকৃষ্ণের লীলাচয় ॥ আর তাঁর অনকম্পাবলের দ্বারায় ।
 আমার হৃদয় মধ্যে আক্রমণ পায় ॥ পরম শোকাত্ত ভবে
 হৈয়া দ্বারকায । অয়োধ্যা হইতে যাইবারে ইচ্ছাভায় ॥
 মজ্জিবর হনুমান সেকালে দেখিয়া । বিচित्र যুক্তি চাতুর্যে
 রাখে আশ্বাসিয়া ॥ তথাপি আমার শোক হয় পুনর্বার ।
 দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সেদুঃখ বিস্তার ॥ প্রথর করুণা হেতু কোমল
 হৃদয় । জানেন জগত চিত্ত বৃত্তি সমুদয় ॥ তাহাতে জানিলা
 তিঁহ আমার হৃদয় । মদন গোপাল দেবোপাসক এইয ॥ তাঁ
 হার চরণে হয় প্রেম নিষ্ঠ জনে । এ হেতুক যোগ্য তাঁর সহি
 ত মিলনে ॥ অতএব আনন্দ বিশেষে এথাকার । হনুমান ক্রুত
 আশ্বাসের দ্বারা আর ॥ ছুটি নাহিবে অনুতাপ চিন্তে রবে
 কেবল দ্বারকায়াতে ইচ্ছাবান হবে ॥ ইহা জানি প্রণয়েতে

কোমল বচনে । সুখে দ্বারাবতী যাও এই আদেশানে ॥ শাস্ত্র
নাগমহ জাম্ববানে সঙ্গে দিয়া ॥ দ্বারকায শীঘ্র মোরে দিলা
পাঠাইয়া ॥ শ্রীযুক্ত শ্রীগুরুদেব পাদপদ্ম মনে । নিরন্তর সাব-
ধানে করিয়া চিন্তনে ॥ সটীক মূলের অর্থ করি অনুভব । যথা
মতি যথা সাধ্য আমি লিখি সব ॥ তাহাতে য়ে দোষ থাকে
করণ করিয়া । সাধুজন শুদ্ধচিত্ত দিবেন শুধিয়া । বসুচতুর্থ
ব্রীণান্ত শ্রীজয় গোবিন্দ । নিবেদয়ে ভাবিমনে শ্রীজয় গোবিন্দ
ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যে ষষ্ঠে বৈদ্রুণ্যম
চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমে দ্বারকা নাথংদৃষ্টব গোলোককীর্তয়ে । ভৌম

গোদল তৎকীড়া তল্লোক মহিমোচ্যতে ॥ .

জয়ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীনুত । জয়ত নিত্যানন্দ পরমঅদ্ভু-
ত ॥ জয়ায়েত চন্দ্র জয় গৌরভক্ত গণ । কৃপাকরি শুন পঞ্চমা-
ধ্যয় কথন ॥ কহেন গোপদ্বারতবে দ্বারকায । গিষ্য দেখি
লাম যাদবের সংপ্রদায় ॥ মাথুর বিপ্রগণের সহ বর্তমান ।
দ্বার বর্গ সহিত আনন্দ বিধান ॥ করেণ নিশ্চিন্তে সদা বি-
চিত্র বিহার । পৃথক বর্গে সমূহ বিস্তার ॥ পূর্বে আমি সর্ব
স্থানে করিয়া ভ্রমণ । কোনস্থানে শ্রীবৈদ্রুণ্য দেবেও কথন ॥ য়ে
নাথুর্য পরাকাষ্ঠা না কৈল দর্শন । যাদবগণেতে তাহাকহে
বিরাজন ॥ তাঁহাদের দর্শনে য়ে আনন্দ হইল । তাথে প্রণা-
মাদি করি সর্বার্থ ভুলিল ॥ সর্বজ প্রবর তাঁরা সকল জানিল
য়ে আমি য়েহেতু যথা হইতে আইল ॥ অতএব বলদ্বারা করি
যা প্রহণ । আমারে যাদবগণ কৈলা আলিঙ্গন ॥ ব্রজে গোব-

স্নান পর্বতের সম্মিধানে। গোপালেরপুত্র এই সনিশ্চয় জ্ঞানে
 ক্ষেত্র সমূহেতে আদিত্যাদেবমন। করে ধরি অন্তঃপুরে
 কৈলাপ্রবেশন ॥ তবে আমি দূরে হৈতে দেখিলু বিস্তার।
 মধ্যেতে সধর্ম্মানামে মহত শভারি ॥ মণি স্বর্ণময় ক্রুত আসন
 বসেতে। পরম উৎকৃষ্ট তুলিকার উপরেতে ॥ বসিয়া লীলা
 নুক্রমে বিরাজিত মান। শ্রীদ্বারকানাথ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান। না
 রায়ণের বিচিত্র য়ে মাধুরী সার। শ্রীমুখ লোচনাদি আকার
 অলঙ্কার ॥ পূর্বোক্ত সকলেতে হযেন সুসেবিত। অর্থাৎ কি
 ঞ্চিৎ সাম্য ইহার সহিত ॥ কোন অধিকাধিক শোভাতি নমু
 দযে। তাঁহা হৈতে শ্রীদ্বারকানাথ যুক্ত হযে ॥ কৈশোর শো
 ভা মিশ্রিত যৌবনে পূজিত। মনোহর হস্তদ্বয় ভক্তপ্রকাশিত
 অধর্য্য ভঙ্গিতে সেবকের মনোহরে। বোধাতীত মহাশচর্য্য
 বিনোদ সাগরে ॥ শ্রীদ্বারকানাথের মস্তক উপরিতে। বিস্তা
 রিত শ্বেত ছত্র আছে বিরাজিতে ॥ শ্বেত দুইচামর সুবৃহত আ
 কার। পাশ্ব দ্বয়ে বীজনেতে ভ্রমে অনিবার ॥ অগ্রে সুবর্ণ রচি
 ত পীঠের উপরে। শ্রীমুখপাদুকা দ্বয় বিরাজেনকরে ॥ শ্রীরা
 জরাজেশ্বর শ্রীদ্বারকাধিনাথ। তাঁর অনুরূপ ভূষণাস্ত্রাদিক
 সাথ ॥ চতুর্দিকে আছে পরিচারকের গণ। অনুপাম শ্রীভগ
 বানের যোগ্যহন ॥ মহাবিভূতিরথাস্থ নিধি পারিজাত।
 গীত নৃত্যাদি সকল বিরাজে বিখ্যাত। নিজ নিজাসনে বসু-
 দেব রামাক্রুর। গর্গাদি দক্ষিণ পাশ্বে বসিয়া প্রচুর। বামে
 ব্রাহ্মা উগ্রসেনে অগ্রেতে করিয়া। গদ সাত্যকি সুজনে আ-
 ছেন বসিয়া ॥ শ্রী ব্রহ্মা আছেন তাঁর সম্মিধানে। সেনাপতি

কৃতবুদ্ধা আদিসর্বজনে ॥ যাদবের শ্রেষ্ঠ ভোজঅন্নকাদিঅন্ন
অন্য নৃপ আদি সব বসিয়া বিস্তার ॥ হেনই সময়ে সেই না-
রদ এখানে ১ কৌশলে বীণার বাদ্যে আর শ্রেষ্ঠগানে ॥ হাসা
ইয়া প্রভুর বিবিধ প্রকারে ১ শ্লাঘায আমোদি বারম্বার উঠ-
ফেরে ॥ অগ্রে থাকি শ্রীগুরুড় করণে শুবন ১ পুনঃ ২ করণ
পাদ পদ্ম সম্বাহন ॥ রহস্য সুপ্রিয় গোহলাদির কথায ১ আ-
পন ঈশ্বরে দেন সম্বোধ উপায ১ সভামধ্যে ব্যক্ত করা অয়ো-
গ্য সেসব ১ এহেতু নিকটে থাকি কহেন উদ্ধব ১ শিষ্য বৃহস্প-
তির মন্ত্রিবর হন ১ শঙ্কেতে কহেন অন্যান্যবৃদ্ধা কখন ॥ চির
কালোনের দর্শনেচ্ছার বিষয় ১ দেখিয়া ইইলাম প্রেমভর
মোহ ময় ॥ দূরে পড়িলাম দেখি প্রভু প্রকাশিত ১ উদ্ভট
স্নেহরসেতে ইইয়া পূরিত ॥ আনিবারে আঁমাঁরে আপন
সন্নিধানে ১ উদ্ধবে আদেশ ক রলেন ভগবানে ॥ প্রভু পাদ
সম্বাহন রত শ্রীউদ্ধব ১ গোহল লোক ত্রি দেখিয়া মম সব ॥
গোপ ভ্রমারের বেশ লক্ষিয়া আঁমাঁরে ১ হৃষ্যকৃত হৈয়া আই-
লেন শীঘ্রকারে যত্নে উঠাইয়া সচেতন করিলেন ১ হৃদয়ধরি
প্রভু পাশে আনিলেন ॥ নিজ নিকটে আঁমাঁ করিতে আনয়নে
উঠবার কামনা করিয়াসে আপনে ॥ ভগবান অতিশয়ে কু-
পার লক্ষণে ১ অগ্রে বেই পাদ পদ্ম করিলা অপর্ণে ১ উদ্ধব
বলেতে মম হস্তে আকর্ষিয়া ১ তাহাতে মস্তক মম দিলেন রা-
খিয়া ॥ প্রাণনাথ নিজ করাম্ভের দ্বারায ১ প্রত্যক্ষ আঁমাঁর
করে মার্জনের ন্যায ১ বস্ততে ধূলি অভাব গাত্রোত আঁমাঁর
চাতুর্য বিশেষ সেই স্পর্শ করিবার ১ মম করহেতে বাঁশী

করিয়া গ্রহণ । অনুক্ষণ তাহারে করিষা বিলোকন ॥ দুঃখন
 হইতে অক্ষরজল যারে । মহা আত্ম মত থাকিলেন চুপকরে
 বাস্তব যদ্যপি মহা আত্ম হইলেন । কিন্তু সভামধ্যে সম্বরণ করি
 লেন ॥ কণেকে শ্রীহরিকিঙ্কাসিলেন আশ্রয়ে । ভালত আহহ
 কিবা কেম সে তোমারে ॥ দুজে অমঙ্গল কিবা প্রভুর কিহয
 ইহা কিহি পাইলেন মোহ দশাচয় ॥ পরমাত্ম লক্ষণ দেখিয়া
 সে সম্বরণ করিলেন ধৈর্য্যান্বিত তাঁরে মজ্জিবর ॥ যদ্যপি এ
 রূপ ভূমিস্থিত দ্বারকাযা থাকিলে সে অমঙ্গল বুঝমধ্যে ভাষ
 তথাপি দ্বারকাধষে অভেদাভিপ্রায়ে । প্রভুর তাদৃশ ভাব
 অনুবৃত্তি পায় ॥ ধৈর্য্য করিবারে শ্রীউদ্ধব মহাশয় । দেখা-
 ইল। সঙ্কেত দ্বারেতে অগ্রে হয় ॥ বসুদেবাদি যাদব ইন্দাদি
 অমর । ঋষি গর্গাদিক যুধিষ্ঠিরাদি নৃপবর ॥ প্রভুর পার্শ্বদ
 ইহার সকলে হন । কৌতুক হেতু তাঁহার সভামধ্যে রণ ॥ ভগ
 বান করি পদ্ম নেত্র উন্মীলন । যাদব প্রভৃতি অগ্রে করিষা দ
 র্শন ॥ আপনারে সুস্থির করিষা প্রয়ত্ততঃ । অভঃপুর যাই-
 বারে হইলা উদ্যত ॥ নিজ জীবিতেশ অভীষ্ট দেবে সুচিত্রে ।
 পাইয়া হইল মগ্ন হর্ষ নিঙ্কুনীরে ॥ কি বাক্য কিহব করিব
 আচরণ । জানিত্তে নাপারিলাম কিছুই তখন ॥ অভঃপুরে
 যাইবেন প্রভু একারণ ॥ করিলেন যাদবাদি সকলে গমন ॥
 তাহুল বিলেপন সুবাক্যাদি দ্বাৰায় । মান্য করি সকলোরে
 করিষা বিদায় ॥ দক্ষিণ হস্তেতে মন করদ্বয় ধরি । রামোদ্ধব
 সহ পুরে প্রবেশিলা হরি । তবেত যোল সহস্র অষ্টোত্তর শত ।
 নহিষী সকল হৈয়া হর্ষিত সম্মত ॥ অক্ষ দেবকীরে রোহিণীরে

অগ্রেকরি। সদাগী ভর্তার অগ্রে আইলা সত্বরি ॥ তথাচ।

কুকিণী সত্যভামা সা দেবীজাম্ববতী তথা। কানিন্দী

মিত্র বিন্ধ্যাচ সত্য। ভদ্রাচ লক্ষ্মণা ॥

সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই অষ্টজন। ইহাদের সহ আল্যা
য়ত নারীগণ ॥ নরকের গৃহে হৈতে হরিষা আনিলা। রোহি
ণী প্রভৃতি ষোল সহস্র আইলা ॥ কুকিণী প্রভৃতি যত মহিষী
আখ্যান। সর্বোৎকর্ষ রূপগুণ কৃষ্ণের সমান ॥ সর্ব প্রকা-
রেতে সবে তাঁহার উচ্চিতি। শুভ্য দাসীগণে করে সেবা নানা
রীতি ॥ দেবকী রোহিণী আর মহিষীর গণে। হইলেন আবৃত
সলজ্জায় সেক্ষণে ॥ প্রদুম্ন শাশ্বাদি ঈমারেতে সুশোভিত।
আপন মন্দিরে হইলেন প্রবেশিত ॥ স্বেভাব জন্মিল মনে গো
দুঃস্মরণে। লুকাইয়া ছুটমতবসিলা আসনে ॥ দেবকীরে য
শোদা রোহিণী স্বয়ং আর। মহিষীবর্গকে মানি গোপীর আ
কার ॥ প্রদুম্ন শাশ্বাদি সেই ঈমার আখ্যান। তাঁহাদিগে
জানি গোপ ঈমার সমান ॥ মম হস্ত হৈতে বেণু করিয়া গ্রহ
ণ। নিজকর কমলেতে করিলা ধারণ ॥ তাহে ধ্যেয় মদন গো
পাল দেব সম। দেখি সমক্ষে হইল হর্ষে মোহ মম ॥ পূর্ব
ইহতে বিশেষ কঠেতে উপবীত। উত্তরীষ বস্ত্রে তাহা আছে
আচ্ছাদিত ॥ শ্রীনন্দ নন্দ ন বৃজজনানন্দ কারী। রূপা অতি
শযেতে ব্যাঙ্গল মনোধারী ॥ সন্তু ম সহিত স্বয়ং উঠিয়া ত
খন। বারম্বার অঙ্গসব করিয়া মার্জন ॥ নিজকর সর্বোজের
স্পর্শের বলেতে। মোহ ভাঙ্গি প্রবোধ করিলা কৌশলেতে ॥
বস্ত্র মানি হইলেন ভোজন সমুদয়। গোদুল বিরহে ভোজনেচ্ছা

নাকরযা ॥ মাতা সকলের অতি আগ্রহে নিশ্চয় । করিলেন
 স্নানাদি মধ্যাহ্ন কৃত্যচর্য ॥ আপনকরেতে সেইদেবকী নন্দন
 করাইলেন কিঞ্চিৎ আমারে ভোজন ॥ পশ্চাত স্বয়ং ভোজন
 লাগিলা করিতে । বাল্যলীলা ক্রমেতে আমারে সন্তোষিতে
 পূর্বোবুজে করিতেন ভোজনাভিরামে । সখার মণ্ডলী মধ্যে
 রাখি বলরামে ॥ বলাই নাগোঠে গেলে শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
 মণ্ডলীর মধ্যে থাকি করিতা ভোজনে ॥ সেইমত বালকের
 মণ্ডলী করিয়া । মধ্যে নিদ্র অগ্রজেরে যত্নে বসাইয়া ॥ নিজে
 পরিবেশি নানা কৌশলোক্তি দ্বারে । হাস্যলীলা বিস্তারিয়া
 করিলা আহারে ॥ প্রভুর মনেতে এই পরম ঐশ্বর্য্য । বিশেষ
 প্রকাশ ময় অন্তঃপুর বর্য্য ॥ ইথে এ থাকিলে নিজ সুখন্যূন
 হবে । এবঞ্চ ইহার সুখতাহাতে নারবে ॥ অতএব বুজ প্রিয়
 উদ্ধব আলয়ে । এই গোপ ভ্রমারের বাস যোগ্য হয়ে ॥ এই
 ভগবানের জানিয়া অতি প্রার্থ । উচ্ছ্রী মণ্ডাপ্রসাদ খাইয়া
 তথায় ॥ প্রভুর ইচ্ছায় আর স্বয়ং বল করি । আনিলেন আ
 নারে আপন গৃহে ধরি ॥ উদ্ধবের গৃহে গেলে সম্যক প্রকার
 সম্পূর্ণ রূপেতে বোধ জাগিল আমার ॥ তথা অনুভূত সব ক
 রয়া ভাবনে । মূঢ় নৃত্য করি ইহা মানিলাম মনে ॥ আহামম
 মনোরথ যেনব আছিল । তাহার পরম অন্ত অদ্য সে হইল ॥
 যেহেতুক ইষ্টদেব শ্রীবুদ্ধনাগরে । মনে ধ্যায়মান বহু মাধুরী
 আকরে ॥ গোঙ্গল লঙ্কটে অদ্য আমি সাক্ষাতেতে গাই-
 লাম দেখিলাম সব নবনেতে ॥ অন্য দিন উদ্ধব সাক্ষাতে পুন
 দ্বাই । করিবিলোকন নিজ প্রভুরে তথাই ॥ হইব বিবর্ণে কিছু

করিতে নারিল । দর্শনাতিরিক্ত কিছু সেবা নাইল ॥ শ্রীরুক্ত
 শ্রীদ্বারকা নাথের ককণার । বিচিত্রতা অতিশয় পাইয়া বি
 স্তার ॥ দ্বারকাযবসি মহা আনন্দের পূরায় তৎককণিষে অনু
 ভব সে প্রচুর ॥ তার নিকপণকরিবারে বুদ্ধজ্ঞানী । দূরেতে
 খাদ্যক কিবা কহিবে সে জানি ॥ কৃষ্ণ ভক্তিমান্য বাক্য মনে
 কোন জন । পাইয়া বুদ্ধার আয়ুপারে কোনক্ষণ ॥ মোক্ষেতে
 সুখের মহত্তম প্রাপ্তি হয় । মৃত্তি ইচ্ছগণ সব এইকথা কয় ॥
 তাহাইহেতে বৈদ্রুণেতে কোটিং গুণ । সুখপ্রাপ্ত ভজগণ কহে
 ন নিপুন ॥ দুঃখাভাবমাত্র সুখ মুক্তিতে আচ্ছয় । পরাকাষ্ঠা
 সুখের শ্রীবৈদ্রুণেতে হয় ॥ তাহাইহেতে সুখপ্রাপ্তি আছে এক
 প্রায় । বৈদ্রুণেতে অসুখ এইদোষপায় ॥ তথাপি পরম এ
 কান্তিতাষ সেবনে । রসানিষ্ঠা বিশেষেতে সুখ বিশেষণে ॥
 অযোধ্যায় বৈদ্রুণ হইতে ও অধিক । পরম গম্ভীর যুক্তিদ্বারা
 এইঠিক ॥ দ্বারকায রত সুখ হয় অনুভব । কোন যুক্তিদ্বারা
 নিকপণ হবে সব । যারে চিরকাল দেখিয়া রোত ইচ্ছিয়া ।
 সেই প্রাণনাথ নন্দকিশোরে পাইয়া ॥ বৃষ্ণ এক প্রিয় যার
 অন্যকিছু নয় । তাহার যাদৃশ সুখ অনুভব হয় ॥ মনো বচ-
 নের কোন বৃত্তির দ্বারায । গ্রহণ করিতেপারে নিকপণেতায়
 সেই সুখ অনুভব করিতে য়েপারে ॥ সেসুখ গ্রহণ যোগ্য মনে
 জানে তারে ॥ ইহাতে অন্যের অনুভব অসম্ভব । কি একারে
 নিকপিষা কহিবেক সব ॥ সেবারস বিশেষ নিষ্ঠায় অযো-
 ধ্যায় । বৈদ্রুণ হইতে সুখাধিক যেন পায় ॥ তেন দ্বারকায
 সৌহৃদরস বিশেষ । নিষ্ঠায় অযোধ্যা হৈতে সুখাধিকা শেষ

এতাদৃশ সুখ অনুভব দ্বারকাষ । নিবাস করিষে আমি তখন
আমায় ॥ বিশ্বের অন্তরবাহ্য আনন্দ দেখিতে । আদু মন যদু
গণ লাগিলা কহিতে ॥ উৎকৃষ্ট পরমৈশ্বর্য সম্পদে পূরিত
এই স্থান বৈদ্রুণ্যে হইতে প্রতাবিত ॥ এথা আমি আছি আমি
সবার সহিত । সখেবন্য বেশে অতি দীন মতস্থিত ॥ এথা য
দুঃখ প্রসঙ্গ নাহি কথঞ্চিৎ । তথাপি দুঃখের ন্যায় দেখি
প্রকাশিত ॥ কোনমতে মোরা সাধুন মানি ইহায । আমা
দের চিত্তে কিছু দুঃখমত ভাষ ॥ আমাদের অনির্জাত্য
আনন্দ বিশেষে । আছষে যেমত ভোগ বিলাসাদি বেশে ॥
সে রূপ বেশাদি নিজ করহ বিস্তার । স্থান গুণ আপনি হই
বে তব সার ॥ এতক আগ্রহ করিলেন যদুগণ । কিছু তাহে
না লইল আপনার মন ॥ অচ্যুতেরো নাহিল অনুমতি ভাষ
তাহে থাকিলাম নীচ আকঙ্কন প্রায ॥ সভামধ্যে ভগবান
বৈসেন যখন । মহা ঐশ্বর্য সকল সেবয়ে চরণ ॥ মম বন্যবে
শে তাঁর নিকটে গমনে । লজ্জা আর ভয় হয় ঐশ্বর্য দর্শনে
সেই স্থানে শ্রীদ্বারকা নাথেরে কখন । শ্রীকৃষ্ণাণী আদিরে
করিতে আনয়ন ॥ আর নারদার্জুনাদি সহিত মিলনে । চক্ৰ
বাহু রক্ত দেখি আপন নয়নে ॥ বুজভূমি কৃত সেই ক্রোড়া
গোচারণ । বন বিহারাদি সদা নাকরি দর্শন ॥ কভু দ্বারকাষ
বিরচিত বন্দাবনে । বুজলীলা কিছু হই বিলোকনে ॥ বৈদ্রু
ণ্যেত দ্বারকা সমীপে বস্তু মান । পাণ্ডব সকল শ্রিষ বাক্যব অ
খ্যান ॥ তাঁদিগে দেখিতে যান একাকী কখন । সেকালেতে
নাহি হয় তাঁহার দর্শন ॥ এই প্রকারেতে চিরকালের অভীষ্ট

সংপূর্ণ নাহই মন ব্যাখ্যে গরিষ্ঠ ॥ কিন্তু পূর্বোক্ত তাঁহারে
 কপণ্ডচয় । দেখিলে মনের ব্যাখ্য উপশম হয় ॥ পূর্বোক্ত
 প্রকার বাক্য অমৃতে তাঁহার । স্বাহাহাতে প্রকাশিত হয়ত
 রূপার ॥ যে সুখ বিশেষ মন জন্মায়ে শ্রবণে । জিজ্ঞাসি কি প্রকা-
 রে তাঁরে করিবে স্পর্শনে ॥ এপ্রকারে উদ্ধবের আলম্বে
 তখন । কতক দিবস মম ছইল যাপন ॥ যদি শোক হয় বৃন্দা
 বনাদি শ্রবণে । আকার গোপনে তাহা করি সম্বরণে ॥ এক
 দিন শ্রীনারদ আইলা তথায় । বৈদ্রুণ্ডে উপদেশ যে দিলা
 আমায় ॥ তাঁরে দেখি এণমিয়া হৃষ্য বিস্ময়েতে । স্তবকরি ক
 হিলাম এই প্রকারেতে ॥ মুনীন্দ্রের মত বেশ মহিমা সম্মত ।
 প্রভুর পার্শ্বদ মধ্যে উদ্ভম সতত ॥ সব স্বর্গলোক মধ্যে বৈদ্রু
 ণ্ডেতে আরে । এখানেও এইরূপগুণেতে ভোমারে । সর্বত্রত
 একমত করিয়া দর্শন । অত্যালা বিস্ময় যুক্ত ত্যমম মন ॥ এত
 শুনি শ্রীনারদ কহেন তথায় । করিবাস বৈদ্রুণ্ডেতে আর
 দ্বারকায ॥ কৌতুক বিশেষী তুমি হে গোপবালক । ভোমা-
 দেব কৌতুকতা কি অনিবারক ॥ য়েহেতু সিদ্ধান্ত শুনি করি
 অনুভব । জানিয়াও সন্দেহ এ কৌতুক সম্ভব ॥ যদি কহ কৌ-
 তুক নাহব এ অজ্ঞানে । জিজ্ঞাসিয়ে তবে কহি শুন একধাণে
 পূর্বে বৈদ্রুণ্ডেতে আমাদের যততত্ত্ব । সংক্ষেপে কি কহি নাই
 সকল মহত্ত্ব ॥ বহু মূর্ত্তি ধার যেন রূক্ষ ভগবান । বহু স্থানে
 হযেন আপনি বহু মান ॥ সেইরূপ আমরা সেবক গণ তাঁর
 বহু রূপে বহু স্থানে থাকিয়ে বিস্তার ॥ গরুড় অনন্ত হনুমান
 আদি যত । উদ্ধব যাদব সব হয় প্রভুমত ॥ পৃথিবীতে কিংগু

কৃষ্ণ বর্ষে হনুমান । আররামচন্দ্র কীৰ্ত্তি যথা হৃষগান ॥ আর
 দ্বারকা বৈভব্ধে থাকেন নতত । উদ্ধবা দ্বারকা মাথের সেই
 মত ॥ সকল পার্শ্বদগণ নিত্য সুনিশ্চয় । প্রভুর কীড়া সুখের
 অনুরূপ হয় ॥ আমরা সকলেইই সেবা পরায়ণ । বহু রূপ বি
 শিষ্ট সুরূপে নিরূপণ ॥ কিন্তু এক রূপ তবে হইত প্রত্যেক ।
 যেন ভগবান বহু হইয়াও এক ॥ তেন আমি সেবা হেতু অনেক
 ক আকার । ইহাতে বিম্বা নাহি করহ বিস্তার ॥ চক্রে সুদর্শন
 কৌস্তভাদি পরিচ্ছদ । নাম লীলা প্রিয় মথুরাদি রতপদ ॥ অ
 নেক হৈয়াও এক নিত্য সত্যজ্ঞান । কৃষ্ণ প্রায় সচ্চিদানন্দ স্ব
 রূপ মান ॥ তুমিও বৈভব্ধে আসি আমাদের প্রায় । সচ্চিদা
 নন্দ বিগ্রহ ধরিয়া এখায় ॥ গোপ বালকেন্ন মত পূর্বের স্বভা
 বা লীলায় বিস্তার কর এ আশ্চর্য্য ভাব ॥ অন্য মহাশয়
 অসংপূর্ণ দুঃখিন । তোমারে এখাও সদা করি বিলোকন ॥
 এতশুনি আমি তাঁর ধরি পাদ দ্বয় । নমস্কারি কহিলাম সন্দেশ
 বিনয় ॥ ওহে ভগবান যেহেতুক দুঃখিন । আপনি সকলজ্ঞান
 কিকব কখন ॥ শ্রীনারদ পরম দুর্লভার্থকারণ । আগ্রহ সমূহ
 মর্ম করি আলোচন ॥ জীবত হাসিয়া হেরি উদ্ধব আনন । কহি
 তে লাগিল তবে সুসত্য বচন ॥ হে উদ্ধব এই ব্যক্তি গোপের
 তনয় । বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে উদ্ধব এহয় ॥ তোমরা সুহৃদ আর
 মোরা ভক্তগণ । সকলের সুদুর্লভ যেই বস্তু হন ॥ তাহা অনে
 য়করি আমি বহুতরে । প্রপঞ্চ অতীতে আর প্রপঞ্চ ভি
 তরে ॥ ব্যগ্র হৈয়া চিত্তেলগ্ন শোক পীড়াকরে । কোন স্থানে
 কোন কালে নাহি পরিহরে ॥ মথুরা ব্রজলোকেতে কৃষ্ণ

কাতর। আপনি হয়েন ইহা সর্বত্র গোচর ॥ পাশ্বে আ-
 শিষ্যে এইজন সেকারণ। প্রতিবোধ কেন নাহি দেন
 একক্ষণ ॥ সেই ত্রিগোলোক নামধাম দূরতর। বৈদ্রষ্ট্য ইহে
 তে পরমোচ্চ স্থানোপর ॥ সেই লোকনাথ প্রভু শ্রীনন্দনন্দন
 তাঁরসহ বিচারাদি তাহে সুখগণ ॥ এদুইরসাধনো সকলি সে
 প্রার্থনে। আমরা পার্শ্ব আশ্রিতেরো দুর্ঘটনে ॥ শ্রীউদ্ধব
 নারদের বাক্যেতে সূচিত। আমার ন্যূনত্ব নাহি পারিয়ে স-
 হিতে ॥ মদৌষ অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধির কারণ। নারদের স্ববৈভব
 কহেন বচন ॥ ব্রজভূমি মধ্যে এই ব্যক্তি সে জন্মিল। সে স্থানে
 গোপত্ব গোপালনাদি করিল ॥ শ্রীমদন গোপালের মন্ত্র দশা-
 কর। জপ আদি তাঁর উপাসনা নিষ্ঠাপর ॥ তদ্বিন অতৃপ্ত
 হেতু এই মহাশয়। আশ্রিতের ইহিতে উত্কৃষ্ট সদাহব ॥ এত
 শুনি শ্রীনারদ সানন্দিত মন। উত্সাহ যুক্ত উদ্ধবেকরি আলি-
 জ্ঞন ॥ কহেন স্নেহেতে এ অভীষ্টলাভ করে। সেইমত উপদেশ
 করহ সত্ত্বরে ॥ কহেন উদ্ধব গৃহে মহামুনিবর। ভক্তি পথ্য-
 দির তুমি হও গুরুতর ॥ আমিহ ক্ষত্রিয় জাতি তুমি বর্তমান
 নাহি অধিকারী উপদেশের প্রদানে ॥ নারদ অত্যন্ত উচ্চহা-
 সিষ্য তখন। উদ্ধবের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ বৈদ্রষ্ট্যে সচি-
 দানন্দ দেখ হয় সব। জাত্যাদির বিচার এখানে অসম্ভব ॥ এ-
 থানেও অদ্যাপিহ ক্ষত্রিয়ত্ব মতি। নাগেল তোমার এই সে
 আশ্চর্য্য অতি ॥ জীবত হাসিয়া তবে কহেন উদ্ধব। সেমতি
 নাগেল আশ্রিতের কিবা কব ॥ আমাদের প্রভুর সে ক্ষত্রিয়ত্ব
 কোন। নাহি স্বাঘ এনিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান ॥ ভূমি দ্বারকায

যেন সঙ্গম পালয় । গৃহস্থানুরূপ ব্যবহার শত্রু জয় ॥ রাম
 আদি গুরুবিপ্রগণে সম্মানন । এখানেও সেইমত করেণ এখন
 নারদ শ্রবণ করি উদ্ধব বচন । হর্ষ সমূহেতে হৈয়া আক্রমিত
 মন ॥ হাসি লক্ষ্যদিয়া উচ্চল করি । সুবিস্মিত হৈয়া ইহা
 কহেন বিবরি ॥ অহো ভগবানের লীলার মাধুর্য্যর । মহিমা
 আশ্চর্য্য রূপ সদাহম স্থির ॥ সেবকগণের কৃষ্ণ একনিষ্ঠারূপ
 গান্ধীর্য্য শুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ ॥ অহো শ্রেষ্ঠ কৌতুক এক
 রিষে দর্শন । পৃথিবীতে যেন কৃষ্ণ করেণ ক্রীড়ন ॥ সেইমত
 বৈদ্রুণ উপরি দ্বারকাষ । বর্তমান থাকি ক্রীড় করেণ সদায
 পন্ন একান্ত ভক্ত নিরুপ্রিয়গণ । কেবল তাঁদের পরিতোষের
 কারণ ॥ রে লীলার অন্তর্ভব করি যানিশ্চয় । সর্বজ্ঞ প্রবর আ
 নাদিগে ভ্রমহয় ॥ বৈদ্রুণ দ্বারকাষ হইয়ে বর্তমান । কিবা
 ভূমি দ্বারকাষ নাহি হয় জ্ঞান ॥ ভক্ত সকলের আর প্রভুর এম
 ত । ব্যবহার উপায় শুদ্ধ হয়ত সতত ॥ প্রভুপাদ পদে ভক্তি
 প্রেমের সহিত । কেবল ভক্তগণের হয় অপেক্ষিতা ॥ ভক্ত প্রিয়
 প্রভুর উত্তম ইচ্ছা এই । ভক্তের কামনা প্রপূরণ মাত্র য়েই ॥
 এই হেতু বৈদ্রুণেতে বাসের উচিত । তোমাদের সচ্চিদানন্দ
 দেহ ঘটিত ॥ ব্যবহার কদাচিত অপেক্ষিত নয় । কি কামর্ত্য
 লোকে য়েই বাসযোগ্য হয় ॥ হেমপাঞ্চ ভৌতিক দোহির সমু
 চিত । নহে আদরণীয় চক্ষিত কদাচিত ॥ প্রভুরো ঐশ্বর্য্য
 যোগ্য নহে অপেক্ষিত । কিবা লোক বন্ধুতার যোগ্য কদাচিত
 ইহাতে পরম একান্ততার কারণ । লীলা অন্তর্ভবে সুখপায়
 ভুক্তগণ ॥ ভক্ত প্রিয় ভগবান অনুরূপ তার । নিরন্তর আপনি

করণে ব্যবহার ॥ তাহা মর্ত্য লোকে কি বৈদ্রুণে সিদ্ধ হয় । ই
হাতে বিশেষ কিছু অপেক্ষিত নয় ॥ বৈদ্রুণে সচ্চিদানন্দ
দেহ অনুরূপ । ব্যবহার হৈতে মর্ত্য লোকেতে স্বরূপ ॥
পাঞ্চ ভৌতিক দেখির ন্যায্য ব্যবহার । শ্রেষ্ঠ হয়
স্বাহা প্রেমভক্তি পুষ্টিকার ॥ প্রভুর তেন লৌকিক বন্ধু ব্যব
হার । পারমেশ্বর্য্য প্রকাশ হৈতে শ্রেষ্ঠ সার ॥ তোমরা প্রেম
ভক্তিতে অতি নিষ্ঠাকার । তোমাদের দৈন্য দীন মত ব্যব-
হার ॥ সপ্রেম ভক্তির অতি অনুদল কার । মহাপুষ্টি করো
সেই নিরন্তর নার ॥ শ্রীভগবানেরো যেই হয় তবিস্তার । ভোগা
দ্রল গ্রাম্য জন ন্যায্য ব্যবহার ॥ সে অতি সমর্থ ক্রমে প্রেম
প্রকাশনে । পরমানন্দল সহাপুষ্টি প্রেমগণে ॥ যদি কহ টহা
য টি মায়ায় বঞ্চে । তাহা শুন নাহি এমত কথনে ॥ প্রেম
উদেকের পরীপাকের মহিমা । বর্ণন করিয়া কেবা দিবে তার
সীমা ॥ স্বাহা ভগবান পরমেশ্বরে সতত । করয়ে সে লৌকিক
সারমবন্ধু মত ॥ অতএব শ্রীভগবানের ভক্তগণ । পরম্পর
প্রেমাদেক পরীপাকে মন ॥ তাহে প্রভুনিজেশ্বর্য্যাদিক পরী
হারে । ভক্তের অভ্যুৎপত্তি পরিপূর্ণ করিবারে ॥ লৌকিক বন্ধুর
মত করে ব্যবহার । নহে সে তাদৃশ ভক্তবধনা মাযার ॥ যদি
কহ পরমেশ্বরতার প্রকাশে । তাহার মাহাত্ম্য জানে এ-
মোদেকভাবে ॥ পুত্রাদি দৃষ্টি লৌকিকবন্ধুত বেনয় । পরমে
শ্বরে তেমত দৃষ্টি দোষ হয় ॥ তাহে শুন আশ্চর্য্য । যে লোকানু
সারিণী । পরম বান্ধব কৃষ্ণ ভাব সে মোহিনী ॥ তারে করি
স্তব স্বাহা হইতে নিশ্চয় । গৌরব ভয় বিশ্বাস করি লোপচয়

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরুট প্রেম কর্ষে বিস্তার। গৌরবাদিকৈলে প্রেম
 হানি জান সার ॥ এতকহি নারদ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভরে ॥ হইয়া
 অত্যন্ত বশীভূত চিত্তপরে ॥ কম্প স্বৈদ পুংলকাক্ষ প্রভৃতি সা-
 ত্ত্বিক। বিকার হইল সব অভ্যেতে অধিক ॥ থাকিলেন কতক্ষণ
 নিরস্ত হইয়া ॥ কণ পরে আবারে অশ্রুস্ততা দেখিয়া ॥ আপ-
 নার উপদেশে সাপেক্ষ জানিয়া ॥ কহিতে লাগিল মুনীকৃপা
 প্রকাশিয়া ॥ হে গোপাল দেবপ্রিয় হে গোপ নন্দন ॥ শ্রীগো-
 লোক নাম। যেই শোভা যুক্ত হন ॥ বৈদ্যুতে আছে দেশ
 বিদেবাদি স্বত ॥ তাহাদের চূড়ামণি হইলেন সন্মত ॥ সর্বধাম
 উপরে আছেন বর্তমান ॥ এথা হৈতে অতিদূরে বিরাজিত
 বান ॥ মাথুরীয়া শ্রীবিশিষ্ট বজ্রভূমি রূপ ॥ সেই শ্রীগোলোক
 এই জানিহ স্বরূপ ॥ সেই শ্রীগোলোকে দেয়তমানা মনো-
 হরা ॥ মথুরা নামেতে পুরী অভ্যন্ত সুন্দরা ॥ বন্দাবন বজ্রভূমি
 মথুরার সারে ॥ তাহারিণা গোলোক থাকিতে নাহিপারে
 সেই শ্রীমথুরা প্রাণ বনাদি সহিত ॥ গোপ্রধান দেশহেতু গো-
 লোক সংজিত ॥ রহস্য ক্রীড়ার স্থান হেতু গোপনীয় ॥ হই-
 যাও সর্বত্র স্বনামে বিখ্যাতীয় ॥ সুপ্রসিদ্ধ বজ্রলোক-রাধা
 আদি করি ॥ তাঁদের শ্রীরক্ত প্রেম কৃষ্ণে স্তম্ভ করি ॥ জ্ঞানাদি
 গন্ধ রহিত সেইভাব হয় ॥ তার অনুবর্তে শ্রীগোলোক লাভো
 দয় ॥ এঁহু পরমেশ্বর হইলেন এইজ্ঞানে ॥ ভয় গৌরবাদির সত্ত্ব
 ব সেই স্থানে ॥ ভাগ্যতে তাদৃশ প্রেমসর্বদা নিশ্চয় ॥ ভগবানে
 কদাচিত সন্দেহ নাহয় ॥ যতেক ভুবন আর যত আবরণ ॥
 তথা বাসিলোক প্রেমহেতু প্রেষ্ঠ হন ॥ বৈদ্যুতেরো উত্তর কেব

লপ্ৰেম সেই ॥ লৌকিক প্রাণ বন্ধুবন্ধিতে সিদ্ধ যেই ॥ শ্রীগো
লোকনাথ আর তথাকার জন । তাঁহাদের পাত্রস্পর্শ প্রিয়তা
লক্ষণ ॥ লোকানু সারিণী হইয়াও নিরন্তর । লোক স্বভাবাদি
হৈতে অতিক্রান্ত তর ॥ যেমত অরুণ মাত্রেতে যশোদার ।
অকালেও স্তন হৈতে ক্ষরে স্তন্যধার ॥ পিতা শ্রীনন্দের তেন
বহে অশ্রুধার । কৃষ্ণসুখার্থেতে গোপাদির পরিবার ॥ কোন
বৃদ্ধা যশোদার মত ভাবাচরে । কৃষ্ণপীতে কেহ বধুকন্যাবেশ
করে ॥ বয়স্য তাঁহার মত গোপের তনয় । বৃদ্ধ আড় হইলে
বিরহ নাহি ময় ॥ শ্রীগোপিকাগণ কৃষ্ণবিনা নাহি জ্ঞানে । অন্ত
রে বাহ্যেতে সদা কৃষ্ণময় জাম ॥ সংযোগ কালেতে আর
বিচ্ছেদ সময়ে ॥ নানা বিধ দশা নানাভাব প্রাপ্ত হযে ॥ অতঃ
তু তা মধুরা সে প্রিয়তা নিশ্চয় । ঐশ্বর্যেতে লৌকিকত্বে বি
মিশ্রিত ময় ॥ এইত ঐশ্বর্য ভক্ত সকলের হয় । সদা কৃষ্ণলীলা
দোখ আশা পূর্ণা নয় ॥ লৌকিকত্বে ভোজনাদি শ্রীকৃষ্ণ সহিত
প্রভুরো এই প্রকার দেখহ বিহিত । ঐশ্বর্যে পুতনাতির প্রা
ণের শোষণ । লৌকিকত্বে নামালীলা অর্থাৎ গোচারণ ॥ শ্রীকৃ
ষ্ণের আর তাঁর ভক্ত সবা কার । লৌকিক বন্ধুর মত যেই ব্যব
হার ॥ তাহা ভক্ত সকলের শ্রীকৃষ্ণের আর । উভয় প্রেম বাড়
য় অত্যন্ত বিস্তার ॥ পরম ঐশ্বর্য হান শ্রীবৈদ্য ঐহয় । তাহা
তে সে ভাব নহে সিদ্ধ সুনিশ্চয় ॥ অয়োধ্যাও বৈদ্যের জাতি হ
সমান । দ্বারকাও তাহা হৈতে অধিক আখ্যান ॥ অত্যন্ত পর
মৈশ্বর্য বিশেষ কারণ । সেই ভাব বৈদ্যগোদে নহে প্রকাশন
অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোলোক নাম স্থান । করিলেন দূরে ব্যবস্থান

পিত বিধান ॥ সুখ ক্রীড়া বিশেষ সে অনির্জাচ্য তর । রাহা
 অনুভব হেতু তুমি বাঞ্ছা কর ॥ মাধুর্যের অন্ত সীমা পাইল
 নিশ্চয় । গোলোকে উচিত স্থানে তাহা সিদ্ধ হয় ॥ অহো সুনি-
 শ্চয় ভগবান শ্রীহরি । গোলোকেতে প্রকাশিত রূপ গুণা-
 দিব ॥ মাধুর্যের প্রভুর গোপ ভগবতা রেই । সকলের সার প্রকা-
 শন সদা সেই ॥ রূপ গুণাদি প্রভুর প্রকাশ অশেষ । অতএব
 গোলোকেই মহিমা বিশেষ ॥ বৈদ্যের উপরেতে আছে বর্ত-
 মান । জগতের এক শিরোমণি সেই হান ॥ শ্রীগোলোক ধামে
 র মহিমা অনুভব । অধিক হৈতে অধিক হয়ত সম্ভব ॥ মত
 লোক স্থিত রেই মথুরা গোদল । বৈদ্যাদি নরক হৈতে শ্রেষ্ঠ
 সুবিপুল ॥ আশ্চর্য্য সে ধাম হয় মহিমা তাহার । কোনজন
 লেশ মাত্র পারে বর্ণিবার ॥ তথাপি কহিয়ে সখে করহ শ্রবণ
 চপলা জিহ্বা আমার করে কণ্ঠ যন ॥ মহামাণ মথুরা গোদ-
 লের মহিমা । হৃদয় কোটায় রাখিয়া ছিস গরিমা ॥ অতি গো-
 পনের ধন তাহারে কখন । কাটার নিকটে না করিলু প্রকা-
 শন ॥ চিরকাল পরে অদ্য সেই মহাধন ॥ জিহ্বার অধৈর্য্য
 হেতু করি প্রকাশন ॥ বাক্য কল্পে যে হয় সপ্তম মনুস্তর ।
 তার অষ্টাবিংশ চতুর্গুণীয় দাপর ॥ তার শেষে শ্রীগোলোক
 নাথ ভগবান । প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাহার আশ্রয় ॥ অনির্ব-
 চনীয় মহা প্রেমের বিহার । কামনাষ আপনার গণ সহকার
 পূর্ণ সর্ব ঐশ্বর্য্যাদি শক্ত্যে আপনার । করণ মথুরা গোদ-
 লেতে অবতার ॥ শ্রীকৃষ্ণের রূপ বিষ্ণু আদি অবতার । নানা
 স্থানে বর্তমান অনেক প্রকার ॥ সকল আশ্রিয়া মিলে এই অব

তারে । এহেতু অদ্বয় হৈয়া সর্বতঃ প্রকারে ॥ ত্যজিশীঘ্র বৈদ্র
 ঠাদি ধাম আপনার । নিজ নিত্য ভষণান্ত্র আসনাদি আর ॥
 নিজপারমেশ্বর্য্যে নিত্য আনন্দজি । তাহারে অতি দূরেতে
 উপেক্ষিয়ারঙ্গী ॥ মহালক্ষ্মী অনন্য সজ্জিনী নিরন্তর । তাঁরে
 সঙ্গে না আনিয়া করি অনাদর ॥ আমরা অনন্য গতি ভূতে
 অনাদরি । মর্ত্যমথুরা গোদ্রলে যান কৃষ্ণ হরি ॥ অন্যস্থানে
 অন্যসহ য়েই সুখচয় । শ্রীকৃষ্ণের কদাচিত লাভনাহি হয় ॥
 সেই সুখ মথুরা বজ্রবাসি সহিত । য়াদের স্বভাবক্রীড়া যোগ
 বিশেষিত ॥ নিজেচ্ছানুসারে বহু করিয়া বিহার । মথুরা ব
 জ্রেতে লাভ করে অনুবার ॥ ইথে শ্রীগোলোক ঠেতে কদাচিতা
 শেষ । ভৌমমথুরা বুজের মহিমা বিশেষ ॥ অবতার কালে জগ
 তের স্তম্ভজন । দৃঢ় ভক্তি ভাগ্য বিশিষ্ট যাহাঁরা হন ॥ তাঁদের
 লাক্ষ্যত দৃশ্য হন সুনিশ্চয় । অন্যকালে অপ্রকাশ রূপা সমু
 দয়ে ॥ অতএব ভূমে অবতারের কারণ । বৈদ্র ঠনাথেরে বৈদ্র
 ঠেতে কদাচন ॥ দর্শন নাপান বৈদ্র ঠে নিবাসি সব । তুমি
 করিলা ইহা তথা অনুভব ॥ অতএব কৃষ্ণ সর্ব স্বরূপ সহিত ।
 কারণে শ্রীবুজে অবতার প্রকাশিত ॥ অতএব মন্ত্র প্রবর্তক
 ঋষিগণ । আপন ২ মতি অনুসারে কন ॥ কেহ বৈদ্র ঠনাথ
 কেহ মহাস্থির । কেহ নর নারায়ণ কেহ বিষ্ণুস্থির ॥ কেহবা
 ক্রোড়শাযী কেহবা কেশব । মথুরাতে অবতীর্ণ কেহ মুনি
 সব ॥ য়িঁ হ হন য়ে লোক বৃন্দান্ত পরায়ণ । সেই লোকনাথে
 তথ্য নাকরি দর্শন ॥ আপন নিগীত নিজ নাথের মহিমা ।
 মাধুর্য্যাদি শ্রীকৃষ্ণেতে দেখিয়া গরিমা ॥ সেই লোক নাথ

এই কৃষ্ণচন্দ্র ইন। কহেন তাঁহার। অতি সুশরল মন। শ্রীভগ
বানের রূপ আছেন স্নেহক। তাঁদের মাহাত্ম্য গুণ রূপাদি
প্রত্যেক। সকল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহ বিরাজিত। ইথে সর্বোৎক
রুষ্টতা পরম প্রকটিত। কিন্তু শ্রীগোলোকনাথ স্বয়ংসুনি
শ্চয়। ভূমেন্নিজস্তান মথুরা বজ্র য়েইয়। তাহাতে সর্বদা
ক্রীড় বিশেষ প্রকাশে। ভূষিত করেন অতি সুমহা বিলাসে।
শ্রীগোলোক নাথের মহিমা এইমত। সুন্দর করিয়া ব্যক্ত
মুনি কহি যত। মথুরা বজ্রেতে ভগবত্তা প্রকাশন। বিস্তারি
কহিতে করিলেন আরম্ভন। কহেন নারদ এই উক্তব আলয়ে
শুনিতে অযোগ্য ভিন্ন কেহ নাহি হুখে। মথুরা বজ্রের লোক
প্রিয় এউক্তব। মথুরাবজ্রেতে গোবর্দ্ধনে জন্মতব। প্রেমভক্তি
যুক্ত ভিন্ন এথা কেহ নাই। অতএব গোপ্য কিছু কহিয়ে এ
থাই। এই শ্রীমথুরাবজ্রে একটি প্রভুর। ঐশ্বর্যের অন্তর্গত
আছে প্রচুর। রূপালতা বিবিধা পরম সুন্দরতা। অশেষ
মহিমার মাধুরী প্রকাশতা। বিলাসের লক্ষ্য আর ভক্তের
বশ্যতা। বিবিধ প্রকারে সব আছে সূচ্যুত। সেই শ্রীনন্দ্র
বজ্র গুণে আপনার। হৈল মহালক্ষ্মীর বিলাস ভূমি সার।
তথাচ ॥

তত আরভ্যনন্দস্যব্রজঃ সৰ্জ্জ সমৃদ্ধিমাম্। হরে নির্বা

সাত্ম গুণৈ রমাক্রীড় মভূম্প ইতি ॥

যেই মহালক্ষ্মীর কটাক্ষেতে কেবল। ব্রহ্মরূপাদি জগতে ঐ
শ্বর্য সকল। ব্রহ্মরূপাদি লোকেতে যে বিভূতিহিত। তাহা
হৈতে ব্রজে হৈল অধিক দর্শিত। বৈদগ্ধনাথের গৃহে স্বয়ং

জন। অতএব গৃহ কৃত্য আদিতে কখন ॥ বিলাসের শাস্তি
 বৈদ্য ৩ ধামে হয়। সদা বিলাস এথায এ ঐশ্বর্য চয় ॥ যেক
 জের কোনো বৃক্ষ কোনো দ্রব্য দ্বারে। যাতক গণের দেন বাজা
 বহুবা রু ॥ তবু নিজ প্রভুর বিচার বিঘ্নভয়ে। সে সব ঐশ্বর্য
 সদা নাহি প্রকাশয়ে ॥ বালক যাতিনী সে রাক্ষসী পুতনারে
 সবেশ মাঃ ত্রঃ দিলা মাতৃগতি তারে। পুনঃ অঘাসুর আদি
 তার বন্ধুগণ। স্বাক্ষরা সাধুর মন্দ করে অনুক্ষণ ॥ পরম মহা
 মধুর লীলার দ্বারায। তাহাদিগে মুক্তিপদ দিলেন হেলায়
 ইথে দেখ শ্রীকৃষ্ণের করুণা অপার। দোহ চেষ্টা করিয়া ও হই
 ল উদ্ধার ॥ নবনীত চৌর্য হেতু রশোদ্য কোপিষা। যতক
 গোপকলত্র রজ্জু সব নীযা ॥ শ্রীকৃষ্ণের উদরেতে করিতে ব
 ক্তন। রজ্জু দুই অঙ্গুলি না আঁটে কদাচন ॥ দেখিয়া মাতা
 র শ্রম করিলা গ্রহণ। আপন উদরে উদ্বলিতে বক্তন ॥ বৃজ
 গোপিকার আর বাড়ায় আনন্দ। করেণ আশ্চর্য নৃত্যগী
 তাদি প্রবন্দ। পুনঃ কৃষ্ণ তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে। আনেন
 পাদুকা আদি দহিশির দ্বারে ॥ ইথে এই দেখাইল। শ্রীনন্দ
 নন্দন। কলীভূত ভক্তের আপানি সদা জন ॥ তাঁহার কাপক
 রে মহিমা সমুদয়। কোনো জন কতিবারে সমর্থ নাহয় ॥ ত
 থাপি যেনমত আছে শক্তি আপনার। করিয়ে কিঞ্চিৎ তাহে
 হেতু জানিবার ॥ যেন্তেক সেই ভগবানের বিদ্যয় ॥ আপনার
 রূপ সৌন্দর্যাদি দেখি হয় ॥ যাদেখি গো মৃগ পক্ষিলা তরু
 গণ। পলকাক্ষ আদি ভাব হইল প্রাপণ ॥ ওহে তাত সেই
 রূপ আশ্চর্য কখন। গোপিকা গণেরো দৈর্য করেণ হরণ ॥

যদি কহ শ্রীগণের চাক্ষল্য স্বভাব । সেইহেতু ধৈর্য্য হরণ হয়ত
সম্ভাব ॥ তাহাতে শুনহ সেই শ্রীগোপিকাগণ । অলঙ্কারী সকল
পূজের্যাদেব চরণ ॥ মহালক্ষ্মী হইতে যাঁহার। হৈলা শ্রেষ্ঠ ।
রূপ শীলগুণ কর্ম্ম লাবনে যুগেষ্ঠ ॥ শ্রীগোপাল দেব প্রিয়
সেই গোপীগণ । তাঁহাদের ধৈর্য্য হানিকর বঞ্চন ॥ সেকপ
দেখিয়া যত ইতর জনার । যেইভাবে হয় তাহা করহ বিপর
তথাপি ॥

সদর্শনে পক্ষ্য কৃতং শপাতি নিধিং সহস্রাক্ষ নপি
স্ববন্তি । বাঙ্গুলি দৃকত্বং সকলেন্দ্রিযাণাং কাংকণং দ
শাংবান ভজন্তি লোকাঃ ॥

বিধাতারেণাপদেষয়েকপদর্শনে । সেইহেতু করিল নেত্রে
পক্ষের সৃজনে ॥ পক্ষের দ্বায়াচক্ষু হৈয়া আবরণ । সেকপ
দর্শনে তয বিঘ্ন যেকারণ ॥ সহস্রাক্ষ নানা অপরাধী সেকারণ
অথবা গোতম শাপে বিরূপ লক্ষণ ॥ তাহাতে স্তবের যোগ্য
সেই নাহি হয় । তথাপি সর্বদা স্তব তাহার করয । সহসুনে
ত্রেতে করে সেকপ দর্শন । এইলাগি তার স্তব জানিহ কারণ
সকল ইন্দ্রিয় হৃদ নয়ন আমার । সেই সব দ্বারে দেখি কৃষ্ণ
রূপ সার ॥ এইমত করে সদা বাঙ্গুল সমূদয । কোন২ দশা
নাহি ভজ লোক চয় ॥ মহিমা বুজ ভূমির কি করি বর্ণন ।
অর্থাৎ বর্ণনে শক্তি নহি কদাচন ॥ যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌ-
ন্দর্য্য আপন । পরম আশ্চর্য্য কে করেণ বিস্তারণ ॥ সেইহেতু
বুজের তল্য স্বভাবেতে স্থিত । এমত কৃষ্ণের সহ হইয়া মিলিত
বুজ ভিন্ন বৈষ্ণব দ্বারকা বাসি জন । বুজবাসি তল্য ভাব নাকরে

বহন । শৈশব শোভায় তাঁর বয়স আশ্রিত । সদা তথা যৌ-
বন লীলায় আদরিত ॥ অতএব মনোহর কৈশোর দশায় ।
অবস্থিত পঞ্চদশ বর্ষ অবস্থায় ॥ গুণ কান্তি লাবণ্যাদি দ্বারা
প্রতিফল । নূতন হইতে অতিশয় সুনূতন ॥ য়েই কর্ম পূর্ক
কত বুজা পঞ্চানন । স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ রঘুনাথাদি কখন ॥ না
করিল কোন স্থানে কোনই প্রকারে । মন্দৈত্যগণে বধ কর
ণাদি আরে ॥ ভক্তি বিস্তারাদি য়েই দৃষ্কর হইল । সুন্দর বাল্য
চেষ্টায় রাজতা করিল ॥ সেইই লীলামৃত সাগর ভিতরে ।
অবগাহে মম জিহ্বা আতিভয় কই ॥ সেলীলা মধুর দুব্যপ্রিয়া
জিহ্বা মম । ভয়পায়তব এই লজ্জাত অসম ॥ য়েহেতুক য়েই
কর্ম অশক্য নিশ্চয় । কখন তাহাতে লোক প্রবর্তনা হয় ॥ মম
চিত্ত শ্রীহরির লীলামৃত সার । নাকরিল পান কর্ণ পু ট এক
বার ॥ তাহে প্রবর্তিতে বাঞ্ছা করে সেকারণ । নিশ্চয় চাঞ্চল্য
লজ্জ নাকরে রক্ষণ ॥ তিনমাসকালে য়েই করিয়া শয়ন । মৃদু
পাদে কৈলা সুল শকট ভঞ্জন ॥ এমত পরমৈশ্বর্য বিশিষ্ট য়ে
হয় । স্তন্য হেতু রোদন কি তারে সম্ভব ॥ তথাপি বাল্য লী-
লায় করেণ রোদনে । পুনঃ স্তন্য পানে আর মৃত্তিকা ভঞ্জে
দুইবার মায়ে মৃথ ভিতরে আপনে । সমস্ত জগত করাইলেন
দর্শনে ॥ ত্ণাবত্ত বধে য়েই লীলা করিলেন । আর গমনের
ভঙ্কি য়ে আচরিলেন ॥ আর গোপীগণের তোষণের কারণ
করিলেন শ্রীকৃষ্ণ য়ে গোরুস চোরণ ॥ সে সব আশ্চর্য লীলা
মধুরের সারে । অবগজ মোহ হৈ ত রক্ষণ তোমারে ॥ গে-
পিকার আক্রোশনে জননার ভাষে । সাক্ষাৎ মুখাবোলেকে

যে চাতুরী হযে ॥ নৃত্তিকার ভঞ্জে য়ে কৌতুক করিলা ॥ তান
 হাতে পূর্বোক্ত বিম্বরূপ দেখাইলা ॥ মাতার দধি মস্তনে দ
 গ্ধাদি খারণ ॥ সেই সব লীলা করু আমারে রক্ষণ ॥ প্রসিদ্ধ
 রোহন দধি ভাণ্ডে ভঞ্জন ॥ শিক্য পাত্র হৈতে নবনীতের চো
 রণ ॥ মাযের ভেষেতে য়ে করিলা পলায়ন ॥ ভয়াহল আলো
 কন বিশিষ্ট নয়ন ॥ গোপাশ্রিতে জননী য়ে জঠরে বাসিলা
 তাহা সহ উদুখল ক্রমে আকর্ষিল ॥ রমল অর্জুন দুই বৃক্ষে
 র ভঞ্জন ॥ সে দশায বর দান হরে মম মম ॥ বৃন্দাবনে বত্স
 চারণেতে ক্রীড়া করি ॥ বত্স বকাসুরদ্বয়ে মারিলা য়ে হরি ॥
 জন্ত সকলের মত করেণরবণ ॥ শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা বনমালা সুভূ
 বণ ॥ বেণু বীণা আদি বাদ্যগণে গুরুহন ॥ করুণ সে কৃষ্ণচন্দ্র
 আমারে রক্ষণ ॥ প্রাতঃকালে সখাবত্স সহবৃন্দাবনে ॥ প্রবে
 শিয়া করিলা য়ে সব বিহরণে ॥ অঘাসুর মর্পকপী মুখ প্রসা
 রিয়া ॥ বালকগণের পথে আছিল সুতিয়া ॥ বত্স বালকেরা
 তাহা নাহি করি জ্ঞান ॥ অসুরের মুখ মধ্যে করিলা প্রযান ॥
 কৃষ্ণ দীপ্তি পবামর্শ করিলেন মনে ॥ খল নাশ আর বালকা
 দির রক্ষণে ॥ কি প্রকারে এই দুই হইবে সাধন ॥ এত ভাবি
 তার মুখে করি প্রবেশন ॥ বাড়াইলা অপ্রমিত দেহ আপ-
 নার ॥ মরিলা অসুর তাকে গেল প্রাণ তার ॥ অঘের শরীর
 হৈতে তেজ নিকশিল ॥ শ্রীকৃষ্ণের চরণ সরোজে প্রবেশিল ॥
 নৃত্তিদান করিলেন কৃপায তাহারে ॥ ভীজ্যে সরস সেই সক
 ল বিদ্যারে ॥ পুলিন ভোজনে য়েই করিলা বিহার ॥ অতি আ
 কৃষ্যে সেই মানস আমার ॥ অদ্ভুত মহিমা তাঁর জানার

কারণে । বুদ্ধা সব বত্সগণে করিলা হরণে ॥ বত্স হেতু উত্-
কণ্ঠিত হৈলা সখীগণ ॥ তাঁহাদিগে ভোজনেতে করি আশা-
সন ॥ দধি মিশ্রিতান্ন গ্রাস শোভে বামকরে । বত্স অনুষণে
শ্রভুগেলেন সত্বরে ॥ এখানেতে বুদ্ধা সব বালকে হরিয়া ।
পর্যন্ত গল্পেরে রাখিলেন মায়া দিবা ॥ শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ বিলাস-
সের সুমাধর্য্য । বুদ্ধাও দেখিয়া হৈলা মোহিত আচর্য্য ॥
কোনজন তাহা বর্ণিবারে রোগ্য হয় । যাহে চিত্ত চমত্কার অ-
ত্যন্ত জন্ময় ॥ কোথা মুখ প্রায় সখ বত্স অনেষণ । কোথা
সেই সকলের স্বরূপ ধারণ ॥ অর্থাৎ তাদৃশ পারমেশ্বর্য্য প্র-
কাশে । নাহয় সম্ভব হেন মুক্ততা বিলাসে ॥ সেই ২ শ্রীকৃষ্ণের
রত্নক বিহার । শ্রীগোবিন্দ বৃজ হয় আশ্রয় তাহার ॥ সেব-
জের মহিমজ্ঞ রত্নক আছে যে । সকলের মধ্যে সেই বুদ্ধা শ্রেষ্ঠ
হয়ে ॥ যিঁহ ভগবানে অতি করিয়া আদর । তথাহি :

ওক্তুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং যদ্যোদ্ধলেপি

কতমাজ্জিুর যোভিষেকং । যজ্জীবিতত্ত্ব নিখিলং ভগ

বাসুদেব সুদ্যাপি যত্পদরজঃ ক্রান্তমগ্যনৈব । ইত্যাদি
করিলেন স্তব প্রণিপাতে যোড়করে ॥ স্নেহ ভগবান কক্ষ বু-
জের নিশ্চয় । মূর্ত্তি মান মহাপ্রেমরসনিঃসংশয় ॥ গোপালনে
আর বল রামের মাননে । বৃন্দাবন মধ্যেতে শ্রীকৃষ্ণের স্তবনে
ভ্রমরের গান প্রায় গান সকরণে । শুক কোকিলাদি মত শ-
কানুকরণে ॥ যে সুন্দর কীড়া করিলেন ভগবান । তাহার ভজ-
ন কর হৈয়া প্রজাবান ॥ তালবনে যেলীলা প্রকাশ করিলেন ।
জাতিসহ ধেনুকাসুরে যে নাশিলেন ॥ সাযংকালে বৃন্দনাট্য

গণের মিলনে । সেই লীলা করিলা আশ্চর্য প্রকাশনে ॥
 স্তোত্র রূপেও নাপারি করিতে বর্ণন । ইথে বাক্য নমস্করি
 সেই লীলা গণ ॥ কালিয় হুদে ত্রীয়ুক্ত ব্রশোদা তনয় । সেই
 করিলেন বিহার নিশ্চয় ॥ তাহা শোক হর্য বেগে নাপারি
 অরিতে । কি প্রকারে শত্রু হব সে সব কহিতে ॥ কোথা অতি
 দুর্কি চেষ্টা খলয়ে কালিয় । তারদণ্ড ক্রোধ ভরে তবে করণীয়
 কোথায় নমিত ফণা বর্গ রঞ্জ স্থলে । হর্ষ ভরে নৃত্যোৎসব
 দশ কৌশলে ॥ কোথায় ত্রীপাদদ্বয় করিয়া প্রহার । সকল
 মস্তক ভঙ্গ নিগ্রহ বিস্তার ॥ কোথা অনুগ্রহ তার মস্তক উপ
 রি । পদরঞ্জো দিলেন তাদৃশ নৃত্য করি ॥ সেই অনুগ্রহ শেষ
 সহস্র বদনে । বর্ণন করিতে নাপারেন কদাচনে ॥ সেই কালি
 যেরে আর নাগপত্নী গণে । নমস্করি য়ে করিল সন্ততি পূজনে
 কালিয় হুদের তীরে আসি দাবানলে । অতিতাপদেব গোপ
 গোপিকা সকলে ॥ তাহাদিগে করাইয়া নয়ন মুদ্রিত । খাই
 লেন দাবানল দযায় ত্বরিত ॥ পুনঃ গুঞ্জ বনেতে যতক পশু-
 গণে । দাবানল পান করি করিলা মোচনে ॥ ভাগ্যীর ভীষ্ম
 সেই করিলা ক্রীড়ন । হারিষা আপনি কৈলা ত্রীদামে বঁহন ॥
 বলরাম হস্তে হৈল প্রলয় সংহার । করুক সে সব লীলা মঞ্জল
 বিস্তার ॥ বর্ষাকালে বৃক্ষ ক্রোড় করিষা আশ্রয় । করিলেন
 সেই মনোহর লীলাচয় ॥ তত্‌কালীন কন্দ মূল ফলাদি ভক্ষণ
 আর দধি বিশিষ্টান্ন সহ সখাগণ ॥ শরত্‌কালে বন শোভা-
 বাড়ে অতিশয় । গোপীর কন্দ পতাপ করয়ে উদয় ॥ পরম
 তত্ত্ব এই লীলা সমুদয় । নিরন্তর বিরাজিত হউক নিশ্চয়

মোহিলেন গোপীগণ সব। করিব এসব কবে সাক্ষাদনুভব।।
অহো কোথা গোপকন্যা গণের বসন। চৌর্য রপোত্সব
কৈলা শ্রীনন্দ নন্দন।। কদম্ব বৃক্ষ মস্তকে করি আরোহণ। অ
নেক কৌশল করিলেন ততঃক্ষণ।। অঞ্জলি বস্তুনেকরাইষা নম
স্কার। নিজ ক্ষত হৈতে বস্ত্র দিলেন সবার।। সেই যুক্তকারি
বিপ্রগণের শুদম। করাইলা সখাগণ দ্বারায় যাচন।। তারা
নাহি দিলে তাহাদের পত্নীগণে। অনব্যঞ্জনা দিসহ কৈলা আক
র্ষণে।। সে কালে তুষণে করিলা অবস্থিতি। তথাহি।

শ্যামং হিরন্য পরিধিবন মাল্যবর্ধ ধাতু প্রবাল নট
বেশ মনবতাংসে। বিন্যস্ত হস্ত মিতরেন ধুনান মজ্ঞং
কর্ণোত্পীলালক কপোলমুখাজ হাস মিতি।।

বাক্যের প্রসাদে করিলা শুভ রাতি।। সখাগণ সহ অন্ন
য়ে কৈলা ভোজন। সেই সব লীলা স্তব করি অনুক্ষণ।। নন্দা-
দির দ্বারাগোবর্দ্ধনের পূজন। নিজ বাম হস্তে মহা পর্যত
ধারণ।। সন্তোষ দিলেন তাহেয়ত গোপগণে। ইন্দু এত দেখি
লজ্জাপাই বহুমনে।। সুরভিরে আনি ইন্দু ভক্তির উদ্দেশে
গোবিন্দে করিলেন কৃষ্ণে অভিসেকে।। বৃক্ষহৃদ নিকটেতে
বজ্রবাসিগণে। করাইলা বৈদ্রুণাখ্য স্থানের দশনে।। দ্বাদশীর
অপ্পতা দেখিয়া নন্দরায। একাদশী রাত্রে কৈলা স্নান যমু-
নায।। তথা হৈতে বক্রণের দূতেতে হরিলা।। কৃষ্ণ তার লোক
টহতে নন্দরে আনিলা।। যোগ্যে নাহি হই এই সকল কথ-
নে। কেননে যাবি দক্ষতা য়ে বেণুবাদনে।। তাহাতে মোহিয়া
গোপী সকলে আনিয়া। করিলা য়ে রাসলীলা সানন্দ হইয়া।

সকল লীলার সেই শেষ সীমা হয় । ভগবন্তা মাধুরী কে কহি
 তে পারয় ॥ সর্ষাবতারের লীলা হইতে নিশ্চয় । বিচারে এ
 বৃজলীলা শ্রেষ্ঠ অতিশয় ॥ যে লীলা সম্বন্ধি বর্ণ শ্রবণে প্রবেশ
 স্বভাবেতে প্রেমভর উদয় অশেষে ॥ অপেক্ষা না সহে তাহে
 অর্থের বিচার । অগ্নি যেন স্পর্শ না ত্রৈলোক্য করে তার ॥ সর্ষা
 বতারেতে কৈলা যেই লীলা সব । তাহা হৈতে কৃষ্ণলীলা উত্তম
 প্রভব ॥ ইহা যুক্তি দ্বারা যেই করয়ে স্থাপন । সেই ধন্য ভাগ্য
 বান হয় শ্রদ্ধা জন ॥ বৃজলীলা সকলের ঈষৎ শ্রবণে । যেমত
 পূতনা মোচনাদির কথনে । আদ্যশক পূতনার শ্রবণে যা-
 হার । প্রেমোপর্ণ হয় সেই জনে নমস্কার । অহো কৃষ্ণ শ্রবণ
 বেণু দাক্ষম্য ! বহুরূপ গুণাদিষে বিলক্ষণ হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের
 যোগ্য সদা হস্ত পদ্মে রয় । অধরা মৃত পানাদি করি বিস্ময়
 সে বেণুর মহিমা । সে স্পর্শিতে নিশ্চয় । আমার রসনা কভু শব্দ
 নাহি হয় ॥ তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ প্রভাবে । যতেক কহি
 তে পারি করি অনুভাবে ॥ তার মত কহি কিছু মহিমা বংশীর
 শ্রবণ করহ হৈয়া সাবধান স্থির । শ্রীমুখেতে বেদ বাক্যে অন্য
 বাক্যামৃত । উপনিষদ্বারা যাহা না হইল কৃতে ॥ তাহা মোহ
 ন বংশিকা দাক্ষর নির্মিতা । তাঁর নিম্বাধর যোগে করিল সা
 ধিতা ॥ বিমান গামি যতেক দেবগণ ছিল । বধু সহ বেণু শুনি
 প্রণয়ে মোহিলা ॥ ব্রহ্ম মহাদেব মহেন্দ্র প্রভৃতি অর । তত্ত্ব
 বিস্মরিয়া হৈল মুক্ততা সবার ॥ ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারাম যেই মুন
 গণ । তাঁহাদের সমাধির হয়ত ভঞ্জন ॥ পুলকাক্ষ পাণ্ডা দিব্র
 জন্ম হয় তাহ । ইহাও হইতে পারে নিজাধীন দ্বায় ॥ সদা

পরার্থীন যেই চন্দ্র আদিগণ । কালচক্র ভ্রমণের অনুবর্তি হন
নিত্য শীঘ্র গমন তাঁদের নিরন্তর । তাহর নিরোধ হৈল বি
স্মিত বিস্তর ॥ গোপগণ দেখে দৈহিকাদি আত্মাহিত । পুত্র
কলত্রাদি কৈলা কৃষ্ণ সমর্পিত ॥ তথাচ ।

হরিবংশ শ্রীমদ্রাতি গোপানাংবচনং ।

অদ্য প্রভৃতি গোপানাংগবাং গোষ্ঠস্য চানঘ । আপ

তসু শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চাযত লোচন ইতি ॥

ইহাতে গোষ্ঠের প্রভু এইতবচনে । গোপীদেবো প্রভুকৃষ্ণ হইল
সুচনে ॥ লজ্জাক্রমে গোপগণ স্পর্শনা করিলা । ইথে নিজ বাবহা
রে উদাসীন ছিল ॥ ইহপরলোকে রুয়ে সাধো রসাধন । তাহে
নিরপেক্ষ হৈত সমাশ্রিত হন ॥ অতএব স্বভাৱে ক রেণ বন্দন
হে হৈতু তাঁহার । শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হন ॥ ভায়্যাশকে গোপিকার
কেবল ভরণে । পতি প্রয়োজন তার নহেত কিঞ্চনে ॥ সেই
গোপগণের বালক গণ যত । শ্রীকৃষ্ণের ছায়া মত সদা সঞ্চারিত
বন্দাবন শোভা দর্শনাদি কৌতুহলে । কদাচিত কৃষ্ণচন্দ্র দূরে
গেলে ছলে ॥ তাঁরে না দেখিয়া তৈয়া দুঃখি সখাগণ । পুন
আলো শীঘ্র স্পর্শি করেণ ক্রীড়ন ॥ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরম
ভগবনী । শ্রীকৃষ্ণাদি হৈতে হন শ্রেষ্ঠা অতি ॥ বেণুবাদে
পতি শিশু লোক ধর্ম্ম আর । লজ্জা পরিহারি পাইলেন ভাব
সার । যেইভাবে সদা কটু মধুর বিকারে । ব্যাঙ্গলা হইয়া
সদা মোহিত আকারে ॥ বক্ষনত স্বাবরত পাইলেন গাত ।
কিছু অনুসন্ধান নহেন শক্তিবতী ॥ যদ্যপি হব্জবাসি গোপ

গোপিকার। ভগবানে প্রেম ভরনিত্য আছে সার। তাহা
 তে কি নাহি ঘট মোহ নিরন্তর। তথাপি প্রভুর অসাধারণ
 লব্ধর। পতন মধুর মহিমা। বেণু বাদন। তাহাতে পরম মোহ
 যুক্ত। গোপীহন। বেণুর আহাওয়া প্রসঙ্গেতে একারণ। বর্ণন
 করিলা এইন জা নির্ধারণ। নিশ্চয় আশ্চর্য্য কথা করহ শ্রব
 ণ। পশুজাতি গোবত্স বৃষভ আদিগণ। বন মৃগ বৃক্ষতে নি
 বাসি পক্ষি যত। জলচর পক্ষি দূরে থাকে ক্রীড়ারত। স্থাবর
 নদী মেঘাদি জ্ঞানশূন্য হয়। বেণু শুনি নিজ স্বভাব ত্যজয়
 গবাদির কৃষ্ণ সঙ্গে সর্বদা বসতি। তাহাদের হৈতে পারে জ্ঞান
 শূন্য গতি। হইল তেমত বনবাসি মৃগগণ। অর্ধে তারা
 গাবী সঙ্গে থাকে কদাচন। বৃক্ষবাসি পক্ষিগণ জ্ঞান শূন্য হয়
 তাহারাও কভু মূলে কৃষ্ণ কাছে রয়। দূরে থাকে ক্রীড়ারত জল
 পক্ষিগণে। তাহাদেরো আছে শক্তি নিকটে গমনে। তরু-
 লতানদী আদি অচেতন সব। অহো বুজেবাস হেতু হয়ত
 সন্তব। গগণ নিবাসি ধূলি ধূমেতে উদ্ভব। জ্ঞান শূন্য স্বভাব
 ত্যজিল মেঘ সব। বেণু বাদ্যে মোহে গতি শক্তি নারহিল।
 তাহে চর প্রাণি সব স্থির হু পাইল। পত্রের উদ্যম আর ক-
 ল্পাদি প্রভাবে। স্থির বৃক্ষগণ হৈল চর হু স্বভাব। যত জ্ঞান
 ক্রিয়া শক্তি করিল গমন। তাহে সচেতন সব হৈল অচেতন
 বারম্বার কম্প আদি পত্রের চলনে। অচেতন শিলা আদি
 হৈল সচেতনে। মহাপ্রেমরসে সব হৈয়া নিমজ্জিত। স্বৈক-
 ল্পাদি বিকারে হৈল আক্রমিত। বাসলীলা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের
 শ্রেষ্ঠা হয়। অনির্বাচ্য পরমপ্রসন্ন্য অতিশয়। সর্বদা সারের

সেই পরিণামক ময় । উত্কৃষ্টতা মাথায়ের সীমা প্রকা-
শয় ॥ অতএবকরি মনোরথশত আশ । বজ্রীরা হইল সদা
দুলভ রে রাস ॥ অহো শ্রীকৃষ্ণের হয় বিদম্বিতা অতি । জগতে
নাকরো কোম অভিভেক্ষের মতি ॥ সেই প্রকারেতে যত দল-
নারীগণে । বংশীবাদ্যে বনমধ্যে কৈলা অাকর্ষণ ॥ সেইক্ষণে
বাক্যের চান্তর্য্য য়ে করিলা । রাহে অতিধৈর্য্যবতী গোপি
কাকান্দিনা ॥ আকর গোপনে সেই পাণ্ডিত্য করির । অ-
খ্যাত মনের ভাব নাকার বাহির ॥ তাহার প্রশংসা আমি ত
নেত করিত । গোপীর বিনয় সমূহে যদি থাকিত ॥ সেইক্ষণ
ব্যক্ত করি মন অভিপ্রায় । মোহিত করি যা কৃষ্ণ সব গোপি-
কায় ॥ কাম ক্রীড়া সুরভেতে বিদম্বিতা য়েই । রমিলা গোপীর
সহ প্রকাশিয়া সেই ॥ বিচ্ছেদ লীলায় দক্ষ শ্রীল ভগবান ।
তাঁর অন্তর্দ্বান সদা কে নাকরে গান ॥ য়েই অন্তর্দ্বানেতে
যতেক গোপীগণে । ধৈর্য্য গম্ভীর্য্যাদি সদা রাঁহাদের মনে
তাঁহারাও অস্থখাদি বৃক্ষে জিজ্ঞাসিলা ॥ উন্নততা আদি রূপ
অবস্থা পাইলা ॥ য়ার লীলা চেষ্টা অতি দুর্কোপ সে হয় ।
কেন ভগবান চৈতে আমি করি ভয় ॥ কোথাত্যজি গোপী-
গণে নিভৃত লীলায় । সৌভাগ্যের সারাৎসার দিলা রাধি-
কায় ॥ কোথা সদ্য অন্তর্দ্বানে অনাথা রাখায় । ডুবাঁইলা
রোদন সাগরে একাতায় ॥ পরে হৈয়া একত্র আভিভে
গোপীগণ । গীতপ্রায় সুদুরেতে করিলা রোদন ॥ তাহে কৃষ্ণ
চন্দ্র প্রাদুর্ভা হইলেন । সমূহ আনন্দ গোপী সুবারে দিলেন
গোপীকার প্রশ্নে স্বখণ্ড হৃদয় ॥ য়ে দিলা উত্তর তিহ

রক্ষণ ভোমায় ॥ সেই মণ্ডলী বন্ধনে প্রভুর চাতুরী ॥ সেই নৃত্য
গীতাদি বিদ্যায দক্ষ্য ভূরি ॥ সেই পূর্বশোভা হেতে অধিক
শোভন ॥ সব বিশ্ব মোহিনী হরষে মম মন ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম
মধুপানে মত্ত য়েই ॥ সেরস ভোজির সুমহত্ত্ব জানে সেই ॥
বৃন্দা আর এইত উদ্ধব দুহেঁ তত্ব ॥ গোদল জাতসবার জানেন
মহত্ত্ব ॥ য়েহেঁত ইহারা গোপীগণের চরণ ॥ খুলি অভিষেক
সদা করেণ প্রার্থন ॥ তথা ॥

বৃন্দাণা প্রার্থিতং ॥ তদ্বুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যট
ব্যং যদলোড়লোপি কতমাজ্জি রজোভিষেক মিত্য
দি ॥ উদ্ধবেনচ ॥ আসামহো চরণরেণুজুষা মহংস্যং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ল লভৌষধীনা মিত্যাদি ॥

স্বাহাদেব সে বস্ততে লোভ প্রকাশয ॥ সে বস্ত যুক্তের ভাগ্য
বল সে জানয ॥ কৃষ্ণের অধরু পানে লুল্ল গোপীগণ ॥ বংশী
র সৌভাগ্য ভর গান সর্বক্ষণ ॥ নাথুর বুজের লোকে সদা
প্রেম ভরে ॥ কৃষ্ণর আসক্তি মহা অদ্ভুত বিহরে ॥ যে লাগি
বৃন্দারে দেখিতে অনিচ্ছা তাঁর ॥ যদপি আসিয়া কৈলা স্তব
নমস্কার ॥ কৃষ্ণ পাদ পদ্ম মাত্র আমাদের গতি ॥ কদাচিতনহে
অন্য আশ্রয়েতে মতি ॥ আমাদিগে সম্ভাষিতে শ্রীকৃষ্ণ কখন
উত্সাহী নাহন কি কহিবেন মানন ॥ বৃন্দাবন বাসি গোপ
গোপী সব রত ॥ বিচিত্র ঔষধি মত্ত জানেন সগত ॥ তাহাতে
নিশ্চয় গোষ্ঠ নাগর মোহিত ॥ ইথে বিদক্ষতা ভাব হইল সু
চিত ॥ বুজবাসি সকলের সর্বদা আসক্তি ॥ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের
য়েই অনুরক্তি ॥ তাহা কহিবারে শব্দ নাহয বচন ॥ স্বাহার/
শ্রীভগবানে প্রেমের কারণ ॥ নন্দ গোপের দমার সতত

্যেনেন । পরমেশ্বর স্বরূপে কভু নামানেন ॥ প্রেমে বহু সেবা
 রি তবু নিরন্তরে । করেণ কাল যাপন মহা আন্তি ভরে ॥
 ছতর জ্ঞান যুক্ত হইত আমার । আমাদেবো পূজন যত
 যেন তাঁহার ॥ বৈদ্যেষ্ঠে আনন্দ বহু যত হৃদুগণ ! তাঁহা দরো
 পূজনীয় কালাতীত হন ॥ কৃষ্ণ নাপারিলা বুজ জানে মোহি
 বারে । বিশেষে মোহিলা বুজ বাগিসব তাঁরে ॥ এই কথা সত্য
 দেখিলু নিশ্চয় ॥ বিস্মরিত ঠৈলে কৃষ্ণ দেবকায় চষা । অমি
 রায়া স্তুতি পরিপাটী আদি দ্বারে । স্মরণ দিলাম কংস বধা
 দিক তাঁরে ॥ যদি কহ তবে কৃষ্ণ কেন মথুরায় । গমন করিলা
 শুন বৃন্দান্ত তাহাষ ॥ পরম চতুর শ্রেষ্ঠ হইলেন অক্রুর । শ্রীনন্দ
 নন্দনে বুজে হৈতে মধুপুর ॥ লৈয়া গেলা কষ্ট শ্রেষ্ঠ বহু বল
 করি । যদু সকলের হিত কামনা আচরি ॥ কৃষ্ণ সেই বুজ বাগি
 জনে কদাচন । ত্যাগ করিবারে শান্তি বান নাহি হন ॥ যদু ছল
 সকলের হিতের কারণ । বারবার মধুপুরে করে আগমন ॥
 পুনর্বার বারবার করেণ গমন । বুজপুরে যেনে তঁাহার
 প্রিয় হন ॥ যদি কহ মধ্যেতে বিচ্ছেদ তবে হয় । তাহার দি-
 কান্ত শুন করিয়ে নিশ্চয় ॥ সেই বুজে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন নিরন্তর
 করেণ অনেক মত ক্রীড়া বহুতর ॥ প্রকট । প্রকট দুই রূপে-
 তে নিশ্চয় । নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ নাহিক সংশয় ॥ যদি কহ
 বুজ বাগিদেব কি কারণ । বিরহেতে দুঃখাদিক করিয়ে শ্রবণ
 হই সত্য কিন্তু সেই ক্রীড়ার কৌতুক । তাহা বিস্তারি যা কহি
 শুন মহেতুক ॥ বিরহেতে জন্মে য়েই ভাবের তরঙ্গ । তাহে
 শ্রেষ্ঠ বুজের বিবিধ চেষ্টা রঙ্গ ॥ নিজ মনোরম তাহা করিতে

ইক্ষণ । পরম কৌতুক যুক্ত শ্রীমদ নন্দন ॥ বৃদ্ধনিবাসির দৃষ্টি
 ইতে কথন । ছল প্রকাশি কেবল করে পলায়ন ॥ যেমত
 বিধ লীলা দ্বারে কদাচন । নিমজ্জ অহরে কৃষ্ণ অন্তর্দ্বান হন
 যদি কহ তথাপিচ বিরহের লেশ । সহিতে নাপারে বৃদ্ধজন
 এই ক্লেশ ॥ তাহাদিগে হেন ব্যবহার যোগ্য নয় । তাহাতে ক
 হিয়ে শুন সিদ্ধান্ত যেহয় ॥ সুদূর্লভ বস্তু যে, পরম প্রেম হয় ।
 অতি গোপনীয় দ্রব্য সেইত নিশ্চয় ॥ তাহা অতি প্রিয়তম
 বৃদ্ধনাসি জনে । শ্রীমদ নন্দন যে কারণে সমর্পণে ॥ দাতাশ্রেষ্ঠ
 শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যবহার । কিন্তু তাহা বিরহেতে হয়ত প্রচার ॥
 বিরহে পরম প্রেম বিশেষ সজানি । সেই লাগি অন্তর্দ্বান
 আমি এইমানি ॥ মথুরা বৃদ্ধ ভূমিতে যেন দিহরেন ॥ তেমত
 গোলোকে লীলা শ্রীকৃষ্ণ করেন ॥ উদ্ধাভাগে গোলোক অধো
 তে বৃন্দাবন । এইমাত্র উভয়ের ভেদের সম্পন্ন । কিন্তু সেই বৃজে
 নন্দ প্রভৃতি সংহতি । যদ্যপি সর্বদা কৃষ্ণচন্দ্র । বিহর ত ॥
 তথাপিচ কোন দ্বাপর যুগের শেষে । সকলেতে দর্শন করয়ে
 সবিশেষ ॥ অন্যকালে পরম একান্ত ভক্ত যেই । কদাচিত
 দর্শন করয়ে সুখে সেই ॥ গোলোকে সর্বদা তদ্রূপত সর্বজন
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা করেন দর্শন ॥ গুরুড় প্রভৃতি নিত্য পাষাণ
 যেমন । বৈদ্যলোকে প্রভুর নিকটেতে রন ॥ তেমত গো-
 লোকে নন্দাদি সমুদয় । নিত্য প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের স্নি-
 গ্ধ ॥ মথুরা গোবলে আর উদ্ধা গোলোকেতে । দুইতে অ
 ভেদ রূপ ধামের একেতে ॥ নন্দাদি যতক ভৌম গোবল
 নিবাসি । নিজ প্রাণনাথ কৃষ্ণ সহিত বিলাসি । উক্ত দুইধামে

ভগবানের সহিত। যদৃচ্ছ। ক্রমেতে নানামতে বিহরতি ॥
 সাধক সকল করি যেন ত উপায়। গোলোক পাইতে যোগ্য
 হইসকলদায় ॥ তাদৃশ উপায়ে ভৌম গোলকমণ্ডলে। শ্রীকৃষ্ণ
 দেখিতে শক্তি হয়ত সকলে ॥ ঠাহাতে বিশেষ আছে যদি কোন
 জন। কভু ব্রজ কোনমতে করয়ে দর্শন ॥ তবু সব পরিবার
 সহ ক্রীড়ারত। দেখিতে নাপায় এই শুন সাধুমত ॥ সেইমত
 ক্রীড়াকারী কৃষ্ণ কদাচিত। যদ্যপি দর্শন করে কেহ ভাগে ॥
 দিত ॥ কিন্তু তাঁর নিত্য পরিবারের ভিতরে। প্রবেশি যাত্রা
 তে যথা ইচ্ছা য বিহরে ॥ কেন প্রসাদ বিশেষ লাভ নাহি হয়
 কলিঙ্গ মন মত তোমারে নিশ্চয় ॥ ওহে ভাততাদৃশ শ্রীগো
 পাল দেবের। পাদ সরোজের লীলা মাধুরী ভাবেক ॥ অনির্ব-
 চনীয় সব ভূমি কি প্রকারে। কহিতেছ উতসুক বিশিষ্ট দেখি-
 যারে ॥ যদি কহ আপনারা হইলেন মহত। ভোমাদেয় অন্ত্র
 হে কিনাসিদ্ধিগত ॥ তাহে শুন ওরে ভাই ঠীঠা সত্য জান।
 শ্রীগোলোক প্রাপ্তি অতি দুর্ঘট ব্যাখ্যান ॥ প্রাপ্তির উপায়
 তার দুর্ঘটাতিশয়। এইত আমার হয় পরম নিশ্চয় ॥ পশু
 পক্ষি কীট আদি যত প্রাণিগণ। প্রায় নাহি সবে হিতাহিত
 বিবেচন ॥ সেই প্রাণিগণ মধ্যে মনুষ্য সকল। হিতাহিত বিবে
 চনা বিশিষ্ট কেবল ॥ সে সব মনুষ্য মধ্যে কতক জ্ঞানর। আ
 ছয়ে যথোক্ত মত আচার বিচার ॥ হয়ত তাহার অর্থকান
 পরাধন। ধন ভোগে রত ধর্ম্মপর নাহি হন ॥ কো২ যদি বর্ষা
 পরাধন হয়। তাহার শ্রীপ্রাপ্তি হেতু স্বর্গ হেতু নয় ॥ সতি
 অঙ্গ হোক স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ। নিশ্চিত করয়ে কিছু ধর্ম্ম

আচরণ। তাহাতে নিষ্কাম কর্মে কতজন রত। নিষ্কামিগণের
 মধ্যে অরাগি কেহ নহে। অন্তরে বৈরাগ্যযুক্ত মূর্ত্তি ইচ্ছু
 তারা। ইহাতে বিশেষ কিছু বুঝিবিস্তার। নিষ্কাম কর্মেতে
 রত হৈলে অরাগি হয়। সিদ্ধ হয় তবু কাম সাধক ৭ ত্যাগি হয়।
 অতি মহাফল হয় এইসে কারণ। রাগ শূন্য মন জন পৃথক
 কখন। তার মধ্যে হংস নামা হয় কতজন। যোগাভ্যাসে
 নিষ্ঠা ব্রাহ্মদেব শরীরক্ষণ। তাহাদের মধ্যেতে পারম হংস
 কেহ। পাই যাছে আত্মতত্ত্ব যা বা নিঃসন্দেহ। তাহার। নি-
 শ্চয় কেহ নহে মুক্ত হন। তাহাদের মধ্যে জীবন্মুক্ত কোনজন।
 তাহাতে কেহবা হয় সিদ্ধ ইহা জান। সিদ্ধমুক্তগণ মধ্যে বিশেষ
 যত মান। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে কতকহেন তত্পর। তাঁর ভক্তি
 বিনা অন্য নাব্যঞ্জ অন্তর। য়েহেতুক মহাশয়গভীর অভিপ্রায়
 মোক্ষে তুচ্ছ করেন সে সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাহ। ভক্তির তত্পর জন তা
 হার ভিতরে। শ্রীমদানন্দ গোপাল পদপদ্ম বরে। রত মন
 সব সুদূর্লভ অতিশয়। তাঁর পূর্ণকৃপা বিনা নাহি নিশ্চয়।
 অর্থ কাম ধর্ম মোক্ষ ভক্তি আদিকরি। তাদের সাধন ক্রমে
 অঙ্গত্ব বিবরি। অর্থ কাম কায বা ক্য মানসের আর। বিবিধ
 ব্যাপারে জাত হয়ত বিস্তার। তাহার সাধন হৈতে ধর্মের
 সাধন। অঙ্গ হয় শাস্ত্র বিধি নিয়ম কারণ। তাহা হৈতে
 অঙ্গ সদাচারের সাধন। মোক্ষের সাধন তাহা হৈতে তল্প
 হন। তাহা হৈতে শ্রবণাদি ভক্তির সাধন। স্বল্প হয় অতি
 গোপনীয়ের কারণ। সাধন জাপক শাস্ত্র সব আছে রত। তা
 হাদের বচনেরো রীতি সেই মত। অর্থ কাম শাস্ত্র হৈতে ধর্ম

শাস্ত্র অম্প । তাহা হৈতে গুঢ়হেতু মোক্ষ শাস্ত্র স্বম্প ॥ তাহা
হৈতে ভক্তি শাস্ত্র স্বম্পভূত হয় । অতিশয় গোপনীয় হেতু
সুনিশ্চয় ॥ তাহে কৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রেম পরায়ণ । শাস্ত্র অতি
অম্প সুদূর্লভের কারণ ॥ সেই সা শাস্ত্র মধ্যে ধর্ম আদি পর
বচনের অম্পকতা জানিবে বিস্তর ॥ এই প্রকারেতে যত
হয়ত সাধন । তদ্বোধক গ্রন্থ আর তাহার বচন ॥ ক্রমে স্বম্প
হেতু ভক্তি অতি দুঃসাধন । তাহাতে শ্রীমদনগোপাল শ্রীচরণ
বিষয়ক প্রেমপর যেই ভক্তি হয় । অতি পরম দুর্লভ জানিবে
নিশ্চয় ॥ কেবল তাহাতে লভ্য শ্রীগোলোক যেই । এইমতে
দেশাশ্রিত সুদুর্ঘট সেই ॥ শ্রীমদনন্দন পাদপদ্মের বিষয় ।
প্রেমভক্তি যুক্ত ব্যক্তি যতেক আছে ॥ তার মধ্যে শ্রীমতী
শ্রীগোপিকা সমান । ভাববন্ত পরম দুর্লভতর জ্ঞান ॥ এত
কালে কহেন নারদ মুনিবর মদনগোপাল পদ ভক্তের ভিতর
কানাদের যে কোনো বিশেষ আছে ভারি । তাহার কথনে
আমি নহি অধিকারী ॥ এতকহি নারদ উদ্ধবে অ লিঙ্গিয়া
কহেন সঠৈন্য অতি বিনয় করিয়া ॥ বিশেষ যে আছে শুনি
তাহার কি কথ্য বলচন্দ্রাশনি তে উদ্ধব প্রকাশিত ॥ নারদের
অভি পায় জানিয়া উদ্ধব । প্রেমে পরিপূর্ণ হইলেন গাত্র
সব ॥ বারম্বার ভূমে স্পর্শ করি নিজ শির । করিতে লাগিল
গাণ উদ্ধব সুখী ॥ যথা ॥

বন্দে নন্দ বট শ্রীনাং পাদপদং মভীক্ষুশঃ ॥ ক্ষণে মহাভীতে
ব্রহ্ম ধর্ম দত্তে তৎ । নারদের পদধরি হরিদাস কন ॥ যথা ॥
আনামহোচরণ রেণু জুযা মহং সগং বন্দাবনে কিমপি গুলু

লতৌবধীনাং । যাদুস্ত্যজং স্বজনমায় । পথঞ্চ হিহ্মা ভেজু
মুদ্রন্দ পদব্যাং । শ্রুতি ভি বিন্মগ্যাং ।

প্রেম পরিপাকে হষ বিকারচষ । কম্প স্বৈদপুলকাক্ষ আদি
সমুদযা তাহে ব্যাণ্ড পুনঃপুনঃ করিষা কুর্দন ॥ গান গান
উদ্ধব পুনশ্চ প্রেমে মন ॥ তথাচ ।

নাযং শ্রিয়োজ্ঞ উনিতান্তরভেঃ প্রসাদঃ স্বয়ৈষিতাং ননি
ন গন্ধ রুচাং দ্রতোম্যাং । ব্রাহ্মোত্তমবেস্য ভুজদণ্ড গৃহাত
কঠ লজ্জা শিষ্যাং রউদগাদ্রজ সুন্দরীণাং ।

এইমতে ভাগবত বন্তি শ্লোকগণ । গোপিক র মহিমা করি
তে নিধারণ ॥ শ্রীউদ্ধবমহাশয় করিলেন গান । বিবেচনা করি
বুঝ এসব আখ্যান ॥ এইমতে নিজেই দেবের দুর্লভতা । জা
নিয়া দুঃখিত অতি হইলু সন্ন্যাসী ॥ আমারে এরূপ দেখি না
ব্রহ্ম ভখন । বিস্মিত উদ্ধবগানে কহেন বচন ॥ এইত উদ্ধব
হরি দাস হরি শ্রেষ্ঠ । অখিল বৈষ্ণব গণ মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ॥
য়ে গোপী গণের পাদ পদ্ম ধূলিগণ । বন্দে নন্দ শ্লোকে বল
করেণ বন্দন ॥ যেই গোপিকার পাদ পদ্ম যুগলের । রেণু
স্পর্শ সৌভাগ্য ভঞ্জন বিমলের ॥ হেন তুণ ভ্রম বৃন্দাবনের
ভিতরে । আসামহো শ্লোকেতে চাহেন নিরন্তরে ॥ কুকিণী
হরির প্রিয়া প্রাণিকা আছে যে । ত্যক্ত অলকন্যা ধর্ম হরির
আশয়ে ॥ কৃষ্ণ কাহিলেন বাণী কৌশল সন্ন্যাসী । তথাহি ।

অখ্যায়নোন্মূক্যপং বৈভজস্বক্ষত্রিযর্ষভমিতি । শুনি মৃতস্তল
য়েই তৈয়া ছিল তা ॥ সেইত কুকিণী যেই গোপিকা সব
র । সৌভাগ্যের গন্ধ দাঁড়ি পান মন দ্বার ॥ স্বর্গ দেবী ন্যায়

নারী মধ্যে প্রেষ্ঠতম ॥ মত্যাভ্যামা কান্দিন্দীপ্রভৃতি মন্তুসমা ॥
 তাঁহারাত্ত সে সৌভাগ্য গন্ধনাহি পান । কোথায় পাবন
 ইহা বিচারিয়া জান ॥ দ্রোহিণী প্রভৃতি অন্যা মহিষী কৃতক
 কোথায় অর্থাৎ দূরে আছেন প্রত্যেক ॥ সে সৌভাগ্য সক-
 লের লেশের ভাজন । কোন কৃষ্ণ প্রিয়া নহে জান বিলক্ষণ ॥
 সেই সব গোপিকার মাহাত্ম্য বর্ণনে । আমি অতি বরাক হই
 যে কোন জনে ॥ তথাপি য়ে বর্ণিলাম তার হেতু এই । মন
 দ্বিষ্ট চঞ্চলা নারাত্বে ধৈর্য্য সেই ॥ অতএব কহি শুন পরম
 ক্ষুদ্র ত । শ্রীব্রজনাথের মিত্র ওহে গোপ সূত ॥ কৃষ্ণ প্রেমভক্ত
 প্রেষ্ঠ এইত উদ্ধব । তাঁর সারকৃপা বিশেষের ভাগ্যসম ॥ যত
 পরম শ্রীভগবতী গোপিকার । প্রেমভর দেখিলেন সাক্ষাতে
 ওচার ॥ তাঁহাদের অতিশয়কৃপার ভাজন । গোপিনীষ নিজ
 ভাব প্রকাশ কারণ ॥ আবাল্যে সেবিলেন ইষ্ট কৃষ্ণে রুঞ্জে
 তাঁর সঙ্গ ভুলিলেন গোপিকার সঙ্গ ॥ সেইত উদ্ধব হৈই
 গোপিকা বিষয় । পরম উৎকর্ষ সদাকরেণ নিশ্চয় ॥ করিয়া
 ইন্দ্র বন্দনাদি ব্যবহার । যেকহেন সে অত্যন্ত সম্ভব তাঁহার
 য়েইত অক্রুর হনশ্য ফলুকনন্দনে । ক্রুরকর্ম্য হেতু অপরাধী ব্রজ
 জনে ॥ ভক্তির স্পর্শনহে যেনীর সজান । তাহাতে পরমশুদ্ধ
 চিত্ত সবিধান । বাক্য কেতে বাহ্য রসিকতায় বিহীন । দযাদু
 হৃদয় হৈতে হান অনুদিন ॥ কংস দূত হৈবা ব্রজে করিয়া গ
 মন । কৃষ্ণপাদাঘ্রুজ দ্বয় করিয়া ভাবন । তাহাতে চঞ্চল হৈবা
 ধাক্ট্য আপনার । হৃদযেতে ভাবনা না করি বারবার ॥ সহি-
 ত গোপির মাহাত্ম্য বর্ণনের । বর্ণিলেন প্রকম্বতা কৃষ্ণ চর

৭ের ১১ বৃক্ষা শিব আদি দেব লক্ষ্মী দেবী আর। মুনী সখ্যভের
 গণ পূজে পাদ য়ার ॥ অনুচর সহবনে সে গাবীচরায। গোপী
 দ্রুচ দ্রুক্ষ্মেতে ব্যাপ্ত আছে য়ার ॥ প্রতিভা ইইব পাদ পদ্ম
 নলে যবে। শিরে তন্তু পদ্ম ধরিবেন শ্রুত তবে ॥ যেহন্তে অভ
 য় দেন শরণাগতের। কাল ভজ্ঞাজ্ঞর সেগে উদ্বিগ্ন জনেরে ॥
 পূজা দুব্যাদিক সমাপিয়া য়েই করে। ইন্দু তু পাইল ইন্দু ভগ
 ত ভিতরে ॥ কিম্বা কৌশিক ক্ষেপেতে বিশ্বামিত্র হয়। তিঁহ
 করিলেন রামচন্দ্র পূজাচয় ॥ তাহাতে তাঁহার পাদ পদ্ম
 ভজনের। পাইল। আনন্দ অতি গাহা অগাণর ॥ সেইরূপে
 বলি তাঁর করিল পূজন। যাহে দ্বারে দ্বারী ইইলেন শ্রীধামন
 কিম্বা বলি ত্রিভুগতে পাইবে ইন্দু তু। প্রসিদ্ধ এসব কথা পূজা
 র মন্ত্র ॥ সৌগন্ধিক গন্ধ ন্যায় গন্ধ চরণের। স্পর্শনুর করে
 শ্রম বজ্র শ্রী গণের। ইত্যাদি তত্রু বহু করিল। প্রার্থন।
 দশ ক্ষ ক্ষেপে তার দেখ বিবরণ ॥ ভীষ্ম করু পাণ্ডব গণের
 পিতামহ। সুনৌ ষ্টক বৃক্ষচয়। নিষ্ঠ অচরহ ॥ ক্ষত্রিয়ের
 জাতি হেতু যুদ্ধ না ত দিল। গুরু শ্রীপরশুরাম সহিত যুঝি
 লা ॥ ৩৩ জন মারুখি ভগবানের অঙ্গেতে। মারলা নিষ্ঠুরবাণ
 সব যের অঙ্গেতে ॥ তিঁহ বৃক্ষাঙ্গনার উৎকর্ষ নিকপণে। অন্ত
 কালে ভগবানে করিল। স্তবনে ॥ ললিত গতি। বিলাস চারু
 হাসে আর। প্রণয় ইক্ষণে প্রেমে সব গোপিকার ॥ কৃষ্ণের বির
 হে অত্যন্ত প্রেম আবির্ভাবে। উন্মাদেতে অন্ধ ন্যায় নিরন্তর
 ভাবে ॥ ইহ পরলোকের যে সাধ্যাদি সাধন। সকল বিষয়ে
 দৃষ্টি শূন্য গোপীগণ ॥ গোবদন ধারণা বিলীলা কৃষ্ণ কৃত ॥

করিলেন গোপীসর হার অনুকৃত ॥ কৃষ্ণের হতাব যেই জগৎ
ত পূজ্য ॥ আকারে সচ্চিদানন্দ জগন্নিবাস ॥ বাতসল্য
দি সব গোপবধূর শরীরে ॥ আগমন করিলেক নিশ্চয় সুস্থি
রে ॥ পুল্ল যবে যুধিষ্ঠির নগর হইতে ॥ বৃষ্ণচন্দ্রদ্বারকায় উদ্য
ত যাইতে ॥ সেইকালে তাঁহারে ত করিয়া দর্শন ॥ পরম্পর
কহিলেক পুত্র নারীগণ ॥ এইত দীঘরে কৃষ্ণ মহিষ্যারগণ ॥ বুত
সুনাদির দ্বারা বহুত অর্চন ॥ নিশ্চয় করিলা যাহে শুন সখি
সার ॥ কৃষ্ণর অধরানুত পীষে বরষার ॥ যাহার আশাষে
রত বুজাঙ্গনাগণ ॥ অত্যন্ত পাইলা মোহচিত্তে অনুক্ষণ ॥ ইথে
দেখ কুকিণ্যাদি হৈতে গোপীকার ॥ মহিমা বিশেষ হৈল সূ
চিত প্রচার ॥ য়েহেত্ত তাঁহারা পান করিবারে পারে ॥ আরণ
মাত্রত গোপী মোহে প্রেম দ্বারে ॥ যদ্যপি শ্রীনন্দ যশোদা-
দির সমান ॥ ভবেতে গোলোক ধাম নাথকেতে পান ॥ তথা
পিহ প্রায় গোপীসদৃশ ভাবনে ॥ গোলোকে সর্বকথামনোরথের
পূরণে ॥ ফল বিশেষের তথা সম্পাদন হয় ॥ কহিলু নিগত
সব তোমায় নিশ্চয় ॥ কহে গোপ ভ্রমার এপ্রকার কথন ॥
কহিয়া নারদ মোরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ প্রেমরূপ সাগরেতে
নারদসুলগ্ন ॥ কম্পপুলকাক্ষর তরঙ্গে হৈলামগ্ন ॥ বর্ণনে চঞ্চল
কিষ্ক দন্তেতে কাটিয়া ॥ পাইলা বিবিধ দশা বিচিত্র নাচিয়া
ক্ষণকালে শ্রীনারদ সুস্থতা পাইয়া ॥ দৈন্য যুক্ত মন তবে আ
মারে দেখিয়া ॥ মধুর বাক্যের দ্বারা করিয়া শান্তন ॥ পুন-
র্বার আমারে নারদ যুনি কন ॥ এসকল বৃত্তান্ত যে কহিলু
তোমাতে ॥ সর্বত্র করিবে সদা গোপন তাহারে ॥ পরমপ্রিয়

ভর প্রকট যেখানে । বিশেষে করিবে তথা গোপন বিধান
 তখন বৈদ্রোহে বহু সিদ্ধান্ত কহিলু । কিন্তু গুট এইকথা নাহি
 প্রকাশিলু । তবে শ্রম নাধুয়েতে হৈয়া চঞ্চলিত । এথায
 উদ্ধব গৃহে কহিলু কিশিত ॥ উদ্ধবের আগনার আরসে তো
 মার । শপথ করিয়া কহি শুনহ প্রচার ॥ সেই শ্রীগোলোক
 ধাম দুঃসাধ্য এথায । সাধনো তাহার দুঃসাধ্যতা সর্বদায
 মত লোক বর্ত্তি যে মথুরা বৃন্দাবন । তাহাতে তাহার সিদ্ধি
 হয় সর্বক্ষণ ॥ এই গুট অভিপ্রায়ে ইহাতে আছয় । পশ্চাত
 হইবে স্পষ্ট একথা নিশ্চয় ॥ কিন্তু এক হিত উপদেশের কখন
 আমাহিতে এইক্ষণে করহ শ্রবণ ॥ পুরুষোত্তম নামে ক্ষেত্র
 পূর্বে ভূমে যেই । দোখলে নিকটে এথা বিরাজিত সেই ॥
 তাহাতে সুভদ্রা বরাহের সহিত । শ্রীপুৰুষোত্তম করে লীলা
 আচরিত ॥ কালিন্দীরতীর গোবর্দন বৃন্দবনে । হহং যেই
 লীলা সব কৈলা আচরণে ॥ সর্বাবতারের এক হয়েন নিধান
 সেমত চরিত সব করেণ বিধান ॥ যদি কহ মদন গোপাল
 মম মন । হরিলেন অন্যরূপ নাহয় রোচন ॥ তাহে শুন সেই
 দেব যারে রোচে যেই । নিশ্চয় ভক্তকে দেখায়েন রূপ সেই
 সেই ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের সদাশ্রয় হয় । যেমত শ্রীমথুরা ভেমত
 সুনিশ্চয় ॥ ভাঁটার পরমৈশ্বর্য ভবের প্রকাশ । কোক অনু-
 সারি ব্যবহার রম্য বাস ॥ সুাইয়া তথায় জগন্নাথের দর্শন
 রদ্যপি নাহিক হয় তৃপ্তি তবে মনে ॥ থাকিহ তথাপি সেথা
 নিজেই প্রাপ্তির । উপায়হইবে বৃদ্ধ জল্যস্থান হির ॥ তাহার
 সাধন প্রেম প্রেমের আশ্রয় । গোপীপ্রাণ নাথ দাদ সেরোক্ষ

হয় ॥ বুজ শ্রীমথুরা গোলোকের প্রেম সেই । অন্য সজাতীয়
 নিজ নাহি রাখে যেই । সেইত প্রেমের আদিকারণ নিশ্চয়
 পরমশ্রীকৃষ্ণের করুণার অতিশয় ॥ কাহারো সাধনবিদ্যা হয়ত
 উদয় । কাহারো সাধন ক্রমে এককার হুয় ॥ তাহার উদযেতে
 শ্রীকৃষ্ণ রূপান্তর । হয় আদিকারণ জানিবে নিরন্তর ॥ যেন
 কোন দাতা ব্যক্তি হৈতে কোন জন । পাককৃত ভ্রম পায় ক
 রিতে ভোজন ॥ কেহবা তণ্ডুল পাত্র কাঠ আদি সব । পাক
 করিবার দ্রব্য পায়ত বিভব ॥ সাহায্যে হেমত দিতে উপরুত্ত
 হয় । তারে সেইমত দাতা দেখ সুনিশ্চয় ॥ সাধক জনার সাধ
 নের ক্রম রাহা । শাস্ত্র অনুসারে আমি কহি ইবে তাহা ॥ বুজ
 গোপ গোপিকার দাসের ইচ্ছায় । লোকানুসারেতে শ্রেষ্ঠ
 বন্ধু বোধতায় ॥ ঈশ্বর বুদ্ধিতে ভয়াদিতে বিধু হয় । তাহা
 রে ত্যজিয়া প্রেম অর্জিবে নিশ্চয় ॥ পরমেশ্বরত্ব দৃষ্টে ভয়া
 দি গৌরব । উত্পন্ন হইয়া প্রেম হানি হয় সব ॥ বুজলীলা
 ধ্যান গান প্রধান সাহায্যে । হেন ভক্ত্যে সেই প্রেম হয় সম্প
 নাতে ॥ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীৰ্ত্তনে প্রকাশিত মান
 সেই প্রেম সর্বক্ষেত্রে ॥ প্রেমের সাধন অনুরক্ত সঙ্কীৰ্ত্তন । এহে
 ত্বক গান হৈতে দ্বিরুক্তি কখন ॥ সেই প্রেমে অতিপ্রীতি যুজ
 জন সঙ্গে । অভ্যন্ত প্রকাশ পায় আপনি মেরুজ ॥ তথাপি
 সে বস্ত্র অতি প্রয়ত্ন করিয়া । গোপন করিবে তাহা সতক হই
 য ॥ ভিব্যস্ত হৈলে প্রেম নাহয় গোপন । বস্ত্রের পার্শ্বভে
 করিবেক সম্মরণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ক্রীড়া বনেতে বিরলে । বাস
 করি সাধনানুষ্ঠানের সকলে ॥ তাহা দ্বারা সেই প্রেম করিবে

বিস্তারে। হইবে সম্পন্ন শীঘ্র এইত প্রকারে। কৰ্ম্ম ভাষণে
 ধর্ম্মের আচার। জ্ঞান আত্মা অনা আচার হয়ত বিচার ॥ যোগ
 অষ্টাঙ্গ বৈরাগ্য জপাদিক য়েই। তাহার সাধন কৈতে দূরে
 স্থিত সেই ॥ অতএব সে সকলে করি অনাদর। অবগাদি ভক্তি
 নিষ্ঠ হবে নিরন্তর ॥ ইহ পর লোক দেহ দৈহিকাদি সবে
 সাধ্য সাধনাদি কা য় নিরপেক্ষ হবে। সে সকলে শুদাসীন
 করিবে ভূষিত। দৈন্য মূল সেই প্রেমে হয়ত নিশ্চিত ॥
 দৈন্যের স্থা।

যেন সাধারণা শক্তাধম বুদ্ধিঃ সদা আন। সর্কোৎকর্ষ-
 নিতো পিস্যাদুধৈ স্তদৈন্য নিষ্যতে ॥ সর্কমতে শ্রেষ্ঠ হই-
 যাও আপনাতে। অত্যন্ত অশক্তাধম বুদ্ধি হয় রাতে ॥ শা-
 স্ত্রের লিখিত বিধি নিষেধ পালনে। অহঙ্কারাবে ভাভষ
 আলোচনে ॥ বোদনাদি কারণ পরম বিদক্ষতা। পণ্ডিতেরা
 দৈন্য তারে কহেন ক্ষুণ্ণতা ॥ যে ইকায় ব্যাপারে বা মনের
 ব্যাপারে। দৈন্যস্তির হয় অতি যত্ন করি তার ॥ ভজিবে
 বিদ্বান্ পুন্ম বিক্লক সকল। তাহার যে হয় সব বর্জিবে বিরল ॥
 পুরুষের প্রযত্নেতে সাধ্য দৈন্য এই। এবশুন কৃষ্ণ প্রসা
 দজ দৈন্য য়েই ॥ প্রেম পরিপাকে দৈন্য উত্তম জন্ময। কৃষ্ণের
 বিযোগে গোপিকার য়েন হয় ॥ নথুরা গমন আদি বিরহ কা
 রণ। শ্রীরাধিকাদির য়েন দৈন্য উৎপাদন ॥ শ্রীকৃষ্ণের অনু-
 গ্রহ বিশেষেতে প্রায়। তাঁর নাথুরাদি অনুভবের দ্বারায়
 প্রেম বিশেষের উদয়ে বিরহ হয়। তাহার লাগিয়া দৈন্য বি-
 শেষ জন্ময ॥ রত্ন ২ প্রেমপরিপাকজন্মে নরে। তত্ন ২ দৈন্যের

উদয় তাহে করে ॥ যদি কহেন । প্রেমফলে কহিলে । অযুক্ত
 সে প্রেম সকলের ফল মিলে ॥ তাহে শুন প্রেমে দৈন্য
 অতি ভিন্ন নয় । অন্তরলক্ষণ দৈন্য সুখ । অজ্ঞ হয ॥ দৈন্য
 পরিপাকে নিত্য প্রেম বিস্তার য । পরস্পর দৈন্য আর প্রেম
 এই দ্বয় ॥ কায় কারণত পোষ্য পোষকতা হয় । উভয়ের
 উভয়তে পোষ্যতা কর য ॥ ওহে ভাট প্রেমের স্বরূপ যেই হয়
 প্রেমজ্ঞ সকল তাতা বিশেষ জ্ঞান য ॥ অতএব তাতা কহি
 বারে শক্ত নই । চৈতন্য লক্ষণ তার কেবল সে কই ॥ চিত্তের
 আদিত্য হৈতু যাহাতে সেহন । কম্প ঘেদ পুলকাদি ব
 হৈর লক্ষণ ॥ সেই প্রেম যুক্ত সকলের হয় ইত । দাবানল
 শিখা যমুনার জলমত ॥ যমুনার জল অগ্নি শিখা
 নতহয় । বিষ সুখাত্মক । সুখা বিষ সম র য ॥ মরণ সুখদ পীড়া
 বৈভব জীবন । বিপরীতজ্ঞান প্রেম স্বভাবে ক্ষরণ ॥ সন্তোগে
 বিযোগে যেই ভেদ সে তাকান্দে । যেই প্রেমে বিবেচিত সা
 ক্রান্ত নাপারে ॥ ঘন হিমচয় যেন থাকে কোন স্থানে । তাহা
 র স্পর্শনে অগ্নি স্পর্শভুল মানৈ ॥ তেমত সন্তোগানন্দ
 প্রেমের স্বভাব । বিরত ক্ষুভিতে দুঃখ হয় অনুভাব ॥ তার
 সেই প্রেম বস্তুর বন্ধন নাহয় । আনন্দ সমূহ কিবা মহাশোক
 নয় ॥ যে প্রেমের সঙ্গ হির উদয় কারণ । মহা উন্মত্তের ন্যায়
 হয় আচরণ ॥ যেই প্রেম বিনা নববিধা ক্লেশভক্তি । কদাচিত
 সুখ নাহি করে অভির্যক্তি ॥ জবন ব্যতীত যেনব জ্ঞানাদি চয়
 ক্ষুধা বিনা যেন খাদ্য দ্রব্য সমূদয় ॥ অর্থবোধ ব্যতিরিক্ত শাস্ত্র
 পাঠ যেন ফল বিনা উপবনে সুখ না জন্মেন ॥ প্রেমের সান্দ্র

ন্য কিছু কহিলু লক্ষণ। কহিতে নাপারি তার বিশেষ কখন
 ত্রীরাধিকা আদি যেই ব্রজ গোপীগণ। তাঁদের ত্রীকৃষ্ণ প্রেম
 যে অসাধারণ ॥ তার তত্ত্ব কহিবারে কেমন প্রকারে। সমর্থ
 কইব এই কহিলাম সারে ॥ বৃষ্ণ মধুপুরী গেলে ভাব গোপি
 কার। প্রলয়াগ্নি হৈতে তাঁর হৈল সবা কার ॥ সে ভাবের
 হেতু প্রেম এই তত্ত্ব তার। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা কহিলাম সার
 উক্ত হৈল যে পরমুত্তম ইহা বহি আর। নাহউক অভিনায় বরা
 তে ভোমার। এইমতে প্রেম নাহি হয় নিরূপিত। কোন এক
 রেতে যত্নে কহিলু কিঞ্চিৎ ॥ তাহা শু শু ব্রজদেবে পুতীতি
 নাহবে। তেন পুত্র বান লোক না দেখিবে যবে ॥ গোপীগণ
 মধ্যে শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণ পুয়া ভক্তি। পরম পুমাতিশয় যুক্তা ভগ-
 বতী ॥ ত্রীরাধায় কখন দেখিবে ভক্তি যবে। মূর্তমান পুত্র
 অনুভব হবে তবে ॥ তঁর যদি সেই পুত্র পাবে কহিতে।
 তব শক্তি হৈল তবে পারিবে শুনিতে ॥ রাধা সম নিজ পুত্র
 সুবিস্তার কার। যদি হয় ত্রীকৃষ্ণের মহা অবতার ॥ কদাচদা
 ত্রীরাধার হয় অবতার। তবে সেই পুত্র অনুসার পায় সার
 হে মাথুর ব্রজভূমি জাত সুনিশ্চয়। ত্রীগোলোক নাথের সে
 কৃপার আশয় ॥ সেহেতু কইউ সিদ্ধি দুর্ঘটন হিবে। মম মনন
 মনঃ কামনা পুরিবে ॥ আপনার পুয়োজন সিদ্ধির কারণ।
 সেই ক্ষেত্রে শীঘ্র ভক্তি কর হ গমন ॥ দ্বারদের উক্তি দ্বারা এই
 ত প্রকার। ক্ষেত্র ত্রীপুরুষোত্তম হৈতে দ্বারকার ॥ ন্যুদিত হই
 ল তাহা ন্যসহিতে পারি। দ্বারকা নাথের এক তত্ত্ব অধি-
 কারী ॥ ত্রীউদ্ধব সে ক্ষেত্রের কৃত্য দ্বারকায়া। সিদ্ধি হয় এই

কথা কহিছেন তাহ ॥ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র প্রভুর য়ে মত :
 দ্রিষ্য ইষ্য শ্রীদ্বারকাপুর সেই মত ॥ পরমশ্রদ্ধার^১ আর লৌকিক
 উচিত : কায়ে^২ য়েন ক্ষেত্র তেন ইহা বিভূষিত ॥ অামা
 দেব প্রভু এ শ্রীদেবকী নন্দন । দারুবুজা ময়মূর্ত্তি করিষ্য ধারণ
 তাঁর প্রেমে আদর্শন ক্ষেত্র বাসিগণে । নিরন্তর হর্ষসব দিব্য
 কারণে ॥ শ্রীপুরুষোত্তমে স্থির হৈয়া বর্তমান । করণ সর্বদা
 ক্রীড়া অনেক বিধান ॥ য়েই বস্তু সেই ক্ষেত্র মধ্যে । দ্বিদ্ধ হই
 এখানে ও তাহা সিদ্ধ হই সন্নিশ্চয় । তাহে নাহি উভয়েতে
 ভেদ সন্নিশ্চিত । কিন্তু নাহি হবে ইষ্ট সিদ্ধ বিকল্পিত ॥ শ্রীকৃ
 ষ্ণের বুলে কৃত লীলা সমুদায় । সেই ক্ষেত্রে দেখি অনুকরণ দ্বা
 রায় ॥ কিয়া গীতাদির দ্বারা করিয়া শ্রবণ । ইষ্ট প্রাপ্তিজন্য
 শোক হইবে তখন ॥ সেই ক্ষেত্র জগন্নাথ মূখার্জ দর্শনে ।
 আর মহাপ্রসাদায় লাভের কারণে ॥ রথযাত্রা আদি য়েই হ
 যত উদ্ভব । তাহে হবে মনোক্ষুতি উল্লাস বিভব ॥ সেলা-
 গি দীনতা নাহি হইবে ক্ষুরণ । ইষ্ট সিদ্ধ নাহি হবে তথা কদা
 চন ॥ শ্রীগোলোক প্রাপ্তি য়েই প্রেম হৈতে হয় । দৈন্য বিনা
 সেই প্রেম নাহি উদয় । সেইলোক লাভ বিনা নিশ্চয় ইহার
 উপায় নাহি বৈক কভু সুখভার ॥ শ্রীপুরুষোত্তম পর দুঃখে
 র কাতর । পুনর্বার ক্ষেত্র হৈতে গাপপুত্রবর ॥ মথুরা গোজ
 লে পাঠাইবেন ইহার ॥ তবে কেন গোদ্রলেনা পাঠায়েন তাহ
 সেই স্থানে বন নদী গিরি আদিয়ত । শূন্য ন্যায় দেখিয়া র-
 তেক সাধুসত ॥ সদা হাকারব সব করণ বদনে । মহা সন্তাপে
 তে সদা দক্ষহই মনে ॥ আপনার প্রিয় য়েই শ্রীন্দ্র নন্দন ।

সদা সর্বমতে তাঁর করেত নৈষণ ॥ সে সব সতেজদৈন্য তথা
উপজয়া ৷ তাহে শ্রেম শ্রীনন্দনন্দনে নিত্য হয় ॥ তবে মাত্র
শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের বচন ৷ যুষ্টিতে বঞ্চিত নিত প্রিয় সেকখন ॥
কিয় হৃদযেতে ছিল ইহা সমুদায় ৷ নাকহি মাত্ত্বাক্য অব
ণাপেক্ষায় ৷ এক্ষণ শুনিয়া সব আতি প্রতিমানে ৷ শ্রীনারদ
ভগবান কহেন তখনে ৷ হে উদব বৃদ্ধ ভূমি স্থিত সবজনে ৷
প্রীতিমান ভূমি সত্য কহিলে বচনে ॥ উত্তর ত্বরায় ইট ম
কোর কারণ ৷ কহিলে যে যুষ্টি সেই হিত সর্বক্ষণ ॥ পরম ম
হা অ্য ৷ সেই বৃদ্ধমণ্ডলের ৷ জানেন আপনি সে নিশ্চয় সর্ব
লের ॥ নিজেকে দেবতা কৃষ্ণ ত্যজিয়া ৷ স্বজ্ঞানো করিলে অনেক
দিন নিবাস বিধান ॥ পানকীর নারদ ইক্ষব প্রিয় জন ৷
যাতা নিদ্ধি প্রতি যত শুভ সুবক্ষণ ॥ চতুর্দিকে দেখিয়া ইহা
হুটমন ৷ সর্বজ্ঞ আমার প্রতি কহেন বচন ॥ হে শ্রী বৃদ্ধ বৃদ্ধ
বীর প্রিয় সে ত্বরায় ৷ নিজ প্রায়জন সিদ্ধ জান সমুদায় ৷
ওহ মহাভাগ অতিশয় শোভমান পার্কে করিল ম উত্তর
অনুমান ৷ ততল্য সুগভীর প্রান্তরীমা হয় ৷ শ্রীবৈষ্ণব ধাম
ইথে নাতিক সংশয় ৷ তাহা চৈতে সুখাধিক শ্রীঅঙ্গোদ্যান
পার ৷ দ্বারকায তাহা চৈতে সুখর ওচুর ॥ এসব স্থানেতে
আগম ন ওতোমার ৷ দঘট চিত্তের দুঃখ ঘটায় দিষ্টার ৷
সেই যত স্বর্ণানিতে সে সব স্থানের ৷ অধিষ্ঠান কর্তা স্বামি
শ্রীভগবান ৷ পাদ পদ্ম দ্বয় দর্শনে ও ঘটতব ৷ মহাপ্র
কারি সবার অজ্ঞান সমুদ ৷ উপরে কথিত দুঃখ আরত অজ্ঞা
ন ৷ যেহেতু ইহলতার কহি অনুমান ৷ নিজ প্রিয়বরহামি মদম

গোপাল। তার পাদপদ্ম দ্বয় দর্শনে বিশাল ॥ প্রথম সমূহ
 ষাড়াইবার কারণ। দুঃখ আর অজ্ঞান মানয়ে মোর মন ॥
 তাহা নাহিলে এই বৈদ্রষ্ট্য দিখানে। কাহার কেমনে বা ঘট
 যে দুঃখ প্রাণে ॥ হৃগাদিক হয় জ্ঞান স্থান নিরন্তর। তাহা ত
 অজ্ঞান কেন ঘটয়ে দুরন্ত ॥ অজ্ঞাত হেতুক মনঃ ক্ষেত্রের
 হিতে। আর মহাকৌতুকেতে মহালোকা দিতে ॥ সর্ব শ্রেষ্ঠ
 মনোভিবেশের দ্বারা। অতি প্রেমে বিষ্ণুর দর্শন হৈল
 ভাষ ॥ বিবিধ জ্ঞানেতে মনে চাঞ্চল্য জন্ময়। অতঃপু উভয়
 কাভাবে তার নাশি হয় ॥ তাহে ভগবানের করিলেও দর্শন।
 সুখোদয় তাদৃশ নাহয়কদাচন ॥ অতএব ভাবে বিষ্ণুকৈলে বি
 লোকন। তাহে সখ্যবিশেষজ ঘিলসে ইক্ষণ ॥ সেই হেতু নিজতর
 দীর্ঘ চিরন্তন। অভীষ্ট শ্রীমদন গোপাল শ্রীচরণ ॥ সন্দর্শন সিদ্ধ
 লাগিয়া হবৃন্দাবন। পৃথিবীর শোভা কীর্তি যেকরে বর্দ্ধন ॥ স
 স্থানে সাধন সব অচিরে নিশ্চয়। হটবেক সত্য সাধু সম্পন্ন বিষয়
 সর্ব বৈদ্রষ্ট্যে পরি বিরাজিত শ্রীমান। গোলোক প্রাপক সেই
 সাধন বিধান ॥ তবে নারদের বাক্যমতে হৈয়া শ্রীত। উদ্য
 ত হৈলাম ব্রজে গমনে নিশ্চিত ॥ মনে আকাঙ্ক্ষক কৃষ্ণ
 আজ্ঞালইবারে। এতবুঝি কহিলেন উদ্ধব আমারে ॥ যদি তাঁর
 স্থান ভিন্ন যাহ অন্য স্থানে। তবে যাদবেন্দ্রের আজ্ঞাপেক্ষা বি
 ধানে ॥ সেই শ্রীমাথুর ব্রজ সম্বন্ধি নীভূমি। দ্বারকা হইতে মহা
 প্রিয় জ্ঞান ভূমি ॥ এই দ্বারকা য তাঁর সাক্ষাত সেবার। শ্রীকৃষ্ণ
 চন্দ্রের হৃত প্রীতি না জন্ময় ॥ সেই ব্রজ স্থানে বাস করিলে
 কেবল। তাঁর প্রীতি দৃঢ় তরু জন্ময়ে সকল ॥ অতএব যাদবেন্দ্র
 প্রিয় সুবিরল। ব্রজবাসিনের আশাস করিছল ॥ সেই শ্রীমদ্রুজ

ভূমি মধ্যে বহু দিন । করিলাম বাস আমি সুখেতে প্রবীণ ॥
 যদি কত ভবে গমনাঙ্গানা প্রার্থিব । মঞ্জল দর্শন করি গমন ক
 রিব ॥ তাহে মানি বুজু ভূমি গমন করণ । তোমার কামনা য়েই
 মনেতে ॥ ক্ষণ ॥ মদীশ্বর জানি সেই নিজ প্রিয় স্থানে । লই-
 বেন নিজ প্রিয় তোমাতে বিধানে ॥ তবে তাঁর দ্বাকামৃত গান
 করি হিত । হইলাম পদুম আনন্দেতে পূরিত ॥ মোহ প্রাপ্ত
 মত দ্বারকাষ হইলাম । বাহ্য দৃষ্টি মৃদুিত ক্ষণক করিলাম
 কেহ যেন কোথায় আমারে লৈয়া যায় । এই রূপ বিত কৈতখন
 ন মনে ভায় ॥ কেন চিত্তশাকর অথেষ্টন দিয়া মন । সাক্ষাত
 শ্রীভগবানে হটলে দর্শন ॥ তাঁর তাজি অন্যত্র গমন স্থিতি
 আর । দুই অসম্ভব হয় জান এইসার ॥ এই হেতু সাক্ষাত দর্শ
 ন নাই হইল । ইহা লাগি শ্রীউদ্ধব নিষেধ করিল ॥ তবে ক্ষণপ
 রে চক্ষু করি উন্মীলন । এই দ্রষ্টে আপনাত্রে দেখিল তখন ॥
 শ্রীগুরু পদার বিন্দ করিয়া চিন্তন । শ্রীজয় গোবিন্দ দাস করে
 নিবেদন ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃত গোলাক মাহাত্ম্য খণ্ডে প্রেম নাম
 পঞ্চমোধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠে গোলাক গমমত শ্রীকৃষ্ণ দর্শনং । কৃপা বি
 শেষস্তন্যাত্ম লীলা ॥ ভাল্লোকবর্তিনী ॥

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । জয় ভক্ত ভক্তি প্রেম সমা
 শ্রয় ॥ জয় নিত্যানন্দ অবধূতবর । যিহ শ্রীচৈতন্যের দ্বিতী
 য কলবর ॥ জয় সীতানাথ অধৈত সুন্দর । জগত উদ্ধার
 য়ার কৃপায় বিস্তর ॥ জয় ভক্ত গণ করিয়ে প্রণতি । যাহা

দেব রূপাবলে ক্রোধে হয় মতি ॥ অবিরত গুরুপদ করিয়া চি-
ন্তন । বস্তাধ্যায় কথা কহি শুন দিয়া মন ॥ শ্রীগোপ হুয়ার
কহিছেন সবিস্তারে । উক্ত নারদের শিক্ষা আদেশ অনুসারে
নিজ শ্রীয শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুক্ষণে । সুস্থরে কীর্তন করি এই
বৃন্দাবনে ॥ আর তাঁর বৃন্দাবন লীলা যত ২ । করিয়ে চিন্তন
আর গাণ অবিরত ॥ এই বৃন্দাবনে তাঁর লীলা স্থল সব । দে-
খি য়েই ভাব দশা হঠল উদ্ভব ॥ লজ্জা পাই ভাবি সে ভাবা-
দি নিজমনে । অন্য জন প্রতি তাহা কহিব কেমনে ॥ সদা মহা
পীড়া হেতু বক্রগার স্বরে । কান্দিয়া দিবস রাত্রি গোড়াই কা-
ভরে ॥ চিরকাল সাধিলুঁ য়েসব অনুষ্ঠান । সুখ কিম্বা দুঃখ
হেতু নাজানি বিধান ॥ কোনমতে ইহা মম নাহি হয় জ্ঞান ॥
কিবা দাবাগি শিগায আছি বভমান ॥ কিবা পরম মধুর
নির্মল শীতলে । বসিয়াছি আমি যমুনার মধ্যজলে ॥ কখন
এমত মনে করিয়ে নিশ্চিত । কোন অতিশঠ হস্তে আছিযে
পতিত ॥ সর্বদা নিমগ্ন বহু দুঃখ দিহুগারে । কখনো সুখগ
কণ না স্পর্শে আমার ॥ এই উক্ত প্রকারেতে এই বৃন্দাবনে
এই ভ্রঞ্জে কতদিন কৈলুঁ নিবসনে ॥ একদিন রোদন সাগরের
ভিতরে । নিমগ্ন হইয়া মোহ প্রাপ্ত হৈলুঁ পরে ॥ শ্রীমদন গো-
পাল দয়ালু চুড়ামনি । আমার নিকটে প্রভু আসিয়া আপনি
অমূল্য শীতল বংশীয় কৃত পদ্মকরে । মম গাত্র হেতে ধূলিঝা
ড়েন আদরে ॥ মহাধৃত শ্রেষ্ঠনিজ মৌরভ্যাতিশয়া দাশপুর্কে
অনুভূত নাটল নিশ্চয় । মম নাসা দ্বারা তাহা প্রবিক্ট কার
য়া । বোধ করিলেন মূল লীলায় চালিয়া ॥ তাঁর মুখ পঙ্কজ

করি অবলোকন। সমস্ত্রমে সমস্ত্র উঠিলাম তখন ॥ হর্ষভয়ে
 ব্যাপ্ত দেহ ক্রোধ ধরিবারে। শ্রেষ্ঠ পীতবাস্ত্র হৈল উদ্যত তাঁ
 হারে ॥ নাগরেন্দ্র পরম নোহিনী মুরলী র। বাজাইয়া পৃষ্ঠে
 ফেলি চলিলা অধারে ॥ নিজ লীলা ক্রমে দৃষ্টে হৈলা লুক্কায়িত
 তখন না পালি অতি হৈয়া শুধারিত ॥ শুদ্ধান কৃত ক্রোধ না
 দেখিয়া তাতে। মূচ্ছা হৈয়া পড়িলায় মনুন্মথ প্রবাহে ॥ জল
 বেগে কতদূর বহিলে আনাথ। বোধ পাওয়া নিজ নেত্র একা
 শিতথায় ॥ দেখিষে মনের বেগ তিনিয়া বিনামে। তর্কনাহি
 হয় যাহা মহা উদ্ধয়ানে ॥ মহাশচর্য কোন পথে কোন দে-
 শান্তরে। আগমন করিয়াছি অত্যন্ত সম্বরে ॥ হাবত বিচারি
 চিত্ত সমাধান করি। তাবত বৈষ্ণব লোক পাইলুঁ সম্বরি ॥
 তাহা দেখি হৈলুঁ হর্ষরুক্ত অতিশয় ॥ তবে অতিক্রম হৈল
 অয়োধ্যাদিচয় ॥ তবেসর্ব বৈষ্ণবদি লোকের উপরে। শ্রীগো-
 লোক ধাম নিত্যব্রাহ্মনকরে ॥ সদানিজেউ দেবের ক্রীড়ার
 বিবয়। চিরকালকৃতসর্ব আশার আশ্রয় ॥ এই শ্রীমুখমথুরা
 মণ্ডলরাদশ। আছে যে গোলোক ধাম সকল তাদশ ॥ শ্রীম-
 থুরামণ্ডল স্বরূপ সে ভবনে। সেই মথুরা তাহে করিয়া গমনে
 এমথুরা মত সেই পুরী ভেবত য। বৈষ্ণবোপরিও মর্ত্যলোক
 দ্রীতি হয় ॥ ইহা দেখি মানস নিদ্ধির সংভাবনে। অত্যন্ত বি-
 জয় হর্ষ হৈল মন মনে ॥ সেই মথুরা মধ্যে শুনিলাম এই।
 শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছে যে কংস য়েই ॥ পিতা উগ্রসেন বসু-
 দেব দেবকীরে। নিগ্রহ করিয়া কংস স্বয়ং রাজ্য করে ॥ পু-
 ত্রবীতে পূর্ব য়ে কংসাদি সমুদয়। করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিনাশ
 নিশ্চয় ॥ তাহদের সংপ্রতি শ্রীগোলোকে থাকিবার। কারণ

অগ্রেতে ব্যক্ত হইবে বিস্তার ॥ সে কংসের দৈত্য আদিগণ
পরিবার । অত্যন্ত অন্যায় কারি সকল দুর্কীর ॥ তাঁহার শর-
ষ দেব আর যদুগণ । করিতে নাপারে কেহ সুখ বিহরণ ॥
তাহে তাঁরা বহুবিধ পীড়া সদা পায় । উদ্ধ্বাদ কেহ গোপেন
কোথায় ॥ অক্রুরাদি কেহ কংসের আশ্রয় করিয়া তথা
যবাস করিল সভয় ॥ এই সব পূর্বে ভূমি বন্দাবনে যেন ।
করিলেন শ্রীনন্দ নন্দন ক্রীড়াতেন ॥ গোলোকে কৃষ্ণর বঙ্ক
সংগে ক্রীড়ার । সান্থীর কারণ দেখাইলা বিস্তার ॥ অমর
থ্য পরমকাল হই ভক্তজন । মনঃপরি পূর্ণতার নহে কদা-
চন ॥ আমিও হইয়া কংস হৈতে ভীতমন । বিশ্রান্তি তারে-
তে তবে করিয়া মজ্জন ॥ মধুপূরী হৈতে শীঘ্র হৈয়া বহির্গত
চলিল ম বন্দাবনে তখন যত্নভর ॥ ইন্দুবজ্র আদি গুরুত্ব
পার্যদের । অগম্য সেপাম সূর্য চন্দ্রাদি দেবের ॥ ভূমি ভারত
বর্ষে যে আয়্যাবর্ত দেশ । তারুণীতি সে গোলোকে নিরূপ
বিশেষ ॥ ভৌম বৃক্ষ নর ভাষা চরিতাদি দ্বারে । সূর্য্যোদয়
প্রভৃতিতে মনোহর সারে ॥ গোলোকেও এইরূপ ব্যবস্থা বিচা
রে ক্রকৃষ্ণ ইলাম আভিমন চন্দ্রকারে ॥ তাহাতে আনন্দকপ
রসের নাগরে । হইলাম নিমগ্ন সশ্রম ভাব পরে ॥ অগপার
দেখিল ম কতজন ভাষা বনেতে ভ্রমণ করে গোপ বেশন ॥ য
তারকত গুণিত থা কৈল আলোকন । গোপীবেশ যুক্তা গুল
করেণ চয়ন ॥ তাঁরা সব মম পূর্ব দৃষ্ট যতজন । রূপগুণাদি-
তে সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ হন ॥ মনোমদ হরণ তাঁদের যে কাল
তানুভাবে ব্যাকুলিত সকলে হইল ॥ দর্শন নাহোতে আশ্রি

তাদের নমান । পাইলাম ব্যাঙ্গলত্বাদিক বিদ্যমান ॥ যতনে
 তে পাইয়া ধৈর্য্যমত ক্রমপরে । তাঁহাদিগে ইহা জিজ্ঞাসি-
 লাম আদরে ॥ ওহে পরম হংসের মনের বাঞ্ছার । দুর্লভ প-
 রম স্বর্ষ্য ভবে সেবিতার ॥ কমলাপতির যে প্রণয় ভক্তজন ।
 তাদের পরম যাচ্য দয়ার ভাজন ॥ অতিদীন আমি হই শরণে
 আগত । আশা করুণা করিয়া দেখত ॥ কহ এ দেশের নৃপ
 কোন মহাশয় । কোথা তাঁর গৃহ কোনপথে যাতে হয় ॥
 তথাপি নাকরিলেন তাঁরা সন্তুষ্ট । পুনর্বার কহিলাম তাঁ-
 দিগে বচন ॥ ওহে ধন্য সব যিনি য সহিত । জিজ্ঞাসিয়ে কর
 রুপা আমারে নিশ্চিত ॥ হে সুব্রত সব যদি হও মৌনবৃত । ত-
 থাপি নক্সেতদ্বারা উত্তর দেহত ॥ তাহেও না করিলেন তাঁরা
 দৃষ্টিপাত । পুনর্বার কহিতে লাগিলাম বিখ্যাত ॥ অহোৎ-
 নম বাক্য করহ শ্রবণ । অতঃপু পীড়িত আমি হৈয়াছি ক্ষণ
 বুঝে যেই ধন্য মোরে করিল বঞ্চিত । তোমরা তাহার ভাবে
 হবে বামোহিত ॥ এইমতে ইতস্তত দেখিলাম যারে । বার-
 দ্বার সকাথরে পাইলাম তারে ॥ গমন ক্রমেতে অগ্রেয়াইষা
 তখন । গো আবাস স্থান সব পাইলুঁ দর্শন ॥ তবে চতুর্দিকে
 চক্ষু করিয়া চালন । অতিদূরে একপুরী কৈলুঁ আলোকন ॥
 মাধুরী সারের পরিণাকেতে সেবিত । বৈষ্ণবাদি পুরী হৈতে
 উৎকর্ষ দর্শিত ॥ তার সর্ষাদিকে পাশ্বে করিলুঁ শ্রবণ । গোপি-
 কা সবার গীত অদ্ভুত রচন ॥ দধি মধুনের শব্দে যুক্ত চাকুর
 বলমাদি ভুষণের শব্দ মনোহর ॥ প্রকৃষ্ট হর্ষে আঙ্গল তাহে
 হইলাম । হিরকরি আপনারে অগ্রেতে গেলাম ॥ দেখিলাম

একজন বৃদ্ধ নিরন্তরে । ব্যগ্রতায় কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন করে ॥ বসি
 যা কান্দেন কহি গদ্যদ অক্ষর । যত্ন চাতুরীতে তাহা শুনি
 লু সত্বর ॥ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের পিতা নন্দ মহাশয় । গোপরাজ
 তাঁহার এইত গৃহ হয় ॥ এইশব্দ বৃদ্ধ হৈতে শুনিল হখন ।
 হর্ষবেগে অতি মোহ পাইলু তখন ॥ ক্ষণপরে যেই বৃদ্ধ দয়া
 শীলমন । মোহ ভঞ্জন করি কৈল আমারে চেতন ॥ তবে ধায়া
 যায়্য অগ্রে বসিলু সূসারে । শ্রীগোপরাজের সে পুরের বহি
 দ্বারে ॥ সেই স্থানে লক্ষ্য কোটিং যত । দেখিলাম আশ্চর্য
 সকল বহুমত ॥ দর্শন অধুনা গুত কভু নহে সব । অন্যজন তনু
 ভবে নাকরে সম্ভব ॥ ওহে দ্বিজোত্তম তত্রস্থিতসর্বজন । পরম
 আনন্দে কিবা সুনির্বৃত্তমন ॥ কিবা দুঃখভর গ্রস্ত তাঁহার ।
 বিদিত । নিশ্চিত না করিবারে পারিলু কিঞ্চিৎ ॥ সেইস্থানে
 গোপীসকলের যেই গীত । শুনিলাম তাঁহাদের রোদনে অ
 স্থিত ॥ ভোষের কি শোকের সঙ্গে অন্তঃসীতা হন । না বসিলু
 প্রেম পরিপাকজ কারণ ॥ সেই শ্রীগোলোক স্থান করিয়া দ
 র্শন । মত, লোকে আছি এইমানে মোরমন ॥ য়েহেতুক ভূমি
 স্থিত নথুরা মণ্ডলে । সহিত অভেদ হয় গোলোকে সকলে
 বৈদ্যুত অয়োধ্য প্রভুভূতিতে আগমন । যবে পূর্বং বহু করি-
 য়ে অরুণ ॥ তবে বুঝি চন্দ্রদংশ যতেক ভূমি । তরবারে অলো
 কয়ে সব আবরণ ॥ আর যত বৈদ্যুতাদি লোকের উপরে । বর্ত
 মান আছি এই বোধ মন করে ॥ এইকালে তথা আল্য বৃদ্ধা
 একনারী । অগ্রেতে যাহা তাঁরে করি নমস্কারি ॥ করিলাম
 অতি বিনয়তে জিজ্ঞাসন । অদ্যবহরেন কোথা শ্রীনন্দ নন্দন

বৃদ্ধাকর্ষে প্রাতঃকালে বিহার করিতে। গোবৎস, আর বজ্র-
 রাশির সন্ধিতে ॥ গহনে প্রবিষ্ট হৈলা করিতে বিহার। প্রাণ
 দাতা কৃষ্ণ বৃদ্ধ নিবাসি সবার ॥ তিষ্ঠ গোষ্ঠ হৈতে সারংকা-
 লে এইক্ষেণে। দশল সঙ্কিত করিবেন অগমনে। যেনুনাভীরের
 য়েই পুণে বজ্রজন। জায়েন সকলে চক্ষু করিয়া অঙ্গণ ॥ গো-
 সকল উদ্ধ শূদ্ধ হইয়া উন্নত। আচ্ছাদে দোষদেখিবারে তাঁর
 মুখ ॥ এইপথ দিয়া অদ্য জীমন্ড মন্দন। আসিবন নিশ্চয়
 একরত্ন অঙ্গণ ॥ তবে আসি যিনি তাঁর দাক্ষ্য মনুদান। অভি-
 বিক্রম হৈল পুত্রমানন্দ ধারায় ॥ বৃদ্ধার দেখান পথে কৃষ্ণ আ-
 গমনে। একদৃষ্টে থাকিলান করি আলেকনে ॥ পরম আ-
 নন্দ ভাবি অত্যন্ত স্তুতি। হইয়া তথায় ক্ষণ হইলা মস্তিত ॥
 কোনমতে রতনে অগ্রে আইয়া তখনি। দূরে শুনিলাম কোন
 অনিবার্য ধ্বনি ॥ মোহন বংশীর ধ্বনি তক্ষুট মধুর। গোস-
 বার হয়ারবে ললিত প্রচর ॥ বজ্র আদ্য সপ্তস্বর লীলায় ন
 গীত। মধুর মল্লার আদি রাগেতে কলিত ॥ জগত মধ্যেতে
 অতি প্রেষ্ঠ বিবচিত। বিবিধ মৃচ্ছনা পরিপাটী বিলম্বিত ॥
 গোপিকা প্রভৃতি বৃদ্ধ নিবাসি জনের। বাটলি বলিত পরমা-
 কষ মনের ॥ যেই মুবীর ধ্বনি করিয়া অঙ্গণ, বৃক্ষদের সুবে
 দীর্ঘ রস ধারা গণ ॥ বুঝাসি সকলের নয়ন হইতে। কক্ষর
 প্রবাহ যাহে লাগিল রহিতে ॥ কৃষ্ণ মাতৃগণ বৃদ্ধ বহু কাসব-
 র। শুভ হৈতে সুবে অতিশয় ক্ষীরধার ॥ কালন্দীর প্রচলিত
 জলবেগ সব। নিবন্ধ হইল হির রহয়ে বিভব ॥ নাহি জানি
 ক্রীড়ায় বংশীর করণ। অরত কি গরল সে করয়ে বনন ॥

মা জ্ঞানি সেনাদি বজ্র হইতে কঠিন । কিবা জল হৈতে অতি
 মৃদু অনুদিন এ নাহি জানি চন্দ্র হৈতে শাতল সে হয । কিবা
 জুলিহা গ্নি হৈতে উষ্ণ অতিশয় ॥ যেই নাদ শ্রবণেতে উদ্ভা
 দ জন্মিয়া । রত বজ্রবানি জন থাকিল মোহিয়া ॥ ক্ষণপরে
 দেখি গৃহ হইতে নির্গতা । বজ্র গোপীগণ রত হইলা অগতা
 শ্রীমন্দ নন্দনের করিতে নীরাজম । দাগ ঘর্ষগাদি বস্ত্র হস্ততে
 ধারণ ॥ অন্য গোপী শিরেতে অর্পিত অলঙ্কার । উপভোগ্য
 দ্রব্য রত শিরেতে কানার ॥ কেহ নাহিকরে কিছু অপেক্ষা
 আচারে । সন্তু ন বিঘ্নেতে যুক্ত অঙ্গে অনবার ॥ সেইদিকে
 ধায় গোপী ব্রৈদিকে মস্তুর । বেণনাদ সহ ধেনু চন্দ্রাব করে
 কেহ বিপরীত ধরিল তুষণে । কেহবা আভল নবী কেশর
 বদনে । কেহবা হইলা গৃহে তুরুর সমান । কেহ ভ্রমে পড়িলা
 মোহিতা নাতিজ্ঞান ॥ কেহবা মৃচ্ছিতা তর্জী লীলাদ্র বদন ।
 সখীগণে লৈয়া দ্বায় করিয়া ধারণ । কেহ প্রেম ভারতে আভ
 ল গোপী যায় । সখীগণ কহে ওই দেখ শ্যাম যায় ॥ সবে
 কৃষ্ণ নামলীলা গানেতে তৎপর । বিচিত্র ভূষণ বস্ত্রবৃশকান্তি
 ধরা ॥ রমার সৌভাগ্য মদ করে প্রচারণ । বেগে হসুনার তট
 কৈলা আশ্রয়ণ । করিতে এই সব আলোকন । কেহ যেন
 অগ্রে মোহ কৈলা আকর্ষণ ॥ ধামান্য যতক গোপিকাগণ
 সাজে । বেগেতে ধাইয়া আমি চলিলাম রঞ্জে ॥ তবে দেখি-
 লাম দূরে হৈতে বংশীধরে । মধুর মুরলী বাজাইয়া ধরিকরে
 সখাপশুগণ মধ্য হইতে দ্বরায । বেগে বহির্গত হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র
 ধায় ॥ শ্রীদামেরে কন ওহে শ্রীদাম সুন্দর । তব দল কমলের

সাক্ষাত ভাক্তর ॥ স্বরূপ নামক এই সুহৃদ আমার। আইল
গাইলুঁ ইহা কহে বারবার ॥ খাবনেতে চলে কদম্বের মালা
যার। অবতংস বস্ত্র বহ্নীমুদ্রট। সে আর। বনমালা আদি বন
বেশ সুশোভিত। দিক সব কৈল সৌরভেতে সুবাসিত ॥ লী
লাতে দীপ্ত য়ে হানৈন অনুকূল। তাহার শোভায় বিকসিত
পদ্মানন। কৃপাবলোকনে দীপ্ত পঙ্কজ নয়ন। বিচিত্র সৌন্দ-
র্যভর শ্রেষ্ঠ বিভূষণ ॥ গোখুলিতে অলঙ্কৃত অলকা চঞ্চল।
তাঁহা সম্বরণে ব্যগ্র হস্তাঙ্গুলি দল ॥ ভূমির শোভাতিশয় দান
করিবারে। ভূমি স্পর্শি ন্তেয়ালাসে গমন আচারে ॥ সুজাত
পঙ্কজপদ বেগে উচ্চালনে। উল্লাস ভরেতে মনোহর সুশো-
ভনে ॥ কৈশোর মাধুর্যভরে সদা উল্লসিত। শ্রীগাত্রের মেঘ
কান্তে দিক উজ্জ্বলিত ॥ গোলোকীয় মিত্য প্রিয় চিত্ত গ্রহ-
ণীয়। আশ্চর্য অনেক মহিমা সুাগর শ্রিয় ॥ নিজদীন জনের
প্রেমতে বশীভূত। বলে লক্ষ্য দিয়া আল্য। সমাপে প্রস্তুত ॥
আমি শ্রীনন্দনন্দন করিয়া দর্শন। হইলাম প্রেমে অতি বিমো-
হিত মন ॥ আমার গলেতে কৃষ্ণ করিয়া গ্রহণ। সহসা পৃথি-
বী তলে পড়িল তখন ॥ ক্ষণেক পরেতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম
য়ত্নে গলা তাঁহাইহেতে মূর্ত্ত করিলাম ॥ দেখিযে ভূমিতে
পড়ি বিমুগ্ধ আকারে। পথখুলি আদ্র করিছেন তক্ষণ আর ॥
গোপী সব আসি কহে আশা এইজন। কেবা কোথা হৈতে
এথা কৈল আগমন ॥ কি করিল প্রাণনাথ এইদশা দিল।
হাৎ বুজ্বাসি সবে হত সে হইল ॥ কংসরাজা মাযাকারী হয়
সর্বক্ষণ। হইবে বা তার ভৃত্য কেহ এইজন ॥ এমতে বিলাপি

উচ্চ করিয়া রোদন। কৃষ্ণ চতুঃপাশ্বে সবে বেড়িলা তখন ॥
 ততঃপরে পিছে হৈতে আসি গোপগণ। তাদৃশ অবস্থা কৃষ্ণে
 করিয়া দর্শন ॥ রোদন করিলা সবে সকল গুহরে। সেই ক্রন্দ
 নের ধ্বনি শুনি ঘোরতরে ॥ বুজাশ্রিত বৃদ্ধ নন্দ আদি গোপগণ
 যশোদা পুত্রবত্সলা জরত্যাদি জন ॥ তথা সবদামী আসি
 শীঘ্র সেই স্থানে। অলিত চরণ অতি হৈয়া ধাবমানে ॥ কৃষ্ণে
 র সে দশা সবে করিয়া দর্শন। হৈয়া মৃক্ণ আত্মকহেন বচন
 তবেত গোবৃষ বত্স মগ্ন কৃষ্ণ সার। আসিয়া কাতব সেই
 দশা দেখি তাঁর ॥ অক্ষর ধারাতে ধৌত হৈতেছে বদন। সে
 হৈতে কোমল অতিতাঁদের মন ॥ আসিয়া ২তারা শ্রীনন্দ
 নন্দনে। মূর্ছ মূর্ছ ঘাণ লয় সূক্ষ্মাখিত মনে ॥ পক্ষি সব শূন্য
 তে উপরি দেশে তাঁর। করয়ে ভ্রমণ অতি দুঃখিত আকার
 অনেক করে কোলা হল ঘন। যেন করিতেছে তারা সকলে
 রোদন ॥ স্থাবর সকল হৈয়া উত্তাপিত মন। সদ্য শুচক মত
 তারা হইল তখন ॥ বহু আর সে বস্ত্রান্ত কহিব কি হয়। চরা
 চর সকল হইল মৃত প্রায় ॥ আমি মগ্ন হৈয়া মহা শোকের
 সাগরে। তৎকাল কর্তব্য কার্য নাহি মনস্বরে ॥ পাইয়া
 পরম পীড়া তাঁর শ্রীচরণ। রাখি নিজ শিরে কান্দি বহু
 বিলাপন ॥ বিদূরেতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম। ভাই সমবেশ
 বয়সাদি অভিরাম ॥ নীলবস্ত্র দ্বয়ে শ্বেত কাপ্তি অলঙ্কৃত। নিক
 টে আইলা ভয় হুক্ত বেগধৃত ॥ প্রথমে তাদৃশ দশা দেখি
 অনুজের। কান্দিয়া ক্রণেতে অবলম্বিয়া ধৈর্যের ॥ নাপাই
 নিশ্চয় তাঁর মচ্ছার কারণ। সকল দিকেতে দৃষ্টি করি প্রস

ভ্রূণ ॥ পশ্চাত্ত আমারে তথা করি আলোকন । করিয়া মোহে
 র মে নিদানাব ধারণ । পরমা ভিত্ত বরের পূজ্য সেইকণে ।
 আপনি প্রকর্ষ যত্ন করি প্রকাশনে ॥ নিজ তনুজেষ কঠিনম
 কস্ত দ্বয়ে । করাইলা গ্রহণ যত্নেতে সে সমায ॥ মম হস্তে
 শ্রীঅঙ্গ মার্জন করাইলা । বিচিত্র বিনয়ে উচ্চ তাঁরে ডাকা-
 ইলা ॥ আমার দ্বারায় করাইয়া সচেতনো ভূমি হৈতে উঠা
 ইলা শ্রীনন্দ নন্দনে ॥ অশ্রুধারে নত্র পদ্ম আছিল সুদিত ।
 তন্তেভেমার্জিয়া চাহিলেন সাবহিত ॥ লজ্জাপাল্য সকলেরে
 কার আলোকন । মোরে দেখি হর্ষে কৈলা চন্দ্রনাভিজন ॥
 প্রাণ প্রিয় সখা বহুকালে প্রাপ্ত যেন । পাইলেন আমারে
 শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রুতেন ॥ নিজ দাম কর কুমলেতে প্রভুবর । ধরিলেন
 অত্যন্ত সুহেতে মমকর ॥ ওহে প্রিয়সখ কেন আরোগ্য
 তোমার । ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্ন করিয়া আমার ॥ অত্যন্ত আ-
 নন্দ দিয়া যত ব্রজজনে । গজগামী ব্রজমধ্যে কৈলা প্রবেশনে
 শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দীন বন্য মৃগগণ । কৃষ্ণবিনা শতনহে ভ্রাতাপি
 গমন ॥ প্রাতঃকালে হইবেক শ্রীকৃষ্ণ দর্শন । তাহার আশায়
 তারা করি নিজমন ॥ কোনমতে রাজিকাল করিতে যাপন
 ব্রজের দ্বারেতে থাকিলেন মৃগগণ ॥ উড়িবা ২ যত ২ পক্ষিগণ
 ব্রজের মধ্যেতে কৃষ্ণ করেন দর্শন ॥ নিশাতে না দেখি স্নেহ
 করয়ে ব্রাদন । উচ্চরব করি সবে করিল গমন ॥ তত্রস্থিত
 বন্য পশুপক্ষি সবাকার । শ্রীকৃষ্ণেতে শ্রেষ্ঠ প্রেম দেখে ২৫ চর
 গোমোহনাস্তরে নন্দ পুত্রের প্রণয়ে । করণ আগ্রহ বহু আ-
 দ্বল জদয়ে ॥ ওহে ভাত বনের ভ্রমণ করি দিনে । সর্বদো-

ভাবেতে শ্রান্ত আছ অতিক্রীণে ॥ অগ্রজের সহ করি গৃহে
 তে গমন । দুইভাই কর সুনাদিক আবেগ । গোর সম্মিলন
 আমি করিব এথাষ । তবমাতা শোক করি নিমিবে আশাষ
 মানিষা শপথ মম যাওত স্বরাষ । ইত্যাদিকরিল বহু প্রয়াস
 বিধাষ ॥ তাহে নাহি করি গোপবার সম্মিলন । দুই ভাইনিজ
 গৃহে করিল গমন ॥ তবেত যশোদা দেবী রোহিণী সংহতি
 স্নেহে ক্ষরে স্তন্য আর নেত্র ধারা ততি ॥ তাহে ধৌত অঙ্গ
 আর বসন তাঁহার । আগমন করিলেন অগ্র শিশুকর ॥
 কৃষ্ণবলরাম দুইজানর তখন । করিলেন বহু প্রহর্যজের নীর
 জন ॥ আপনার কেশে পুত্রে করি নীরাজন । অতি স্নেহে
 করিলেন চুম্বনালিঙ্গন ॥ নাজানেন রাখিবেন বন্ধুর অন্তরে
 কিম্বাশিরে কিবা নিজ জঠর ভিতরে ॥ পুণ্যে আহল চিত্ত
 শ্রীমদ নন্দন । করাইলা মোড়ে নীষা মাতার বন্দন ॥ মাতা
 দেখি আমাতে পুত্রের স্নেহভর । করিল স্বপুত্রমত সাজন
 বিস্তর ॥ ততঃক্ষণে সেইস্থানে যত গোপীগণ । একবারে অ
 সিয়ামিলিলা কর্বমন ॥ কেহই আইলেন কোন ছল ধরি ।
 কেহ লোক ধর্মাদির অপেক্ষা না করি ॥ যশোদা রোহিণী
 দুই ভাইর তখন । করিলেন আরম্ভ করাটেতে সপন ॥ এত
 দেখি কহিতে লাগিল ভগবান । বল্লবীগণের স্ততিলক্ষ্য ট বি
 ধান ॥ শুণো নাহি বধ গো আমরা দুইভাই । ক্ষুধাতে পী
 ডিত অতি আছিষে এথাই ॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি শীঘ্র করায়া
 সাধন । পিতারে আনাইয়া ভুঞ্জাহ দুইজন ॥ এতশুনি কহে
 প্রিয় গোপীপর্জস্বনী । হেরশোদে বুজখরী হে দেবিরোহিণী

স্নান করিয়া তইতে বিরাম করিয়া । কর ভোজন সামগ্রী
সম্পন্ন যাইয়া ॥ আমর। সুখেতে ইহাদিগেরে নিশ্চয় । করা
ই ত্বরায় স্নান না কর সংশয় ॥ যশোদা কহেন হে বালিকা
সমুদায় । অগ্রে করাইয়া স্নান জ্যেষ্ঠেরে ত্বরায় ॥ ভোজ-
নার্থে নন্দে করাইতে আনয়ন । বলরামে ত্বরায় করহ প্রস-
পন ॥ তবে গোপীন্দ্রমার স্বরূপ নাম যার । শ্রীকৃষ্ণ উচিত্তে
নাম তটল প্রচার ॥ কহেন শুনহ দ্বিজ যশোদা বচন । নিজ
প্রিয় শুন গোপী করি যঃ শ্রবণ ॥ যশোদা রোহিণী গেছে প্রবি-
ষ্ট হইলে । কতক গোপীকারণ নিকটেতে মিল ॥ অতি
শীঘ্র বলরামে করাইয়া স্নান । নন্দে ডাকিবারে করাইলেন
প্রস্থান ॥ তবেত গোপিকা সব বিচিত্র ভূষণ । কৃষ্ণ তজ্জ হৈতে
ক্রমে করি উত্তারণ ॥ নিজ উত্তরীয় বসনেতখন । শ্রীকৃষ্ণ
গাত্র সব করিলা মার্জন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বংশী জন সপত্নী স-
মান । অপরামৃত সর্বদ স্বাচ্ছন্দ্য করে পান ॥ মোর দেহ
সকলে চাচন । তহু হৈতে কাড়িবার উদ্যত হয়েন ॥ তিঁহ
সঙ্কেতে কহিলা আমায়ে বচন । পৃষ্ঠে আগ্নিদূরে হস্ত করি
প্রসারণ ॥ ফেলিয়ে মরলী ভূমি করহ গ্রহণ । তবে মম মুক্ত
হয়ে কৈলা নিষ্কপণ ॥ পার গোপী নিজ হস্ত কমল কোম-
লে । যাক্ষাতে আচ্ছয়ে স্পর্শ পটুতা বিমলে ॥ মহারাজাদিক
তৈল করাই মর্দন । অম্পে আরম্ভ করিলা উদ্বর্তন ॥ তথা
পি অজ্ঞের সুদ্রমারতাকারণ । আর লাগ্য কৌতুকেতে নাগ
বেন্দু মন ॥ ব্যথা পায় শ্রীমুগব ভজির সহিত । করিলা
শীতকার ধুন তখন বিদিত ॥ যশোদা পুত্রিক প্রাণ স্তব্ধ

সেইধ্বনি । শীঘ্র গৃহ তৈর কাল্য ষাট্টির বশনি ॥ কি
 তইল করি জিহ্বাসন ॥ সুতর সম্মিতমুখ করি আলোকন
 গৃহ প্রবেশিল তাঁর মিথ্যাসে শীতকার । ইবত চানিয়া
 জাম পাঠিয়া বিস্তার ॥ গীত শ্রিয় চেলু গীত গাওয়া তখন
 করিল। অঙ্কুর উদ্বর্তন নিষ্পাদন ॥ ততঃপরে অম্প উষ্মতি
 সুবানিত । নির্মল সমনাজলে লীলার সঙ্গিত ॥ রত্নব দ্বেষ্টে
 তে ক্রমে ঘর্টীর দ্বারা য । গোপীগণ সমানকরাইলেন তাঁচায
 নিজ গৃহ তৈর করি আনয়ন । মাল্যচন্দন লেপন বসন
 ভূষণ ॥ আগমন রুচিমত গোপীগণ । নানারূপ নট্যবশে
 কৈলা ভিমন ॥ পুণ্ডর উদরাঙ্কুর তইবে বধিয়া । স্বানাদ
 করিবে ক্রোধ ভূষকরিয়া ॥ আর প্রেম নিশাযুক্ত কৃষ্ণর
 নির্জন । নবনীত আদি কিছু করায়া ভোজনে ॥ কর্পূর
 দীপ সর্বপাদি বস্ত্রধারণ । আরাতি করিয়া গোপীগণ বার-
 দান ॥ সেই সব দ্রব্য সার মস্তক ধরিল । দিব্য চন্দন মা-
 ল্যের কঙ্করী আনিলা ॥ তাকার পঙ্কেতে গলে ভালে কপো
 লেতে । অদ্ভূত বিচিত্র চিত্র কৈলা সকলেতে ॥ কৃষ্ণ তাঁহা
 পের ভাব করেণ দর্শন । তাতে প্রেমোদয়ে ইহ হস্তের কম্পন
 রত্নে স্থির করি নেত্রে দ্বিবারে কজ্বাল । প্রবৃত্ত হইলে ইষ
 মনেতে সকলে ॥ কৃষ্ণ নিজ বাল্য ক্রীড় সূণের বস্ত্রান্ত । বহু
 কর গোপীগণে কছেন একান্ত ॥ বিচিত্র কৌশল গোপী সহি
 ত ধরেণ । স্নান গ্রহণাদিনানা কৌতুককরেণ ॥ এমতে অনে
 ন্য প্রেমভর প্রকাশনে । সমাপ্ত নাচয় তিলকাদি বিবচনে
 এক গোপী কৈলে অন্য কছেন তাঁহারে । উত্তম না হইয়াছে

କର ପୁନର୍ଦ୍ଦୀରେ ॥ ଲୋପକରି ବାରହାର କରିତେ ରଚନ । ସମାପ୍ତି
 ନାଚୟ ବେଶାଦିକ ଏକାରଣ ॥ ପୁଣି ସ୍ନହେ ବିରଜ ଅନ୍ତର ଯଶୋ
 ମନ୍ତ୍ରୀ । ପୁନଃ ପୁନଃ ବାହିରେତେ କରିବା ଆଗତି ॥ ବେଶାଦି ସ-
 ନାପ୍ତି ନା ଦେଖିବା କୁଟୀ ନ୍ୟାୟ । କହେନକଲ ଗୋପୀଗଣପ୍ରୀତି
 ତାହା ॥ ଆହୋ ଗୋପ ଛନ୍ଦାରିକା ବାଳା ହୈତେ ସବେ । ଚକ୍ରଲ ସ୍ବ-
 ତାବ ତୋମାଦେର ସୁପ୍ରଭବେ ॥ ସ୍ନାନ ଅଳଙ୍କରଣ ଦିହି ହାର ଯେ ଛିଲ
 ଏତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସମ୍ପନ୍ନ ଚଢ଼ିଲ । ସ୍ବରୂପ କହେନ ଯଶୋଦାର ଏବ
 ଚନେ । ନିଜ ପ୍ରିୟ ମୁଖମତ୍ତ ତେରେ ଗୋପୀଗଣେ ॥ ପରିହାସେ ତାଁତା
 ଦେର ଆନନ୍ଦିତମନ । ବକ୍ତା ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଦ୍ଧି କାହନ ତଥ୍ୟ ॥ ଅରେ
 ପୁଣି ଯଶୋଦା ହଟିବା ହର୍ଷତର । ଏଥାନେ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରୀକ୍ଷଣ
 କର ॥ ଆପଣାର ଏହି ପୁଣି ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଛିଲ । ଗୋପ ଛନ୍ଦାରିକା
 ଗଣ ସୁନ୍ଦର କରିଲ ॥ ଯଶୋଦା ଆପନ ଧାତ୍ରୀ ମଥୁରା ବଚନ । ଶୁଣି
 ପୁନର୍ଦ୍ଦୀର ବାହ୍ୟ କରି ଆଗମନ ॥ ତାଁହାର କୌଶଳ ବାକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି
 ଅଭିପ୍ରାୟ । ରୋଷ ସୁକୁମାର ନାତା କହେନ ତଥାୟ ॥ ମହଜ୍ଜ ଅ-
 ଶେଷ ଯେହି ମୌନ୍ଦୟେ ର ଗଣ । ତାହାତେହି ନିରାଜିତ କମଳ ଚରଣ
 ଗମପୁଣି ଶ୍ରୀସୁକୁ ଶ୍ରୀଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର । ଜଗ ତବ ଶିର କରେ ନାଚ
 ବହତର ॥ ଶ୍ରୀରାଧିକା ପ୍ରଭୃତିମକଳ ଗୋପିକାର । ମୌନ୍ଦୟେ ର
 ଭାବ ଯେହି ଆଛେ ସବାକାର ॥ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ନିଶାନ୍ତେର ଏକ ମୌନ୍ଦ
 ଯେ ର । ଯୋଗ୍ୟ ନାତି ହସ ନିରାଜନେର କାନ୍ଦିତର ॥ ସ୍ବରୂପ କହେ
 ନ ସେହି ମୌନ୍ଦର୍ୟ ତାଁହାର । ସେ ଲାବନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରମାଧୁରେ ର
 ଭାର ॥ ବର୍ଣ୍ଣିତ କି ହଟିବେକ ସେବା ନିଷ୍ଠୟ । ଲୌକିକ ଦୁବୋଧେ
 ଯୋଗ୍ୟ ଉପମାନାଚୟ ॥ ନାରାୟଣ ରାମ ଆଦ୍ୟେ କି ଧିବ ଉପମ
 ସାରକା ନାୟକେ ତାଁର ନାହିଁ ହନ ସମ ॥ ତଥା ।

কৃষ্ণেয়থা নাগর শেখরাগ্রো ॥ রাখাতথা নাগরিকা
বরাগ্রো ॥ রাখায়থানাগরিকা বরাগ্রো ॥ কৃষ্ণ স্থথা
নাগর শেখরাগ্রো ॥

নাগর শেখর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ য়েনন । নাগরিকা বর শ্রেষ্ঠা
শ্রীরাধা তেমন ॥ নাগরিকা বর শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা য়েনন । নাগর
শেখর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তেমন ॥ ইথে বরা শ্রীরাধাকৃষ্ণতে পর
স্পতি । উপমা হয়েন অন্য নাহি সমপর ॥ ততঃপরে গোপ
রাজ স্নানাদিক করি । তাইসেন বলরাম সহিত সজ্বরী ॥
স্বরাদিতে ইচ্ছাজানি যত গোপীগণ । লকাইলা কৃষ্ণ অগ্রো
হইলা তখন ॥ ভোজন শালায নন্দ কনক আসনে । বসিবা
আরম্ভ কৈলা করিতে ভোজনে ॥ রামকৃষ্ণ দুইভাই তাঁর পার্শ্ব
দ্বয়ে । কনক আসনে বসি ভোজন করয়ে ॥ শ্রীকৃষ্ণ বামেতে
রাম দক্ষিণে তাঁহার । একপাত্রে ভোজন হৈতেছে সবাচার ।
তাঁহাদের অনেক আগ্রহেতে সম্মুখে । বসি আমি পৃথক
ভোজন করি সুখে ॥ রত্ন স্বর্ণ রজতের বিবিধ ভোজনে । দু-
ব্যাধি ভরি রোহিণী করেণ প্রেরণে ॥ গূত মধ্য হৈতে অগ্নি
রশোদা আপনে । করেণ পরিবেশন পুণ্ড্র স্নেহ মনে ॥
ভোগ পুরন্দর কৃষ্ণ চতুর্বিধ অন্ন । ভোজন করেণ সর্বা সদগুণ
সম্পন্ন ॥ ভিন্ন২ বিচিত্র কটোরাতে পূরিত । বিত্তাণ কনক
স্থানে করিয়া আনীত ॥ গ্রাস২ রচনা করিয়া সেইসব । ভো-
জন করেণ কৃষ্ণ সুখ অনুভব ॥ মাতাপিতা ভ্রাতা রত্ননৈক্রম
কৃষ্ণ মুখে । অর্পণ করেণ কভু খান কৃষ্ণ মুখে ॥ মধ্যে২ স্বর্ণ
ভূষারিকাতে পূরিত । উত্তম নির্মল জল পিয়েন বিহিত ॥

নানাবিধ পিষ্টিকাদিপূর্ণ কটোরায । ভোজন করেন কৃষ্ণ
 অতি মিতৈষ্য ॥ সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট মিষ্ট স্বেদ শর্কর । পায়স
 খায়েন কৃষ্ণ সুমধুরতর ॥ জিলাপী ফোনকা আর রেটিকা
 সন্নিহিত । অন্য স্বেদ পক্ক নানাবিধ সুবিধিত ॥ দধিদুগ্ধ বিকা-
 রেতে জাত নানামত । শিখরিণী অপর মিষ্টান্ন কব কত ॥
 মধ্যে অম্প উষ্ম সূক্ষ্ম অন্ন বিনক্ষণ ! বটক পপট শাক সুপ
 সুবর্ণজ ॥ মধুর মুরস প্রায় গোরস সাধিত । মরীচাদি চূর্ণ
 জীরা লবন সন্নিহিত ॥ অতিমিষ্ট শিখরিণী অল্পে পুনর্দ্বার ।
 দধির সম্ভব দ্রব্য বিকারে তাহার ॥ হিঙ্গু আদ্যে সংস্কৃত ভক্ত
 সুমধুর । ভোজন করায় ॥ আনা খাইল প্রচুর ॥ চক্ষুণে উদ্-
 যুক্ত কৃষ্ণ করুণ অধর ! জিহ্বাগুস্তল মূখ পদ্ম মনোহর ॥
 তাহার বিলাস ভঙ্জীভূখন নতুন । আর নবন পাণ্ডুর নৃত্য
 র শোভন ॥ তাহার যে শোভা সব তৈল সেই ক্ষণে । বাক্য
 মনো গোচর নহেত কদাচনৈ ॥ তবে গোপী ক্ষীর স্বেদ চিনি
 পক্ক যুত । স্বয়ং গৃহ ইহতে আনি মিষ্টান্ন বহুত ॥ যশো-
 দার অগ্রে সেই ক্ষণে ধরিলেন । বিচিত্র লীলায় কৃষ্ণ ভাণ
 স্লামিলেন ॥ তাঁদিগে রঞ্জিয়া খাইলেন একবার । হৃৎকান্তে কি
 ক্ষিত মোরে করায় ॥ আহা ॥ তবে সেই শ্রীরাধিকা অতি
 মনোহরা । গুটিকা পুরিকা সহ লভু মনোহরা ॥ আনা যা
 কৃষ্ণর বাম পার্শ্বেতে ধরিল ॥ নখাগ্রেতে কৃষ্ণ তার কি-
 ক্ষিত লইল ॥ আপন জিহ্বার অগ্রে করিয়া ক্লেপণ । নিয়মত
 করিলেন ভক্তি শ্রীবদনরাতিহাস ॥ পেঙ্গুর বিস্তার কবিলেন
 ভাংছোড়া বলরাম অম্প হাসিলেন ॥ পুণ্ড্র তিত্ত দ্রব্য দান

হেতু যশোদার । হইল ক্রোধিত মন প্রতি শ্রীরাধার ॥ পিতা
নন্দ হইলেন সবিস্ময় মন । এলডুড়ক নহেত তিত্ততা কদা-
চন ॥ শ্রীরাধার সখী সকলের পাড়া মনে । তাঁহার আনীত
দ্রব্য তিক্ত কিকারণে ॥ বিদক্ষ সখীগণের হৈল হর্ষ জাত । পরি-
হাসে শ্রীরাধার সৌভাগ্য বিখ্যাত ॥ হর্ষ হৈল দ্বৈষ কারি
সপত্নী সবার । তিক্ত অনুমানিয়া আনীত দ্রব্য তাঁর ॥ ততঃ
পরে কৃষ্ণ সেই লড্ডুকাদিগণে । রাধা ভাতবংশ জাত আ-
মার ভাজনে ॥ করিলেন নিষ্ক্ষেপ অত্যন্ত প্রীতি মনে । সর্বো-
ত্কৃষ্টতর বস্তু সকল তখনে ॥ পরম আশ্বদ্রুত সেইদ্রব্য
চয় । ভোজন করিয়া আমি হইলুঁ বিস্ময় ॥ শরলবৃদ্ধিতে রোষ
মাতার হইল । তাহে শ্রীরাধার লজ্জা দৃশ্য সে জন্মিল ॥ গো-
পনে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা চাহিল । সে ভু ভক্ষ অন্য গোপী
কেহ না জানিল ॥ কৃষ্ণ তাহে মৃদু হাসি আনিত বদনে । কটা
ক্ষেতে শ্রীরাধা করিলা রঞ্জনে ॥ বিদক্ষ শিরোমণির এইলোনা
সব । সেই ক্ষুণ্ণ আমি করিলাম অনুভব ॥ কৃষ্ণ প্রেমভরেতে
পীড়িত যারমন । তাহার পরমপ্রীতি দায়িলোনা হন ॥ ততঃ
গরে ন্যায়মত করি আচমন । লীলাষ ভায়ু লোভম করিয়া
চর্ষণ ॥ রাধিকার প্রতি চাহি ভায়ুল চর্কিত । আমার মুখে-
তে তবে করিলা অপিত ॥ সুহেতে রিবশা মায়া যশোদা
তখন । বিভূক্ত জারক মজ্জকরিয়া পঠন ॥ বামপাণিতলদ্বারা
কৃষ্ণের উদর । বারবার মার্জন করণে ততঃপর ॥ কৃষ্ণ রহঃ
ক্রীড়ার সময় এইক্ষণ । এতজানি সুপ্ত হৈলা রান বিচক্ষণ ॥
গো সমূহ মধ্যে নন্দ নামন করিলা । গৃহকন্য হেতু নাতা গৃহে

প্রবেশিলা ॥ বজ্রাজনে কৃষ্ণ বজ্রাজনার সহিত । পুনঃ পুনঃ
 ত্রয়েণ গাইবা সুখেগীত ॥ বজ্র সুন্দরীতে রত শ্রীনন্দ নন্দন
 ভ্রমণ ক্রীড়ন আদি করি কৃতকর্ণ ॥ রশোদার আস্থানের গৌ
 রব আদরে । শযন গৃহের মধ্যে গেলেন সজ্বরে ॥ দুঃখ ফণ
 নিন্দিত চারু তলিকা উপরে ॥ করিলেন শযন তখন সুখান্তরে
 মনোহর পর্য্যঙ্কে সুমহা প্রভাবিত ॥ অমূল্য রত্নে খচিত কা-
 ধনে রচিত ॥ অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র নম উপধান । পাশ্বে লম্বা-
 কার উপধান শোভমান ॥ আছে সে পর্য্যঙ্ক শ্রেষ্ঠ অউলিকা
 বরে । বহুরত্নে নির্মিত প্রকোষ্ঠ মনোহরে । সুভামালা চক্ৰ
 দিকে আন্দোলায়মান । বাসিত অঙ্গুর ধূপে বিচিত্র বিতান
 বিদম্বা সে মধ্য রাধা মুখের অন্তরে । সংস্কৃত তাম্বুল তাঁর
 অপর্ণ সাদরে ॥ চন্দ্রাবলী ললিতা শ্রীকমল চরণ । লীলার
 সহিত করিছেন সহায়ন ॥ কোনও গোপী কৈলীচামর গ্রহণ
 কেহ তাম্বুলের পাত্র শ্রেণার ধারণ ॥ কেহ চর্চিত তাম্বুল
 ধারণের পাত্র । কেহ জল পূর্ণ ভজারিকা সব মাত্র ॥ বিভা-
 গেতে সকলেতে করেন সেবন । কেহ গাণ গান সহিত কীর্তন
 কণ মনোহর হয় সেই সবগাত । কেহ বাদ্য বাজায়েন বহু
 মীত ॥ কেহ কেহ গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত । নানা মত কৌ-
 শল করেন বিস্তারিত ॥ অতিশয় প্রেমে বশীকৃত গোপীগণ
 সবে এইমত করে কৃষ্ণের সেবন ॥ তাম্বুল চর্চিত অতি প্রিয়
 গোপিকারে । দিলেন সে অন্য গোপী লঙ্কিতে নাপারে ॥
 মহাপুত্র সমাজের কৃষ্ণ শিরোননি । এইমতে চেটাসবকরিয়া
 আপনি ॥ সকল প্রেবসীগণে শ্রীনন্দ নন্দন । করিলেন মনো

হর সবার ক্রমণ । স্নিবৃত্ত শ্রীরাধার প্রেমের কথাষ । কল-
কাল ভঞ্জনেন শয়ন লীলায় ॥ ভূমর্ত্তন আদি কোন সঙ্কে-
তের দ্বারে । কহিলেন রহঃ কু ড় ছেত স্বাইবারে ॥ কথ রস
প্রবাহেতে নিমগ্ন হইয়া । সবে নিজ নিজ গৃহে গেলেন যো-
হিয়া ॥ ততঃপরে সেই স্থানে শ্রীদামা আসিয়া । যত্নে মো-
রে নিজ গৃহে গেলেন লইয়া অন্য নিশাক্রাড়া য়েই চটিল হাঁ-
হার । কহিতে সেসব নাহি যোগ্যতা আমার ॥ মহাদুঃখে
সেই রাত্রি করিয়া যাপন । প্রাতঃকালে নন্দ গৃহে করিল গমন
দেখিলাম রাত্র জাগি পয়ঃ উপরে । শয়নে আছেন রতি
চিহ্ন অঙ্গবরে ॥ গোপীর বিলাসে নিশা জাগি নিদা য়াষা
দোখ মাতা অন্যমত ভাবিয়া তাহাষ ॥ সরল স্বভাবা মাতা
বসি পাশে তাঁর । করি বল জালন কহেন কিছু আর ॥ আহা
এই আমার বালক বনেবনে । সমস্ত দিবস গাবী করিয়া রক্ষণে
প্রাপ্ত হৈয়া নিদ্রাজন্য সুখ পাঠিয়াছে । সেই হেতু এতক্ষণে
নাহি জাগিয়াছে ॥ বিদক গোপিকাকৃত দেখি নথক্ষত । কহে
ন যশোদা মনে ভাবি অন্যমত ॥ অরুণ্যেতে সর্ষদিগে মূর্ছ খাই
য়াছে । সর্ষাঞ্জে কণ্টক দৃষ্ট সব ক্ষুটিয়াছে ॥ গোপানেত্র
চুম্বনেতে অধরে কজুল । লাগিয়াছে দেখি মাতা কহেন সরল
আজ কষ্ট নিদ্রাবশে কিছু নাজানিল । নেত্রের কজুল নিজ
গাত্রেতে মাখিল ॥ গোপীর অধর তাম্বুলের রাগ তাঁর ।
গুণাদিতে লগ্ন দেখি কহে পুনর্বার ॥ তাম্বুলের রাগ অধ-
রের আপনার । ইতস্তত মাখিয়াছে নহে জ্ঞাত দার ॥ পুন
পুন পাশ্বে পরিবর্ত্তন করিয়া । কণ্ঠ ভূষা হার আদি ফেলিল

ছিঁড়িয়া ॥ গোপিকার স্তনের দক্ষু ম কৃষ্ণগায় । লগ্ন দেখি
 করে মাতা অন্য অভিপ্রায় ॥ যমুনা তাঁর মৃত্তিকা দক্ষুয়ের
 বুকে । লাগিয়াছে তাহা সুনিশ্চয় কৃষ্ণ অঙ্গে ॥ স্নানেতেও
 অঙ্গ হৈতে নাহিল ত্যজিত । শরীরের সচ্চর মত সংলগ্নিত
 চপলা বালিকা গণ করি অবধান । সঙ্ক্কার সময় নাহি করা-
 ইল স্নান ॥ তৈলাভ অঙ্গ আর শরীরেতে উদ্বর্তন । মনোভি-
 নিবেশে না করাইল তখন ॥ দ্বারদ্বার যশোদা কহেন এইমত
 বুজকম্যাগণ সকলের সমক্ৰতঃ ॥ শুনি ভয় হাস লজ্জা হৈয়া
 আবির্ভাব । লজ্জায়ুক্ত মুখ গোপী হৈলা সভাব ॥ ততঃপরে
 কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে উঠিল । রামের সঙ্ঘি মাতা স্নান করা-
 ইলা ॥ বহু অলঙ্কারে করাইয়া বিভূষিত । করাইলা তবেত
 ভোজন সুবিহিত ॥ ভোজনান্তে গোপীকার সূতের বাতায়
 ক্রণেক করিল কৃষ্ণবিশ্রাম তথায় ॥ তাবত কাননে শুভ প্র-
 সাধকারণ । করিলেন যশোমতী যোগ আয়োজন ॥ বনপ্রয়া-
 গে তত্কাবিরুদ্ধ শঙ্কায় । যদ্যপি গোপিকামিনপিড়িতাতায়া
 তবুদিব । সুমঙ্গলগোতের দ্বারায় । পূর্ণ হৃদয়ি আদরাখাইলা
 ভায়া ॥ বলরামসহ এক পিঁড়ার উপরে । বসাইয়া কৃষ্ণমাতা
 বেশ ভূষ করে ॥ বনের উচ্চতম সর্ব অঙ্গেতে ভূষণ । পরাইলা
 আর সে শুভ প্রকরণ ॥ যণি ব্যাঘ্র নখ আর বিশল্য করণী
 রক্ষাভোর মন্ত্র পাড়ি করিল রক্ষণ ॥ বন্ধা গোপী আর বন্ধা
 ব্রাহ্মণী দ্বারায় । শুভ আশীর্বাদ বহু করাইলা তাহা ॥ শ্রীহস্তে
 রতজ্জলি অঙ্গ লি নাশিকায় । ধরাইয়া শুভয়াত্রা করাইলা
 নায় ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে করিত ভোজন । শিকায় বাঁধি
 যাদব্য করিল অপর্ণ ॥ শ্রীদামাদি বালকের হস্তে তাহান

দিয়া। নিকসিলা গো অগ্রেতে বেণু বাজাইয়া ॥ সেইকালে কৃষ্ণ
সখা গোপের দমার। উচিতত্ব লভাপ্ত সদা সখ্যতায় তাঁর ॥
নিজঃ ভোজ্য সবে করিয়া গ্রহণ। কৃষ্ণর নিকটেতে করি
আগমন ॥ যুগ্মে সকলেতে মিলি কৃষ্ণ সাজ্জ। বাণির হইলা
বজ হৈতে গোষ্ঠেরাজে ॥ সখা সহকভু বংশী শিঞ্জাবা। কখন
নানা বাদ্য বাজাইয়া করে বিলসন ॥ সখাগণ লৈল ছত্র পাদু
কা চামর। ধূজ ভোগ্য পেয়া সন কন্দুক বিস্তর ॥ তাল মদন
জাদি বহু ক্রীড়ার সাধন। স্বচ্ছন্দে খেলিতে সবে করিলা গ্রা
হণ ॥ গাযনাচ তারা। কভু হর্ষে স্তব করে। চলিল রামের সহ
কানন গোচরে ॥ অগ্রে বলদেব আনি স্বরূপ পশ্চাতে। সখা
গণ চতুর্দিকে শোভা নানাভাৱে ॥ গোষ্ঠ রাত্রা দেখিবার
লাগি করি চল। আইলেন সেইস্থানে গোপিকা সকল ॥ কৃষ্ণ
র বিরহ দুঃখ সহিতে নাপারে। আকর্ষিত প্রেম পাশে
আল্য তথাকারে ॥ গোপী মুখ নিরীক্ষণ করি ভাবেদবে
কৃষ্ণের মূখতে ঘর্ষা হৈল সে সময়ে ॥ ঘর্ষায়ুজ মুখপদ্ম দেখি
দাশাকর। সুহৃতে ব্যরয়ে জীর মাতার স্তনের ॥ মাজ্জন
করিল। হস্তে অঞ্চলেতে আর। পিছে আল। পর্যন্ত বুজর
বজ্জিহার ॥ কৃষ্ণর কথনে গৃহে করিতে গমন। গ্রীবা ফিরাইয়া
মাতা করিয়া দর্শন ॥ দুই তিন পদ গিয়। ফিরি পূর্নধার।
পুত্রের নিকটে আইলেন ব্যগ্রকার। তানুল সাক্ষিহাব্য
মুখে হস্তে আর। সমর্পিয়া চলিলেন গৃহে পূর্নধার ॥ গ্রীবা
ফিরি পূত্র মুখ দেখি পূর্নমত। অতিবেগে ব্যগ্রা পুন হইলা
আগত ॥ কিছু মিষ্ট ফলাদিক আর মিষ্টজল। পথে পুত্র

করাইয়া ভোজনসকল ॥ গৃহে যাতে ফিরিয়া আসিয়া পুন
 র্কার । সংনিবেশি বালকের বস্ত্র অলঙ্কার ॥ স্নেহ ভর স্বভাবে
 তে দুঃখিতা হইয়া । শিক্ষা দেন বালকেরে সুসত্ন করিয়া
 হে বাছ্য দর্শন বনে দ্রবে না যাইবে । গুরুগুণার্থে কভ নাছি
 প্রবেশিবে ॥ এতকহি মাতা অতি বিনয় সন্নিত । আপনার
 শপথ দিলেন বিস্তারিত ॥ নিরন্ত হইয়া দুইচারি পদগিয়া
 পুনর্কার আটলেন তথায় ফিরিয়া ॥ ওহে বাপ বলবান স
 কল সময় । নিজ অনঙ্গের আগ্রহে থা কবে নিশ্চয় ॥ জীদামা
 দ্বরূপ সহ পৃষ্ঠেতে থাকিবে । দক্ষিণেতে অংশু বাম সুবল
 রহিবে ॥ কন্টক কাননে কিবা ভয় স্থানে আয় । যদ যান
 নিবারণ করিবে ইহার ॥ রৌদ্দুর আতপে ছায়া করিবে নি-
 শ্চয় । ভোজনাদি কর হবে ঠঠলে সময় ॥ ইত্যাদি প্রাথনা
 দস্তে তৃণ ধরি করি । নিরীক্ষণ করে পুত্রে অতি স্নেহে ভরি ॥
 স্নেহ ভরে ব্যাঙ্গল বুদ্ধিতে যশোমতী । এইমত মুহুর্কৈলা
 যাতায়াত অতি ॥ নূতন প্রসূত গাবী অতিমুগ্ধ হইয়া । মাতা
 স্নেহ ভরে ভাবে করিলেন জয় ॥ পায় ধরি করি নমস্কার
 আলিঙ্গন । যশোদারে পুত্র করে বিবিধ ছলন ॥ সজ্জাকালে
 আদি মাতা খাটবার তরে । দণ্ড আয়োজন করা উচিত
 সত্বে ॥ গৃহকৃত আচ্ছ মাতা করুণগমন । ইত্যাদিক বল-
 ছল করিয়া তখন ॥ আপন শপথ দিয়া মাতারে তখন । কৃষ্ণ
 চন্দ্র করিলেন যত্ন নিবর্তন ॥ যেই স্থলে মাতারে করিলা
 নিবর্তন । অতি উচ্ছল সেই নিকট কানন ॥ চিত্র পুত্তলিকা
 নায় মাতা সেই স্থানে । স্তম্বে জীর নেত্রে ধরা দেখেন

মস্তানে ॥ করেণ গোপিকা সব পশ্চাতে গমন ॥ বাম্পাতে
সংরুদ্ধকণ্ঠ গলাদ নচন ॥ গাণ্ডেতে অশক্ত হবে স্থানিত চরণ ॥
অস্তদৃষ্টি হৈলা রুদ্ধ অক্ষতে নয়ন ॥ লজ্জাভষে করিতে বলি
তে কিছু নারে ॥ মগু হৈলা মহাশোক সমুদ্র সত্তারে ॥ সে শো
কের প্রতীকার করণে অক্ষম ॥ বিনা আলিঙ্গনে দুঃখনহে উপ
শম ॥ কেমনে বাঁচিব ইত্যাদিকো কহিবায় ॥ নাহি পারে
স্নাহে কিছু শোক প্রতীকারে ॥ যথা ॥

নিবেদ্য দুঃখং সূখিনো ভবন্তি ॥ বুজ হৈতে দূরতর
গোপিকা আইলা আইলা ॥ ভাহাদেব মনোনেত্রীকৃষ্ণ হারি
লা ॥ অতিয়ত্নে করিতা সবারে নিবর্তন ॥ মূঢ়মূঢ় কিরিত
করে নিরীক্ষণ ॥ ব্যগ্রমন কৃষ্ণ হৈত দূতের দ্বায়ায় ॥ প্রেমে দ্বয়
শ্রীবা কিরি করি দৃষ্টি ভাষ ॥ বারম্বার আশ্বাস করেণ গোপ
পীগণে ॥ ভ্রুক্লেপ মন্তক কম্প জিহ্বাগ্রে দর্শনে ॥ বলকরি
লজ্জাভয তাঁদের জ্ঞান ॥ সম্যক স্তম্ভিতা গোপী হৈলা সেই
স্থান ॥ রশোদার অগ্রে উচ্চ স্থানে দাণ্ডাইয়া ॥ রোদন করেণ
প্রাণনাথেরে হেরিয়া ॥ গোপেন্দ্র আপনি অতি সুমিষ্ট আ
শায় ॥ বিশেষত পত্নীর বাত্‌সল্য দেখিতাষ ॥ সর্ববুজ জ
নের হেরিয়া স্নেহ ভর ॥ সুহৃদিক্য প্রকাশে হইলা বশীকর
উপনন্দ আদি পুরোহিতের সহিতে ॥ পশ্চাতে গিয়া ওদূরে
না পারে ত্যজিতে ॥ গো মহিষ মৃগ খগ আদির হৃদ্যতা ॥
দেখিয়া দ্রসল শুভ অত্যন্ত পুষ্টতা ॥ অন্তরে প্রকট হৃদয় হইয়া ও
নন্দ ॥ পুত্র বিচ্ছেদ কাতরে অতি নিরাশ ॥ রামসহ পুত্রে
ইকলা পৃথগালিঙ্গণে ॥ পুন একবারে আলিঙ্গিলা দুই জনে

কিরলেন অন্তকের আধাণ গ্রাণ । স্নেহ ভবে আন্ত বহু কল
 রিলা বোদন ॥ ততঃপরে পুত্র শ্রীনন্দে ১ গ্রামিলা । অনেক
 আছয়ে কার্য তাঁরে দেখাইলা ॥ ব্রজবাসি গণের আস্থা
 সন রক্ষণ । মমাগম কালে বুজে শোভাদি বরণ ॥ ইত্যাদিক
 বহু কর্ম আছে আপনার । ইহাকহি প্রস্থাপন করাইলা তাঁর
 ফিরিয়া শ্রীনন্দ কৃষ্ণ করিয়া দীক্ষণ । সেই স্থানে অবস্থান
 কৈলা কতক্ষণ ॥ রাশকৃষ্ণ দূরে বনে করিলে গমন । অরণ্যে
 তে দর্শন হইল আচ্ছাদন ॥ যুরে শিঙ্গা হযারব নাহয় প্রবণ
 বুধপ্রতিনিবত্ত হইলা সেইক্ষণ ॥ শীঘ্র বার্তা আনয়ন কারি
 ভৃত্যগণে । করিলা নিযোগ কৃষ্ণবার্তা আহরণে ॥ পত্নী সহ
 গোপীগণে করিয়া শান্তন । সবাকারে গৃহে করিলেন আন-
 যন ॥ গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সকল । গান করি প্রবে-
 শ করিলা ব্রজস্থল ॥ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম ধ্যান করি গোপীগণ । করি
 তে লাগিলা সেট দিনের যাপন ॥ তাঁহার বিশেষ কতিবারে
 নির্ধাচন । অনন্তের শক্তিতে নাহয় কদাচন ॥ মহাপীড়া জন-
 ক বার্তা সে সব হয় । কোন বন্ধিমান বা তাহারে প্রবর্তয় ॥
 গোপীগণে কৃষ্ণচন্দ্র করি প্রস্থাপন । হইলা অধিক অতি সু-
 দুঃখিত মন ॥ সখাগণ কল করি তাঁহারে লইলা । অগ্রো
 শ্রীমদ্বন্দাবন মধ্যে প্রবেশিলা ॥ সখাগণ বৃন্দাবন শোভা দেখা
 ইলা । হুয়ং বর্ণি পীড়াগত মত সে হইলা ॥ তবে বিস্তারিলা
 যেই ক্রীড়া গোপমত । পাইল য়েভাব তাহে চরাচর যত ॥
 সে সব বস্তান্ত ধ্যানেনা হি হয় মনে । জিজ্ঞা কি প্রকারে করি
 বেকনিকপণে ॥ গোচারণ করি গোবর্জন সমিধানে । করায় ॥

ভাদিগে হুসুনার জলপানে ॥ সাযংকালে পূৰ্ণমত নিজমুখে
 আনি । বুজেশ ক্রাড়েন সহবজবধু রাশি ॥ নন্দীশ্বর স্থানে
 পুরী শ্রীমন্দের হয় । কিন্তু কৃষ্ণ সদা দ্রষ্টব্যমধ্যে বিবাজয় ॥
 কৃষ্ণমত অনুবর্তি গোলোকনিবাসি । দ্রষ্টব্য বাস বহুকরিমানে
 অভিজানি ॥ এইমতে গোলোকেতে নিবাস করি যা । যে আ
 নন্দ অনুভব হয়মমহিয়া ॥ যেবা সুখ সেইস্থানে হইলতাহার
 বর্ণন নাহয় সে কীদংশ কিপ্রকার ॥ মৃত্ত সকলের সুখ হৈতে
 অভিমত । বৈদ্রষ্ট্য বাসির হয় অত্যন্ত মহত ॥ কৃষ্ণভক্তি মা-
 হাত্ম্য তাহার হেতু হয় । সে সুখবেত্তা সকল কাহলা নিশ্চয়
 বৈদ্রষ্ট্যে বিচিত্র ভক্তি রসের কারণ । মোক্ষ হৈতে হৃদয়ে সে অ
 ধিক সুখগণ ॥ অয়োধ্যায় সেবা রস নিষ্ঠাবিশেষেতে । বৈ
 দ্রষ্ট্য হইতে সুখ হয় অধিকেতে ॥ দ্বারকায গোহৃদয় রস বি-
 শেষ চয় । অয়োধ্যায় হইতে সুখ বিশেষ সে হয় ॥ গোলোকে
 তে প্রেম রস নিষ্ঠাবিশেষিক । দ্বারকা হইতে সুখ অধিক
 অয়োধ্যাদি বাসি সুখ হইতে স্তম্ভির । অধিকাধিক সে সুখ
 গোলোক বাসির ॥ সেই সুখ অতিক্রান্ত তর্কের বিধানে । কি
 প্রকারে থাকে তাহা ধরিবেকস্থানে ॥ গোলোক নিবাসিজন
 সব নিরন্তর । সেই সুখ অনুভব করেনবিস্তর ॥ গোলোক না
 থের প্রেম বিযমি হয়েন । সে সুখের তত্ত্বমাত্র তাহারাজা-
 নেন ॥ গোলোক নিবাসি গোপরাজনন্দাদির । অবতার বৈদ্র
 ষ্ট্যের নন্দাদি সুস্থর ॥ অবতার শব্দে হয় নিত্যত্বের হানি ।
 তাহানহে সবে নিত্য সুনিশ্চয় নানি ॥ বৈদ্রষ্ট্যে নিবাসি ইন্দু
 চন্দাদির যেন । প্রতিকূপ স্বর্গে ইন্দু চন্দাদি হয়েন ॥ রথচ

উপেন্দ্র বিষ্ণু ক্রীড়া করিব রে । ধরণী মণ্ডলেতে করেন অবতারে ॥ তাঁর শ্রীতি হেতু সেই সব দেবগণ । বারম্বার ধরা-
তলে অবতার হন ॥ যেন গোপ রাজনন্দ শ্রীগোলোকধামে
তাঁর অবতার বৈষ্ণবেতে নন্দনামে ॥ দোণ নামে বসুভিহু দে-
বেতে গগন । কদাচিত পৃথিবীতে নন্দরূপ হন ॥ গোলোকে
শ্রীবলদেব বৈষ্ণবেতে শেষ । দেবের মধ্যেতে ভিহু ধরণী ধরে
শ ॥ পৃথিবীতে কদাচিত বসরাস জ্ঞান । সেইমত গোলো-
কেতে শ্রীদামা আখ্যান ॥ বৈষ্ণবে গরুড় দেবে বিনতা নন্দন
পৃথিবীতে কদাচিত শ্রীদামাখ্য হন ॥ এইরূপ অন্য সব বি-
শেষ জানিবে । দীন হীন বিস্তারিয়া কতক লিখিবে ॥ যেন
কৃষ্ণ অবতারী তাঁহার সহিত । অবতার সব হন অভিন্ন নি-
শ্চিত ॥ তেন গোলোকস্থ নিত্যপ্রিয় নন্দাদির । তাঁহাদের
অবতারে অভিন্ন সৃষ্টির ॥ অংশেতে কখন পূর্ণরূপে কদা-
চিত । যথাকাল যথাকায় । যথা স্থানোচিত ॥ যেস্থানে যেন
ত প্রয়োজন অবতারে । তথায় তেনত তাঁহা হয়েন প্রকারে
কৃষ্ণ যেন কায় । স্থান বুঝি অবতারে । তেনমত পার্যদ সব ধরে
কলেবরে ॥ এইমতে কোনরূপে ইহা আকর্ষিত । কদাচিত
শ্রীগোলোক নাথের সহিত ॥ ইচ্ছায়ুক্ত হৈয়া মথুরায় অব-
তারে । নিজ অংশ দোণাদিক সহ এক্যাকারে ॥ যবে প্রাদু-
র্ভাব হন সেইত সময় । বুদ্ধবরে দোণাদিক তাহে হন লয় ॥
পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁরা অবতারে । সেইজন্য হেতুক যতক
মুনিবরে । কহেন নন্দাদিরূপে দোণাদি হইল । সুনিশ্চিত
সিদ্ধান্ত এসকল কহিল ॥ এসকল আরো যত গোলোকে

আছয়। জানিবে নৃসিঙ্গদানন্দ ময় অসংশয় ॥ কৃষ্ণর ইচ্ছায়
লীলা বিস্তার কারণ। গোলোক মধ্যে তে কংসাদির নিবসন
পূর্বেতে সিদ্ধান্ত যেই নারদকথিত। তার অনুসারেসব জা-
নিবে নিশ্চিত ॥ কে মাথুরোত্তম মহাশয় বৃত্ত যেই। কৃষ্ণ
প্রভাবেতে কিছুকি শুন এই ॥ গোলোক মধ্যে তে রতগোপ
সব হয়। বালক রুবকবৃদ্ধ কোটিং চয় ॥ সব জানে শ্রীকৃষ্ণর
আমি প্রিয়তর। আমার সমান কেহ নাহত ইতর ॥ ভাঁহা-
দের নভে মনে কেবল মনন। সেই কৃপাব্যবহার দেখি সর্বক্ষণ
ভাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের। সেট মত। বিহুজ দেখিয়ে প্রেম
নিত। অবিরত ॥ তথাপিহ ভাষাতে কাহার কদাচিত। নাহি
হয় মনঃপরিপূর্ণতা উদিত ॥ বিবিধা প্রেমের ভৃক্স দৈন্যের
জননী। অনুক্ষণ অভিশয় বড়য়ে আপনি ॥ গোলোক বাসি
নী কোটিং গোপীয়ত। ভাষাদের প্রতি কৃষ্ণ চান্দ্রের সন্তত
শ্রেষ্ঠ প্রীতি কৃপা আর আশক্তি বিরল। কলিলায় অনুভব
সাক্ষাতে সকল ॥ শ্রীকৃষ্ণর প্রীতি কৃপা আশক্তিকারণ। করি
লাম ব্যস্ত অনুমান সর্বক্ষণ ॥ গোপিকা হইতে কিবা গোপি-
কার সম। নাহি গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণর প্রিয়তম ॥ তথাপি
য়ে গোপিকার প্রতি য়েটক্ষণে কৃষ্ণের বিশেষ প্রেম করিয়ে
ইক্ষণে ॥ সেটক্ষণে সুনিশ্চয় হয়ত প্রত্যয়। কৃষ্ণের সর্বথা
যি এত গোপা হয়। নিজঃ প্রেম যোগ্য সেট গোপী সব
কারিষাও ক্রীড়া সূখ বিশেষানুভব ॥ নিরন্তর নিজমনে করণ
মনন। নাহি প্রেম প্রভুর আশাতে কদাচন ॥ করণ প্রত্য
কে অভিজায় এইমত। হইবেক কি আমার সৌভাগ্য কিয়ত

যাহাতে অধম দাসী কৃষ্ণের হইব । হেন শুভ দিন কিসে উদ-
 য করিব ॥ গোপেরা কৃষ্ণের প্রিয় আত্মারে মানেন । আপন
 সৌভাগ্য তাহে বিশেষ জানেন ॥ কিন্তু প্রেম বিশেষ স্বভাবে
 ভগবানে । অতৃপ্তি মানসেতে বিশেষ তৃষ্ণা জানে ॥ গোপী
 সব অতি নিষ্ঠা ছেত্ত নিরন্তর । পরমদিন্যাতা যুক্তা অন্তর ॥
 কৃষ্ণের অধম দাসী হবার কারণ । আপনার সৌভাগ্যকে ক-
 রেণ ইচ্ছন ॥ ইথে যত গোপগণ হৈতে গোপিকার । সৌভা-
 গ্য বিশেষ কর বিবেচনা সার ॥ যদ্যপিও বৈদ্যুতের পাশদ গ-
 ণের । তত্ত্ব স্বভাবেতে তাহাদিগের মনের ॥ প্রভুব চরণভজ-
 নানন্দ প্রভূতে । নিশ্চয় মনের তৃপ্তি নাটক প্রকৃতে ॥ তথা-
 পি সকলে কৃষ্ণকৃপা অতিশয় । আনাদিগে এই তাঁদিগের
 মনেহয় ॥ গোলোক বাসির তাহানহে কদাচিত । ইথে বৈ-
 দ্যুত হইতে মতিমা বিদিত ॥ অহো গাঢ় প্রেম রসাবেশ স্বভা-
 বের । অদ্ভুত মহিমা অতি গভীরসবের ॥ মনত জনে ওদূরে
 তর্কিতে নাপারে । অনন্ত মাহাত্ম্য নাহি পারি কহিবারে ॥
 একদিন বিচরেণ শ্রীনন্দনন্দন । যমুনার তীরে সহ যত লখা
 গণ ॥ করিলেন শ্রবণ সে লোকের মুখীয়া । কালিয় হৃদেতেপূন
 আইল কালিয়া ॥ অগবিসে বিদূষিত স্থানেতে গমন । লখা
 গণে যোগ্য নহে করি এই মন ॥ কিম্বা বিবজল হুদে আমারে
 পড়িতে । যত্নে লখাগণ করিবেক নিবারণিতে ॥ এতভাবি
 একাকী সে হৃদতী র গিয়া । শীঘ্র কৃষ্ণকাম দৃষ্ণেতে তারে
 হিয়া ॥ বেগে লক্ষ্য দিয়া হুদ জলে পড়িলেন । জল সব উপগ্নে
 নিঃসার করিলেন ॥ জলে দত্তরিয়া বহু বিচিত্র বিলাস । জল

শ্রীমদ বহুব্রহ্ম করিল সন্ধান ॥ তাহে খল কালিয় চটয়া উপ-
স্থিত । করিলেক নিজ দেহে কৃষ্ণেরে বৃষ্টিত । তাহাতে কো-
রুকা কৃষ্ণ দশা আপনার । অনিবর্তনীয় দেখাইলেন বিস্তার
সহস্রাগমন কারি কৃষ্ণে না দেখিয়া । কৃষ্ণ সখাগণ মৃত প্রা-
বসে হইয়া ॥ সবে তার অনুষণে হইয়া কাতর । দেখি পদ
চিহ্ন হুদে গেলেন সত্ত্বর ॥ দেখিলেন কালিযের শরীরে বে-
ষ্টিত । কৃষ্ণচন্দ্র নাহি কিছু করণ চেষ্টিত ॥ বয়স্য সকল
তাহে দৈলা মোহগত । স্পন্দন বিচীন রুহিলেন জ্ঞান ভত ॥
বন অচ্ছাদনে যারানাপায় দর্শন । নাহি ইচ্ছাকরে তার ।
রাখিতে জীবন ॥ খেন বৃষ বত্স মহিষাদি গ্রাম্য আর । বন
ভাভ পশু বর্গ আদি কৃষ্ণসার ॥ সবে কৃষ্ণ বদনেতে অর্পিযা
নখন । তীরে থাকি আত্মনাদে করয়ে ক্রন্দন ॥ উচ্চৈশ্বরে
রোদনে বিকল পক্ষিগণ । বেগে উড়ি হুদ মধ্যে চষত পতন
শুক হৈল বৃক্ষাদিক নিশ্চয় সেক্ষণে । ত্রিবিধ উত্পাত মহা
হৈল একাশনে ॥ এক বৃদ্ধ প্রভু কৈলা মনেতে প্রেরণ । বৃদ্ধ
অধো ধাবমান গেল সেহ জন ॥ হাহা মহারব করি সুঘর
কান্দিয়া । সেসব বৃত্তান্ত বুঝে কহিলেক গিয়া ॥ বৃদ্ধ আগমন
পূর্বে মহত উত্পাত । রত বৃষ্টি ভূকল্যাদি ভয়কর জাত ॥
দেখিয়া শ্রীনন্দ রশোমতী আদি যত । বৃজবাসি সবে দৈলা
সমুদ্র সংগত ॥ বৃজের মঞ্জল কৃষ্ণ তাঁর অনুষণে বৃজোহেতে
বাহির হৈয়াছে সর্বজনে ॥ পুন সেই বৃদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠধর করি
হুদে মগ্ন সপাবেষ্ঠ কহিল বিবরি ॥ শুনি সে বৃত্তান্ত যত বৃদ্ধ
বাসি গণ । বৃজপাত সম সবে করিল মনন ॥ নিজ অনুজ্ঞে

প্রভাবজ্ঞ বলরাম । আপনার গৃহস্থিত জানি সবকাম ॥ ইহা
 মিথ্যা ॥ এই উচ্চশব্দ করি । রোহিণী নাতাকে যত্নে প্রাধা
 আচরি ॥ গৃহ রক্ষা হেতু তাঁরে নিয়োগ করিয়া । সর্ববুজ্জ
 নে লাভ করণ লাগিয়া ॥ মৃতপ্রায় সকলেরে অশ্রুতে ধাতি
 ধাইয়া মিলিলা রাম তাঁদের সহিত ॥ শীঘ্র সেই হৃদে রাম
 আসিয়া তখন । অনুজ্ঞে তাদৃশ দশা করি নিরীক্ষণ ॥ ভাইর
 প্রেমেতে অতি সুকৃত্তর মন । ধৈর্য্য না রাখিতে পারি করি
 লারোদন ॥ বিবিধ বিলাপ বলরাম সে করিল । কাষ্ঠপাষা
 গাদি ভেদ যাহাতে হইল ॥ পূর্ব্বেনন্দরশোমভী মূচ্ছা হৈলা
 যেন । বলরাম মূচ্ছিত হইলা ক্ষণে তেন ॥ তবে সে সকলে
 আর যত প্রাণিগণ । অতি মহাউচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥
 অতি আন্তরিক্যে তাহা হইল পূরিত । বিধের রোদন যাহা
 হৈতে প্রকাশিত ॥ সেই মহানাদে রাম পাইয়া সুজ্ঞান ।
 যত্নে ধীর শিরোমণি হৈলা ধৈর্য্যবান ॥ রশোমভী নন্দ
 সংজ্ঞা ক্ষণেকে পাইয়া । তাদৃশ অবস্থা হৃদে ক্রোধের দেখিয়া
 উচ্চেকান্দি বেগে হৃদে করে প্রবেশন । বলরাম দুইকরে করি
 লারোধন ॥ মৃত্যুভ্রম্য মূচ্ছিত দেখিয়া বুজ্জ্ঞান । হৈলা রাম
 ভাবিত ব্যথা যত্ন নিঃশ্বাসে ॥ সন্দর গঙ্গাদত্ত করিয়া তখন
 ক্রয় সন্ন্যাসিয়া উচ্চেকেন কখন ॥ পার্শ্বদ বৈদ্রুণি বাসি
 এসকল নয় । অরোধ্য নিবাসি নহে এবানরচয় ॥ দ্বারকা নি
 বাসি এই নহেত যাদব । গোলোক নিবাসি হয় এইজন সব
 বৈদ্রুণি বাসি পাবে বিরহমহিতে । ক্রোধের প্রভাব তাঁরা
 লদ্য ভাবে চিতে ॥ এগোলোক বাসি তোমাগত সেন্সীবন

পারল হেন্নেতে মগ্ন নন সর্বজন । আমি আর ব্রজবাসী ন
 য়িষে এখন । দেখিয়া এদশা তব মরে সর্বজন । হে করুণ এস-
 বে নামরে যতক্ষণ । তজ্জ চেঁচা রাহিতাদি কৌতুক এখন
 গোষ্ঠজন একবন্ধু ক্লেশ ভোমার । মৃদল স্বভাব দুঃখ নার
 সহিবার ॥ যদ্যপি এবিনোদ এখনো না ত্যজিবে । পরে নিজ
 মনে শোক অত্যন্ত পাটবে ॥ স্বরূপ কহেন তবে যত গোপী
 গণ । বিবিধ বিলাপ করি করেণ রোদন ॥ পুনঃ পুন মোহ
 যুক্ত হইলেন সকলে । এই হেতু পশ্চাতে আইলা সেই স্থান
 পারম পীড়িতা শঙ্খবলবাদি ভক্ত । মুক্তকেশ নীলজাদি দুঃখি
 ত সর্বাঙ্গ ॥ প্রভুর পাশ্বেতে রাইবারে স সময় । হুদে প্রবে
 শিতে রান সব গোপীচয় ॥ শোকেতে বিনষ্ট চিত্ত নাহি অব
 ধান । প্রভুর প্রভাব তাহে নাহি হয় জ্ঞান ॥ হুদে প্রবেশিতে
 গোপী চাহেন যাবত । আপন কৌতুক ক্লেশ ত্যজিয়া তাবত
 নাসহিয়া প্রভু সকলের দুঃখ যত । কালিয় বন্ধন হৈতে হৈল
 বহির্গত ॥ অতি উচ্চ বিস্তীর্ণ সহস্র ফণেভার । আরোহিয়া হস্ত
 পদ্ম করিলা বিস্তার ॥ কালিয়ের সহস্রেক ফণ শোভমান । র
 ত্নেতে খচিত স্থল শ্রেণীর সমান ॥ তাহাতে মত্তর নিজপ্রিয়া
 গোপীগণে । একবারে করাইলা ক্লেশ আরোহণে ॥ চিত্র হৈতে
 বিচিত্র ভ্রমণে বহুভর । সেই সব ফণা হৈল অতি মনোহর ॥ প
 রম সদ্ভূত সেই সব রত্নস্থলে । সকল গোপীর সহ সঙ্গিয়া
 একলে ॥ আকাশে দেবতাগণ করে বাদ্যগীত । তাহাতে না
 চেন অতি বিচিত্র বিহীত ॥ কৌতুক সাগর নৃত্য বহুবিরলেন
 রাস বিলাসেতে জ্ঞাত সুখ পাইলেন ॥ ক্লেশ শক্তি বিশেষেতে

নন্দাদিক স্বতঃ। মোহের গাছের' কিম্বা নহে অগগত ॥ সেই
 হেতু গোপী সেই এই নৃত্যলীলা। নন্দাদিক গুরুবর্গ কেহনা
 দেখিল। নন্দাদি শ্রীরাম হৈতে পায়। বোধোদয়। কৃষ্ণ
 তটে পল্লি হেরি আনন্দ বিম্বয় ॥ সপ্তরাজকালিষের করিলে
 দমন। নাগপত্নী সকলেতে করিল স্তবন ॥ তাহাদের গাত্র
 হৈতে উত্তরীষ বস্ত্র। কাড়িয়া লইলা মন্দহাস্য যুক্ত তত্র ॥
 তাহে বাগডোরদীষকরিয়া রচন। কালিষেরনাশা বিক্রিকরি
 প্রবশন ॥ কোমলকী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বামহস্তধরি। অশ্বন্যায়
 চাড়িলেন তাহার উপরি ॥ ষঠকরি ইতস্তত তাহারে চলান
 দক্ষহস্তে ধৃত বংশী হর্ষেতে বাজান ॥ চাবুকের মত সেই বং
 শীতে কখন। বলেরদ্বারায় তারে করণচালন ॥ গুরুডের মত
 তাহে বাহক করিলা। অতিশয় প্রসন্নতা তাহারে সেদিল ॥
 সেইক্রমে আনিদিল নাগপত্নীগণ। অমূল্য বসনখালি রত্ন-
 নের ভূষণ ॥ অনুলেপ আদি রত্ন দিল ভক্তি ভরি। রাখিলেন
 কৃষ্ণচন্দ্র ফণার উপরে ॥ পঞ্চজ উত্পল আদি পুষ্প বহুতর।
 যমুনায জাত আনি দিলেক বিস্তর ॥ সে সব ভূষণে নাগ পত্নী
 নীর দ্বারায়। ভূষাইলা আপনারে আর গোপিকায ॥ ফণী
 ন্দ্র কালিষ নিজ অসম্মত বদনে। কারলেক স্তব বহু শ্রীমদনন্দ
 নে ॥ নন্দাদি সবারে হর্ষে করায়। নর্তন। হুদে হৈতে করি
 লেন তবে নিঃসারণ ॥ গুরুডের দম্পাপ যেনহে প্রসন্নতা। বর
 শ্রেণী লাভে নাগ মহা প্রকৃষ্টতা। কালিষহৈতে গোপী সমু
 হ সহিত। নামিলেন কৃষ্ণ মহা আশ্চর্য্য বিদিত ॥ নন্দাদিক
 করি আরাট্রিক আলিঙ্গন। হর্ষযুক্ত তক্ষধারে করিলা পাবন

কৃপা করি কালিয়ে কিঞ্চিৎ কহিলেন। হুদ হৈতে তাহারে ত
দূর করিলেন ॥ তথাচ শ্রীদশমস্কন্ধে ভগবদাজ। ॥

নাত্রি স্তেযং ত্রয়াসপ্ৰসন্নং যাহি মাচিরং । স্বজাত্য
পত্য দারাদ্যে । গোনভিভূজ্যতে নদীঃ । যত্র তত্
সংস্মরেন্নত । স্তভ্যং মদনুশাসনং । কৌন্তয়নুভয়েঃ
সঙ্ক্ষেপা নয়ু স্তদ্যমাপু যাত ॥

গোপ গোপী সমুদয় একত্র হইয়া । নামাবিধ যত্ন তত্ন আদি
মিলাইয়া ॥ গাইতে লাগিল। অতি মনোহর গীত । সেই ম-
হেৎসবে কৃষ্ণ হৈয়া সন্তোষিত ॥ গোপ গোপীগণ সহ শ্রীনন্দ
নন্দন । ভগবান কৈলা নিজ গৃহেতে গমন ॥ কদাচিত সেদুষ্টি
কংসের অনুচর । কেশী আর অরিষ্টদুহেভেনান ধর ॥ কেশী
মহা অশ্বের আকার সেই হয় ॥ বৃষের আকৃতি ধরে অরিষ্ট
দুর্জয় ॥ বহিষ্ঠর প্রাণ রূপ কংসের সূত্রয । বৃহত শরীর ভাহে
গগন স্পর্শী য ॥ ঘোর শব্দে প্রাণিমাতে ভূতলে ফেলা য ।
গোপ সকলেরে ভয় বিবিধ দেখায় ॥ গোসকলে পদদ্বারা
কন্ঠ আক্রমণ । একবারে বজ্রেতে করিল আগমন ॥ দুই অস-
ত্রে ভয়ে গোপ গোপীগণ । আকর্ষিয়া কৃষ্ণ করিছেন নিবা-
রণ ॥ তাঁদিগে আশ্বাসিবীর দর্প দেখাইয়া । অগ্রে হৈলা নিজ
হস্তে ভূজ আক্ষোটিয়া ॥ প্রথমত কেশী দৈত্য আল্যবেগ
ভরে । পাদে প্রহারে তারে দূরে ক্ষেপ করে ॥ পশ্চাতে বৃ-
ষের নাশা বিভেদ করিয়া । রাখিলেন গোপীস্বর শিবাগ্রে
রাখিয়া ॥ পুনর্বার কেশী দৈত্য আইল তথায় । অমল বি-
ক্রম কৃষ্ণ লক্ষ্য দিয়া তায ॥ মহাপরাক্রমে তার পৃষ্ঠে আরো

ছিল। নানা গতি শিক্ষাটীয়া দমন করিল ॥ সেইঅংশে আরো
 চিহ্ন নিজ সথাগণে। সহস্র শিখু করিয়া ভ্রমণে ॥ তাহার ক
 দনেতে বিচিত্র কৌতুকিত। ভূতলে আকাশে ভূমি শোভা
 বিরাজিত ॥ কণমধ্যে নিযমিয়া স্বশকরিষ। আ ব্রাহ্মণহেতু
 বুজেরাখিল বাঙ্কিয়া ॥ বৃকেহ পূর্বে গোপীস্বরেতে বাঙ্কিল
 শকট বাহন হেতু বুজেরে রাখিল ॥ শ্রীগোলোক বুজবর্তি
 নন্দীশ্বর পুরে। নিবসেন কৃষ্ণ নানা আনন্দ প্রচুরে ॥ বুজ
 হৈতে মধুপারী তাঁরে লইবারে। কংসজায় অক্রুর আইল
 একবারে ॥ সেইকালে বুজে যেই বৃত্তান্ত হইল। কে কহিবে
 তাহে বুজের গতি ধরিল ॥ অন্যত্রিক শিলা কাষ্ঠাদিক ভা
 শুনিয়া। নিশ্চয় রোদন করিগাযবিদরিয়া ॥ সেইবার্তারাত্রি
 তেটকরিয়াশ্রবণ। গোলোকগোবলনিবাসিয়তনবজন ॥ বহু
 ত প্রকার সনে করি বিলপন। পুনঃ পুনঃ অতিশয় মোহয়িত্ত
 হন ॥ পুত্র প্রাণা যশোদা শুনিয়া লম্বুদয়া। দড়ি কংস হইতে
 পাইয়া অভিভয় ॥ আপন শপথ দিয়া করি আচ্ছাদন।
 লুকায। রাখেন পুণে করিয়া গোপন ॥ প্রভাকরকৃত্তবল
 যুক্তির দ্বারায। প্রবোধ দিলেন নন্দ রাজারে তথায় ॥ নন্দ
 নিজপত্নী যশোদারে নানামত। বুঝাইয়া পুণেবাহ্যে আনি
 লেন ততঃ ॥ দেখি লজ্জা ত্যজিয়া যতেক গোপীগণ। হাহা
 আত্মস্বরে উচ্চ করেণ রোদন ॥ করিতে অশক্তি নাত্র করেণ
 দর্শন। তাঁহাদের প্রাণ যেন করিল ছেদন ॥ সেইকালে যশো
 মতী অতি দীন মন। নিজ অশ্রুধারে করে করেণ মাজ্জন ॥
 ধরি নিজ পুণ করে করে অক্রুরের। নিকপের ন্যায় অপি

লেন স্বপ্নপ্রেম ॥ কহিল নন্দরে ভব হস্তেতে একগ ॥ প্রাণ
 ধনাধিক পুত্র করিলু' অপর্ণ ॥ কারেও নাবিশ্বাসিয়া স্বপা-
 র্শে রাখিয়া । দিবে মমকরে ভূমি এখানে আনিয়া ॥ এটমতে
 সুতসুহ তরেতে আস্তুরা ॥ পৌনঃপুন্য মোহযুক্তা হইল প্র-
 তুরা ॥ বাক্যরোধ যশোমতী আপন আলয়ে । কুম্ভাবিনা একা
 আইলেন যেসময়ে ॥ তবে বুজ গাপিকা গণের সূমহত । কন্দ
 নের ধূনি তৈল অতি উজ্জত । যে কন্দন অদ্যাপি হ করিলে
 অরুণ । শুককাঠে জলবহে শিলায় রেদিন ॥ স্বয়ং বজ্রতাতা
 শুনি হয ভবিদার । কহিব কিকথা । ইথে অন্যের কি আর ॥
 নিশ্চয় জগত যদি ক্ষণে নাটিনয়ে । তবে মর্য্যদ্য সেই শোকে
 র মাগরে ॥ সবল স্বভাবা যশোমতী বল্লভর । প্রবোধ দিলেন
 গোপীগণের দিল্লর ॥ মুনিপুত্র অক্রুরের কয়ে এইকণ ।
 ক্ষিপে কপেতে করিলাম সমর্পণ ॥ সাধুলোক হস্তে সমর্পি-
 লে দ্রব্যচয় । কদাচিত তাহে কোন আশঙ্কা নাহয় ॥ শীঘ্র
 তাঁরা কৃষ্ণে আনি করিবে অর্পণ । অতএব শোক নাহিকর
 গোপীগণ ॥ এমতে প্রবোধ সান্ত বহু করিলেন । তবু গোপী
 শোক গবে সগ হইলেন ॥ কোপোর সহিত যশোদারে সে
 সময় । কহি'ত লাগিল। খেদে বজ্র নারীচয় ॥ রে নির্দেষ
 আরে বুদ্ধি বিতীন হইলে । নিজপুত্র ব্যাঘ্রের করে
 তে সমর্পিলে ॥ কুম্ভাবিনা শূন্য এই হইল আলয় । একান্ত
 প্রবিলিলে কেনন' জ্বলয় ॥ এটমতে যশে দারে মন্দাদির
 আর । নিশ্চয় কারণ গোপী অনেকপ্রকার ॥ অধিক শোকের
 যোগে অক্রুরে আশিয়া । আইলেন বেগে গহেহৈতে ব্যাহিরিয়া

প্রভুর আশ্রয় করি করুণা করিয়া । করুণ রোদন অশিতে ।
 কান্ত হইয়া ॥ প্রিয় কৃষ্ণ রথোপরি আরোহণে স্থিত । নন্দ
 বলদেব গোপ অক্রুর সহিত ॥ গোপীদের মণিশোক দ্ৰুতি
 রোদনে । কান্দিলে মোহিলে যত বুজবাসি গণে ॥ ক্রোধে ঘায়ে
 পাই সেই গোপীকারণতি ॥ গোপীগণে দেখি প্রাপ্ত শেষদশা
 অভি ॥ স্বয়ং তাঁচাদিগে বাঁচাইবার কারণ । রথ চৈতে লক্ষ্য
 দিয়ানামিলা তখন ॥ আবৃত হইয়া কৃষ্ণ সেই গোপীগণে ।
 অলক্ষিতে দৃষ্টিমধ্যে করিলাগমনে ॥ ততঃপরে কংসদুত সমু-
 তা পাইয়া । কৃষ্ণচন্দ্রে রথের উপর না দেখিয়া ॥ অনুতাপ
 করি বলরামেকহিলেক । বাক্যে রচাত্তরে তাঁরে বশ করিলেক
 বসুদেব দেবকী যাদব সবাকার । দুঃখ কহিলেক কৃষ্ণ কারণয়া
 হার ॥ তবে রাম অক্রুরের সহ অনুশ্রিয ॥ পাঠিলেন দৃষ্টিপদ
 চিহ্নিত দেখিয়া ॥ গোপীগণে আবৃত শ্রীকৃষ্ণেরে দেখিয়া । অবি-
 দূরে বলরাম থাকিলেন গিয়া ॥ অক্রুর তখন উচ্চ করিয়া
 রোদন । কহিতে লাগিল কৃষ্ণ শুনে নয়েমন ॥ বসুদেব দেবকী
 সুবন্ধ অতিদীন । দুটকংস নিভত্সন করে প্রতিদিন ॥ উঠা
 ইয়া খড়্গনিত্য কাটিবারে চায় । ত্রাসশোক পাঁড়ি গিরেতে
 তাঁয় ॥ সেই দুইজন তব ত কুঅতিহয় । ত্যাগ করিবারে কদা
 চিত যুক্তিনয় ॥ সকল যাদবগণ অনন্যায়ন । দিয়ানাহু
 মন পথ মধ্যে তেনমন ॥ কংসচৈতে তন্ত্ৰদেব বিপ্রাদিকসবে ।
 মহা ভাস্ত্র শোকোত্তপ্ত হত আশাহবে ॥ সেই কংসরাজ হয়
 দেবের মন্দন । নিজ বাহুবল সদা করয়ে শ্লাঘন ॥ নিজ অনু-
 রূপে সেই মহাবলাসুর । সেই সব তার সহিষ্ণুত প্রচুর ॥ জরা

সকল নরকাদি যত রাজগণে । তাহারে পূজয়ে নাহি মানে
কোন জনে ॥ স্বরূপ কহেন তব শ্রীনন্দনন্দন । গোপিকা গণে
য়ে নাহি করিল তাজন ॥ কহিতে২ দন্তেধরিতৃণচয় । অক্রুর
করিল মহা কাহ্ন সমুদয় । পরমোগ্র কৰ্ম্মা সেই বৃজনারীগণে
একে২ প্রণমিয়া কহয়ে বচনে ॥ যদুবংশজাত আর যত লোক
গণে । ওগো দেবী সব না করি বিনাশনে ॥ এই সব গোপকংস
হৈতে ধার ত্রাণ । ইহাদের প্রতিরূপ করহ প্রকাশ ॥ বসুদেব
দেবকী কৃষ্ণের মাতা পিতা । কংস হৈতে রুদ্ধ দীন হওগো র
ক্ষিতা ॥ গোপিকাগণের ওহে মহাধৃত্ত বর । কংস অনুবর্তি
মিথ্যা প্রলাপ নাকর ॥ পিতামাতা কোনস্থানে হবত ইহার
নন্দ যশোদার পুত্রপ্রসিদ্ধ যাহার ॥ গোহল২ আর যতনারী
দল । নামার২ ইহা কহিলাম মূল ॥ স্বরূপ কহেন দুষ্ট কং
সের চেষ্টিত । শুনিয়া হইল কৃষ্ণ ক্রোধ উপস্থিত ॥ বন্ধুগণ
দঃখ হেতু আপনি রাচার । শ্রবণ করিয়া শোক হইল প্রচার
মথুরাগমনে দেখি ব্রাহ্মের সম্মতি । য়েহেতু আছেন মৌনে
অতীর সংগতি ॥ গোপী সকলেরে কৃষ্ণ করি আশ্বাসন ।
অঙ্গৈঃ কৃত্ত সর্গমন করিল তখন ॥ তাহাতে অক্রুর অতি
হৈয়া আনন্দিত । সঙ্কত পাইয়া বলরামের ত্বরিত ॥ সেই
স্থানে রথ আনি বারে চলিলেন । ধাইয়া বেগেতে বহির্গত
হইলেন ॥ মথুরাগমন কারি কৃষ্ণের নিশ্চয় । নুহু তাঁর মুখ
পদ্ম দেখে গোপীচয় ॥ বিয়োগআনলে ভীত করিষা রোদন
পাদপাশে পড়ি কৃষ্ণ কহেন বচন ॥ ওহে নাথ নাপারিব ধরি
তে জীবন । তোমা বিনা অনাশ্রয় কভু এককণ ॥ এই নিজ

দাসীগণে ত্যাগ না করিবৈ। লৈয়া চল তথা প্রভু স্নেহানে
 রাতিবে ॥ তব সঙ্গলাভ হেতু গৃহ হৈল বন। গৃহ বন তব সঙ্গ
 অভাব কারণ ॥ তইল সপত্নীবর্গ মুছদে গগন। তব সঙ্গমের
 সাহায্যতার কারণ ॥ বৈরি হৈল পতি পুত্রাদিক বন্ধুগণ।
 যেহেতুক কৃষ্ণ সঙ্গ করে নিবারণ ॥ বিষ হৈল সুখাশ্রমে করি
 তে ভোজন। জ্যোত্স্না চন্দনাদি মিষ্ট বিষতল্যহন ॥ এই
 হেতু ভোমাবিনা অবশ্য মরিব। কদাচিত্ত জীবন ধরিতে না
 পারিব ॥ ঈষদ্বাস্য যুক্ত তব সুন্দর আনন। ননোন্নত পাদ
 পদ্ম উরু বিষহন ॥ বক্ষঃস্থল নানানত শোভাযুক্ত পৃথিত।
 কোথাও না দেখি নাহি থাকিবে জীবিত ॥ দুর্দিকহু আমি
 লীলু আসিব এথাহ। নিশ্চয় তানহু হুন উত্তর তা ॥
 গোপ বিনাসের হেতু তুমি বৃন্দাবনে। সখার সঙ্গিত নাথ
 করিলে গমনে ॥ রজ্জ্বাকালে অবশ্যসে আসিবৈ আপনে।
 এই আশে কুচ্ছেদিন করিয়ে য়াপনে ॥ কংসদুষ্টি জনের আ-
 জ্ঞায় তার পুর। দূরে গেলে কংস শ্রিয় সন্তে অক্রুর। নানা
 বিধ শাস্তিতে আত্মল তইবারে। প্রবাসান্তি চিন্তয় যাঁচিব
 কি একারে ॥ সহ অনুচর সেই কংসের বিনাশক জগদ্বিনাশ
 তব কত তইবে আয়াসে ॥ মথুরা নিবাসি জনপীড়। বিনা-
 শনে। না জানিয়ে কতকাল তবে বিলম্বনে ॥ আমাদের স্মৃতি
 তথা হবে নুতি হবে। ততএব শীঘ্র আসিবৈ কুরুপ বনে।
 স্বরূপ কহেন ভাব এইত প্রকার। বহু কাহ্ন করিলেন গোপ
 কা প্রচার ॥ রাহা শুনি সেই স্থান বাসি রতজন। করিষ রো
 দন মোহ পাইল তখন ॥ কোনমতে কৃষ্ণ করি সৈধ্য আশে

হন । স্বচক্ষু হইতে অশ্রু করিয়া নার্জুন ॥ গোপিকার নেত্র-
 জল করিয়া নার্জুন । কহিতে লাগিল ইহা গন্ধাদ বচন ॥ সাধু
 আর মম দেখ্যে অঙ্গ শক্তি ভাষ । কংসের বিনাশ আমি ক-
 রিয়া হেলায় ॥ আইলান প্রাণ আমি প্রতীতি সেধর । ওহে
 সখী কান্দি অমঙ্গল নাহি কর ॥ বরুণ কহেন তত্র করিলা
 গমন । গোপ পুরোহিত পশু দাস দাসীগণ ॥ অতিবেগে
 আস্য নন্দ যশোদা রোহিণী । তথাষ আমিলা রথ অক্রুর
 সেতিনি ॥ বলদেব সহ ক্রুয় তাহে আরোহিলা । গোপীতে
 সংলগ্ন দৃষ্টি যত্নে নিবর্তিলা ॥ বন্ধা বিভুলিতা গোপী কান্দে
 ন পড়িয়া । নেত্রজলে ধরণী কন্দন হয় গিয়া ॥ তাহাদেখি
 যশোমতী সকরুণ স্বরে । পুন উচ্চ অধিক রোদন তথা করে
 মনোদুঃখী নন্দ তাঁর কহেন সাধিয়া । ঐক্যার্থ সনাধান
 নৈপুন্য দর্শিয়া ॥ কংসের পুত্রতে নম হর্ষেতে প্রমাণ । এই
 মত ভোমরা কদাচ নাহি জান ॥ মিথ্যা ভাষী অক্রুরের
 বাক্যে কদাচিত । অন্যের সন্তান কৃষ্ণ না জানি নিশ্চিত ॥
 কেননামত কৃষ্ণ রাখি ব্রজেনা আসিব । কার সাধ্য বলকরি
 ইহায়ে রাখিব ॥ মধুপুরে উন্নয় বিলম্ব নাকরিব । কংসবধে
 বাজ্যপ্রাপ্তে ভুলিতে নাদিব ॥ জানি কৃষ্ণ বিনা যত ব্রজবাসি
 গণ । জীবন ধরিতে নাহি পারি এককণ ॥ তাহে জান শাস্ত্রী
 গত মোরে পুত্র সহ । মৃত করি বসুদেব দেবকী নিগ্রহ ॥ বন্ধ
 পা কহেন নন্দরাজ এপ্রকারে । শপথাদি দিয়া আশ্বাসিলা
 যশোদারে ॥ চিন্তে শাস্তি মত তাহে যশোদা ধরিল । গোপী
 গণে বহুতর আশ্বাস করিলা ॥ জলসেক আদি বহু প্রকার

করিয়া। য়েতে গোপীগণে লইলেন উঠাইয়া ॥ গোপসব শক
টে করিল আরোহণ। অক্রুর শীঘ্রতে রথ করিল চালন ॥
গমন করণ কৃষ্ণ দেখি বুজনারী। কিঞ্চিৎ বিরহ তাঁর সহিতে
না পারি ॥ হাহা উচ্চ নাদে শুষ্ক হইল বদন। অত্যন্ত স্থলিত
হয় পদের গমন ॥ ভগ্ন কণ্ঠ স্বর দীর্ঘ রবেতে তখন। মহা-
আর্তি কান্দয়িত্ত করণ রোদন ॥ যার শব্দে দশ দিক হইল
পূরণ। রথের পশ্চাতে গোপী করিল ধাবন ॥ কোমর গোপী
রথ করিল ধারণ। কেহর অমুমানি আপন মরণ ॥ কিম্বা রথ
গমন বিরোধ করিবারে। চক্রর তলেতে পড়িলেন বেগদ্বারে
কেহর কিছু দূর যাইয়া মোহিলা। কেহর আশ্রয় হাইবারে
না পারিলা ॥ ততঃপরে ধেনুবৃষ বৎস মৃগগণ। অন্যত্বে ভ্রষ্ট
যত হৈয়া দুঃখমন ॥ উচ্চ রোদনের অশ্রু জলে খৌতানন
ধাকিল সকলে রথ করি আবরণ ॥ কোলাহল রব করি আত্ম
ল হইয়া। পক্ষি সব ইথোপরি বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥ সেইক্ষণে
বৃক্ষ জাতি যতেক আছিল। পত্রের সঞ্চয় সব শুকতা পাইল
মহাগির্বি দিকলের রক্ষের সহিত। শিলা সব সিম্ভ জলে হই
ত স্থলিত ॥ নদীর হইল শুষ্ক জল পুষ্প যত। অতিক্রীণ উজ্জা
ন বহনে হৈল গত ॥ পরম শ্রেয়সী গোপী প্রভৃতি সবার।
অতি দুঃখময়ী দশা দেখিয়া প্রচার ॥ শোকেতে আত্মল হৈল
কৃষ্ণর মানস। রোধিবারে নারে উচ্চ রোদন বিবশ ॥ অশ্রু
ধারা অতিশয় হয়ত পতন। তাহার মার্জনে বর্ষা হইলা তখন
॥ রথ হৈতে প্রভুলক্ষ্য দিয়া পাছে যান। পূমকীর এ আ
শঙ্ক করি অমুমান ॥ যদুবৃদ্ধ অক্রুর প্রভুরে পৃষ্ঠে ধরে।

উত্প্রেক্ষা করিয়ে এই চিত্তের ভিতরে ॥ কদাপি মোহেতে
 পা ছাড়্যত পতন। এই প্রণয়েতে বেনকরিল ধারণ ॥ মোহ
 প্রাপ্ত মত কৃষ্ণ জানিয়া লক্ষণে। বলরাম নন্দাদির সন্মতে
 ভঞ্জে ॥ রথের ঘোটকগণে করাঘাত করি। অক্রুর চালা-
 য়া দিল। অতিবেগ ধরি ॥ চেতন বিহীন গোপনারী পশু-
 গণ। ইতস্তত পড়িয়া আছে, কতজন ॥ তাহাদিগে বজ্রিৎ
 বক্রগতি করি। বাহির করিল। ব্রথ অক্রুর সজ্বর ॥ করিছেন
 গোপীগণ প্রভুরে দর্শন। জরুরী পক্ষির ন্যায় অতি আক্ৰো-
 শন ॥ নির্দয় অক্রুর তথা প্রভুরে করিল। পক্ষি মধ্য হৈতে
 শোন যেন মাংস মীল ॥ অক্রুরের ভাড়াবায় রথ অধগণা
 তেন অতি বেগ যুক্ত করিল গমন ॥ যেন কোন স্থানে কৃষ্ণ
 করিল গমন। লক্ষিতে নাহিল শক্ত তাহা কোনজন ॥ তবে
 করিলেন নন্দ আদি গোপগণ। নিজের শকটেতে বৃষত যোজ-
 ন ॥ তাহার উপরে সবে করি আরোহণ। করিলেন অতিবে-
 গে পশ্চাতে গমন ॥ বজ্রহুদে অক্রুর করিয়া আনবন। বহু
 বিধ, স্তব দ্বারা গুণতির রচন ॥ অনেক প্রকার নীতি বিস্তার
 দ্বারা। করিলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরে সুস্থন্যায় ॥ তবে বৃজজনের
 জন্মদশা যেই। অরণেশ্রাবকে তেন দশা দেখেই ॥ তা-
 হর কথা মন হৃদয় দলন। হাহা বজ্র হুয় যেন মন্তকে পতন
 পরীক্ষিত কাহছেন শুন মা উত্তরে। কহিতে এইমত কথা
 পারে ॥ স্বরূপ করুণ স্বরে কাতর সহিত। উচ্চান্দি প্রেমভো-
 জে হৈল মুচ্ছান্বিত ॥ শ্রোতা দ্বিজবর কৃষ্ণ কথা শুনাইয়া।
 অতি ক্লেশে ক্ষণে সুস্থ করিলেন নীয়া ॥ পুনশ্চ বৃকগ প্রেম

গঙ্গাদেবচনে ॥ কহিতে আরম্ভ করিলেন ততঃক্ৰমে ॥ কিন্তু
 পুনর্বার জোহ করি আশঙ্কন । ত্যজিয়া বুজের দুঃখ দুর্দশা
 বর্ণন ॥ কহেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মথুরায় গিয়া ॥ মালাকার বায়ক
 ভজাদিরে তোষিয়া ॥ অনুর সহ কংসে করিয়া নাশন । বসু
 দেব দেবকীরে করিলা মোচন ॥ কংসের জনক উগ্রসেনে
 রাজ্যদিল ॥ সর্বদিগ হৈতে যদুগণে আনাটিল ॥ কংসের দৌ
 রাষ্ট্রে ত্যক্তছিল পৌরজন । মিষ্টবাক্যে সকলে করিলা আ-
 শ্বাসন ॥ কংসহৈতে পরম পীড়িত যদুগণ । কৃষ্ণ যাহাদেব
 গতি আরত জীবন ॥ কংস বন্ধু জরাসন্ধ আদি মপভয়ে । ত
 খায় থাকিতে কেলা যত্ন অতিশয়ে ॥ তত্ৰ বত্সল শ্রীকৃষ্ণ
 অগ্রজ সহিত । সুখ করিবারে তথা ছেলা নির্বাসিত ॥ বুজ-
 বাসি জনে করিবারে আশ্বাসন । নন্দাদিরে গোদুলেতে করি
 লা প্রেরণ ॥ কৃষ্ণ কহে শুনে পিতা তাবত আপনে । গোপ-
 বর্গ সহ বুজে করহ গমনে ॥ আনাদের বিনা যত বুজবাসিজন
 যাবত কাহার নাহি হয়ত মরণ ॥ উদ্বিগ্ন মানস তব মিত্র যদু
 গণ । ক্রমেতে করিয়া সবা কার সুখমন ॥ শীঘ্র আমি মম
 প্রিয়তম বন্দাবনে । নিঃসংশয় জানিবে করিব আগমনে ॥
 নন্দ কহে তুমি আমাদিগে ত্যাগ করি । পারহ অন্যত্র বাস
 করিতে শ্রীহরি ॥ এ প্রত্যয় আমার নাহি কদাচন । ইহা-
 জানি আমি এথা করি জগমন ॥ নিজ পরিজনদিগে নিজ সমি
 হিতে । রক্তমাংস কদাচিত ॥ আপন ইচ্ছায় যবে করিবে
 গমন । তোমার সঙ্কেতে মোরা স্থাইব তখন ॥ মমদন্ত আশায়
 বুজের যত জন । তব জননী সহ আছে সমজীবন ॥ তোমাবিনা
 গেলে আমি কঠিন হৃদয় । মরিবে তখনি বাপ সকলে নিশ্চয়

শ্রীদাম কহেন কিবা করিবে এখন । গোষ্ঠ ভূমে জুনি যবে কর-
 গোচারণ ॥ তরুলতা আদিত হইলো আচ্ছাদন । যে আমরা
 নাহি পারি ধরিতে জীবন ॥ ওহে প্রভু তোমাবিনা তত্র চির
 কাল । থাকিতে হইব শক্ত কেবতে গোপাল ॥ স্বরূপ কহেন
 নন্দাদির বিকৃত । এ প্রকার শুনি প্রভু হৈলা তুষীহিত ॥
 ইচ্ছা বুজে যাইবার তাঁর আশঙ্কিয়া । বসুদেবকহেন কিঞ্চিৎ
 বিবরিয়া । ভাই নন্দ তব পুত্র ত গ্রন্থ সহিত । বুজে সদা সুখে
 থাকে অন্যত্র দুঃখিত ॥ কিন্তু একাদশ বর্ষ বয়স সময় । উপ-
 নয়নের কাল এইত নিশ্চয় ॥ তাহেদুহে বৃদ্ধচারি হই স্থান-
 ভরে । বেদ অধ্যয়ন করি বুজে যাবে পরে ॥ স্বরূপ কহেন
 বসুদেবের বচনে । কৃষ্ণের সন্মতি নন্দ জানিয়া লক্ষণে ॥ আ-
 পন বাক্যেতে তাঁর অসন্মতি জানে । রোদনে আহ্নল নন্দ
 করিলা প্রস্থানে ॥ বস্তৃত নন্দের এই আশঙ্কসে মনে । আমা-
 দেব গতি কৃষ্ণ করি আলোকনৈ ॥ বিরহে অন্যত্র কৃষ্ণ না পা-
 রি থাকিতে । আমাদের সঙ্গে বুজে আসিবে স্মরিতে ॥ এই
 অভিপ্রায় নন্দ করিয়া হৃদয়ে । প্রস্থান করিলা ইহ জানিবে
 নিশ্চয়ে । যাদব দলের সহ শ্রীকৃষ্ণ আপনি । অনুবৃজ্য যান
 গোপ রাজের তথনি ॥ রোদন করিয়া ক্রমে গোপগণ ।
 কৃষ্ণ কণ্ঠে ধরে তিত্ত করণ রোদন ॥ বুজে যাইবারে কৃষ্ণ ব্যা-
 দলিত মন । দেখি বসুদেবাদি যাদব ধীরগণ ॥ অনেকপ্রকার
 যুক্তিপাক্তি দেখাইয়া । নিবর্ত করিলা কৃষ্ণ যাইতে না দিয়া
 নন্দাদি আইলা বুজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় । অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ বিনা
 কেবা বুজে যায় ॥ নন্দ আইলেন শুনি বৃজ বাসিজন । কৃষ্ণ

গম আশে লবে করিলা গমন ॥ নন্দ কৃষ্ণ বিরহেতে শোকে
 অঙ্গলিত । কৃষ্ণবিনা নিজ আগমনে লজ্জান্বিত । তাহেবস্ত্রে
 মুখাচ্ছাদিহইয়া রোদিত । গৃহে গিয়া ভূমে শোয পরম দুঃ-
 খিত ॥ বুজবাসিগণ কৃষ্ণনাকরি দর্শন । পরম পাড়ায অতি
 সকাতির মন ॥ নাহি জানে কিকর্গ করিবে সেসময় । বহুভর
 শঙ্কা হৈতে বিবশ ছদয় ॥ শুক হৈল বদন কেহন নাতি পার
 শ্রীকৃষ্ণ কোথায় এই প্রশ্ন করিবারে ॥ বৃদ্ধ গোপ মুখে শুনি
 কৃষ্ণ সমাচারে । একগে যাদব অলদুঃখ তরিবারে ॥ নমুপূর
 মধ্যে কৃষ্ণ চন্দ্র থাকিলেন । এইকথা যখন সকলে শুনিলেন
 তাহা২ মহা আন্তি শব্দেতে তখন । কৃষ্ণমাতা সহ উচ্চ করিবা
 রোদন ॥ নারীগণ য়েদশা পাইলা সেসময় । হাহুে ক্রার
 সাধ্যতাৎকষ ॥ পরিত্রিত কহেন এ প্রকারে তখনে । বুজ
 জন দশা আনি স্বকপোর মনে ॥ শোকানল প্রজ্বলিত হৈয়া
 অতিশয় । দক হৈলা শ্রীগোপ জমার মদাশয় ॥ মোহযুক্ত
 পুনর্বার স্বরূপ হইলা । চেতন বিহীন ভূমি ভলোভে পাড়িলা
 সেই বিপ্রবর জল সেকাদি দ্বারায । যাত্রে অঙ্গ স্বাস্থ্য ন্যায
 করিলা তাহায ॥ স্বরূপ আপন মোহপূন কাশকর । অধিক
 সে বার্তা বিশেষেতে না বণয় ॥ প্রস্তুতা কথার শেষ করিতে
 অবণ । মাথুর বৃদ্ধ গণ ব্রহ্মকরিয়া দর্শন ॥ যত্নে নিজ মনঃস্থর
 করি সেসময় । পুনর্বার কহিতে লাগিলা মত অয । বুজজন
 শোক পাড় ভর কদাচিত । অন্যপ্রকারেতে নাতি হবে নিব
 ত্তিভ ॥ প্রতীতির যোগ্য উদ্ধবদির দ্বারায । শুনিয়া যাদব
 গণে কহি সব তায ॥ প্রিয় প্রেম বশ কৃষ্ণ রাধের সহিত । বুজ

আগমন করিলেন সঙ্করিত ॥ বিদগ্ধগণের মস্তকের শঠমণি
 রূপা করিবারে নিত্য আজল আপনি ॥ বজ্রহিত সকলের
 কৈলা প্রাণদান । তাহাদের সহ বিহরিলা তথা স্থান ॥ যেন
 তাঁর এই দুঃখ মূলের সহিত । বিস্মরণ করিলেন তৈয়া আন
 ন্দিত ॥ যদি বজ্রবাসি সকলের কোনজন । যথারূপে গমন কভ
 করয়ে অরণ ॥ খেদে কহে অগ্নি স্বপ্ন দেখিওঁ কিঞ্চিত ।
 ভবে শোক করে বহু রোদন সহিত ॥ গোপালের বিহারের
 মাধুরীর ভর । আকর্ষিতবিনোদিতসর্বৈন্দ্রিয় বরে ॥ চিরকাল
 এই যত বজ্রবাসিজন । ভুত ভবিষ্যত কিছু না করে অরণ ॥
 কাশ্যাস্তরে সেইত অক্রুর পুনরায । রথ নীযা আলবুজ
 আগত প্রাণ ॥ পূর্বমত নীযা গলে বজ্রের জীবনে । তৈল
 পূর্বমত দশা বজ্রবাসি জনে ॥ পুনর্বার মধুপরে করিয়া গ
 মন । করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের নাশন ॥ পূর্বমত বজ্রমণ্ড
 কারেণ গমন । এইমত নিশ্চয় করিবে বিরণ ॥ এইমতে পুনঃ
 পুন পূর্বমত । পুন রান পুন আনি বজ্রকীড়া রত ॥ সেই
 মত কালিষদময় পুনঃ পুনঃ । মুহূর্মুহু গোবর্ধন ধারণে নি
 পুন ॥ বারম্বার শত্রুর বিবিধ লীলা পর । আশ্চর্য্য প্রবর্ত
 ত্ব ভক্ত মনোহর ॥ কৃষ্ণর পরম প্রেম কামকূট সম । তাহে
 বিমোচিত বজ্রবাসি নিরুপম ॥ যতকৃষ্ণ লীলা গণে মানে নিজ
 মনে । পূর্ব অনুভব যেন নাকৈল কখনে ॥ ইথে তাহাদের
 প্রেমাবেশ নিরন্তর । বিস্ময়ে যোগেতে বাড়ে সুমহত তর ॥
 গোলোকেতে নত্য বাসিগণ যত হয় । তাহারে যে বিস্ময়
 করে সমুদয় ॥ দেখে থাথা দ্রুত অগমন তন । আনাদেরো

জ্ঞান নাহি থাকে কদাচন ॥ অনির্বচনীয় মহা মোহন মাধু
 য়ে । সন্তিতের ধাত্রা সিন্ধু নিমগ্ন প্রাচুর্যে ॥ তাদৃশ প্রিথের
 প্রেমমহাধনচয় । লাভের উন্নত কেবাকিনাধিভরয ॥ অহো
 মহাশচর্য এই প্রভুসে আপনে । নিজ প্রিয় প্রেম সমুদ্রেতে
 মগ্ন মনে ॥ কিছু কৃত কার্য সদা করিতে সজ্ঞান । ক্ষম নাহি
 হন বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ভগবান ॥ প্রভু চরণের লীলা সব নিত্য হয ।
 সচ্চিদানন্দ ময়ীশে স্বয়ং বিরাজয ॥ প্রভুপাদ সেবা দ্বারা
 আকর্ষিতা হয । সেই পরিবার যুক্ত প্রবর্ত য ॥ গোলো-
 কের মাহাত্ম্য মাধুরী ধারা য়েই । তোমারে কহিলু তার
 অন্ত্য সীমা এই ॥ সর্ব বৈদ্য দি ধাম হৈতে বিলক্ষণ । দ্বিঃ
 শেষে কহিলু এই তোমারে ব্রাহ্মণ ॥ মাধুর ব্রাহ্মণ তাঁরে
 করে জিজ্ঞাসন । কৃষ্ণচন্দ্র মধুপুরী করিলে গমন ॥ ভূমি
 কোথা বসতি করিলে কি প্রকারে । যাহে চিরকাল করি বহু
 যত্ন সারে ॥ ব্রজভূমে শ্রীগোপাল দেবের সহিত । ক্রীড়ার
 আশায় পাল্যে সে ধাম বিহিত ॥ ব্রজভূমে শ্রীকৃষ্ণের সর্বদা
 ক্রীড়ন । পরিত্যাগ নাহি ঘটে তাহা কদাচন ॥ মধুপুরী গেলে
 তাঁর সহিত বিলাস । নাহি ঘটে কহ দেখি ইহার নিয়ম ॥
 স্বরূপ কহেন মনস্তল্য যতজন । পায়্যাহে গোলোক যারা
 করিয়া সাধন ॥ প্রভুর আদেশে ব্রজ নন্দাদি সহিত । নিজ
 তুল্য জন সহ সদা হয স্থিত ॥ যেকন্তক গোলোকে প্রভু
 স্বভাব । কৃষ্ণ সঙ্গ বিনাও সর্বদা সুখভাব ॥ সেটস্থানে থাকি
 বার ইচ্ছা সদা হয । অন্যত্র গমন করিবারে বাঞ্ছা নয ॥ বির
 হাদি কৃতদুঃখ গোলোকে য়েহয । সর্ব সুখমন্তকে সেঅত্যন্ত

নাচয়। শ্রীগোলোকে বিরহেতে যে শোক ভগ্নয়। সর্বানন্দ
সমূহের উপরে নাচয় ॥ এই উক্ত প্রকারে শ্রীগোলোকে ব-
সিয়া। আমার মনের পরিপূরণ হইয়া ॥ পাইয়াও বাঞ্ছা-
ধিক ফলসে বাঞ্ছিত। বস্তুর স্বভাবে তৃপ্ত নহে কদাচিত ॥
তাথে ব্রজনারী দ্রুত দ্রুত মনে আঁচি। মনোরম পাদপদ্মায়
সুললিত ॥ কোন নিজ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারায় নিশ্চিত। ত্যজিতে
না পারি ক্রম কালো কদাচিত ॥ এইদীনতর জনে মাধুর্য
নিষ্ঠার। রূপ প্রসন্নতা যেই হইল ভাঁহার ॥ অন্য অসম্ভব
হেতু দ্রুতাপি কহিতে। যোগ্য নাহি হয় তবু কহিলু বিদিতে
তোমার হিতার্থে শ্রীরাধিকার ত্যজ্য। কহিলাম এইভাবে
জানিহ ইহায় ॥ যদি কহ তবে এই ভৌমমথুরায়। কিপ্রকারে
আইলে উত্তর শুন তায় ॥ এইমতে চিরকাল থাকিয়া তথায়
মতালোক মধ্যস্থিত এই মথুরায় ॥ শ্রীবিশিষ্ট যেমত গো-
লোকে সবহয়। সেইমত দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয় ॥ হইলে
শ্রীগোলোকে তত্ত্ব অনুভব। এই মথুরার তত্ত্বজ্ঞান হয় সব
শ্রীগোলোক বর্ত্তি যত গোপ গোপীগণ। পশু পক্ষিকুমিগিরি
সরিষ গোধন ॥ তাঁদের পৃথক মূর্ত্তি বিশেষেতে বৃত। সদা
এক রূপে কৃষ্ণ ক্রীড়া যোগ্য কৃত ॥ লোকের উত্তির প্রকা-
রেতে সুনিশ্চয়। গোলোক বিহারি কৃষ্ণ সর্বদা সময় ॥ গো-
লোক সদৃশ ক্রীড়া আবলিসকল। বিস্তারিয়া বিভূষিত করেণ
নিশ্চল ॥ সেহেতু এমথুরা ব্রজেতে কদাচিত। থাকিয়া কখন
বা গোলোকে করি স্থিতি ॥ ভৌমমথুরা মণ্ডলে গোলোকেতে
আর। দুই স্থানে কিছু ভেদ না দেখি ইহার ॥ এখানে থাকিলে

জানি আছি যতথায়। গোলোকে থাকি যে জানি আছি যে
 এথায়। যদি কহ পূর্বে কেন ছাড়ি এই স্থান। গোলোক পা-
 ইতে যত্ন করিলে বিধান ॥ পূর্বে এই তত্ত্ব অনুভব না হইয়া
 পরম বিভেদ জ্ঞান কৈল নমহি য়া ॥ এই কারণে সেই তত্ত্ব জানি
 যা সন্ধান। দুই ধামে অভেদ হইল মম জ্ঞান ॥ যদি কহ উদ্ধ
 অধ ভাবে ভেদ হয়ে। গমনাগমন যবেকর লোক হয়ে ॥ তবে
 দুই লোকের বিচ্ছেদে দুঃখ হয়। ইহার উত্তর কাহি শুনহনি
 শ্রব ॥ গমনাগমনে ভেদ যেরূপ জনন। লোকদ্বয়ে চিত্ত আনু-
 রক্তির কারণ ॥ তাহাও নাজানিয়ে যেরূপ প্রকাশিত। কথ
 নোবা কিছু দুঃখ হয়ত সূচিত ॥ এই স্থানদ্বয় হৈতে অন্য কোন
 ধামে। নাম্পূহে শ্রবণদৃষ্টি মন কোন কামে ॥ এই স্থানদ্বয়
 হৈতে অন্য কোন স্থানে। বর্তমান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং ভগবানে
 আছেন তাদৃশ ভক্ত সকল তাঁহার ॥ এমত নামানে কভু হানয়
 আনার ॥ বৈদ্রুণ্যাদি বাসিগণ দেখে কদাচিত। তাহাদিগে ও
 দেখি কৃষ্ণ বিরহে পীড়িত ॥ বৈদ্রুণ্যাদি লোকবাসি মধ্যে
 কদাচিত। গোলোকস্থ বজ্রবাসি সম ভাবান্বিত ॥ না দেখিয়া
 জনতাপ প্রেম প্রকাশিতে। গোলোকস্থ শ্রেষ্ঠ সুখ হয়ত
 উদ্ভিতে ॥ ভুলোক অবধি বৈদ্রুণ্যাদি বাসিগণ। গোলোক বা-
 নির নিত্যকরেণ পূজন ॥ সেই গোলোকীয়গণ সেই অনুভবে
 মহত পদার্থ গোলোকের বৃত্ত সবে ॥ তার কতই বিবরণ কাহি
 পারে। শক্ত হব আমি তাহে কেমত প্রকারে ॥ অহো সেই
 গোলোকের কৃত পরিকর। তাহাদিগে প্রণাম আমার বহুতর
 বিন্দিয়া আমন্দে গুরুচরণার বিন্দ। সর্ব শ্রুভোদয় হয় তাহাতে

অনিন্দ ॥ কথাবচনাধ্যায়সমুদায়বিরচনে । কহোজয়গোবিন্দ
গোবিন্দ ভাবি মনে ॥ ইতি শ্রীভাগবতামৃত গোলোক নাথ
অ ॥ খণ্ডে ২ ভীষ্মলাভে নাম ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ॥

সপ্তমে শ্রীকৃষ্ণপন্যকুপয়া প্রেম বেগতঃ । তদ্বত্কৃষ্ণ

প্রসাদোহভূদ্বিপ্রোত স্মিমিতীয় তে ॥

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় । জয় নিত্যানন্দ পদাবতীর
তনয় ॥ জয় শীতা নাথ জয় ভক্তগণ । দীন হীন প্রতি কর
কৃপাবলোকন ॥ স্বরূপ কহেন তবে শুনহে বাক্যগণ । পরম য়ে
সাধ্য আর পরম সাধন ॥ মম উক্ত প্রকারেতে করিয়া বি-
চার । সম্প্রতিককরহ নিশ্চয় ভূমিতার ॥ মাথুর বাক্যগণ শ্রেষ্ঠ
মহত্‌প্রাপ্য য়েই । দেবীর প্রসাদে সর্বপালে য়ান সেই ॥
অবশিষ্ট মদন গোপালের দর্শনে । আছে সেই হৈল প্রায়
তাহা জান মনে ॥ ভগবান ঘোলোক নাথের কৃপাভর । দে
খিতেছি ব্যক্তকৃপ তোমার উপর ॥ দেখ ভক্ত সকলের আর
আপনার । নিশ্চয় পরম গোপ্য য়ে বৃত্তান্ত সার ॥ কহিলাম
নিঃশেষেতে আমি সেই সব । আপনার মনে ইহাকর অনুভব
নিজভাব বিশেষেতে কৃষ্ণ পদাশ্রয় । নিজমনে লজ্জায় একা
শে যোগ্যনয় ॥ মোহ উন্মাদাদি দশা জন্মিলে আমার । তাহে
বিস্ময়িয়া নিজপর সমাচার ॥ সেহেতু বিশেষ জ্ঞান রহিত প্র
কারে । য়েই নাহি অনুভব হৈল আপনারে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আ-
মার হৃদয়ে প্রবেশিলা । সেই সব এই বলে নিঃসারিলা ॥ সে
হেতু তবঅগ্রে আইলবদনে ॥ মমঅনিচ্ছায়ইহা জ্ঞানকরমনে
ইথে শীঘ্র ফলপ্রদ বিশ্বাস তোমার । জন্মেছেন ক্রমে আমি

জনিল প্রচার ॥ স্বয়ং শ্রীরাধিকা দেবী প্রভাত সময়ে । করি
 লেন আদেশ আমার কৃপোদয়ে ॥ হেদেহে স্বরূপ মন জগে
 এইক্ষণ । আসিতেছে মম ভক্ত নাথুর ব্রাহ্মণ ॥ সে স্থানে একা
 কীৰ্ত্তি করিয়া গমন । সর্বমতে করি উপদেশ প্রকাশন ॥
 প্রবোধ করিয়া পুন আশ্বাসিয়া তায় । প্রাপ্তকর শ্রীকৃষ্ণের
 প্রসাদ দ্বরায ॥ শ্রীরাধা দেবীর এই সমাদেশ পাঠি । শীঘ্র এই
 স্থানে উপস্থিত হৈলু আই ॥ শ্রীরাধার আজ্ঞাপ্রাপ্তি হবের
 কারণ । কৃষ্ণ সঙ্গ সুখো নাকরিলু অপেক্ষণ ॥ শ্রীরাধার
 আজ্ঞা প্রতি পালনে নিশ্চয় । কৃষ্ণ বশীকারে সেই সুখাধিক
 হয় ॥ পরীক্ষিত কহেন স্বরূপ সেই দ্বিজে । এইমত বহুতর
 কহিয়াও নিজে ॥ উদয না দেখি প্রেম সম্পদের সার । অপণ
 করিলা হস্ত মস্তকে তাঁহার ॥ মহাত্মা শ্রীস্বরূপ য়ে কৈলা অনু
 ভব । তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণের চিত্তে সব ॥ আপনা হইতে
 যেন অনুভব ছিল । তৎক্ষণেতে এককালে সকল ক্ষুরিল ॥
 মহৎসঙ্গমের এই মাহাত্ম্য দেখ্য । পরম অদ্ভুত তাহা জা-
 নিবে নিশ্চয় ॥ যেই সাধুসঙ্গ হৈতে সদ্য বিশেষর । স্বরূপের
 ন্যায় হৈল কৃতার্থ সত্ত্বর ॥ স্বরূপের মত সেই ব্রাহ্মণ সত্ত্বরে
 মগ্ন হৈল মহাপ্রেম রসের সাগরে ॥ বিকারের উন্মি হেদ
 কল্প আদি যত । তাহে হৈল ব্যাপ্ত অতি স্বরূপের মত ॥ হা
 কৃষ্ণ কৃষ্ণোত্তম বলি করয়ে রোদন । কিশোর সেখরে যোরে ক
 রাহ দর্শন ॥ স্বরূপেরে আর চরিত্র প্রাণিগণে । নমস্কার করি
 ত্বেণ ধরিয়া দশনে ॥ ভয় শোক আর্তি ধুনি বিকার সহিত
 দ্বিজবর জিজ্ঞাসেন সবারে দ্বারিত ॥ কোথা য২ কৃষ্ণ শ্রীমদ

নন্দন । করিয়াছ তুমি কিবা তাঁহারে দর্শন ॥ প্রেম সমাধ
 তে মগ্ন স্বরূপ তখন । বিবশ বিশেষ প্রেম করিয়া দর্শন ॥
 তেন গুরু পদ বিপ্র করিয়াধারণ । কৃষ্ণনাম মনোরম কহে
 কীৰ্ত্তন ॥ ক্রমে মহাপ্রেম বেগে যজ্ঞিত হইয়া । মহোদত্ত মত
 উঠি নৈবনে ভ্রমিয়া ॥ করীর দ্বাঞ্জেতে বহু কণ্টক আচিতে
 পাড়িল মধুর বিদ্র হৈয়া বিমূর্ছিতে ॥ ওগো মাতা তবেদুরে
 হইল প্রচার । গভীর মধুর বেণু শৃঙ্গরব আর ॥ তৌষিবাণ
 আর দুজ্ব বাদ্যেতে মিলিত । গো সবার হৃদয়ারবে অত্যন্ত মি
 শ্রিত ॥ সেইসবরবে গুরুশিষ্য দুইজন । বোধপ্রা শুহইয়া উঠিল
 সেইক্রম ॥ সেই উচ্চনাদ অভিমুখেতে ধাইলা । শ্রীযুক্ত গো-
 পাল দেবে তথায় দেখিলা ॥ অতি মনোহর রূপ শোভিত
 সকল । সুকেশ্যামগাত্র কান্তি সমূহে উজ্জ্বল ॥ পশুদিগে জন
 পিলাইতে রমুনার । আর বয়স্যের সহ করিতে বিহার ॥
 গোপীগণে নৌকা পার করণ প্রভৃতি । কার্য্যহেতু অনন্তায়া
 তার লীলা কৃতি ॥ গাজেন্দ্র লীলার দ্বারা পূজা নৃত্যগতি ।
 করিছেন আগমন সম্মিথানে অতি ॥ স্বকীয় কৈশোর তাঁর
 মহা বিভূষণ । বিচিত্র লাবন্য তরঙ্গের শিখর ॥ জগতের য
 নোনেত্র চক্ষুরে বাড়ায । মুহূর্মুহু নূতন মাধুরী ধরে তায ॥
 দ্বাত্রিংশত সঙ্গক্রমে সুন্দরাজ হয । কদম্বের পাশে কণ্ঠ ভরণ
 শোভয ॥ ময়ূর পিচ্ছের চূড় পট ও পীতাম্বর । মুক্তাবলি
 লবিত শ্রীকম্ব কণ্ঠবর ॥ বিলম্বিত গুঞ্জা মহা দ্বারেতে ভূষিত
 পীনবক্ষ শ্রীবৎস লজ্জা সুলক্ষিত ॥ সিংহ শ্রেষ্ঠ মধ্য শত
 সিংহবিক্রমিত । পাদ পদ্ম সৌভাগ্যের সারেতে পূজিত ॥

কদম্ব তুলসী গুঞ্জা শিখণ্ড প্রবাল । মালার শ্রেণীতে চারু বেশ
 অতিভাল ॥ বিচিত্র পুষ্পের কাঞ্চী কটীতে রাখে । তাহা
 লহু মানেতে নিভহু দেশ সাজে ॥ সুবর্ণে রচিত দিব্য অঙ্গদ
 কঙ্কণ । মনোহর স্থলাযত ভূজে সুশোভন ॥ বিদ্যাধবেন্যস্ত
 মনোহর বেণু সার । সেবাদ্যে নার্চবে পদ্ম করাজু লিভার ॥
 আপনি করিছে য়ে অপূৰ্ণ বেণুগীত । বিশ্ব লোক তাহার ভ
 জাতে বিমোহিত ॥ বক্র অঙ্গ চঞ্চল লীলায় বিলোকয । সে
 ভূষণে বিভূষিত নেত্র পদ্মদ্বয় ॥ চাপস্তল্য ত্রুয়ুগের নর্ত্তন শো
 ভায় । বাড়াইছে শ্রেষ্ঠজন অনরাগ ভায় ॥ মথ পদ্মঈষদ্বাস্য
 শ্রীরুক্ত সদায । আত্মারামগণ চিত্ত আকর্ষে শোভায় ॥ ভিল
 পুষ্প সম নাসিকার অগ্রপর । বিরাজিত গজেন্দ্রের একমুক্তা
 বস্ত্র ॥ কভু গোখলি ভূষিত অলকা ভ্রমর । নহরণ করিবারে
 শোভমান কর ॥ উদ্ধপুণ্ড্র যমুনীর শুভ্রমৃত্তিকায় । অঙ্কচন্দ্রা
 কৃতি ভাল পট ও ক্ষীত ভায় ॥ গিরি হরিভালাদিতে চিত্রি-
 তাজ হয ॥ নানা মহারঙ্গ তরঙ্গের সিক্ক চম ॥ দাঁড়াইয়া কদা
 চিত্ত ত্রিভঙ্গি ললিত । অনেক কৌশলে রাজাযেন বংশীগীত
 সে কৌশলে হাসাযেন নিজ মিত্রগণে । ভূষিত করেণ ভূমি
 নিজ শ্রীচরণে ॥ অগুঞ্জয়া বলরাম রমণীয় দেহ । গোপাল দে
 বের তুল্য বয়ো বশে এহ ॥ নীলবস্ত্রে অলঙ্কৃত গৌরমর্ত্তিতায়
 হেন বলরামে যুক্ত কৃষ্ণ শোভাপায় ॥ সখাগণ আত্ম তুল্য
 নিরুপম হয । প্রিয সেই সব অহে আবৃত শোভয় ॥ গুরুশিষ্য
 সেইরূপ করিয়া দর্শন । হৈল মহাহর্ষ শ্রেণীভাব পাটগণ ॥
 পাড়িলেন কিবা দণ্ড প্রণাম কারণ । সংভ্রমে ধুংসিত সর্ক নৈপুণ্য

দুইজন ॥ প্রিয় প্রেমবশকৃষ্ণধাইলা তখন । হৃষিকেশমুগ্ধ করি
লেন আগমন ॥ তাঁহাদের উপরেতে হইলা পতনে । দীর্ঘ
মহাভূজে আলিঙ্গিয়া দুইজনে ॥ অহোকৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপা-
দুহৃদয়ে । স্নান করাইলা সে প্রেমানন্দ ধারা চয়ে । কণেক
উঠিয়া করহুয়ে দুইজনে । উঠাইয়া করিলেন স্থির সেইক্ষেণে
গাত্রে লগ্ন অশ্রু আর ধূলির মার্জন । করিয়া দখাল মূহঃ
কৈলা আলিঙ্গন ॥ তথায় ভূমিতে বসিতাদেরসহিত । বাক্য
মূতে দ্বিজবরে করেণ ঘোষিত ॥ হে শ্রীজনশর্মা মথুরান গৃহী-
তার্য্য । বিশ্রবংশ নাগরের চন্দ্রমা আচার্য্য ॥ জিজ্ঞানিয়ে
সর্ব্বমতে তোমার দশন । কহে বিরাজিত হয় কি সকল ॥
সব পরিবারের সহিত সে আমার । তোমার প্রভাবেতে দশ-
ল অনিবার ॥ তোমার উপরে যেই মম রূপাহুয় । তাহাতে
আকৃষ্ট চিত্ত আমিহ নিশ্চয় ॥ কবে ভূমি আগমন করিব
এথায । পথ নিরীক্ণে আমি থাকি সর্ব্বদায ॥ তদুত্তমি
আমারে য়ে করিলা স্মরণ । তদুচিত্রকাল পরে করিলা দশন
তোমার স্বাধীন আমি জানিব বান্ধব । আপন ইচ্ছায এথা
করহ ক্রীড়ন ॥ পরীক্ষিত কহে জনশর্মা দ্বিজবরে । সম্পূর্ণ স-
জ্জম আর প্রেমানন্দ ভরে ॥ বশীকৃত হই তবেপ্রত্যুত্তর দিতে
শক্ত নাহি হন আর দর্শন করিতে ॥ বাম্পাতে সম্যক ক্লক
কণ্ট সে হইল । নয়নের দৃষ্টি অশ্রু ধারায় রোধিল ॥ কেবল
শ্রীকৃষ্ণের চরণ পদদ্বয় । মস্তকে ধরিয়া বহু রোদন করয় ॥
নাতা চূড়ামণিকৃষ্ণ ভাবে নিজমনে । এই বিশ্র করিলেক
আত্মা সমপাণে ॥ আমি যদি বশীভূত রূপেতে ইহারে ।

নিজ আত্মা সমর্পণ করিয়ে প্রচারে ॥ তবে সম হৈলে মক্ষ
 কিবা উদারতা। আমা হৈতে অধিকো না দেখিয়ে দেষতা ॥
 হইলা আত্মস প্রতিদেয় না দেখিয়া। বলে গাত্র হৈতে অল
 হার আকর্ষিয়া ॥ সসব ভূষণে বিপ্রে করিয়া ভূষিত। স্বরূপ
 পের মত করিলেন সুশোভিত ॥ এইমতে কৃষ্ণ নিজ গ্রিষ সহ
 চার। গোপ দ্বয়ারত্ন করি প্রতিপন্ন তাঁর ॥ তাহাতে পরম
 রূপা করিলা বিস্তার। জনশর্মা পাইয়া সে করুণার সার ॥
 স্বরূপের মত বিধানেন্তে সুনিশ্চয়। পরিপূর্ণ নরকফল হৈল সে
 সময়। অতঃপরে বেণুধুনি সঙ্কেত দ্বারা য। পশুদিগে আত্মা
 ন করিয়া শ্যামরাধা ॥ মুখ শব্দ বিচিত্র করিয়া সেইকণে।
 জলপান করাইলা সব পশুগণে ॥ সেইশব্দে সুখদেশে যত
 পশুগণে। নিরোধিয়া পশুগণে বসিয়া আপনে ॥ জনশর্মা
 স্বরূপ অগ্রজ সখাগণ। সকলের সহ কৈলা জলেতে ক্রীড়ন
 পারস্পর জল সেকে কৃষ্ণ সখাগণে। কভুজল দিয়া করে ভঞ্জে
 র প্রাপণে ॥ কভু সখাগণ হৈতে পাই ভক্তভরা বিহার বিদক
 কৃষ্ণ হাবেন সিস্তর ॥ বহুজল বাদ্য শুভতাদের সহিত। রাজা
 ইষ রমণার প্রবাহে স্তবিত ॥ শ্রোতের উজান আর ভাটা য
 তখন। করিলেন বিচিত্র ক্রীড়ন সন্তরণ ॥ কভু রমণার জলে
 লুকাইয়া কাষ। পদ্মবনেকৃষ্ণ নিজ মুখ রাখিতাষ ॥ অতুল
 এইমতে হইলেন স্থিত। যেন কেহ তাঁহার নাপারাবে ল-
 কিত ॥ কৃষ্ণের দর্শন প্রাপণ ধরে সখাগণ। আনুষণ করি
 কৃষ্ণে নাপান যখন ॥ বহু গণ ব প্র বুকি হইয়া তখন। মহা
 মুখি মুখ রাখে ক রণ রোদিন ॥ তবে হৃদি পদ্মবন টেজে

বাহিরিলা। সখাগণ যেনমাত্র শ্রীকৃষ্ণ দেখিল। ॥ একটুই
সমূহে বিকাসি নখন। লক্ষ্যগতি হবে অগ্রো করেণ গমন। ॥
শরন কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁদের সহিত। বিহরেণ জলক্রড়া করি
সুবিহিত। ॥ গম্য পুন্সে মৃগাল সমূহে গাঁথি হার। সহচর গণে
করিলেন সালঙ্কার। ॥ সেইরূপ মালাও কৃষ্ণেরে হবে দিল।
জল হৈতে তবেসবে উপরে উঠিল। ॥ মধ্যাহ্নে ভোজন
করিতে সেইবনে। রমুনায় পুলিন বিস্তীর্ণ সুশোভনে। ॥ সখা
সহ বসিলেন মণ্ডলী করিয়া। সকলেয় মধ্যে বলভাবে বসন
ইয়া। ॥ নিজঃ গৃহ হৈতে প্রাতঃকালে যেই। আনিল অচ্যুত
ভোজ্য দ্রব্য সব সেই ॥ স্বয়ং পরিবেশন করেণ বিলম্বিয়া।
লীলায় রচিত নৃত্যগতিতে ভ্রমিয়া। ॥ সকলঋতুতে যেইকল
সব হয়। বৃন্দাবনে নিত্য ২ সকল জন্ময়। ॥ আনিয়া সকল
সব অতি স্বাদুতরে। ওগো মাতা যথা কুটিদেন সহচরে ॥

কলানাং নামান্যাহ। রসাল তাল বিলুনি বদরাম
লকানিচ। সারিকেলানিশনস দাক্ষা কদলকানিচ।

নাগরঙ্গানি। পিলুনি কবীরাণ্য পরাণ্যপি। খজুর

দাড়িমাদীনি পক্কানি রসবন্তি ইতি ॥

যেই সবকল পরিবেশন করিলা। তার মধ্যে কিছু ২ আগ
নিলইলা ॥ থাকি তার ২ কাছে অচ্যুত খায়েন। সহচরগণে
রেও যত্নে খাওয়ায়েন ॥ সখাগণ কিছু খায়া মিকি পরো-
ক্ষিয়া। উঠি ২ কৃষ্ণমুখে দেন সাদরিয়া ॥ প্রশংসি কৌশল
হাস্যে মধুর চর্চনে। নানা মুখ ভঞ্জে হাসায়েন সখাগণে ॥
নানা পেষদ্রব্য আন মিকি তরু আর। অলাবু পায়াদি ধৃত

জল যমুনার ॥ পিয়া পিয়াইয়া গোপগণে ভ্রমে স্থিত । নানা
 বিধ সুখক্রোড়া কৌতুক পণ্ডিত ॥ আচমন করিয়া তায়ুল সুন-
 গন্ধিত । আপনং গৃহ হইতে আনীত ॥ গুবাককপূর আদি
 মসলা মিলনে । বিভাগ করিয়া কৃষ্ণ খায়েন আপনে ॥ শুভ
 সীমালতী জাতী লবঙ্গমল্লিকা । স্বর্ণযুথী শ্বেতযুথীকেতকী
 ক্রিষ্টিকা ॥ দ্রুদ দ্রুজ করবীর মাধবী কাঞ্চন । রক্তপদ্ম শ্বেত
 পদ্ম পলাশ দমন ॥ কদম্ব বদল নাগ পুষ্পাগচম্পক । জবানব
 মল্লিকা অর্জুন পাটলক ॥ দ্রটজ অশোক বাস কর্ণিকা ম-
 দ্ভার । প্রিয়ক প্রভৃতি পুষ্প বিবিধ প্রকার ॥ পত্রসহ আনি
 বিরচিলা সখায়ত । বৈজয়ন্তী বনমালা আদি নানামত ॥
 অগুরু কস্তুরী আর দ্রুক্ষু মচন্দন । বৃন্দাবন হৈতে সবে কৈলা
 আনয়ন ॥ অন্য সুগন্ধি সহিত করিয়া পেষণ । সকলের অঙ্গ
 তাহে হইল লেপন ॥ নিঃশ্রেণে সুগন্ধি পুষ্প সুবাসিত বরে ।
 নখকর পুঞ্জ গুঞ্জ শব্দকরে ॥ নবীন কোমল পত্র গুল্মপুষ্প
 জাতে । রচিত শয়্যায কৃষ্ণ শুইলেন তাতে ॥ প্রিয়সখা শ্রীদা-
 মের ক্রোড়ে শিরদ্বিলা । পদ সন্ধ্যাহন কেহ করিতে লাগিলা
 কেশ প্রসাধেয কেহ কর সন্ধ্যাহয়ে । কেহ গীত শুব কেহ পাত্রে
 তে বীজয়ে ॥ মুখ কমলের নানা করিয়া বিকার । কৌশলের
 ভঙ্গী শব তাহাতে প্রচার ॥ হাস্য কেলি দক্ষ সখাগণে সুখ
 দেন । রামসহ বিশ্বামের কেলি বিস্তারেণ ॥ পরে শিঙ্গা বেণু
 নামে উঠায্যা গোপগণে । গোবর্দ্ধন নিকটেতে করেণ চারণে
 শিখাণ্ডের চূড়া হরিতালের তিলক । গুঞ্জামালা প্রভৃতিতে
 যত্নে কদালক ॥ আনি পুষ্পে করিব রচিত । এতকহিয়া থাকি

করেণ ভূষিত ॥ নূতন আগত জনশর্য্য বিশেষে । সমর্পণ
করি কৃষ্ণ স্বরূপের করে ॥ সাযংকালে পূর্ব্বমত বজ্রে প্রবে
শিয়া । বিলাস করেণ বজ্রজনে হর্ষদিয়া ॥ এইমতে ইতিহাস
করি সমাপন । মাতাপ্রতি পরীক্ষিত কহেনবচন । শ্রীগোপী
নাথের প্রসন্নতা পাইয়াছ । মহাসাধজন মত মতি হইয়াছ
আপন প্রশ্নেরমাত্রা উত্তরএকণে । আপনি বিচারকরিকরহণ
হণে ॥ পুন পরীক্ষিত মাতৃ স্নেহেতে উত্তর । প্রকাশিয়া ফলি
তার্থ উপদেশ পর ॥ প্রকরণাথের উপসংহার করিয়া । কহে
ন জননী প্রতি ভক্ত বোধ দিয়া ॥ সম্পূর্ণ পরমানন্দ সমূহ স্নে
ভায় । তার অন্তঃসীমার গভীর সিদ্ধু প্রায় ॥ শ্রীগোলোক
তাহাতে গমন গো জননি । আপনি প্রয়াস দ্বারা সাধহ এখ
নি ॥ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদেতে তত্ত্রগতি । তথাপি নিমিত্ত
সাধকের প্রকারিতি ॥ অন্যথা সর্ব্বত্রদি উদাসীনহয় । তবে
ভগবানের প্রসাদ কভুনয় ॥ য়েগোলোকে যাত্রামাত্র সেনা
থ সহিত । মধুর ২ ক্রীড়া নানা সংঘটিত ॥ যদিকহ তোমার
উক্তির অনুসার । শ্রীগোলোক সহ এই ভৌম মথুরার । অত
দ হেতুক কেন এখানে গমন । নাসাধিয়ে তাহে শুন উত্তর
বচন ॥ গমন মাত্রোতে ভৌম মথুরা মণ্ডলে । যে কোনবাক্তির
সদা সময় সকলে ॥ শ্রীকৃষ্ণর সহ সেই বিবিধ ক্রীড়ন । গিদ্ধ
নাহি হয় নিরন্তর কদাচন ॥ কিন্তু কোন দ্বাপর যুগান্তেয়ে
সময় । শ্রীগোলোক নাথ অবতরি প্রকটয় । সেকালে গমন
মাত্রে সবার নিশ্চয় । যে কোন প্রকারেতে নানস সিদ্ধ হয় ॥
অন্যকালে কৃষ্ণপ্রিয় জন কৃপাচেষে । ভৌম মথুরাষ কারো

ইউনিক্ত হযে ॥ সেই হেতু কৃষ্ণ পদ প্রিয় রাহাদের । পদধূনি
 সঞ্চয়কর হ তাহাদের ॥ ও গোমাতা শিরোধর সেখুনি নিশ্চয়
 রাহে গতমাত্রে নিজাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥ গোপী দ্রুততট দ্রুত
 নের শোভাভর । তাহে আদু শ্রীযুক্ত চরণ দ্বাবর ॥ তার
 প্রীতি যুক্ত সদা করয়ে প্রদান । জানিবারে ইচ্ছা গো জননি
 হৈন স্থান ॥ এই হেতু সংপ্রতিক সম্বন্ধে তোমার । মধুর গহন
 প্রশু ভর অনুসার ॥ কহিলাম শ্রীগোলোক নাহা অ্য সঞ্চয় ।
 রাহা শুনি অশেষ সংশয় নাশ হয় ॥ বৈদ্রুণ্ডোরাউপরি য়ে
 ধাম বিরাজয় । অন্য কোন উপায়ে তাহার লাভ নয় ॥ নি-
 ভান্ত শ্রীগোপীনাথ পদ প্রেমচয়ে । লাভকর সেই ধাম জানি
 হ নিশ্চয়ে ॥ বাহ্যার ২ পরে গুরু বল য়েই । তাহার প্রাপ্তির
 ভূমি শ্রীগোলোক সেই ॥ য়ে গোলোক বাসি জনে য়েজন আ-
 রেণ । তারে অতি প্রেম সম্পত্তির নিষ্ঠাদেন ॥ সংপ্রতিক
 এই উক্ত উপাখ্যান দ্বয়ে । মহামুনিগণের য়ে যুক্ত বাক্য হযে
 কহিয়ে একগে তাহা করহ অবগ । রাহে নিজ চিত্তের হইবে স
 স্তোষণ ॥ সকলের উক্ত শ্রীবৈদ্রুণ্ড লোক হয় । নারদাদি বৃদ্ধ
 ঋষি গণ্ডেতে দেবয ॥ তত্রগতি হয় উমাসহ শ্রীশিবের ।
 জ্যোতিঃস্বরূপের মহাশয় সকলের ॥ তাহার উপরে শ্রীগো
 লোক বিরাজয় । য়ারে সাধনেতে যোগ্য নন্দাদি পালয় ॥
 অথবা রাহারা যোগ্য কৃষ্ণবশীকারে । শ্রীরাধা প্রভৃতিপালে
 বিচিত্র বিহারে ॥ সেই ধাম নিত্য সর্ব সময়েতে গত । মহা
 প্রকান্ত পর হয়ত মহত ॥ সর্বোপরি বৈদ্রুণ্ডের উপরি রা
 জয় । সমাধির দ্বারা জানিবারে শক্য হয় ॥ জিজ্ঞাসিবা

বুদ্ধারে ইন্দ্রাদিদেব সব । করিতে নাপারেণ দ্বাহার অনু-
 ভব ॥ বুদ্ধারে দুর্জয় ইথে কইল ধ্বনিত । অনেক জানিনেক
 কিবা তারে প্রকাশিত । শমদমে যুক্ত য়ে সুকৃত কর্মাজন ।
 সত্যলোক প্রায় স্ত তাদের প্রাপ্য হন ॥ বুদ্ধ লোকে তপ-
 স্যায় যুক্ত যেই নর । শ্রীবৈষ্ণব লোক শ্রেষ্ঠাগতি নিরন্তর ॥
 গোপ গোপী প্রভৃতির গোলোকেতে গতি । অনেক সেলো-
 ক হয় দুরারোহা অতি ॥ ইন্দ্র যবে বর্ষণে তাহারে দুঃখদিল
 ধৃতিমান ধীরকৃষ্ণ তখন রক্ষিল ॥ করিবংশে এই সব কহিল
 বচন । ক্ষুদ্র পুরাণীয ইবে শুনিহ কথন ॥ এবং বহুবিধ কপে
 পৃথীত ভ্রমণ । শ্রীগোলোক বুদ্ধলোক সত্য সনাতন ॥ কহে
 ন জনমেজয় হে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব । বৈশম্পায়নের মুখে এই লোক
 সব । শুনিয়া ভখন কোন অর্থ হৈল জ্ঞান । তোমা হৈতে শুনি
 কোন অর্থ চিত্ত ভান ॥ সত্যনামে বুদ্ধলোক প্রপঞ্চ মধ্যে
 তে । ইত্যাদিক অর্থ জ্ঞান কইল পূর্ণোত্তে ॥ তব মুখে নেই সব
 করিয়া শ্রবণ । প্রপঞ্চের অতি বৈষ্ণবোপরি হন ॥ শ্রীগো-
 লোক ইত্যাদিক অর্থ এইরূপে । তব প্রসাদেতে দীপ্ত পায়
 মঙ্গলান । ভাগবত সকলের আশ্রয় মন্দির । পরম সত্য
 সার নাহি আছে সীমা ॥ কথার সমাপ্তি আশঙ্কিয়া মম
 মন । পরিভ্রমণ কর যেন জুর যুক্তজন ॥ কিছু রসায়ন রক্ষ
 তাঁর ভক্তকথা । দানকর অতি সুখ থাকে মন রথা ॥ শুনি
 জৈমিনি কহেন যেন রসায়ন । গোলে ক নাহি আয়ো বুদ্ধ স-
 চিত্ত বচন ॥ অথা বজ্র তার তদাসির মহিমার । দশমস্কন্দো
 ক্রপদ্যে করেণ বিস্তার ॥ ওহে বত্স মধুর বিচিত্র ভাবমণ্ডে

তব পিতা যেরূপে কহিল উপাখ্যান দ্বয়ে ॥ তাহে যুক্ত পদ্যসব
মনোহর হয় ॥ শ্রুতি স্মৃতি গণের নানার্থ সার ময় ॥ হৃদে হৈয়া
গোলকের মাহাত্ম্য কথায় ॥ গাইল তোমার অগ্রে সুখে
মন ভায় ॥ তাহে তব তাত বিয়োগের দুঃখ যায় ॥ সুখেতে
ভ্রমিষে তাহা কহিষে তোমায় ॥ বৃক্ষ সংহিতা যাং ॥

আনন্দ চৈয়্বরস প্রতিভাবিতাভিস্তাভি য় এব নিজ
রূপতয়া কলাভিঃ ॥ গোলোক এব নিবসত্য খিলাত্ম
ভূতো গোবিন্দ মা দি পুরুষং তমঃ ভজামি ॥ ০ ॥

সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকী সেগুন রূপাদিক ॥ অথবা গীতাংশ গোপ
গোপী প্রভৃতিক ॥ স্বাভাবিক হেতু কিবা সমান বিভবে ॥ আ
নন্দ চৈয়্বরসে নির্মিত য়ে সবে ॥ তাঁহাদের সহিত শ্রীগো
লোকে নিশ্চয় ॥ অখিলের অন্তর্যামি য়েই নিবসয় ॥ সেই
শ্রীগোবিন্দ আদি পুরুষ য়েহন ॥ তাঁহার করিষে আমি নি
তান্ত ভজন ॥ তত্রৈব ॥

গোলোকনাম নিজধাম নিতলে চতস্য দেবী মতেশ
হরিধাম সুতে যুতে ব ॥ তেতে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ
য়েন গোবিন্দ মা দি পুরুষং তমঃ ভজামি ॥ ০ ॥

গোলোকাখ্য নিজধামে তলে ও তাহার ॥ প্রকৃতির শিবের
হরির ধামে আর ॥ প্রভাব সমূহ কৈল য়ে প্রকট দিষে ॥ সেই
আদি পুরুষ গোবিন্দে রে ভজিষে ॥ তত্রৈব ॥

শ্রিঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কম্পতরবোদ্ধমা
ভূমিশ্চিত্তামণি গণময়ী তোষ মমৃতং ॥ কথা গান
নাট্যং গমন মপি বংশী প্রিয়সখী চ দানন্দং জ্যোতিঃ
পরম পিতদাস্বাদ্য মপি চ ॥ ০ ॥

যে গোলোকে নারীগণ মহালক্ষ্মী হয় । পরম পুরুষ কৃষ্ণ
কান্ত বিরাজয় ॥ বৃক্ষগণ কম্পতরু অমৃত সে জল । চিন্তামণি
গণময়ী ভষ্মিত সকল । কথা গান কণ সুখাবহের কারণ ।
প্রিয়সখা বংশী নাট্য স্বরূপ গমন ॥ প্রদীপাদিজ্যোত চিদা
নন্দ রূপ রাখ । গোবিন্দ অধরা মৃত আত্মা হ্য ভাহার ॥ প্রায়
সেই স্থলে ভগবতী গোপিকার । প্রাধান্য হেতুক হেন কহি
লেন দার ॥ তত্বেব ।

সয়ত্র কীরীদ্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সমদান্ নিমেষা

দ্ধাখ্যোব ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ । ভজে শ্বেত

দ্বীপং তমহ মিহ গোলো মিতিয়ং বিদন্তস্তে নন্তঃ

ক্ষিতি বিরল চারঃ কতিপয়ে ॥ ১ ॥

যেই শ্বেতদ্বীপে কীর সাগর নন্দরে । কামধেনু সকল হই
তে নিহন্তরে ॥ নিমেষাক্ষ পুরাঙ্কায় যেখানে সময় । নাহি
রাখ অর্থাৎ নাটক কালভয় ॥ সেই শ্বেতদ্বীপে জ্বামি করি
যে ভজন । বিশুদ্ধ দ্বীপের তল্য কোন স্থান নন ॥ প্রপঞ্চান্ত
গুণ কীর সমুদ্রে বর্তয় । শ্বেতদ্বীপ নামে সেই স্থান ইহানয়
রাখারে গোলোক করি জানেন প্রভব । ক্ষিতিতে বিরল চারি
কতক সাধব ॥ ইহাতে নিগূঢ়স্থান হইল সুচিত । সর্বজন তা
হারে না জানেন নিশ্চিত ॥ শ্রীদশমস্কন্ধে ।

পূর্ণাবত বৃক্ষভাবো রদযং নৃলিঙ্গ গূঢ়ঃ পুরাণ পুরুষো

বনচিত্রমাণ্যঃ । গাঃ পালয়ন সত্বলঃ কুণযং শ্চ বেণুং

বিক্রি ডাযাধতি গিরিত্র রমাক্ষি তাজ্জিঃ ॥ ১ ॥

সুখুণ্ডায় বৃক্ষ ভূমে শ্রীনন্দ নন্দন । চানুরা দ সহ যুদ্ধ করেণ

স্বধন ॥ নখুরা নাগরীসব দ্রনীতি দেখিয়া । কহেন শ্রীমুক্তা
 ব্রজভূমি প্রশংসিয়া । ব্রজভূমি কিয়া ব্রজভূমি জাত ব্রত । পুণ্য
 যুক্ত এইপূরী নাহি সমত । রাহে এই কৃষ্ণচন্দ্র পরম মোহন
 শিবমহালক্ষ্মী সার সেবেনচরণ ॥ পুরাণপুরুষ চিত্র বনমালা
 ধরে । মনুষ্য লক্ষণে গোপনীয় ভাবে চরে ॥ রামসহ কিম্বা
 গোপ দ্বন্দ্ব সহিত । গোপালন করেণ বাজাষ্য । বেণুগীত ॥
 রাস আদি বহুশীলা করিয়া রাগায় । ভ্রমণ করেণ কৃষ্ণচন্দ্র
 স্বায়ং ॥ অথবা গিরির দ্বারা করেণ ব্রক্ষণ । গিরিত্র শব্দেতে
 হব শ্রীমন্দনন্দন ॥ তঁ হারে রমণে যিঁহ হর্বতর দিযে । গিরি
 ত্র রমাশব্দেতে শ্রীরাধা কহিযে ॥ তিঁহ পূজা করেণ শ্রীচরণ
 স্পর্শ ॥ ইহাতে শ্রীব্রজভূমি পুণ্যযুক্ত সার ॥ তত্রৈব ।

অগোতি ধন্য ব্রজগোরনগরত । স্তন্যামৃতং পীত মতী
 বতে মুদা । রাসাং বিভো বত্ সতরা স্বজা স্বনা যত্
 শুভে দ্যাপ্যথ নানন্দ্য ॥ ২ ॥

বত্ স আর বালক করিল বুদ্ধানব । শ্রীমন্দনন্দন ইহা করি
 অনুভব ॥ সকলের স্বরূপসেই ইবা আপনে । একববউনতে
 করিল ক্রীড়নে ॥ বুদ্ধা আসি প্রথমতঃ ইয়া মৌহিত । তবে
 কৃষ্ণ রূপাতে হইল জ্ঞানোদিত ॥ জানিকৃষ্ণ তত্ ব্রজ জনের
 মহিমা । বর্ণন করেণ বুদ্ধা আপনি অসীমা ॥ ভগবান পান
 বরিলেন দুগ্ধ সার । মতিমা বর্ণেন হেন খেন গোপীকার ॥
 অগো অতি ধন্য ব্রজে গোরনগরত । পান কৈলা স্তন্যামৃত
 অতি হর্বগত ॥ ওহে বিভো রাগাদের ভূক্তির কারণে । ইহা
 বত্ স বালক স্বরূপনে আপনে । অদ্যাপিহ তাহাদের ভূক্তি

না হইল । অতএব ভাণ্ডাদের নৌভাগ্য বর্ণিল ॥ যদ্যপি
শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ভক্তের প্রধান । শ্রীরাধিকা প্রভৃতি সর্বত্র সপ্র-
নাণ ॥ তাঁহাদের মহিমা বর্ণনে যুক্ত হয় । তবু প্রেম বিশে-
ষের অভাবে নিশ্চয় ॥ তাঁহাদের মহিমা বিশেষ নাজানিয়া
কহিলেন এতাদৃশ বচন প্রার্থিয়া ॥ তাহে হৈল তাঁর বাল
গোপালদর্শন । স্তব্যারস্ত মৃদুশব্দকহিল বচন ॥ কিম্বাবাক্য
সেবক হইবে বৃদ্ধতরে । আপনি তাহার পুত্র অভিমান করে
ধাক্ট্য পরিহার হেতু ভাণ্ডা না বর্ণিলা । এরূপ সিদ্ধান্ত ইথে
গোস্থামী লিখিলা ॥ তত্রৈব ॥

অষ্টোভাগ্য মনোভাগ্যঃ নন্দ গোপ ব্রজৌকমাং ।

য়গিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রজ সনাতনং ॥ ৩ ॥

নন্দ আর গোপ ব্রজবাসিগণ যত । পরমাতিশয় ভাগ্য সবা
র সম্যক ॥ যাহাদের মিত্র হিতকারী সদা হন । পরানন্দ দায়ি
পূর্ণব্রজ সনাতন ॥ তত্রৈব ।

এবাস্ত ভাগ্য মহিমাচ্যুত তাবদাস্তা মেকা দশৈবহি

বযং বত ভূরিভাগাঃ । এতদ্ধ্বীক চষট্কে বসকৃত পি

বামঃ শর্বাদযোহঙ্ঘ্র্যদজ মধুন্তাসবৎতে ॥ ৪ ॥

হে অচ্যুত ইহাঁদের ভাগ্যের মহিমা খাঙ্গক ভাবত কেবা
দিতে পারে সীমা ॥ শিব ব্রজ চন্দ্র দিগ বাতাক প্রচেতঃ ।
অশ্বিরুণীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্র দ্বাদশেত ॥ প্রজাপতি এই ত্রয়ো-
দশ মোরাগণ । বহুভাগ্যবান কহি তাহার কারণ ॥ ব্রজবাসি
দের অহঙ্কার বৃদ্ধি মন । চক্ষুর্কর্ণত্বক রসন নাসিকা বচন ॥
পাণি পাদ এইসব ইন্দ্রিয়ের গণে । অধিষ্ঠাতা আমরা সকলে

অনুগ্ৰহে ॥ তব পাদ পদ্ম মধু অমৃতসমান । প্রাণদায়ি ইন্দ্রি
য চষকে করি পান ॥ তত্রৈব ।

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং যক্ষোদ্রলেপি
কতমাঙ্ঘ্রি বজোভিষেকঃ । যজ্ঞাবিতস্ত নিখিলং ভগ
বন্মুদ্রন্দ স্তুদ্যাপি যত্পদরজঃ ক্রতি ম্গ্যমেব ॥ ৫ ॥

সেই ভূরি ভাগ্য মম ত্ৰাণাদি রূপেতে । কো না জন্ম হয় এই
বনে গোদ্রলেতে ॥ গ্রাহে গোদ্রলেব কোনো জনেরো চরণ
ধূলি অভিষেক মম হয়ত প্রাপণ ॥ গ্রাহাদের নিখিল জীবন
ভগবান । মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্য কারুণ্যাদি স্থান ॥ প্রেম
সুখ দায়ক হয়েন ক্রতিচয় । যাঁর পদধূলি সে অদ্যাপি অন্নে
যয় ॥ তত্রৈব ॥

এযাং ঘোষ নিবাসিনা মৃতভবান কিংদেব রাতেতি
নশ্চেতো বিশ্বফলাত্ফলং ভ্রূদপরাং দ্রূপাণ্যযমু
হ্যতি । সর্বেশাদিব পুতনাপি সত্রল জ্বামেব দেবা-
পিতা ব্রহ্মমার্থ সুহৃৎ প্রিয়ান্ন তনয় প্রাণাশয়া
স্তত্কৃতে ॥ ৬ ॥

সর্ব ফলার্থক তুমি তোমাহেতে অন্য । কিবা ফল তুমি বুল
বানিগণে ধন্য ॥ দিবে ইতি ওহে দেবআমাদেরমন । সর্বস্য
গ্রাহীয়া বিচারিয়া মুক্ত হন । তোমার অঞ্চলী কারি দ্রব্যকোন
স্থানে । না পাইয়া মুক্ত হয়চিত্ত সাবধানে ॥ যদি কহ ইহাঁদি
গে আপনারে দিবে । অঞ্চলী হইবে তাহা কভু নাভাবিবে ॥
ভক্তসম বেশমাত্র পুতনা করিল । আপনারদ্রলসহ তোমারে
পাইল ॥ যাঁহাদের ধাম অর্থ বক্ষপ্রিয়মন । পুত্র প্রাণাশয়

তব অর্থে সর্ধক্ষণ ॥ ভক্তি বিশেষের হেতু বুজবাসিগণে । মহা
ধর্মী মত শুভু থাকিলে আপনে ॥ তত্রৈব ।

ভাবদ্রাগাদয় স্তেনা স্তাবত্ কাবাগ্হং গৃহং । তাব
আহো জি নিগডো রাবত্ কৃষ্ণনভেজনাঃ ॥ ৭ ॥

তাবত রাগাদি সব হয় চৌর্য্যকারি । বিবেক ধৈর্য্যাদি সর্ধ
গুণ রত্কারি ॥ তাবত হয়ত গৃহ যেন কারাগার । তাবত
সে মোহ পাদ শৃঙ্খল আকার ॥ রাবত হে কৃষ্ণ ভক্তি নাহয়
তোমার । তবভক্ত হৈলে সব করে উপকার ॥ তত্রৈব ॥

প্রপঞ্চ নিস্পৃগ্ধোপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে । প্রপন্ন
জনতানন্দ সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ৮ ॥

নিজভক্ত সকলের আনন্দ নিচয় । করিবারে বিস্তার হে
প্রভো সুনিশ্চয় ॥ প্রপঞ্চের অতীত হইবা তুমি সার । করিছ
ভূতলে প্ৰপন্নাদি অনুকার ॥ তত্রৈব ॥

জানন্তু এব জানন্তু কিংবহুজ্ঞা নমোপ্রভো । মনসো
বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং ॥ ৯ ॥

জ্ঞানে রতুবান জ্ঞান বরুক সাধন । ভক্তির মহিমা বলুকি
কব কখন ॥ হে প্রভো বিচিত্রানন্ত গরিম প্রভাব । তোমার
বৈভব ভক্তি মহিমানুভাব ॥ নহে মমকায মন বাক্যের ব্যা-
পার । অপরিচ্ছিন্নত্ব অবিতক্য হেতু তার ॥ দ্বিতীয় প্রকার
অর্থ শ্রবণ হে কর । প্রভো সর্ধবিলক্ষণ রূপ শ্রেষ্ঠতর ॥ তব
শরীরের যেই বৈভব সে হয় । মম মনো বচনের নাহয় বিবয়
কি তা তব মনোবপু বাক্যের বৈভব । নাহয় গোচর মম তার
অনুভব ॥ তৃতীয়ার্থে এষাংশকল্যানে অনুবৃত্তি । পূর্বশ্লোক

হৈতে তাহে শুন অর্থ বৃদ্ধি ॥ অতোহে অপরিচ্ছিন্ন চিত্র
শক্তিমান । এইবুজবাসি সকলের মহিমান ॥ নম আর তব
কায মনাদি গোচর । নাহি হয় ইথে সুমাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠ
তর ॥ তত্রৈব ॥

অনুজানোহি মাংকৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেতসি সর্বদৃক্ ॥

মেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতন্তবাগিতং ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের প্রসাদ হৈল পূর্বোক্ত স্তবনে । অখিলাভিমান গেল
ব্রহ্মার তখনে ॥ অতি দৈন্যপ্রায়ে বুজবাসি সন্ন্যাসনে । অ-
যোগ্য দেখিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানে ॥ তাহে অন্য অপরাধ
আশঙ্ক্য করিয়া । নিজস্থানে রাইবারে কহেন প্রার্থিয়া ॥
আমাদের নিকৃষ্টতা মহিমা আপন । নিশ্চয় জানহুনি সর্ব
সর্বক্ষণ ॥ য়েহেতু সাক্ষাত সর্ব দেখহ নিশ্চয় । তাহে স্তব
করিতেও শক্তি নাহিহয় ॥ গমনে আমারেকর অনুজ্ঞা প্রদান
এইক্ষণে রাই আমি প্রভো নির্জ স্থান ॥ জগতের নাথ তুমি
হওতনিশ্চিত । তথাপি জগতকৈলু তোমারে অপিত ॥ তত্রৈব

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিঙ্গল পুঙ্কর জোষ দায়িন্শ্চ নির্জর দ্বিজ
পশুদধি বৃদ্ধিকারিন্ । উদ্ধর্মশার্কর হর ক্রিতিরাক্ষ
সধু গাক্ষপ মকে মসন ভগবন্নমন্তে ॥ ১১ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিঙ্গল পদ্ম প্রীতি দায়ি । ইহাতে সূর্যের সহ
উপমা নিশ্চায়ি ॥ পৃথ্বী আর দেব আর দ্বিজ সিক্তপম । তা-
হাদের বৃদ্ধিকারি হেতু চন্দ্র সম ॥ হে পাণ্ডুধর্ম অন্ধকারের
হারক । ক্রিতিতে রাক্ষস কংসাদির বিনাশক ॥ আদিভ

শ্রীমৎ সর্বপূজ্য ভগবান । আকম্প পর্যন্ত করি প্রণাম বি-
ধান ॥ তত্রৈব ।

ধন্যেয মদ্যধরনী ভূগবিরূপস্তু ভূ পাদম্পর্শে দ্রুমা
লতাঃকরজাতি সৃষ্টাঃ । নদ্যোদযঃ খগমৃগাঃ সদযাব
লৌকৈর্গোপেয়া ভুরেণ তুজযোরপি যতম্পৃহ শ্রী । ১১ ।

গোপালনলীলায পৌগণ্ডে বৃন্দাবনে । বলরাম প্রতিকুল
শ্রীকৃষ্ণ আপনে ॥ অদ্য এই ধরা ভূগ শুভাদিক আর । তব
পাদম্পর্শ তেত্ত হৈল ধন্য সার ॥ বৃক্ষলতাগণ ভব কস্তের
স্পর্শনে । নদী গিরি খগমৃগ দযাবলোকনে ॥ সবে ধন্য
গোপাগণ ধন্য অভিষ্য । যাঁহাদের বক্ষ শোভা লক্ষ্মীও
বৃঙ্খ ॥ ক্রমেই সকলের ধন্যত্বকহিতে । গোপীসব সর্বশ্রেষ্ঠা
হইল সূচিত ॥ তত্রৈব ॥

বৃন্দাবনং সখি ভূবা বিভনোতি কীর্ত্তিং ব্রহ্মেবকী
সুভ পদাযুক্ত লজ্জা লক্ষি । গোবিন্দবেণু মনুমত্তমধুর
নৃত্যং প্রেক্ষাদি সাযুবরতান্য সমস্ত সঙ্গং ॥ ১৩ ॥

বৃন্দাবন মধ্যেগত শ্রীনন্দ নন্দন । করিলেন মনোহর বংশীর
বাদন ॥ তাহা শুনি গুরু মধ্যস্থিতা গোপীগণ । প্রেমে পূর্ণা
পরস্পর কহয়ে কথন ॥ ওহে সখি শ্রীরাধিকে এই বৃন্দাবন
পৃথিবীর জীর্ত্তি করিতেছে বিস্তারণ ॥ যোহন্তক দেবকী সুত
র শ্রীচরণ । ইহতে লভিয়াছে সর্বশোভারূপধন ॥ গোবিন্দের
বেণু নাদ করিয়া শ্রবণ । মেঘজালে নৃত্যকরে নহুরের গণ ॥
তাহা দেখি পার্বতের শৃঙ্গের উপরে । অন্য পার্শ্বগণ যত
আসি নৃত্যকরে ॥ তত্রৈব ॥

হস্তায় মদিরবলা হরিদাস বয়েঃ। রদামবক্ষ চরণ।

স্পর্শ প্রমোদঃ। মানং তনোতি সহ গোগণযো স্তযো

স্বত্ পানীয় সূর্যবস কন্দর জন্দ মূলেঃ ॥ ১৪ ॥

তে অবলা হস্ত এই গিরিগোবর্দ্ধন। হরিদাসসকলের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ ছন ॥ যেরে তুক রদামবক্ষ চরণ স্পর্শনে। কিম্বা ক্রীড়ান
কারি সেই কৃষ্ণের চরণে ॥ তাহার স্পর্শনেতে প্রমোদ যুক্ত
হয়। জল ঘাস গুহা কন্দ মূলে সম দয় ॥ ধেনু আর সহচর
গণের নহিত। শ্রীরাম কৃষ্ণের পূজা করে বিস্তারিত ॥ অথবা
রম্যে সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ। তাহারে গিরিবরে কঃ যে স্পর্শন
কঠিনতা। ত্যজি অতি কোমল হইয়া। প্রমোদ তাঁহারে দেনু
চরণ সেবিষ্য ॥ তত্রৈব ॥

দৃষ্টবাতপে বজ্রপশুন্ সহ রাম গোপৈঃ সঞ্চারয়ন্ত

মনুবেণু মুদীরয়ন্ত ॥ প্রেম প্রবদ্ধ উদিতঃ দ্রসূনা বলী

ভিঃ সখ্য ব্যাধাৎ স্বপূর্ণাশ্রুদ আতপাত্র ॥ ১৫ ॥

বলরাম তার সহ সহচরগণ। বোদে বজ্রপশুগণে করেণ চা
রণ ॥ প্রতিকূর্ণ বেণুনা দ করেণ পূরণ। দেখিয়া অশ্রুদ প্রেমে
বাড়িয়া তখন ॥ উদিত হইয়া বিন্দু জলবারে। প্রিয়ের হইল
ছত্র নিজ কলেবরে ॥ তত্রৈব ॥

নদ্যস্তদাতদুপধার্য মুহুন্দ গীত মা বর্ত্ত লক্ষিত

মনোভবভগ্নবেগাঃ। আলিঙ্গন স্থগিত নৃস্মিত্তৌজসু

রারে গৃহস্ত পাদ যুগলং কমলোপহারঃ ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যাদ্য শূনি ভবে মুহুন্দের গীত। আবর্ত্ত দর্শিত
কামে ভগ্নবেগান্বিত ॥ কিম্বা মুহুন্দগীতের শোভা পরস্পরে

অতি প্রকাশিত কামে ভগ্নবেগ ধরে ॥ উর্মিরূপে ভূজে নুরা
রির পাদদ্বয় । আলিঙ্গনে স্থগিত সে গ্রহণ করয় ॥ রাহাদের
পূজার সামগ্রী পশ্চিমব । কিম্বা কমলার পূজ্যা নৌভাগ্য
প্রভব ॥ তত্ৰৈব ।

বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং বঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্প ফলা

চ্যাঃ । প্রথম ভাব বিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃদে তনবো

ববুঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব লোক উক্ত বেণুনা দৈবৈপন্ন । বৃন্দাবনাদিতে যেই
লতা বক্র ॥ ভক্তিবশে হৈন্ত কৃষ্ণ নিজচিত্তে স্থিত । গোপ-
নীয তবে এম্বে করণ ব্যঞ্জিত ॥ পুষ্প তার কল তবে যুক্ত
অনিবার । বিনয়াদি গুণে নমুগত পরিবার ॥ প্রেমেরে সন্ত
ই তনুসদা মধুধার । বর্ষণ করণ আনন্দাশ্রয়সম্ভার । তত্ৰৈব

এতে হলিনাস্তব রশো নখিল লোক তীর্থং গায়ন্ত

আদি পুরুষানুপথ্য । ভজন্তে । প্রায়ো অগ্নিষ্মুনিগণ

ভবদীয মথ্য । গুচং বনৈপি ন জহত্য নমাত্মদৈবং ॥ ১৮

বদ্রামে কৈতেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্বমত । আদি পুরুষ এই সব
অলিয়ত ॥ পথে ২ ভজি গিছে করয়ে প্রস্থান । তবে রশ মর্দ
লোক ত্রাতৃ করিগান ॥ প্রায় এই সকলসেই হয় মনিগণ । তন্ত
সব মধ্যে হয় নুখ্য ২ জন । নিজ ইন্দ্ৰদেব আছে সঙ্গগাপনে
বনে । তথাপিও ত্যাগ নাহি করে কদাচনে ॥ তত্ৰৈব ॥

সরসি সারস হংস । বহুজা স্তারুগাত হৃদ চেতস

ত্রাত । পরিম্পাদতে যত্চিহ্না বক্তবীণিত দূশো

ধৃত নৌনান ॥ ১৯ ॥

দিবার বিরহ দুঃখ শান্তির কারণ । পূৰ্ণমত কৃষ্ণলীলাগায়
গোপীগণ ॥ সরোবরে সারস হংসাদি পক্ষীগণ । কৃষ্ণ কৃত
চারুগীত করিষ্যুঃ শ্রবণ ॥ সবাকার চিত্তসব হরণ হইয়া । হরি
উপাসনা করে সমীপে আসিয়া ॥ যমন করিয়া চিত্ত মৃদুত
নয়ন । ১২২ কৈল সব মৌনের ধারণ ॥ পক্ষি জাতি গণের
এমত আকর্ষণ । কহদেখি কিমতে রহিব গোপীগণ । তত্রৈব

প্রাযোবতাস্ম মনুষ্যে বিহগা বনেষ্মিন্ কৃষ্ণোক্ততং

তদুদিতং কল বেণুগীতং । আকৃষ্য য়ে দ্রুমভুজান্

কুচির এবালান্ শৃণুত্তিমীলিত দৃশো বিগতান্য রাচঃ ॥ ২০

খেদে কহে ওগো মাতা প্রায এইবনে । পক্ষীগণ মুনি কৃষ্ণ
ধর্ম প্রাযণে ॥ অথবা য়ে কৃষ্ণ প্রাযণ মুনিগণে । পক্ষির
দ্রুপ হৈল সবে এইবনে ॥ মনোহর পত্রযুক্ত বৃক্ষের শাখায়
আরাহণ করি নিমীলিত নেত্রতায় ॥ ত্যজি অন্য বাক্য
হৈয়া কৃষ্ণের ঈক্ষিত । কৃষ্ণের উদিত শুনে কলবেণুগীত ॥
বত এই খেদবাকে এইত আশাষ । কৃষ্ণ প্রাযণ পক্ষীগণ
মহাশয ॥ ষ্টিক আনাদিগে মোরা সকল ত্যজিয়া । শ্রীকৃষ্ণ
দর্শন নাচি করি বনে গিয়া ॥ তত্রৈব ॥

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতমোপি ভরিণ্য এতা যানন্দ নন্দন

মূপাত্ত বিচিত্র বেশং । আকর্ষ্য বেণু রণিতং সহ কৃষ্ণ

সারঃ পূজাং দধু বিরচিতাং শ্রণ্যাব লোকৈঃ ॥ ২১ ॥

মূঢ়গতি হইয়াও ভরিণীর গণ । ওগো সখী সব হই ধন ॥
সর্বক্ষণ ॥ বেণুশব্দ শুনি কৃষ্ণ সারের সচ্ছিত । নানাবেশভূষা
ধারি কৃষ্ণের নিশ্চিত ॥ পূজা করে শ্রণ্যাবলোকনে রচিত

অতএব ধন্য তারা হয সুবিহিত ॥ ইহাতে হরিণীগণ পতির
সহিত। কৃষ্ণ মুখ দেখে তাহে ধন্য। সুনিশ্চিত ॥ গোপিকার
মনেতেও হয সে আশয়। এপ্রকার এই শ্লোকে অর্থ নাহি
হয ॥ হরিণীগণের পতি কৃষ্ণসার হয। কৃষ্ণসার যাহাদের
এঅর্থ নিশ্চয় ॥ আমাদের পতি দেব করষে দর্শনে ॥ অত
এব অধন্য আমরা সর্বক্ষণে ॥ তত্রৈব ॥

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখ নিগত বেণুগীত পীযুষ নুতুভিত

কর্ণপুটেঃ পিৎত্ব্যঃ। শারঃ স্তন স্তপযঃকবলাঃ

অতঃ গৌবিন্দ মাংসানি দৃশ্যশ্চকলাঃ স্পর্শন্ত্যঃ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণমুখ নিগত মুরলী গীতামৃত। উদ্ধকর্ণ পুটে ধেনুগণ
পান কৃত ॥ শবন্তল্য। হৈষামুখ হৈতে গ্রাসপড়ে। স্তনহৈতে
দুগ্ধকরে যেনরহে জড়ে ॥ মনমধ্যে গোবিন্দেরে করি যা
স্পর্শন। চক্ষু সব হৈতে অষ্ট বর্ষে অনুক্ষণ ॥ কিম্বা শাব শকে
বৎস তাদের বদনে। স্তন্যদুগ্ধকপ গ্রাস করে সেইক্ষণে ॥
অন্য অর্থ পূর্বমত জানিহ ইহায ॥ অতএব ধন্য তারা হয
সমুদায় ॥ তত্রৈব ॥

বৃন্দশো ব্রজ বৃষা মৃগগাবো বেণুবাদ্য ইতচেতস

আব্রাত। দন্তদন্ট কবলা ধৃতকর্ণানিদ্ৰিতা লিখিত

চিত্রমিবাসন্ ॥ ২৩ ॥

হে সখি ব্রজের ধেনু বৃষ মৃগগণ। বেণু বাদ্যেতেচিত্র হইয়া
হরণ ॥ শীঘ্র নিজ স্থান হৈতে করি আগমন। দন্তে গ্রাস ধরি
রহে না করে ভক্ষণ ॥ বেণু শুনিবারে রহে ধৃত কণ্ঠায।
হইল নিদ্রিত কি লিখিতচিত্র ন্যায় ॥ তত্রৈব ॥

পূর্ণাঃপুলিন্দ্য উরুগায়পদজ্জ রাগ শ্রীকৃষ্ণেন দযি
তাস্তন মণ্ডিতেন । তদর্শনম্ভরুজ সূর্যকাস্তেন লি
ল্লান্ত্য আননম্ভাচবুজহস্তদাধিং ॥ ২৪ ॥

যে কৃষ্ণ কৃষ্ণপদাজ্জ রাগে শোভিত । কৃষ্ণপ্রিয়া স্তন মধ্যে
আছিল মণ্ডিত ॥ রাতিকালে পাদপদ্ম ধরিলেক স্তনে । তা
হাতে সে কৃষ্ণ লাগিল শ্রীচরণে ॥ বনের ভ্রমণে তাহা লাগি
ল তৃণভিঃ । দেখিয়া পুলিন্দী কামে পীড়িত মনেতে ॥ উঠ -
টয়া সে কৃষ্ণ লেপি মুখে স্তনে । অনির্ঝাচ্য মনোব্যথা বধ
রিল ত্যজনে ॥ ইহাতে পুলিন্দী শবরের নারী রত । হইল
কথাথ বনচারিণী সর্বতঃ ॥ তত্রৈব ॥

রদি দূরংগতঃ কৃষ্ণা বনশোভে জগায়তঃ । অহং

পূর্বমহং পূর্বমিতি সম্পৃক্ত্য রোমিরে ॥ ২৫ ॥

বুজ বাজক সবার মাহাত্ম্য এখন । গোস্থামী শ্রীশুকদেব ক
রেণ বর্ণন ॥ বন শোভা দেখিবারে শ্রীনন্দ নন্দন । রদি দূরবন
মধ্যে করেণ গমন ॥ আমি পূর্বে করিব স্পর্শন । ইহাকহি
স্পর্শি সবে করেণ ক্রীড়ন ॥ তত্রৈব ॥

ইথে সতা বুদ্ধ সুখানুভূত্যা দাস্যং গতান্য পর

দেবতেন । মায়াশ্রিতানা নরদারকেণ দাদ্যং বিজ

হঃ ক্তপুণ্য পূজাঃ ॥ ২৬ ॥

নর দারক শব্দেতে কিশোর শেখর । অতি মানাহর যেই
নববধূবর ॥ দাস্যতাষ রে গোপীরা লইলা লাগ্রহ । তাঁহা-
দের নরদারক শ্রীকৃষ্ণহয় ॥ সাধভক্ত গণের সে পদুম দেবত
তাঁহার সহিত বুদ্ধ সুখানুভবঃ ॥ বত্স চারণাদি মতে

করিল বিহার । কৃতপুণ্য পুঞ্জ যত গোপের অমার ॥ অত্র-
পুণ্য শাক্তভক্তি পরিভাষা ইয । কৃতভক্তি পুঞ্জ এই অর্থ সুনি-
শ্চয় ॥ তত্রৈব ॥

যতপাদিপাংশু বহুজন্ম কচ্ছতো যত অভিরোগিভি
রপ্যলভ্যঃ । স এব যদ্গুণ্যস্বয়ংস্থিতঃ কিংবর্ণতে
দিষ্টমহোন্নতৌকসাং ॥ ২৭ ॥

যাঁর পদরেণ বহু জন্ম কচ্ছ চ্যে । স্বীকৃত মন যোগিগণ
না লভ্যে ॥ শ্রীমচ্চিদানন্দ ঘন মূর্ত্তি সে নিশ্চয় । স্বয়ং স্থিত
যাঁহাদের চক্ষুর বিষয়ে । কেন বুজবাসি সকলের ভাগ্যচয় ।
অহো কি বর্ণিব যার সীমা নাহিহয় ॥ কিয়া মহঃশাক্তে হয়
তেজের প্রভাব । কিবর্ণিব দিষ্টমহঃ নাহিঅনুভাব ॥ তত্রৈব ।

ক্চিৎ পল্লব তম্পেষু নিরুদ্ধ শ্রম কর্ষিতঃ । বৃক্ষ মূল
শ্রযঃ শেতে গোপোত্ সঙ্কোপ বতঃ ॥ ২৮ ॥

মল্লঙ্গীলা শ্রমে কৃষ্ণ হইয়া কর্ষিত । কোনস্থানে যেশীতল
বাতেতে সেবিত ॥ কদম্বাদি বৃক্ষ তল করিয়া আশ্রয় । পল্লব
পাপাদি শয়্যাপরে সেসময় ॥ শয়ন করেণ বৃক্ষ সুখে সেই
স্থান । শ্রীদামের ক্রোড় তাঁর হয় উপধান । তত্রৈব ।

পাদ সন্যাহনং চক্ৰ কেচিত্তস্য মহাশ্বনঃ । অপরে
হত পাপ্যানো ব্যজনৈঃ সমবীজযত্ ॥ ২৯ ॥

অন্য তদনু কপাণিনোজ্ঞানি মহাশ্বনঃ । গাযত্ৰিমা
মহারাজ সুহৃৎ ক্লমুখিযঃশনৈঃ ॥ ৩০ ॥

কোন মহাশয় তাঁর পাদ সন্যাহয়ে । কোন হত অপরাধ
ব্যজনে যীজয়ে ॥ সুহৃৎ আর্দ্র বুদ্ধি কেহ অনুরূপ তার । মহা

আ কৃষ্ণর স্নেহই মনোহর সার ॥ করণ হে মহারাজ অশ্রু-
পান ॥ সখা সব হেন সেবা করে সমাধান ॥ অথ রাজ শঙ্ক
তোমাদিগেরো কখন ৷ হেন সুখ ক্রীড়ানাই বুঝ নিজমন ॥

নন্দঃ কিনকরো বুদ্ধান্ শ্রেয় এবমহোদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

মহাভাগা পপৌ যস্য স্তনং হরিঃ ॥ ৩১ ॥

মাতৃগিতঃ সুহৃদাদি শুনিয়া বিদ্রোহে ॥ রাজাগরীকিত শুক-
দেবে জিজ্ঞাসয়ে ॥ ওকেবু ক্রান্তে কিবা শ্রেয়মহোদয় ৷ করি
যাছিলেন তাহে নন্দ সুনিশ্চয় ॥ মহাভাগ্যবতীবা রশোদা
আচরিল ৷ যার স্তনপান হরি আপনিকরিল ॥ পিতাইহেতে
মাতৃস্নহ অধিক সেহন ॥ মহাভাগা স্তনপান করি একা-
রণ ॥ কিয়া নন্দপক্ষে আজ্ঞা করিল ব্রহ্মণ ৷ রশোদা পক্ষেতে
স্তনপান সে করণ ॥ তত্র ইব ৷

ততো ভক্তি ভগবতি পুত্রভূতে জনাৰ্দ্দনে ৷ দন্দ্যভ্যে

নিহর্য মানো গোপ গোপীভারত ॥ ৩২ ॥

কহেন ক্রীষ্টকবু ক্রবরের কারণ ৷ হৈলা পুত্ররূপে ভগবান
জনাৰ্দ্দন ॥ সব গোপ গোপী মধ্যে নন্দ রশোদার ৷ তাঁহা
তে হইল ভক্তি বিবিধ প্রকার ॥ হে ভারত-সম্বোধনে শ্রেষ্ঠ
বংশোদ্ভব ৷ অতএব তুমি স্বয়ং কর অনুভব ॥ তত্র ইব ॥

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোবাগত উদারধীঃ ৷ মূর্খো ব

শ্যায় পরমাং মূদং লেভ দ্রুদহ ॥ ৩৩ ॥

পুত্ন্যবধের কালে নন্দ মথুরায় ৷ গিয়াছিল আনন্দ্য শূ-
নিল সমুদায় ॥ দানশীল বুদ্ধি নন্দ রাজ সেইকণে ৷ আপন
পুত্রেরে কোড়ে করিয়া গ্রহণে ॥ অতি স্নেহমন্তকের আঘাণ
লইল ৷ ওহে দ্রুদহ হই পরম পাইল ॥ তত্র ইব ॥

স্বমাতঃস্বিন্নগত্রায়া বিস্তুতকবর সুজঃ । দৃষ্টবা পরি

শ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীত স্ববন্ধনে ॥ ৩৪ ॥

নবনীত চৌর্য ভগ্ন দধির ভাজন ॥ দেখি ক্রোধে মাতা
কৃষ্ণ করিতে বন্ধন ॥ উদার বান্ধন যত রুজ্জুতে তাঁহাষ ।
নূন ভয় দ্বিঅঙ্গুলী রুজ্জু সর্বথাষ ॥ ঘর্ম্মরুজ্জু সর্বগাত্র হটল
মাতার । খসিল কবরী আর মালিকা তাহার ॥ পরিশ্রম
দেখি কৃষ্ণ কৃপা প্রকাশনে । করিলেন স্বীকার আপনার
বন্ধনে ॥ ৩৪ টি ব ॥

নেমং বিরিক্ষে নভবো নশ্রীরপ্যঙ্গসংশয়া । এসাদে

ভেভিরে গোপী যন্তত্ প্রাপবিমুক্তিদাত ॥ ৩৫ ॥

বিমুক্তিদ কৃষ্ণ হৈতে গোপী যশোমতী । লাভ করিলেন
যেই প্রসন্নতা অতি ॥ ব্রজা শিব মহালক্ষ্মী সমাবক্রান্তিতা ।
নাগাইল সেই প্রসন্নতা সুনিশ্চিতা । সংসার বন্ধন হৈতে মুক্তি
দেখ সেই । গোপী হৈতে গোড়ি জুড়ে বাক্সা গেল সে ॥

পয়ামিরাসামপি বত পুপ্রসংহস্ততান্যলং ভগবান্

দেবকী পুত্রঃ কৈবল্যাদি অখিলার্থদঃ ॥ তাসা যবি-

রতং ক্ষেদ্রবতীনাং সুতেজগৎ । নপুনঃকম্পতে

রাজান্ সংসারোহজ্ঞান সংভবঃ ॥ ৩৬ ॥

যেহ বৃদ্ধ গোপিকার দৃষ্ট স্তনস্থিত । কৃষ্ণ পুত্র স্নেহে হেতু
হটল ক্ষান্ত । কৈবল্যাদি অখিলার্থ প্রদ ভগবান । দেবকী
নন্দন আতি করিলেন পান ॥ কৃষ্ণ পুত্র দৃষ্টি তারা করে
অবিরত । নাহয় অজ্ঞানোদ্ধার সংসার পুনত ॥ রাজসগণের
হৈল সংসার মোচন । গোপিকার তাহাছে কি হৈল প্রশংসন ॥

জন ॥ অতএব কতি শুন অর্থ বিবরণ । সম্যক্কার সঙ্গার শ
 ক্বেতে মুক্তি হন ॥ অকার বিশেষ নাহিকরি এইবার । জন
 হৈতে হয় মুক্তি জানিহ প্রকার ॥ তাহা নাহি হয় যত বৃদ্ধ
 গোপিকার । যেষ্টেক সদা কৃষ্ণলালা পরিবার ॥ তত্র ইব ॥

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদগোবিন্দ দর্শনে । ক্ষণং

য়ুগশত মিব হাস্যং যেন বিনা ভবেত্ ॥ ৩৭ ॥

মুঞ্জাটবীমধ্যে দাবানল বিমোচন । করি কৃষ্ণবুজেতে করি
 লে আগমন ॥ গোবিন্দ দর্শন করি যত গোপিকার । পরম
 আনন্দ অতি হইল প্রচার ॥ যেই কৃষ্ণ না দেখিয়া ক্ষণেক
 সময় । যে গোপীগণের যুগশতমত হয় ॥ তত্র ইব ॥

তন্মক্ষা স্তদালাপা স্তদ্বিচেষ্টা স্তদাত্মকাঃ । তদঙ্গা

নেব গাযন্ত্যে নাত্মাগা রাগি সম্যক্ ॥ ৩৮ ॥

রাসারস্তে কৃষ্ণচন্দ্র হৈলে অন্তর্ধান । নাপাইয়া গোপীঅনু
 বিষা নানা স্থান ॥ নিবিড় বনেতে জ্যোত্স্না সত্তব নাহয় ।
 অন্ধকার দেখি নিবর্তিলা গোপীচয় ॥ কৃষ্ণ মন বৃষ্ণালাপ
 কৃষ্ণের কারন । পুষ্পমালা রচনাদি বিবিধ চেষ্টন ॥ তন্ময়া
 হইয়া সে তাঁহার গুণগণ । গায়েন আলায় দেহ নাকরি
 আরণ ॥ তত্র ইব ॥

গোপ্য স্তপঃ কিমচরন্ যদমূষ্য রূপং লাবন্য সার

অসমোক্ত মনন্য সিদ্ধং । দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনু সরাভি

নবং দুরাপা মেকাশুধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বর্যস্যা ॥ ৩৯ ॥

কংশ রজ্জ্বস্থলে কৃষ্ণে করিয়া দর্শন । পরস্পর কহে কথা
 পুরনারীগণ ॥ প্রসিদ্ধ তপস্যা সবয়ে আছে ভুবনে । এতান্

দুঃখগ তার নাকরি অরণে । গোপীসব কিবা তপকৈল তাচ
রগ । যেহেতু ইহার বপ মর্ক বিলক্ষণ ॥ লাবণ্যের সার নাহি
সম উদ্ধার । প্রতিক্ষণ নূতন দ্যুতাপ্য সবাকার ॥ রশ্মি
ঐশ্বর্য তার যে একান্ত ধাম । স্বতঃসিদ্ধ চক্ষুদ্বারা পিষে
অবিরাম । তত্রৈব ॥

সাদোহনেনবহনেন মথ নোপলেন শ্রেণৈকুণ্ডলগাভ

কুদতোক্ষণমার্জনাদৌ । গাযন্তি চৈনমনুরক্তধিষোহ

অকণ্ঠোদন্য বুদ্ধস্ত্রিষ উক্ক্রম চিত্তানাম ॥ ৪০ ॥

দোহন বর্তন আর দধির মথনে । বালক রোমাঞ্চে তার
দোলা আন্দোলনে ॥ চন্দনানু লেপ আর সেচন মার্জনে ।
ইত্যাদিকে গায় যারা শ্রীন্দনন্দনে ॥ অনুরক্ত বদ্ধ উক্ক-
ক্রম চিত্তগতি । তত্র কণ্ঠাবুজনারীগণ ধন্য আঁত । তত্রৈব ।

প্রাতর্বুজাদ্রুজতাবিশতশচদাযং গোভিঃ সমংক য

তোস্য নিশম্য বেগং । নির্গত্য তূর্ণ মবলাঃ পথি

ভূয় পূর্ণাঃ পশ্যন্তি সন্মিতমুখং সদযাবলোকং ॥ ৪১ ॥

গো গোপদমার সহ প্রভাত সময়ে । বুজে হৈতে কণ্ঠ চন্দু
খান বরষ ॥ সাযং আগমনে বেগ করণ বাদন । সেই মূর-
লীর ধনি শুনি নারীগণ ॥ শীঘ্র পথে আসি দেখে ভূরি পূর্ণা
গণ । সন্মিত সদয দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণ বদন ॥ তত্রৈব ॥

ন গারযেহং নিরবদ্য সংযুজ্যং স্বদধুকৃত্যং বিবু-

ধ্যযুগাপিবঃ । যামা ভজন্দুর্জর গেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃ

শচ্য বদঃ প্রতি যাতু সাধমা ॥

ব্রাসে অন্তর্ধান হৈয়া গোপীর কন্দনে । আবির্ভূত কক্ষ

চন্দ্র হইল রাখেন ॥ গোপী সকলের প্রসূত্রেয় উত্তর । তাঁ
হাদের কহেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পারে ॥ তোমাদের মংগল গহে
গোপীঅনিদিত । দেবগণ পরমায়ুকালে ও ব্যাপিত ॥ আমি
নাতি পারি তোমাদের কদাচিত । প্রতু পকারের কৃত্য করি
তে নিশ্চয় ॥ দুর্জর সে গৃহকণ শঙ্কল ছেদিয়া । আমার ভজ
ন মবে করিলে আনিয়া ॥ তাহে সব তোমাদের সাধুজ্ঞাধারায়
প্রী ক্ত হউক শুনহ ভাবিয়া ॥ তোমাদের সুশীলতা
যদি না সভায় । তবে ঋণী থাকিলাম আমি সর্বদায় ॥

গচ্ছে কব বজংসৌর । পিত্রামঃ প্রীতিমাবহ ॥ গোপী
নামদ্বিষো গাধিং মত শ্লেষে বিমোচয় ॥ ৪৩ ॥

লখুয়া থাকি রূক্ষ গোপীর বিরহ । ভাবিয়া মনোত কতি
হুটয়া অসহ ॥ প্রিয়সখা নহির উদ্ধবে ডাকিয়া । পাঠায়েন
বুজ্জকিছু শাস্তনা করিয়া ॥ সহজ কোমল রীতি হে উদ্ধব
তায় । বজ্রেতে গমন ভূমি কর হুয়ায় ॥ যুগোমতী নন্দ আ
মাদের মাতা পিতা ॥ তাঁহাদিগে প্রীতি দান্ত নিজচাকরিত
গোপিকার মন বিরহের দুঃখ যত । আমার সন্দেশ বাক্যে
মোচন বরত ॥ তত্র ইব ॥

তামম্মনস্ক মত্ প্রাণা মদর্থৈ ত্যক্ত ইদহিকাঃ । য়েত্য

ক্ৰ লোকধর্মাস্ত মদর্থৈ তান্ বিভর্ম্যহং ॥ ৪৪ ॥

গোপিকার আশাতেই মন প্রাণ হয় । মদর্থৈ ত্যক্ত
দেহ কার্য সমুদয় ॥ মন্বিতে লোক ধর্ম ত্যজেয়ে য়েজন
তাঁহাদিগে করি আমি সুখেতে বন্ধন ॥ তত্র ইব ॥

মযিতাঃ প্রেযসাং শ্রেষ্ঠে দূরেষু গোদ্রল দ্বিযঃ ।

অরন্তোহস্ম বিমুহ্যন্তি বিরহোক্তকণ্ঠ্য বিভুল্যঃ ॥

ধারযন্ত্যতি কৃষ্ণেণ প্রাযঃপ্রাণান্ কথঞ্চন । প্রত্যা

গমন সন্দেশবল্লব্যাঃ মদাঙ্গিকঃ ॥ ৪৫ ॥

অমি প্রিয়তম হই প্রিয়তমগণে । দূরেতে থাকিতে গো-
দলের নারী মনে ॥ অরসা বিরহ উত্কণ্ঠায় বিলিভা ।
বিশেষেতে মুহূর্ত্ত মোহপ্রাপ্তহিতা ॥ হে অঙ্গ শ্রীরাধা আদি
বল্লবী সকল । মম প্রত্যাগমন আশা জানিয়া প্রবল ॥ মম্বয়ী
তঁাহারা অতি কৃষ্ণেতে জীবন । কোন প্রকারেতে মাত্র করে
প্রধারণ ॥ তত্রইব ॥

রামেণ দাক্ষিণ্যমথুরায় প্রণীতেন্দ্রাফল্কিনা মম্বয়মুক্ত

চিত্তাঃ । বিগাঢ় ভাবেন নমেবিহোগতীবাধষে, ২ন্যং

দদন্তুঃ সুখায় ॥ ৪৬ ॥

দ্বারকাষ কৃষ্ণ গোপী মহিমোথাপনে । উদ্ধবের প্রতিকিঙ্ক
কহেন বচনে ॥ বৃন্দাবন হৈতে মোরে রামের সহিত । মথু-
রায় অক্রুর সে করিলে আনীত ॥ মায় অনুরক্ত চিত্ত অতি
গাঢ় ভাবে । বিচ্ছেদের তীব্র পাড়া সদা অনুভবে ॥ তামা-
হৈতে অন্যাক্রিছু সুখের কারণ । না দেখিয়া থাকিলেন সু-
দুঃখিত মন ॥ তত্রইব ।

ভাস্তঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠত মেননীতাঃ মথৈব বৃন্দাবন

গোচরেণ । ক্ষণাক্ষবত্তাঃ পুনরঙ্গতাসাং হীনাময়া

কল্প সমাবভূবুঃ ॥ ৪৭ ॥

আমি প্রেষ্ঠতম সে বৃন্দাবন গোচর । আমার সহিত আমি
বচনীয় তর ॥ নিশাগব রাসক्रीড়াদিক পরামন্দে । ক্ষণক্ষ-
সমান গত করিল স্বচ্ছন্দে ॥ হে অঙ্গ সে নবনিশা পুনকল্প

ন্যায় । হৈল আমাহঁতে হীন চৈয়া গোপিকায ॥ তত্র ইব ।

তানাবিদম্ময়ানুসঙ্গবঙ্গধিযঃস্বম আনন্দস্তথৈদং ।

রথাসমাধৌ মুনয়োক্তি তোযে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব
নামকপে ॥ ৪৮ ॥

আমাহঁতে সর্বদা সঙ্গ বন্ধু বুদ্ধি যত । ইহ পর লোক সুহৃদগ
অভিমত ॥ নিজ আত্মা পর্যন্ত নাজানবে কিঞ্চিত । সিদ্ধ
তাযে নদীমত প্রবিষ্ট নিশ্চিত ॥ সমাধিতে প্রবিষ্ট য়ে মত
মুনি যত । নাহঁজাখে নাম রূপাত্মক এজগত ॥ তত্র ইব ।

মত্ কামা ব্রমণং জার মম্বরূপ বিদোহবলাঃ । বুদ্ধ

মাংপরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত সঃস্রশঃ ॥ ৪৯ ॥

তদন শব্দের অর্থ কহেন শ্রবীন । জাতি ক্রিয়া জ্ঞান
শক্ত্যাদিক বলহীন ॥ পুলিন্দী প্রভৃতি শত সহস্রশো নারী ।
আত্ম তত্ত্ব জ্ঞানেতে রহিত । বনচারি ॥ গুণাদি গমনে গোপী
সঙ্গতি পাইয়া । আমা বিষয়ক কাম বিশিষ্ট । ইহা পর
বুদ্ধরূপ আমি শ্রীনন্দ নন্দন । আমারে পাইল দ্বামীভাবে
নারীগণ ॥ তত্র ইব ॥

এতাঃ পরংতনুভূতো ভুবি গোপবধু গোবিন্দ এব

নিখিলাঅনি রুচতাবাঃ । বাঙ্স্তিহ চ্ছাভিষে মুনযো

বষধঃ কিং বুদ্ধ জন্মভিরনন্ত কথা ব্রসস্য ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণাজায় উদ্ধব আসিয়া বৃন্দাবনে । শ্রীকৃষ্ণের আদেশ কহি
য়া গোপীগণে ॥ বিরহের শাস্তি নাহি অথচ বঞ্চিত । দেখি
য়া উদ্ধব মনে হইলা বিস্মিত । এমত গান্ধার্য প্রেম নাহে
কোথাবা । পরম ভক্তি তে প্রণমিয়া ইহ গায় ॥ ব্রজমহালক্ষ্মী

এই গোপ বধুগণ। ভুবিমধ্যে সফল জন্মাই হাঁরা তন ॥ য়েহে
তক সর্বস্বত্বমি শ্রীগোবিন্দে। কটভাব অতি প্রেমবতী সে অ
নিদে ॥ মৃত্তীচ্ছুক সব আর মত্ত মূনিগুণ। আমরাও বাঞ্ছা
করি যাহা সর্বক্ষণ ॥ অনন্তের কথা রস বিশিষ্ট য়েমনে।
কিবা ফল আস্ততত্ত্ব প্রকাশ সাধনে ॥ তত্রইব ॥

কৈমাঃ শ্রীযো বনচরী ব্যভিচার দৃষ্ট্যঃ কৃষ্ণে কুটৈষ
পরমাত্মনি কট ভাবঃ। ননু স্বরো নুভজতোহ বিদুষোপি
সাক্ষাচ্ছেষ স্তনেত্যগদ রাজ ইবোপয়ু ত্তঃ ॥ ৫১ ॥

বৃন্দাবনে রহঃস্থানে করেণ ভ্রমণ। কোথা এই শ্রীনন্দ বুজের
নারীগণ ॥ নাকরাপ্রতিপালন আদেশ তাঁহার। বৃত্তিক্তি নি
ষ্ঠেত্ব রাহিত্যাদি ব্যভিচার ॥ তাহে দৃষ্টা আমরা বা আছিযে
কোথায়। পরমাত্ম কৃষ্ণে কটভাব কোথাভাষ ॥ অর্থাৎ
গোপিকাদের য়েইকট ভাব। তাহা কোথা আমাদের হবে
অনুভাব ॥ বুঝিলাম যদ্যপিও হৈয়া অপণ্ডিত। নিরন্তর
ঈশ্বরেণে ভজযে নিশ্চিত ॥ সাক্ষাত দ্রশন ভার করেণ বিস্তা
র। ঔষধ খাইলে য়েন রোগ নাশকার ॥ তত্রইব ॥

নাযং শ্রীযোজ্জউনিতান্তরভেঃ প্রসাদঃ স্বয়ৌষিতাং

নলিন গন্ধক চাং দ্রতোহন্যঃ। রাসোত্মবেহস্য

ভুজদগুগ্হীতকঠ লক্সাশিবঃ ৭২ উদগাদুজসুন্দরীগাং ॥ ৫২

রাসোৎসবে কৃষ্ণকঠ করিয়া গ্রহণ। সুখপাল্য য়েই বুজ
সুন্দরীর গণ ॥ তাঁহারা য়ে প্রসন্নতাকৃষ্ণের লভিলা নিতান্ত
রুতির তাহা লক্ষ্মী নাপাইলা ॥ গন্ধ গন্ধকান্তি স্বর্গ নারী
লম্বদায়। নাপাইলা অন্য সব পাইবে কোথায় ॥ তত্রইব ॥

আশা মহো চরণেণ যুষ্মাহংস্যাং বৃন্দাবনে কিমপি
গুল্ম লতৌষধীনাং । যাদুস্ত্যজং স্বজনমায়ং পথঞ্চহিত্বা

ভেজুমুদ্রপদবীং শ্রুতিভি বিমূগ্যাং ॥ ৫৩ ॥

গোপিকা সবার পাদেণু য়েইপায় । বৃন্দাবনে গুল্মলতা
দিক সমুদায় ॥ তাসবার মধ্যে আমি কিছু কি চাইব । অহো
গোপী পদেণু সর্কাজে পাইব । যাঁচারা অত্যাঙ্গ্য পতি
পত্নাদিক সব । সদাচার রূপ ধর্ম ত্যজিয়া বিভব ॥ পাইলা
শ্রীমুদ্রের কমল চরণ । শ্রুতি সবার আশ্রয়ণীয় রেহন ॥
শ্রুতিদের ধর্মাদির অপেক্ষা আছে যে । গোপীগণ সর্কতাজি
লৈল কৃষ্ণাশ্রয়ে ॥ অতএব শ্রুতির কেবল অশ্রয়ে । গোপি
কারা পাইলেন সেপদ নিশ্চয়ে ॥ এই হেতু গোপিকারা
সর্কোৎকট হন । এবঞ্চ য়েকেহ কহে উপনিবন্ধ ॥ বিশেষ
ভজন লাভে গোপিকা হইলা । একথাও একথায নিরন্তর
হিলা ॥ লক্ষ্মী হৈতে তাঁহাদের ন্যূনত্ব সে হয় । অতএব নহে
তত সৌভাগ্য উদয় ॥ কেবল শ্রীগোবিন্দের করুণা প্রভাবে ।
নিশ্চয় সম্ভবে তাহা এটহয় ভাবে ॥ তত্র ইব ॥

সাবৈশ্রিয়াচ্ছিত মজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগৈশ্বরে

রূপি সদাশ্রমি রামগোষ্ঠ্যাং । কৃষ্ণস্য তদুগবতঃ

প্রপদার বিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু নিজহৃৎপরিবৃত্যতাপং ॥ ৫৪

লক্ষ্মী সাহা নিরন্তর করেণ অর্চন । বৃন্দা ইন্দ্রাদিক দেব
আর মুক্তগণ ॥ ভক্তি যোগ সমর্থ প্রভৃতি সমুদয়ে । য়েইপদ
সদা মন মধ্যেতে আছে যে । সেই শ্রীকৃষ্ণর পদ গোপিকা
নিকরে । রাসে স্তনে রাখি আগ্নিস্থিয়া তাপ হরে ॥ তত্র ইব

বন্দেনন্দব্রজজ্ঞাণং পাদরেণু মভীক্ষুণঃ । যাস্যাহরি

কথোদ্যোতঃ পুনাতী ভুবন ত্রয়ং ॥ ৫৫ ॥

শ্রীনন্দবুজের যেই গোপীপরিবার । তাঁহাদের পাদরেণু
বন্দি বারবার ॥ যাঁহাদের হরির কথা উচ্চগীত । ত্রিভুবন
পবিত্র কর'ষ সুনিশ্চিত ॥ কিয়া হরি কথা ন্যায় যাঁদের উদ্যো-
ত । কিয়া ইহাঁদের পাদ রেণু সুনিশ্চিত ॥ হরি কথোদ্যোত
ন্যায় এই ত্রিভুবন । পরিব্রজে ইত্যাদিক আছে অর্থগণ ॥

গোপ্যঃ কিমাচর দযং দ্রশলং অবণ দ্যামোদরা ধর

সখা মপি গোপিকানাং । ভক্তে হযং যদবশিষ্ঠ

রসং হৃদিনেয়া হযং ত্বচ্চক্ষু মমচু স্তরবোয়থায়্যাঃ ॥ ৫৬ ॥

বন্দাবন মধ্যে শুনি কৃষ্ণ বংশধনি । কহেন সখীর প্রতি
শ্রীরাধা আপন । ওহে ললিতাদি সখী এই কাঠনয় । কৃষ্ণ
বেণু কীদৃশ দ্রশল আচরয় ॥ গোপীদের পান যোগ্য কৃষ্ণ
ধরামৃত । শেষ নারায়ণিহা হযং পিবে অবিরত ॥ যাহার
অবণে যমুনা দি নদীগণ । হয ফল্লপাখ দ্বারা রোমাঞ্চিত হন
বংশোতে উদ্ভব বংশী তাহে তরুগণ । নয়ন হইতে করে তক্ষ
নিমোচন ॥ যেন বৃদ্ধাগণ বংশে দেখি কৃষ্ণ ভক্ত । রোমাঞ্চিত
হন অক্ষ মুগ্ধ অনুরক্ত ॥ তত্র ইব ॥

জযতি জননি বাসো দেবকী জন্মবাদো যদুবর পরি

৩২ৈ দোভিরসন্নধর্ম্মং । স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমু

খেন বুজপুত্র বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ৫৭ ॥

দশদক্ষকের শেষে শ্রীশুক আপনে । প্রতিপাদ্য সংক্ষেপিয়া

ক'হন বচনে ॥ জয়তি শ্রীকৃষ্ণ জনে'দর রাহেবাশ । অথবা-
জন সকল যুগ্মার নিবাস ॥ দেবকীতে জন্ম এই প্রসিদ্ধ যুগ্ম
হবে । যদুবর সব শতা সেবক আকার ॥ ইচ্ছাধান চতুর্বাছ
হইবা আশনে । কিম্বা বক্ষু বাছুদ্বারা দৈত্যবিনাশনে ॥ বৃন্দা-
বন স্থিত হিবচরণ রত । তাঁহাদেরে কুল নাশ করণে সতত
জ্যোতি যুক্ত কামবজ্র পুর বনিতার । সন্মিত শ্রীমুখে বাড়ি
যেন অনিবার ॥ ইতি ॥

কহেন জনমেজয় গুরো ভগবান । কৃতার্থো'ম্মি নিশ্চিত এ
ক্ষণ ॥ গোলোকের নাহা অঃ যে গোপনীয় হয় । করষে সে
শ্রবণ আমারে মহাশয় ॥ জৈমিনি কহেন কৃতার্থো'ম্মি বাক্য
য়েই । শুভে তাত যে কহিলে সব সত্য সেই ॥ গোলোক বাহি
নাথান ভক্তির দ্বারা য । শ্রবণকীর্তনে ধ্যানে সেই পদপায়
নির্হেতুক রূপাতল শ্রীকৃষ্ণ নন্দন । গুরুভুময়ি'হ তাঁরে নম
সনুজ্ঞন । ভক্তিকরাইবা যি'হ স্বনেবকজনে । পরমোপকারি
ন্যাস হন সান্ত্বষণে ॥ নমোনমঃ সনাতন গোস্থানি চরণ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের যে সননিত জ্ঞান ॥ শ্রীকৃষ্ণদার বিন্দবন্দি
সাবধানে । যুগ্মার রূপায় হৈল এগুট বাখ্যানে ॥ বেনা-
পুব নাম গ্রাম পরম সুন্দর । বিরাজ করেণ যাহে শ্রীশ্যাম
সুন্দর ॥ তাঁহার সেবক বসু শ্রীগোদসচন্দ্র । প্রেমভক্তি রূপ
গাণেত যেন চন্দ্র ॥ তাঁহার তনয়জয় গোবিন্দ সুদীন । ভক্তি
অন্ধা নিষ্ঠ আদি নকলে বিদীন ॥ যথা মতিটীক । মূল করি
বা ভাবনা । করিল সৎপতি ভাবা বচনেরচনা । ইহাতে কা-
বুনা এই সদামম মনে । করিবেন কৃপা এ অধীনে মাধুগণে

স্বপ্ন রসাস্বচন্দ্র গণিতে চৈত্রে দ্বিতীয়েহনি নমঃ।
 পাদ পদ্ম বৃগল। ত্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদ। । ত্রীমত্ গবতাম-
 ত্রীকৃষ্ণ মিত। সত পুস্তক। ভাষ্যাপূর্ণ। সর্ব প্রেক্ষাকর। গুণ
 যুক্ত। চীনন জাত। সুদা ॥

ইতি ত্রীভাগবতামৃতে গোলোক বাহ্য অখণ্ডে জ
 ননো নাম দ্বাদশোধ্যায়ঃ ॥

সাতঃখণ্ডঃ দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ সমাপ্তঃ চ। যঃ প্রবৃঃ ।

ত্রীভাগবতামৃতোত্তমঃ ॥ ত্রীমতে নমঃ ॥

ত্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় নমঃ ॥

